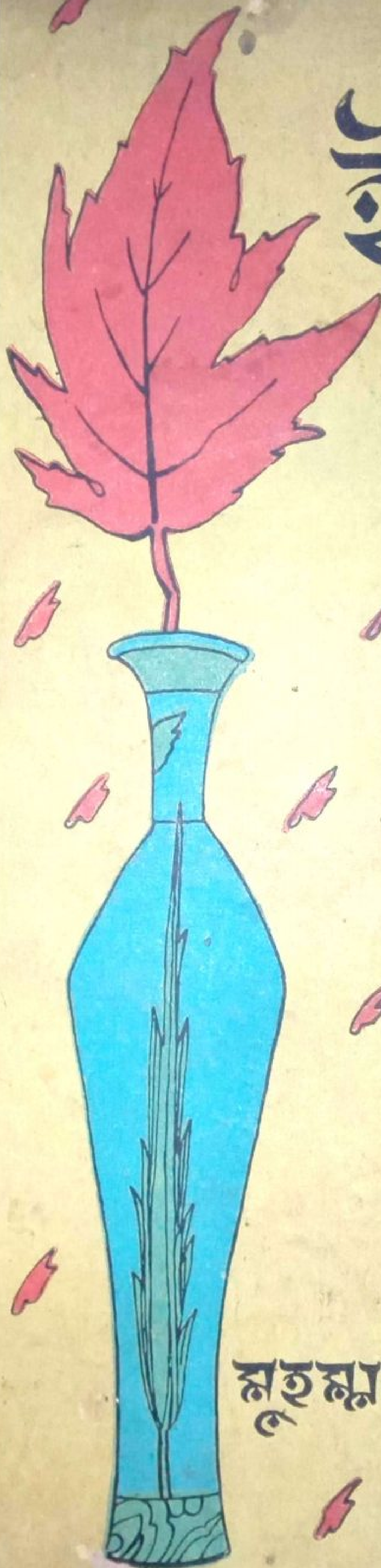
ইরানের কবি



মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

ইরানের কবি

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম. এ.

বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৭৫
[জুলাই, ১৯৬৮]

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ, ১৩৮৪
[জানুয়ারী, ১৯৭৮]

বাএ/৯১০
পাণ্ডুলিপি : সংস্কৃতি বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশনায়
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

প্রচ্ছদ
আবদুর রহমান চুঘতাই

মুদ্রণে
মানিক লাল শর্মা
মনোরম মুদ্রায়ণ
২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র।

IRANER KAVI : (Poets of Iran) containing lives of Forty Eight poets. Written by Prof. M. Mansooruddin M. A. and Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. 600 pages, Second Edition January, 1978, Price : Taka, 40·00 only.

প্রথম সংস্করণের

প্রসংগ কথা

বিশ্ব সাহিত্য সভায় ইরানী বা পারসীয় সাহিত্যের স্থান অতি উচ্চে। এ সাহিত্যের রূপমাধুর্য বিশ্বের সাহিত্য-পীপাসুদের জন্য এক চিরন্তন উৎসধারারূপে বিরাজ করছে। বিশেষতঃ সাদী, হাফিয, রুমী, জামী, ফেরদৌসী ও খৈয়ামের কাব্যকীর্তি যখন অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জগতে পরিবেশিত হলো, তখন জগৎ বিমোহিত হয়ে গেলো। আর তাঁরা বিশ্ববরণ্যে অমর কবি বলে স্বীকৃত হলেন। সাহিত্য-রসপিপাসু বাংগালী পাঠকগণ ইতিপূর্বে ইরানীয় সাহিত্যের সংগে নানাভাবে কিছুটা পরিচিত হলেও সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের এ বিশেষ ধারার কবি সাহিত্যিকদের পরিচয় সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

এ অভাব পূরণের জন্যই বাংলা একাডেমী 'ইরানের কবি' গ্রন্থখানি প্রকাশনায় অগ্রণী হয়েছে। এতে ইরানীয় ভাষার ছাব্বিশ জন কবির কাব্যকীর্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হয়েছে। ইরান ও ইরানী সম্পর্কে অনেক অন্তরংগ আলোচনা এ গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধের মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

আশাকরি পাঠক সমাজ গ্রন্থখানিকে সমাদরের সংগে গ্রহণ করবেন।

ঢাকা ২০শে শ্রাবণ ১৩৭৫

কাজী দীন মুহম্মদ
পরিচালক : বাংলা একাডেমী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইসলামের জন্ম হয় আরব দেশে। আরব দেশের ভাষা আরবী। ইসলাম ইরানদেশে প্রবেশ করে এবং স্থায়ী আসন লাভ করে। আরবেরা ইরানী পাহ্লভী-ভাষার হরফ রদ বদল করিয়া আরবী হরফে ইরানী হরফ বা পারস্য হরফে প্রবর্তিত করে। আরবের ইসলাম ইরানে প্রবেশ করিয়া নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে ভৌগোলিক ও পরিবেশিক কারণে। এই ইরানী ইসলাম ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশের পর ভূগোল ও পরিবেশের কারণে নতুনতর রূপ গ্রহণ করে।

এই উপমহাদেশে আর্যরা প্রধান। ইরানীরা ও আর্যরা এক গোষ্ঠী। আর্যরা দীর্ঘকাল ইরানে বসবাস করে। ফলে সংস্কৃতিগতভাবে দুই দেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়, এমন কি ধর্মের ব্যপারে সমতুল্য লক্ষ্য করা আচার আহার বেশভূষাও প্রধানতঃ। দেবদেবীর নাম ও লক্ষণীয়।

ইরানীদের ভাষা ইরানী। প্রাচীনকালে এই ভাষা পাহলভী ভাষা নামে পরিচিত ছিল। আবেস্তা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাহলভী ভাষায় বিরচিত। ধর্মেরও সময় সমন্বয় ঘটে। বোধহয় মানী খ্রীস্টান, বৌদ্ধ ও ইরানী ধর্ম সংমিশ্রণ করিয়া নতুন ধর্ম প্রচার করেন, ইহা মানীকিয়ান ধর্ম নামে সুপরিচিত ; মানীর ধর্ম প্রবল ও প্রচারশীল ধর্ম। এখনও বলকান বেসিনে (অববাহিকায়) এই ধর্মের সংগুপ্ত অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানকালে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রাচীন ও আধুনিক ইরানের বহু তথ্য ও সত্য উদঘাটন করিয়াছেন। ইরানী জাতীর ও ইরানী সাহিত্যের বিশ্বস্ততম ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মনসুর হাল্লাজের আনালহক্ ও জন্মান্তরবাদ Transmagration of soul লক্ষণীয়। বুদ্ধদেব ত অনার্য্য জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসী ছিলেন "জাতকে" তাহার প্রকৃষ্ট খবর পাওয়া যায়।

ইরানের সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্মের ছাপ পড়িয়াছে। বোধহয় ভারতীয় প্রভাবও পড়িয়াছে। **Dr Ignaz Goldziher** তাঁহার রচিত **Muhamad**

and Islam গ্রন্থে ইরানী সুফীমতবাদের উপর ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। ইকবাল পারস্য দর্শনে সুফীদের ছয় লতিফা যা ভারতীয় ষটচক্র ধারণা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, বলেন। হারানো জ্ঞান মুসলিমরা সম্পত্তিরূপে গ্রহণ করে।

ইরানী কবিরা ভারতে আসিয়া বসবাস করার ফলে নতুন পরিবেশে নতুন নতুন উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি এমন কি হিন্দী শব্দ সংমিশ্রণ করেন তাঁহাদের রচনায়। পারস্য ভাষার কবি আমির খসরু ইহার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

মদীয় 'ইরানের কবি'র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ একত্রে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মোটমাট ৪৮ জন কবির ঐতিহাসিক ও সংক্ষিপ্ত জীবনী পাওয়া যাইবে।

বর্তমানকালে বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রকাশ কঠিন গর্ভ-যন্ত্রণা—একেবারে সিজারিয়ান অপারেশন। অনেক ঘোরাঘুরি ও খোশামুদির পর এই নতুন সংস্করণ লোকচক্ষুর গোচর হইল। বাংলা একাডেমীর বদৌলতে এই গ্রন্থ প্রকাশ পাইল। এই গ্রন্থটির বিশেষ আকর্ষণ মৌলানা রুমীর ৪৮টি গজলের এবং হাফিজের ৭৯টি গজলের গদ্য অনুবাদ। পারসী ভাষায় আমার জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সুতরাং সকল ফার্সী উদ্ধৃতির অনুবাদ দিতে পারি নাই। মৌলানা মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী হাফিজের ফার্সী পাঠের প্রেস কপি পাঠ (text) প্রস্তুত করিয়াছেন ও প্রুফ দেখিয়াছেন। বাংলা একাডেমীর কর্তাগণকে ধন্যবাদ, বিশেষ করিয়া জনাব ফজলে রাব্বী, জনাব আল কামাল আবদুল ওহাব ও জনাব আনওয়ার-উল আলমের নিকট এবং সাংবাদিক মরহুম এ. এন. গোলাম মোস্তফার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

আমার কন্যারা এই গ্রন্থের ব্যাপারে আমার অনুসঙ্গী হইয়া বহু দৌড়াদৌড়ি করিয়াছে। এই দেশে ফার্সী বই পাওয়া দুরূহ। বহু চেষ্টা করিয়া মীর ওলীউল্লাহ প্রণীত "লিসানুল গায়েব" (তিন খণ্ড) সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন গ্রন্থাগারিক জনাব মোঃ সিদ্দিক খান গ্রন্থাদির ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহা আল্লাহর আশ্চর্য কেরামত আমার জীবনে। গতবারে মুদ্রিত কপি টীকা মহারাজার চেলা চামুণ্ডারা ভক্ষণ করিয়া গিয়াছিল। টীকা যখন গুলি গোলা চালাইতেছিল তখনও আমি হাফিজের গজলের অনুবাদ কর্ম চালাইয়াছিলাম। আমাদের দেশের লোকেরা এই গ্রন্থ পাঠে ইরানী কবিদের সম্বন্ধে সামান্য, হউক তাহা থোঁড়া, জ্ঞান লাভ করিলে সুখী হইব। প্রায় পঞ্চাশের অধিককাল ধরিয়া এই স্বপ্নের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছি। মদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইরান হইতে সকল ইরানী ক্লাসিক্যাল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপহার দেন। এই উপহার সতত আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এই গ্রন্থ রচনায়।

আবার শামসুল উলামা শিবলী নোমানী ও ডক্টর ই. জী. ব্রাউনের স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের গ্রন্থই আমার গবেষণার সম্বল।

বাংলাদেশের লোকেরা ইরানী উন্নত চিন্তা ও মহৎ কাব্যরস উপভোগ করুন, এই প্রার্থনা।

মনোরম মুদ্রায়ণ এই দুরূহ গ্রন্থ মুদ্রণে যথেষ্ট সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদেরকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিছু কিছু মুদ্রণ ভুল রহিয়া গেল।

মনসুর ভবন
শান্তিনগর, ঢাকা.
বাংলাদেশ
২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭৮

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পারস্য এক অতি সুপ্রাচীন দেশ। ইহার নাম কেন পারস্য হইল তাহা জানিতে কৌতূহল জাগে। পারস্যে আধুনিককালের ফার্‌স নামে একটি প্রদেশ আছে। প্রাচীনকালে গ্রীকরা এই প্রদেশের সংস্পর্শে আসেন। গ্রীক ঐতিহাসিকরা এই অঞ্চলকে পারসিস (Parsis) বলিত, তারি ফলে এই প্রদেশের নামানুসারে সমগ্র দেশ পারসিয়া (Persia) নামে বহির্জগতে পরিচিত হয়। [এ ধরনের নামকরণের নজির বিশ্বের অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। আরবরা সিন্ধু প্রদেশের ও নদীর সংস্পর্শে আসেন। তাহার ফলেই, তাঁহারা সিন্দ হইতে হিন্দ বলেন এবং ইতিহাসের পথ ধরিয়া সেখান হইতে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুস্থান দেশের নামকরণ হয়। [See Literary History of Persia, Vol. I. by Prof. E. G. Browne. P. 34.]

কিন্তু পারস্যের অধিবাসীরা নিজেদের দেশকে ইরান ও নিজেদেরকে ইরানী বলেন। ইরান আর্যদের যাযাবর জীবনের প্রাচীন বাসস্থান ছিল। আর্য ও ইরান সমধ্বনি গোত্রীয় শব্দ। পারস্য শব্দ ইরান ও সংস্কৃত শব্দ আর্য একই মূল শব্দ হইতে উদ্ভূত। ইরানী ভাষা সুপ্রাচীন। তাহার বয়স প্রায় তিন হাজার বৎসর। এই ভাষাতেই বিখ্যাত সম্রাট বিশ্বজয়ী সাইরাস (৫২২—৪৮৫ খ্রীঃ পূঃ) কথাবার্তা বলিতেন। তাঁহারা আহুরা মাজদার উপাসনা করিতেন।

ইরান সামরিক দিক হইতে এককালে অসম্ভব শক্তিশালী ছিল। এমন সময় ছিল যখন ইরান গ্রীসকে স্বীয় শক্তিমত্তার সাহায্যে উপনিবেশে পরিণত করিয়াছিল এবং গ্রীস বহুদিন ইরানকে 'কর' দিয়া আসিয়াছে। ইরানের উপনিবেশবাদী শাসনের প্রতিক্রিয়ার ফসল মহাবীর আলেক-জাণ্ডার তাঁহার সুপ্ত প্রতিহিংসামূলক মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই বিশ্ববিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন এবং পারস্য দেশ পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (৩৩১ খ্রীঃ পূঃ)।

ইরানের প্রাচীন ধর্ম জরথুস্ট্র, মাজদাক ও মানী প্রচার করেন। তাঁহাদের নামানুসারেই নিজেদের প্রচারিত ধর্মের নাম হইয়াছিল যথাক্রমে জরথুস্ট্রবাদী ধর্ম, মাজদাকী ধর্ম ও মানীকিয়ান ধর্ম।

এই তিনটি ছিল তৎকালীন ইরানের সর্বপ্রধান ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম। এই ধর্ম তিনটি, বিশেষ করিয়া মানীর প্রচলিত ধর্মটি ইউরোপেও প্রভাব বিস্তার করে এবং আজও দানিয়ুব অববাহিকা অঞ্চলে এই ধর্মের ক্ষীয়মান ধারাটি গোপনে প্রবাহিত রহিয়াছে।

এই ধর্ম প্রচারের জন্য মানীকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করা হয়। তিনি একজন কুশলী চিত্রকরও ছিলেন। দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তিনি ভারত ও চীনে গমন করেন। তিনি চীনে চিত্রকলা ও বিশেষ করিয়া কারুশিল্পে গবেষণা করেন। তাঁহার শিল্পকলায় চৈনিক ও ইরানী সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটে। আজ পাক-ভারতে চীন-ইরানী কারুশিল্পের যে ধারাটি পরিদৃষ্টি হয় মানী ছিলেন তাহার জনক। আর বিশ্বনন্দিত পারসী কারু ও চারুশিল্পেরও শ্রেষ্ঠতম হোতা ছিলেন তিনি।

ইরানের ধর্ম, সংস্কৃতি ও রীরত্বের উপরোক্ত রূপরেখা হইতে তাঁহাদের মন ও মননের একটা রেখাচিত্র আমাদের সামনে ভাসিয়া উঠে। আর সে চিত্র হইতেছে এক স্বাধীনচেতা, ধর্মপ্রাণ ও শিল্পরসিক জাতির। তাঁহাদের সৌন্দর্যচেতনা ও তাহার অভিব্যক্তি সমগ্র জগৎকে মোহিত করিয়াছে।

ইরানের আদি সাহিত্যের নজির খুব একটা পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালের শাসকদের কোপানলে পতিত হইয়া সেগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা মত প্রকাশ করেন। ধর্মভিত্তিক প্রাচীন সাহিত্যিক মূল্যসম্পন্ন যে গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম জেন্দাবেস্তা। জেন্দাবেস্তা ছিল জরথুস্ট্রের জরথুস্ট্রবাদী ধর্মের গ্রন্থ। ইহাতে কতকগুলি রসঘন গাঁথা রহিয়াছে। জেন্দাবেস্তায় জরথুস্ট্রবাদী ধর্মের অন্যতম দেবতা 'মিত্র'র যে প্রশংসা রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত কবিত্ব-গুণসম্পন্ন। যেমন ঃ

তুমি হে মিত্র স্বর্গের দেবতা
আলবুর্জেরও উচ্চশিরে।

[এগার]

কিংবা অমর সূর্যের আগে
দ্রুতগামী ঘোটকেরও সম্মুখে তুমি
স্বর্ণাভ সাজে সেথা তুমিই
প্রথম যাত্রী।

[Jackson অনূদিত Early Persian Poetry দ্রষ্টব্য]

পর্বতগাত্রে খোদিত অনুশাসনে ইরানী সাহিত্যের কিছু কিছু রচনার নমুনা রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া 'নক্‌শে রুস্তম' ও বিহস্তন, পারসোপোলিক রাজাদের অনুশাসন প্রাচীন ইরানী গদ্যের পরিচয় বহন করে।

সাসানীয় যুগে প্রাচীন ইরানী ভাষায় রচনা শুরু হয়। সাসানী আমলের বাদশাহেরা পাহ্‌লভী ভাষা সমৃদ্ধ করিবার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইরানের প্রাচীন ভাষা ছিল পাহ্‌লভী ও হরফগুলি ছিল পাহ্‌লভী হরফ। এই হরফগুলি সংস্কৃত হরফের মত কিছুটা কিম্ভূত কিমাকার দেখিতে।

৬৫১ খ্রীস্টাব্দে সাসানিয়া রাজবংশ সমূলে উৎপাটিত হয়। তাঁহাদের উৎখাত করেন বিজেতা মুসলিম আরবরা কাদেসিয়া রণাঙ্গনে। বিজেতারা পারস্য দেশের প্রচলিত ভাষা ও হরফের আমুল পরিবর্তন সাধন করেন। ফলে পাহ্‌লভী হরফের পরিবর্তে আরবী হরফে পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের সাধনা শুরু হয়। দেখা যায় যে পাহলভী ভাষায় যে সাহিত্য ধারাটির উন্মেষ হইয়াছিল, উহাই পরবর্তীকালে আরবী হরফ ও ভাষার আশ্রয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া উঠে। দীর্ঘদিন ধরিয়া আরবী ভাষা ও সাহিত্য আরব-ইরানী সংস্কৃতি ও ইসলাম ধর্ম যৌথভাবে এই দেশের সাহিত্য মানস গঠনে সক্রিয় ছিল। ফলে তাঁহাদের মৌল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক রসবোধ পরিণত হইতে পারে নাই বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

আব্বাসীয় খলিফারা বাগদাদে অপ্রতিহত প্রতাপের সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় একটি অভূতপূর্ব মহাসমারোহ পড়িয়া গিয়াছিল। 'বায়তুল হিকমত' (জ্ঞানগৃহ) নামক রাষ্ট্র পরিচালিত সংস্থার উদ্যোগে দেশী ও বিদেশী (ভারতীয় ও সিরীয়) পণ্ডিতদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ এখানে ঘটিয়াছিল। তাঁহারা ভারতীয়

চিকিৎসাশাস্ত্র, গ্রীক দর্শন ও অন্যান্য ধরনেরও জ্ঞান সাধনার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত পারসিকদের মধ্যেও এই জ্ঞানচর্চার নেশা দেখা দেয়। তাঁহারা প্রথম প্রথম আরবী ভাষার চর্চা করেন এবং নিজেরাই গভীর ও মৌলিক গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া জাতীয় জ্ঞান আহরণের ধারাটিকে সতেজ রাখেন।

আব্বাসীয় রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি সমূলে উৎখাত হয় বর্বর মোঙ্গলদের ভয়াবহ আক্রমণে। এই আক্রমণের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন বলেন :—**In its suddenness its devasting destruction, its appalling ferocity, its passionless and purposeless cruelty, its irristable though short lived violence, this outburst of savage nomads hitherto hardly known by name even to their neighbours, resembles rather some brute cataclysm of the blind forces of Nature than phenomen of human history [P. 427. Literary History of Persia. vol. I.]**

অধ্যাপক ব্রাউন আরও বলেন যে, ইসলামের উপর এই চরম ও নির্মম আঘাত সমগ্র ইসলামী সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও মানসের বুনিয়াদ ভাঙ্গিয়া শঙ্খচূড় করিয়া দেয় এবং আজও ইসলামের দেহ হইতে সে রক্ত শুকায় নাই। তিনি বলেন, কেননা **From this awful catastorphe Islam has never recovered especially in its intellectual aspects. The Mongols as a world power, or even a political factor of importance have long disappeared from the scene but they changed the face of a continent and wrought havoc which can never be repaired [Ibid. P. 427].**

সত্যই এখনও ঝরিতেছে ঝর ঝর রক্তধারা ইসলামের গাত্র হইতে। এই প্রলয় উল্লাসের মধ্যেই পারসী সাহিত্যের নবজন্ম লাভ ঘটে। রক্তস্নাত হইয়া জন্ম লইল শিশু আগামী দিনের বিপুল সম্ভাবনা বুকে করিয়া, কেননা আব্বাসীয় রাষ্ট্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন পারস্য রাষ্ট্রের জন্ম দিল।

তাহেরীয় বংশ, বাফারীয় সামানীয় বংশ, সেলযুক বংশ প্রভৃতি নানা বংশাবংশি পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিদিন আরবী সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ও বিপুল চর্চার ফলে পারসী সাহিত্যের ধারাটি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু খণ্ডখণ্ড পারস্যের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিতে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ-ভাবে আদৃত হইল এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পারসী ভাষা ও সাহিত্যের সার্থক চর্চা শুরু হইল। এখানে স্মরণযোগ্য যে, অখণ্ড পারস্যের রাষ্ট্রভাষা ছিল আরবী কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি আর আরবীকে রাষ্ট্রভাষা রাখিলেন না।

পারস্য সাহিত্যের এই নতুন ধারা আরবী সাহিত্যের অনুসারী এবং এক মূল বক্তব্য বিষয়—সর্বদাই রাজা-বাদশাহ বা ধর্মীয়ভিত্তিক (যাহা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও ছিল)। সাধারণ মানুষের কথা ইহাতে বিধৃত হয় নাই আর মানুষের কবি বা লেখক কেহই ছিলেন না।

সে যা হউক 'ইরানের কবি' গ্রন্থে মোটামুটি ২৬ জন পারস্য কবির জীবনী সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হইয়াছে। আমি যৌবনে পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ অনুভব করি। হিন্দু-মুসলমান বহু সাধুসজ্জন ব্যক্তি পারস্য কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী" পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বাসনা, সাধনা, ইসলাম প্রচারক, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা পত্রিকার নামও এই সম্পর্কে স্মরণযোগ্য। মৌলবী বরকতুল্লাহর নাম পূর্বসূরী হিসাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'পারস্য প্রতিভা' একখানি চমৎকার গ্রন্থ।

মৌলানা শিবলী তাঁহার 'সিয়রুল আজম' গ্রন্থে নিম্নলিখিত কবিদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন :

প্রথম খণ্ড : ১। রুদকী, ২। দকিকী, ৩। আনসারী, ৪। ফররোখী, ৫। ফেরদৌসী, ৬। আসাদতুসী, ৭। মনুচেহরী, ৮। হেকিম সানায়ী, ৯। ওমর খইয়াম, ১০। আনোয়ারী, ১১। নেজামী।

দ্বিতীয় খণ্ড : ১২। আত্তার, ১৩। কামাল ইসমাঈল, ১৪। শেখ

সাদী, ১৫। আমীর খসরু, ১৬। সোলেমান সাওজী, ১৭। হাফেজ, ১৮। ইবনে ইয়ামীন।

তৃতীয় খণ্ড : ১৯। ফেগানী, ২০। ফৈজী, ২১। উরফী, ২২। নজিরী, ২৩। তালেব আমুলী, ২৪। মির্জা সায়েব, ২৫। আবুতালেব কলিম।

মৌলানা শিবলী নোমানী 'সোয়ানেহ রুমী'ও রচনা করেন।

অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন তাঁহার পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে (চার খণ্ডে সমাপ্ত) সকল পারস্য কবির জীবনী ও কার্যকলাপ আলোচনা করিয়াছেন।

আমার জনৈক বন্ধু আমির খসরু, ফৈজী প্রভৃতি কবির জীবনী 'ইরানী কবি'তে আলোচনার জন্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন। অধ্যাপক ই. জী. ব্রাউন তাঁহার গ্রন্থে এই সকল কবির জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। পারস্য ভাষায় যাঁহারা কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। রাজশাহী কলেজের পারসী ও আরবী ভাষার অধ্যাপক আবদুল হাকীম মরহুম পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগে (১৯২৪—২৬) আশা বারি সিঞ্চন করেন। তিনি এমন চমৎকারভাবে আমাদের বি. এ. পাঠ্য ফারসী পড়াইতেন যে আমরা সকলে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। ইহার ফলে আমি (বাংলায়) এম. এ. (১৯২৮) পাশ করিবার পর ফারসীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষা (১৯৩২) দেই। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারি নাই। ইহার বহুকাল পরে মদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা তেহরানে মুদ্রিত সহস্রাধিক মুদ্রামূল্যের প্রায় সকল ক্লাসিকাল ফারসী কাব্য ও গদ্য গ্রন্থ ক্রয় করিয়া আমাকে উপহার দেন। পারস্য ভাষার এই যৎসামান্য মূলধন সম্বল করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সীর অধ্যাপক আগা মুহম্মদ কাজেম সিরাজী মরহুমের নাম স্মরণযোগ্য। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ফার্সী (বাংলা ভাষার সিলেবাসের অংশ) পড়াইতেন। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি আমাকে তাঁহার জীবৎকালে বিপুলভাবে উৎসাহিত

ও সক্রিয়ভাবে প্রচুর সহায়তা করেন। এক কথায় তাঁহার উৎসাহ ও আগ্রহ ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ আদৌ বাস্তবায়িত হইত না।

কবি কাজী নজরুল ইসলামই সর্বপ্রথম কবি রুদকীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার আগ্রহেই কবি রুদকী প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার হাতে দেই, কেন না তিনি রুদকীর ফার্সী কবিতাগুলি বাংলা কবিতায় অনুবাদ করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি প্রায় মাসাধিক কাল তাঁহার ক্ষুদ্র সুটকেসে আবদ্ধ ছিল। তখন তিনি কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতাস্থ 'নওরোজ' পত্রিকা অফিসে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তাঁহার ইচ্ছা রূপায়িত হয় নাই।

এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই কোন না কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিচিত্রা, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক মোহাম্মদী, নওরোজ, সাহিত্যিক, দৈনিক আজাদ, কল্লোল, আলইসলাহম, মাহেনও, পাকসমাচার ও স্বদেশ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'দিবানে শামসে তেব্রিজ'-এর বঙ্গানুবাদ 'ইমরোজ' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ফার্সী পাঠ মৌলবী সুলতান উদ্দীন আহমদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 'ভারতবর্ষ' (১৯২৬-২৭) সর্বপ্রথম প্রকাশিত (জালাল উদ্দীন রুমী) প্রবন্ধের জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করেন। 'বিচিত্রা', 'মাহেনও', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'পাক সমাচার' হইতেও পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হই। এই সকল সম্পাদকের নিকট আমার ঋণ রহিল। এই সকল গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকগণ বিশেষভাবে সমাদর করেন। এই সম্পর্কে পরলোকগত কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর সমাদর উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ "তাঁর পারসিক সাহিত্য সম্বন্ধে রচনাবলী বঙ্গ সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছে। এই রচনাগুলি আমরা আগ্রহে পাঠ করে আনন্দ লাভ করি। বঙ্গ সাহিত্যে এরূপ রচনার অভাব ছিল। সে অভাব পূরণের ভার গ্রহণ করে তিনি পাঠক সমাজকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।"

১৯২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর বাসভবনে সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে 'ওমর খাইয়াম' সম্বন্ধে এক সন্ধ্যায়

আলোচনা করি। এই সভায় মিসেস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিসেস ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মিসেস সরলা দেবী, মিসেস প্রিয়ম্বদা দেবী, মিসেস প্রসন্নময়ী দেবী প্রভৃতি ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে এক সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে 'ওমর খাইয়াম' সম্পর্কে আলোচনা করি। এই সভায় পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, কবি অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই গ্রন্থের জন্য আমি কলিকাতা ইমপিরিয়েল লাইব্রেরী (বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরী অব ইণ্ডিয়া), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী প্রভৃতিতে দীর্ঘকাল পড়াশুনা করি। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর পাঠাগারও ব্যবহার করি। তিনি আমাকে আমার ব্যবহারের জন্য কয়েক খণ্ড মূল্যবান গ্রন্থ দয়া করিয়া ধার দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এস. এন. রায়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে বিশেষ উপকার করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ সাহেব তাঁহার এক খণ্ড 'পারস্য প্রতিভা' আমাকে উপহার দিয়া উপকৃত করেন।

এই গ্রন্থ র চনায় শামসুল উলামা শিবলী নোমানী প্রণীত 'সিয়রুল আজম' (১-৪) ও অধ্যাপক ই. জী. ব্রাউন প্রণীত লিটারারী হিস্ট্রী অব পারসিয়া (৪ খণ্ড) ভিত্তি-গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধও ব্যবহৃত হইয়াছে। পারস্য দেশ ও জাতি সম্পর্কে আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় কোন বিশ্বস্ত গ্রন্থ রচিত হয় নাই।

এই পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মুদ্রিত ফাইল কপি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম। জনৈক ব্যক্তির হঠকারিতা বশতঃ ইহা নষ্ট হইয়া যায়। বহু কষ্ট ও পরিশ্রমে বহুজনের সাহায্যে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া বাংলা একাডেমীতে প্রকাশার্থ প্রেরণ করি। কয়েক বৎসর পর একাডেমীর তদানীন্তন ডিরেক্টর অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের আমলে ইহা প্রকাশের জন্য গৃহীত হয়। [একাডেমীতে প্রেস কপি প্রস্তুত করিবার সময় কয়েকটি প্রবন্ধ হারাইয়া যায়, এই প্রবন্ধগুলি পুনর্বার রচনা করিয়া এই গ্রন্থে সংযোজিত হইল।] বাংলা একাডেমীর

লাইব্রেরীয়ান জনাব শামসুল হক বিশেষ কৌশলে ও যত্নে দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা হইতে কয়েকটি প্রবন্ধের 'প্রেস কপি' প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত 'হাকিম সানায়ী' প্রবন্ধটি অনেক খুঁজিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অন্যান্য কবিদের সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ 'নওবেলালে' ও 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কাজেই এই সকল প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় নাই।

সম্ভবতঃ ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় এই গ্রন্থের প্রবন্ধাদি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে শুরু করি এবং ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে ইহার শেষ প্রবন্ধ ঢাকায় প্রকাশিত হয়। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে আমার জীবনের উপর দিয়া বহু ঝড়ঝঞ্চা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এই গ্রন্থ মধ্যে ঐক্য সূত্রে মাঝে মাঝে ক্ষীণতার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তবে মদীয় পারস্য কবিদের জীবনী ঐতিহাসিক ভিত্তিক করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে এবং বাংলা ভাষায় একসঙ্গে এত অধিক সংখ্যক পারস্য কবির জীবনী অন্যত্র সন্নিবেশিত হয় নাই। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের উচ্চতম জ্ঞান সাধনার প্রয়োজনে এই অক্ষম প্রচেষ্টা। পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এই দেশে অপাংক্তেয়। আমাদের উত্তর-সুরীরা যদি পারস্য সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সামান্যতম রূপেও পরিচিত হন, এই আশায় এই গ্রন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হইল। সময়াভাবে বিস্তারিত কোন প্রমাণপঞ্জী প্রদত্ত হইল না, গ্রন্থ মধ্যেই অংশতঃ প্রমাণপঞ্জী পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থে তরীকুল আলম মরহুম ও ডাঃ ইউসুফ হোসেনের দুইটি প্রবন্ধ সংযুক্ত করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর প্রকাশনাধ্যক্ষ জনাব ফজলে রাব্বী সাহেব বিস্তর ঝামেলা পোহাইয়াছেন। বিসমিল্লাহ্ প্রিন্টিং প্রেসের মালিক জনাব রুহুল আমিন সাহেব এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে নির্ভুলতা রক্ষা করিতে অমানুষিক মেহনত করিয়াছেন। [ফার্সী পাঠ ছাপাইবার ভাল প্রেস ঢাকায় নিতান্তই স্বল্প।]

সর্বশেষে শিল্পী বাদশা আবদুর রহমান চুঘতাই মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাইতেছি, কেন না তিনি এই গ্রন্থের জন্য দয়া করিয়া লাহোর হইতে

কভার ডিজাইন অঙ্কন করিয়া পাঠাইয়া আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন এবং শিল্পীবন্ধু কামরুল হাসান এই ডিজাইনে বাংলা হরফ অঙ্কন করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। কয়েকজন পারস্য কবির প্রতিকৃতি ও তাঁহাদের মকবরার ছবি প্রকাশিত হইল।

যাহা হউক এই গ্রন্থ যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইল, ইহার জন্য খোদার হাজার শোকরগোজারী করিতেছি। এই গ্রন্থ দ্বারা কেহ সামান্যতম উপকৃত হইলেও আমার যৎসামান্য চেষ্টা ও পরিশ্রম ধন্য হইবে। এই গ্রন্থের যদি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তবে বর্তমান গ্রন্থের দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা দূরীভূত করা হইবে, উদ্ধৃত ফারসী পাঠের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রদত্ত হইবে। অবশিষ্ট অন্যান্য খ্যাতনামা পারসিক কবিদের জীবনীও আলোচিত হইবে বলিয়া আশা করি। দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার করিতে পারি নাই। অলমিতি বিস্তারেন।

মনসুর ভবন
৩৭ শান্তিনগর, ঢাকা ২
২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৫

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

অন্ধকবি রুদকী ১
ফেরদৌসীর অগ্রদূত কবি দকিকী ১৫
আনসারী ২৩
ফররোখী ২৭
ফেরদৌসী ৩১
সুফী কবি আবু সই'য়দ ইবন আবি'ল খয়ের ৪৪
মনুচেহেরী ৭৭
নাসির খসরু ৭৯
ওমর খাইয়াম ৮৪
আনোয়ারী ১১৩
কামাল ইসমাইল ১১৯
খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তার ১২২
ইরাকী ১২৫
শেখ সাদী ১২৮
মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী ১৩৫
নেজামী ১৫৩
আমির খসরু ১৬৬
সালমান সাওজী ১৭৯
শামসুদ্দীন হাফিজ ১৮৫
জামী ১৯২
ফৈজী ২০৫
উরফী ২২৪
মির্জা সায়েব ২২৯
আমীর খসরু ২৩৪

তালেব আমুলী ২৩৯
নজিরী ২৪৭
কা'নী ২৫৮
দিবনে শামাসে তেব্রীজ ২৬১
অধ্যাপক ব্রাউন ও পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস ৩৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড

বাবা ফেগানী ৩৭৭
পারস্য কবি আসাদী-তুসী ৩৭৯
ইবনে ইয়ামীন ৩৮২
আবু তালিব কলিম ৩৮৪
ওবায়েদ-ই-জাকানী ৩৯০
ইমামী ৪০৩
আওহাদুদ্দীন ৪০৬
জহীর ফারইয়াবী ৪০৮
আওহাদী মারাঘী ৪১৫
খাকানী ৪১৬
খাজু কেরমানী ৪২২
কামাল খুজন্দী ৪২৭
মাগরিবী ৪২৯
কাতিবী ৪৩১
কাসিমুল আনোয়ার ৪৩৩
শাহ নিয়ামতুল্লাহ ৪৩৭
মাজহুদ্দীন হামগর ৪৪০
সুফী কবি হাকিম সানায়ী ৪৪৪
দিবান-ই-হাফিজ ৪৪৯

মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ای مادر من کجائی اخر - روی از چه امی نمائی اخر
خندان ز دل زمین برون ای - بر گریهٔ زار من بخشای
هرجا که زپای تو غباریست - مرا ز بهشت یادگاری یست
ذات تو که حفظ جان من برد - پشت من پشیبان من بود
روز که لب تو در سخن بود - پسند تو صلاح کار من بود
امروز مستم بمهر پیوند - خاموشی تو همی دهد بند

امیر خسرو

[Literary History of Persia, Vol. III by E.G. Borwne—p. p. 109-110]

ইরানের কবি

প্রথম খণ্ড



রুদকী

অন্ধকবি রুদকী

ইয়োরোপ ও এশিয়ায় অত্যাশ্চর্য ঘটনা-সাদৃশ্য এই যে অমর কবি হোমারের ন্যায় কবি রুদকীও জন্মান্ধ ছিলেন। সামানিয়া বংশের রাজত্ব-কালে ফরিদ উদ্দীন মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, ট্রাকজোনিয়া প্রদেশের রুদকী গ্রামে ৮৭০—৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। পারস্য সাহিত্য যখন শক্তিশালী আরবী সাহিত্য দ্বারা নির্বাসিত হইতে যাইতেছিল, যখন সাহিত্যিক ও কবিগণ সকলেই আরবীকে সাদরে তাঁহাদের ভাবের বাহন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন অন্ধকবি রুদকী তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভা ও অতুলনীয় সঙ্গীত-শক্তি লইয়া তাঁহার উপেক্ষিত মাতৃভাষার সৌন্দর্য সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই তিনি সমগ্র কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করেন এবং 'ইল্‌মে কেরায়েত' (=কুরআন পাঠের বিভিন্ন রীতি) শেষ করেন। ইহা হইতেই তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার স্বরও অতীব মধুর ছিল। তৎকালীন সম্রাট ও পারিষদগণের সভায় নদিমের (=নিত্যসহচরের) স্থান অতীব উচ্চে ছিল। এই পদের জন্য যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন উহার সকলগুলিই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। তাঁহার এই সমস্ত গুণ-গরিমার খ্যাতি খোরাসান ও ট্রাকজোনিয়ার সম্রাট নসর-বিন-আহ্‌মদের রাজসভায়ও পৌঁছিয়াছিল। ইহার ফলে সম্রাট তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহার নিত্য-সহচর রূপে গ্রহণ করেন। সম্রাটের ঈদৃশ অনুগ্রহের ফলে তিনি এত সম্মান ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন যে অনেক ধনী সভাসদের ভাগ্যেও সহসা তাহা ঘটে না। সমস্ত পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসেই উল্লিখিত আছে যে, যখন তাঁহার সোয়ারী বাহির হইত তখন তিন শত দাস তাঁহার অশ্বের অনুগমন করিত। বিদেশে ভ্রমণকালে তাঁহার আসবাবপত্র চারিশত উষ্ট্র বহন করিয়া লইয়া যাইত।

(২)

সামানিয়া বংশের রাজত্বকালে শত সহস্র কবি বর্তমান ছিলেন। কিন্তু রুদকীর প্রাসাদেই আজও সামানিয়া বংশের নাম বিখ্যাত। কবি শরীফ সত্যই বলিয়াছেন:

از ان چندین نعیم جاودانی - که ماند از آل ساسان و آل سامان
ثنائے رودکی ماند ست و مدحش - نوائے باربد ماندا ست دوستان

[কবি রুদকীর যে শাশ্বত দান চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে তাহা সাসানিয়া ও সামানিয়া বংশের প্রশংসা ও প্রশস্তি পাঠ। রুদকীর প্রশংসামূলক ও স্তুতি-মূলক কবিতা এবং বরবাদের সঙ্গীত ও গল্প বাঁচিয়া রহিয়াছে।]

সম্রাট নসর-বিন-আহ্‌মদের আদেশে রুদকী "কলিলা ও দিমনা"র ফারসী অনুবাদ করেন।* কলিলা ও দিমনা প্রথমে সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। রুদকীর এই বিখ্যাত পুস্তকের অনুবাদ লক্ষ্য করিয়াই বিখ্যাত আনসারী বলিয়াছেন:

چهل هزار درم رود کی' زمهتر خویش - عطا گرفت به نظم کلیله در کشور

[রুদকী তাঁহার সম্রাটের নিকট হইতে চল্লিশ হাজার দেরেম, কলিলা ও দিমনার গল্প কবিতায় লিখিবার জন্য পুরস্কার পাইয়াছিলেন।]

দুর্ভাগ্যক্রমে এই অমূল্য পুস্তকখানি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

একবার সম্রাট নসর-বিন-আহ্‌মদ হিরাটে ভ্রমণ করিতে গমন করেন। বাদ-ই-গিস হিরাটের একটি প্রসদ্ধি প্রমোদস্থান। তখন বসন্তকাল, সমগ্র মাঠ পুষ্পে পরিপুর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সম্রাট সেই স্থানের আনন্দদায়ক ও

---

* Febles of Bidpai by I. G. N. Keith Falconer, M. A. [Cambridge University Press. 1885]

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের ইহা ইংরেজী অনুবাদ। 'মুসলমানী সাহিত্য' হানাফী, ঈদ সংখ্যা, ১৯৩৬ এবং Encyclopaedia of Islam. Pp. 716-717.

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত বসন্তকালই তথায় অতিবাহিত করিলেন। বসন্ত গেল, শীত আসিল। তখন সমস্ত বৃক্ষ ভালভাবে সুশোভিত হইল। সেই স্থানে ১২০ প্রকার আঙুর উৎপন্ন হইত। ইহার মধ্যে তিরনিয়ান ও কালিঞ্জর সাতিশয় সুস্বাদু, উপাদেয় ও নরম ছিল। নসর মাঠ পরিত্যাগ করিয়া আবাদী স্থানে আসিলেন এবং দরওয়াজ নামক বিখ্যাত স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থান শস্যশালিনী ও প্রসিদ্ধ ছিল। উহার প্রত্যেক দিকই প্রাসাদোপম দিওয়ান ও হর্ম্যরাজি দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং প্রত্যেক দিওয়ানের সহিত উদ্যান সংলগ্ন ছিল। এই সময় সিস্তান ও মাজেন্দারানের ফলাদি তথায় আমদানী হইত। নসর সমস্ত শীতকালই তথায় অতিবাহিত করিলেন। প্রতিবারই তিনি রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিতেছিলেন যে, বসন্তকাল শেষ হইলে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত হইব। কিন্তু এক ঋতু চলিয়া গেলে অন্য ঋতুর বন্ধনে তিনি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইতেছিলেন। এই প্রকারে চারি বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সুতরাং সভাসদ ও সৈন্যগণ হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করিতেছিল; কিন্তু কেহই প্রকাশ করিয়া সম্রাটকে কিছুই বলিতে সাহস করেন নাই। পরিশেষে সকলে মিলিয়া রুদকীর নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, 'আমরা পাঁচ হাজার আশরাফী এই শর্তে দিতে সম্মত আছি যে, আপনি সম্রাটকে বোখারায় ফিরাইয়া আনিবেন।' পরদিন রুদকী সম্রাট সমক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, সম্রাট মদ্যপান করিতেছেন। রুদকী প্রেমের সুরে গান ধরিলেন:

بوے جوے مو لیان آید همے - یاد یار مهربان آید همے
ریگ آموی و درشتیهاے او - زیر پایم پرنیان آید همے
آب جیحون باهمه پهنا دری - خنگ ماراتا میان آید همے
اے بخارا شاد باش وشاد زی - شاه سویت مهمان آید همے
شاه سرو است و بخارا بوستان - سروے سوے بوستان آید همے
شاه ماه است و بخارا آسمان - ماه سوے آسمان آید همے

[মুলিয়ান নদীর গন্ধ আমি অনুভব করিতেছি, অনুগ্রহশীল বন্ধু-বান্ধবগণের কথা আমার মনে পড়িতেছে। আমু দরিয়ার উপকূলসমূহ ও তাহার

বন্ধুর বিস্তৃত ভূ-ভাগ আমার পায়ের নীচে যেন মল্‌মলের মত লাগিতেছে। দীর্ঘ প্রসারী জয়হুন নদীর জল আমার ঘোড়ার বুক পর্যন্ত পৌঁছিতেছে। হে বোখারা! খুশী হও, উৎসব কর, কেননা বাদশাহ্ তোমার অতিথি হইতে যাইতেছেন। সম্রাট দেওদার তরু এবং বোখারা যেন বাগান, দেবদারু তরু বাগানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সম্রাট চন্দ্র এবং বোখারা আকাশ, চন্দ্র আকাশের দিকে আসিতেছে।]

নসরের উপর ইহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাব এতদুর বিস্তৃত হইল যে, তিনি মোজা পরিধান না করিয়াই অশ্বারোহণ করিলেন এবং পূর্ণ এক মঞ্জিল গমন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সম্রাটের পারিষদ ও সৈন্যদল রুদকীকে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত আশরাফী দান করিয়া কবিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

রুদকীর জীবন সম্বন্ধে আমাদের বেশী জানিবার বিশেষ কোন গ্রন্থ নাই। 'চাহার মাকালা'র গ্রন্থকার, কবি নিজামী উরুজী যদি উপর্যুক্ত ঘটনাটির উল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলে আমরা ইহাও জানিতে পারিতাম না।

আমীর মুয়িজ্জীও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, কিন্তু রুদকীর কবিতার নিকট তাঁহার রচনা দাঁড়াইতে পারিত না। রুদকীর উচ্চস্থান ও রচনার নিকট মুয়িজ্জীর রচনা ভাব প্রকাশের দৈন্যে নিপীড়িত। রুদকীর কবিতা ভাবের প্রকাশে গৌরবান্বিত। রশিদ সমরকন্দী তাঁহার 'মজমা-আল-ফসাহা' নাম গ্রন্থে রুদকীর কবিতার সংখ্যা এক লক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কেননা তিনি বলিতেছেন ঃ

شعر اورا بر شمردم سیزده ره صد هزار-
هم فزون آرا ید' ارچونان که باید بشمری

[তাঁহার কবিতা আমি ত্রয়োদশবার গণনা করিয়াছিলাম, এক লক্ষ হইয়াছিল। যদি অধিক সুচারুরূপে গণনা করা যায় তবে ইহা হইতে বেশী হইবার সম্ভাবনা।]

রুদকী কাসিদা, রুবাই, কিতায়া, গজল ও মর্সিয়া প্রভৃতি কবিতাই লিখিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি মসনবীও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু

তাহার কোন অস্তিত্বই নাই। কলিলা ও দিমনা নামক বর্ণনাত্মক গ্রন্থ মসনবী ব্যতীত অন্য কোন ছন্দে লেখা সম্ভবপর নহে।

মৌলানা শিবলী বলেন, ওমর খইয়ামের মধ্যে যে দর্শন ও চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, উহার মূলে রূদকীর রচনা রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। যথা:

شاد زی با سیاه چشمان شاد - که جهان نیست جز فسانه و باد
ز آمده شادمان نه باید بود - وز گزشته نه کرد باید یاد
نیک بخت آن کسے که داد و بخورد - شور بخت آن که او نخورد و نه داد
باد و ابراست این جهان افسوس - باده پیش آر هرچه بادا باد

[আনন্দে তরুণী তন্বীর সহিত জীবন যাপন কর, কেননা পৃথিবী আষাঢ়ে গল্প (বা কল্পনা কাহিনী) ও বাতাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতুল ধনের অধিকারী বলিয়াই খুশী হওয়ার কারণ নাই, বা অতীত ধনের কথা মনে করিয়াও দুঃখ করার প্রয়োজন নাই। সেই সৌভাগ্যবান, যে নিজে ভোগ করিয়াছে ও বিলাইয়াছে, সেই দুর্ভাগ্যবান, যে নিজেও ভোগ করে নাই বা অন্য কাহাকেও দেয় নাই।

এই পৃথিবী, বাতাস ও মেঘের মতই চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী এবং গল্পের মতই অলীক।

মদ লইয়া আইস, বাতাসে মিশিয়া যাইবার আগেই উপভোগ করিয়া লই।]

হাফেজের সমস্ত গজলের মধ্যেও এই সুরের ঝঙ্কার পাওয়া যায়:

روی به محراب نهادن چه سود - دل به بخارا دبتان طراز
ایزد تا وسوسۂ عاشقے - از تو پذیرد نه پذیرد نماز

[মিহ্‌রাবের (= Prayer niche : বেদীর) নিকট মস্তক রাখিবার কি প্রয়োজন?

তোমার দিল্ বুখারার সুন্দরী তরুণীদের হাতে সমর্পণ কর। যতক্ষণ তোমার

হৃদয় প্রেমের জন্য পাগল ততক্ষণই সৃষ্টিকর্তা তোমার আবেদন গ্রহণ করিবেন, তিনি তোমার প্রার্থনার প্রার্থী নহেন।]

কবি জীবনের ও জগতের প্রতি যে ভাব দেখাইয়াছেন, তাহা বড়ই সুন্দর। তিনি বলিয়াছেন این همه بود و باد تو خواب است অর্থাৎ তোমার অস্তিত্ব, তোমার অতীত, ভবিষ্যৎ সমস্তই একটি নিদ্রার ঘোর। তিনি বলিতেছেন :

زندگانی چه کوته و چه دراز - نه به آخر بمرد باید باز
هم به چنبر گزار خواهد بود - این رسن را اگر چه هست دراز
خواهی اندر عنا و محنت زی - خواهی اندر نشاط ونعمت وناز
خواهی اندک ترا ز جهان بپذیر - خواهی از رے بگیر تا به حجاز
این همه بود و باد تو خواب است - خواب را حکم نے مگر به مجاز
این همه روز مرگ اگر بینی - نشناسی زیکدگر شان باز

[দীর্ঘজীবন কি সংক্ষিপ্ত জীবন, কোন পার্থক্য নাই, ইহাই কি সত্য নহে যে শেষে সকলেই মরিবে? হইতে পারে, জীবন সূত্র অতিশয় দীর্ঘ,—একদিন তাহাকেও নীল আকাশের গম্বুজ পার হইয়া যাইতে হইবে। তুমি সম্পদ মধ্যেই বাস কর বা দুঃখ কষ্টেই জীবন যাপন কর, অথবা তুমি ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও আনন্দের ক্রোড়েই কালাতিপাত কর, তুমি পৃথিবীর অতি সামান্য উপভোগার্থ পাইয়াছ, 'রায়' হইতে 'হেজাজে'রই অধিপতি হও, তোমার এই সমস্ত, তোমার ঐশ্বর্য, দুঃখ, সকলই স্বপ্ন; স্বপ্ন চিরদিন অবাস্তব। তুমি যদি এই সমস্ত জাঁকজমক দুঃখ-দৈন্য সত্ত্বেও মৃত্যুর মুখ দেখ, তাহা হইলে একজনকে অন্যজন হইতে পৃথক করিতে পারিবে না।]

তিনি আবার অন্যত্র বলিতেছেন :

بروز نیک کسان گفت غم مخور زنهار -
بسا کسا که بروز تو آرزو مند است

[কাহারও সুখের দিন দেখিয়া তুমি দুঃখ করিও না, পৃথিবীতে এমন লোক আছে যাহারা তোমার অবস্থাকেও হিংসার চক্ষে দেখে।]

সুতরাং অন্যের দুঃখ ঐশ্বর্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, প্রত্যুত রুদকীর কথা শ্রবণ কর :

رودکی چند برگرفت ونواخت
باده انداز کو سرود انداخت
ان عقیقین مے که هر که بدید
از عقیق گداخته نشناخت
هر دو یک گوهرند لیک بطبع
این بیفسرد و ان‌دگر بگداخت
نا بسوده دو دست رنگین کرد
ناچشیده به تارک اندر تاخت

[রুদকী অনেক গান গাহিয়াছেন এবং যথেষ্ট মদ পান করিয়াছেন। সেই লাল মদ যেই দেখিয়াছে কেহই চিনিতে পারে নাই যে তাহা আকিকচূর্ণ বা মদ। তাহারা উভয়েই প্রকৃতির বুক হইতে উৎপন্ন—একটি স্তরীভূত অন্যটি তরল।

মদ পরশ মাত্র হাত রঙীন করিয়া ফেলে, মদ পানমাত্র দুশ্চিন্তাসমূহ মস্তিষ্ক হইতে দূর করিয়া দেয়।] আরও বলিতেছেন :

بنفشها طرب خیل سربر کرد
چو اتشے که بگو گرد بر دوید کبود
بیار دهان بده ان افتاب کش بخوری
زلب فرو شود از دهان برارد دود

[আনন্দপ্রদ 'বনফশাহ্' অত্যধিক পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, জলন্ত গন্ধকের নীল শিখার মত।

তোমার মুখে লও,—আগুনের মত লাল মদ আনয়ন কর, যখনই তুমি ইহা পান করিবে তখনই তোমার ধুঁয়া মস্তিষ্ক হইতে পলায়ন করিবে।]

এই জীবনের মোহনিদ্রার মধ্যে প্রেম মদিরা গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য কর। হাফেজ একটি সুন্দর গজলে বলিয়াছেন :

'এই মদ গ্রহণ কর, যা সুন্দরী কুমারীর চুম্বন হইতেও মধুর।'

পৃথিবীর এই রম্যকানন, স্বর্গের নন্দনকানন হইতেও সুন্দর, এখানে প্রেমই জীবনের চরম সার্থকতা, তাই তিনি সুন্দর করিয়া বলিতেছেন :

یار من گفتا بهشت است اے شگفت !! این باغ نیست

گفتم این باغیست خرمم چون بهشت کردگار

آن بهشت ناپدید است این بهشت استے عیان

این به نقد است آن به نسیه ان نهان این اشکار

[প্রিয়তম বলিল, "কি আশ্চর্য (পৃথিবীর রূপ) বাগান। ইহা স্বর্গতুল্য বাগান নহে।"
আমি উত্তর করিলাম, "এই বাগান সৃষ্টিকর্তার স্বর্গ—উদ্যানের মতই মনোরম ও সুন্দর।
সৃষ্টিকর্তার স্বর্গোদ্যান অদৃশ্য, এই উদ্যান দৃশ্যমান"।]

রুদকী শুধু তাঁহার প্রিয়তমের গানই করেন নাই, শুধু তিনি প্রেমের কবিই নহেন, বা দর্শনের জটিল সমস্যা সমূহ সমাধান করিতেই ব্যস্ত ছিলেন না, প্রত্যুত বাস্তব জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সজাগ ছিলেন। তিনি পারস্য সাহিত্যে 'কাসিদা' (=প্রশস্তি মূলক কবিতা) লিখিবার প্রথা সৃষ্টি করিয়া যান। যদিও কাসিদা সাধারণতঃ সম্রাট বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রশংসা-সূচক কবিতা, তথাপি রুদকী কোন কোন কাসিদায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কসিদা তাঁহার বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বর্ণনাও দ্বারা দীপ্ত যথা :

(بهار) از بنفشه مرزها گسترده دیباها به چین

و ز شگوفه شاخها برسته در شاهوار

با هواے اوست گفتی هر چه گفتی در نسیم

بر زمین اوست گفتی هر چه در عالم بهار

از میان جوے آن آبے روان همچو گلاب

شاخهاے گل شگفته برکنار جوئبار

بود هرجا بهر ازهت گاه بار و نقل دمل

گلستان در گلستان و میوه اندر میوه زار

(خزاں)

کوه دیگر کوه سیمین گشت وزرین شد چمن

آب دیگر باره روشن گشت و تیره شد هوا

گشت خامش فاخته تاشد چمن پرداخته

گشت بلبل بے نوا تا بوستان شد بے نوا

نار چون بر حقه زرین نگین هاے عقیق

سیب چون بر چهره سیمین نشا نهاے بکا

باد سرد آمد چو آه عاشقان هنگام صبح

بانگ زاغ آمد چو از معشوق پیغام جفا

(معرکه جنگ) بدانگهے که دو لشکر بردے شکدیگر

گران کنند رکاب و سبک کنند عنان

ز گرد اسپان تیره شود رخ خورشید

زبانگ مردان خیره شود دل کیوان

یکے کشیده سنان و یکے کشاده حسام

یکے کشاده کمند ویکے کشیده کمان

[বসন্ত। 'বনফশাহ্' পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, পৃথিবীর বুকে যেন বহুমূল্য চৈনিক গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে।

বৃক্ষের শাখাসমূহ পুষ্প মুকুলে সুশোভিত হইয়াছে,- কে যেন মূল্যবান মণিমুক্তা শাখায় শাখায় লাগাইয়া দিয়াছে।

তুমি যাহাই বল, মলয় বাতাস তাঁহার সন্ধানেই উতলা হইয়াছে, তাঁহার ধরণীর বুকে সকলই যেন বসন্ত ঋতুর বিকাশ।

নদীর বুকে স্বচ্ছ সলিল যেন গুলাবের মত প্রতিভাত হইতেছে, তাহার তীরে পুষ্পসমূহ মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমোদ-প্রমোদের জন্য সকল স্থানেই ফল, মিষ্টি সামগ্রী ও মদ রহিয়াছে, সকল দিকেই নয়নাভিরাম ফুল ও ফলের বাগান। শরৎ। আবার শৈলশিখরে তুষারে সমাচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে এবং পুষ্পসমূহ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে।

আবার নদীর জল পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং আবহাওয়া কুজ্ঝটিকাময় হইয়া গিয়াছে।

ঘুঘুর সুর স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কেননা প্রকৃতি নগ্ন হইয়া গিয়াছে, বুলবুল আর গান গাহে না, কেননা পুষ্পোদ্যানসমূহ পুষ্প শূন্য হইয়া গিয়াছে। ডালিম হলুদ রাঙা পাথর খচিত পাথের মত হলুদ হইয়া গিয়াছে। সব সুন্দরী তরুণীর কান্নাভরা মুখের মত পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। প্রভাতের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন মাশুকের (=প্রেমিকের) বুকের প্রাভাতিক দীর্ঘশ্বাসের মত লাগিতেছে।

কাকের কর্কশ ধ্বনি যেন প্রেমাস্পদের নির্দয় পয়গামের (=message-এর) মত লাগিতেছে।

যুদ্ধ। যখন দুই দল সৈন্য পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিল, তখন অশ্বখুরের ধূলিতে সূর্যের আলো নিভিয়া গেল, এবং যুদ্ধ ধ্বনিতে বীর শনির বুক কাঁপিয়া উঠিল। একজন বর্শা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত, অন্যজন ধনুকে তীর সংযোজিত করিতেছে।]

রূদকী তাঁহার কবিতার মধ্যে এমন সুন্দর ও সুষ্ঠু বর্ণনা দ্বারা মনোরম চিত্র পরিস্ফুটিত করিয়া তুলিতে পারেন যে উহা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে ও আনন্দে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। তাঁহার 'যৌবন ও বার্ধক্য' নামক একটি কবিতায় এই প্রকারের একখানি জীবন্ত ছবি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও কষ্টকল্পিত ছন্দ বা ভাবের দৈন্য সমগ্র কবিতাটির মধ্যে এতটুকু নাই। শব্দচয়নের সৌষ্ঠব, ভাবের মাধুর্য ও সুরের ঝঙ্কারে কবিতাটি ভরপুর, যথাঃ

مرا بسود و فروریخت هرچه دندان بود

نه بود دندان لا بل چراغ خندان بود

یکے نماند کنون بل همه بسود و بریخت

چه نحس بود همانا که نحس کیوان بود .

نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز

چه بود ؟ راست بگویم قضائے یزدان بود

همی ندانی اے ماهروے غالیه موے

که حال بنده ازین پیش برچه سامان بود

به زلف چوگان نازش همیکنی توبه ده

ندیدی اورا انگه که زلف چوگان بود

شدان زمانه که رویش بسان دیبا بود

شدان زمانه که مویش بسان قطران بود .

[আমার যে সমস্ত দন্ত ছিল উহা সকলই পড়িয়া গিয়াছে, সেগুলি দন্ত ছিল না, প্রকৃতপক্ষে উহারা উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় ছিল। উহাদের একটিও নাই, তাহাদের সকলই পড়িয়া গিয়াছে ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহারা কি অপয়া ছিল! সত্যই উহারা শনির মতই অমঙ্গলজনক ছিল।

ইহা শনির দৃষ্টি বা দীর্ঘ বয়সের জন্য নহে, তবে ইহা কি? সত্য বলিব? ইহা বিধির বিধান।

হে চন্দ্রমুখী প্রিয়ে, তোমার দীর্ঘ চুলগুলি সুঘ্রাণযুক্ত ও ঘন কালো, তুমি কি ইহার পূর্বে আমার অবস্থা জানিতে? তুমি তোমার দীর্ঘ কুন্তলগুচ্ছের জন্য গর্ব অনুভব কর, তুমি কবিকে সেই সময় দেখ নাই যখন তাহারও বাবরী চুল ছিল।

সেদিন চলিয়া গিয়াছে যখন তাহার মুখ কারুকার্যখচিত বহু মূল্যবান গালিচার মত আনন্দদায়ক ছিল; সেদিন চলিয়া গিয়াছে যখন তাহার চুলগুলি কুঞ্চিত ও কালো ছিল; সে সময় অতীতে মিশিয়া গিয়াছে যখন সে

সুখী ও আনন্দিত ছিল। তখন তাহার সুখ ক্রমবর্ধন শীল এবং দুঃখ ক্রমহ্রাসশীল ছিল। সকল সময় তাহার হাত তাহার প্রিয়তমের কুন্তল মধ্যে থাকিত এবং সকল সময় গুণী ও গুণিগণের বাণী শ্রবণ করিত। সে সর্বদা সুখী ছিল এবং দুঃখ কাহাকে বলে জানিত না, সর্বদা তাহার হৃদয় আনন্দের প্রমোদভূমি ছিল। সে সময় তাহার পরিবার ছিল না, স্ত্রী-পুত্র ছিল না এবং কোন অভাব ছিল না, তাহার প্রাণ এই সকল হইতে দূরে ছিল এবং শান্তি-পূর্ণ ছিল। তাহার অসংখ্য স্বর্ণ মুদ্রা ছিল এবং সে তাহা সুন্দরী নবকুমারীগণের জন্য অজস্রভাবে ব্যয় করিত।
অনেক তরুণী তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত এবং সে তাহাদের উদ্দেশে নিশাকালে গোপনে অভিসারে যাইত। সে দিন চলিয়া গিয়াছে যখন সকলেই তাহার কবিতা লিখিয়া লইত, সে দিন চলিয়া গিয়াছে যখন সে গর্বিতভাবে পথ অতিক্রম করিত। হে চন্দ্রমুখী! তুমি এখন রূদকীকে দেখিতেছ; যখন সে খোরাসানে (সম্পদের কোলে) ছিল তখন তাহাকে দেখ নাই। তুমি সে দিন তাহাকে দেখ নাই যখন সে বুলবুলের মত বাগান করিত ও গান করিত।
অন্য লোকে ইহার বা উহার কাছ হইতে অনুগ্রহ পাইয়া ধন্য হইত। কিন্তু সে সাসানিয়া সম্রাটগণের অনুগ্রহ দানে ধন্য হইত। খোরাসানের সম্রাট তাহাকে চল্লিশ হাজার দেরেম দিয়াছিল এবং মীর-ই-মাকান তাহাকে তাহার পাঁচগুণ দিয়াছিল। এখন সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহারও পরিবর্তন হইয়াছে। এখন যষ্টি লইয়া আইস এবং ভিক্ষাঝুলি দাও।]

তিনি শুধু জীবনের আনন্দ ও প্রেম লইয়া বিভোর ছিলেন না, জীবনের ব্যথা ও বেদনা শোক ও মৃত্যু তাঁহার প্রাণের বীণায় বিষাদ সুরের সৃষ্টি করিয়াছিল। জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি সম্যক দৃষ্টি, সুখ-দুখ, কান্না-হাসি সকলই মিলিয়া তাঁহার কবি-প্রতিভার স্ফুরণ করিয়াছিল। তাঁহার মর্সিয়ার (=শোকগীতির) মধ্যে দেখিতে পাই যে শোক তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে নাই, শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার বিচার ভূমির ভিত্তি ধসিয়া পড়ে নাই, ইংরেজ কবি টেনিসনের মত তিনিও একটি বিধানের সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছেন। আমাদের শত সহস্র অশ্রুপাতে সে বিধানের

কোনই পরিবর্তন হইবে না, তাই তিনি বলিতেছেন—'হে শোকাতুর প্রাণ এবং যাহারা শোক প্রকাশ করিতে ভালবাসে এবং গোপনে অশ্রুপাত করে। যে চলিয়া গিয়াছে এবং যে আসিয়াছে, সে আসিয়াছে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন দুঃখ করিয়া কি লাভ? তুমি কি পৃথিবীকে সমদুঃখ ভাগী করিতে চাও? ইহার নাম পৃথিবী, ইহা কি কখনও তোমার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবে?'

বাতুলতা প্রকাশ করিও না, পৃথিবী তোমার মত বাতুল হইবে না, ক্রন্দন করিও না, পৃথিবী তোমার জন্য ক্রন্দন করিবে না। তুমি যদি রোজ কেয়ামত (doomsday) পর্যন্ত ক্রন্দন কর তাহা হইলেও সে চলিয়া গিয়াছে, সে আর আসিবে না।

BIBLIOGRAPHY

(১) Literary History of Persia. Vol. I. by Prof. E. G. Browne. M.A.M.B. (T. Fisher Unwin. London.)

(২) چهار مقاله (চাহার মাকালা) কবি নিজামী উরুজী প্রণীত, এবং পারস্যবাসী মির্জা মুহম্মদ কাজভিনী সম্পাদিত হয় এবং E. J. Gibb Memorial Series-এ Luzac and Co. দ্বারা লণ্ডন হইতে প্রকাশিত।

ইহা পারস্য সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গদ্য গ্রন্থ। পারস্য সাহিত্য আলোচনায় ইহা অমূল্য গ্রন্থ। মির্জা কাজভিনী যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে পারস্য ভাষায় অসংখ্য টীকাটীপ্পনী সম্বলিত করিয়া ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) شعر العجم حصه اول শিয়র-উল-আজম ১ম খণ্ড আল্লামা শিবলী নোমানী প্রণীত। আজমীর, দারুল মুসান্নাফিন হইতে প্রকাশিত।

(৪) ক। Rudaqi—Ency. Britannica-র প্রবন্ধ।

খ। „ —Ency. of Islam-এর প্রবন্ধ।

(5) Islamic Poetry and Mysticism by Prof. R. A. Nicholson. (Cambridge University Press. 1921.)

মুসলমানী কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে চমৎকার গ্রন্থ। ইহা যেমনই তথ্যবহুল তেমনই হৃদয়গ্রাহী। অধ্যাপক নিকলসন সাহেব অনূদিত কবি রুদকীর নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত হইল :

Faith doomed to hell, his form and face of paradise,
With fawn's eyes curly tresses, tulid cheeks.
A lip at when from Chinese painter's brush
O'er vermeil oozes the long silver line.
Should he bestow his beauty on the Ethiop,
The Ethiop would be envied by the Turk.
The Tulips of the cheek, when thou unveil'st,
Abash the sun : behind the veil's—
If the apple hath a more of musky grain
That chain of thiev's and apple every wise.

[Ibid. P. 12]

(6) Translations of Eastern Poetry and Prose by Prof. R.A. Nicholson, (Cambridge University Press. 1921)

অধ্যাপক নিকলসন আরবী ও ইরানী গদ্য ও পদ্য সাহিত্য হইতে চয়ন করিয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তুর্কী কবিতা বা রচনা ইহাতে স্থান লাভ করে নাই। সাহিত্য রসপিপাসু ব্যক্তিদের জন্য ইহা একটি চমৎকার রস সামগ্রী। ইহাতে অধ্যাপক নিকলসন কবি রুদকীর নিম্নোদ্ধৃত সুন্দর অনুবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন :

Rudaki the harp nice play
'Gin ye the wine, as he may lay
Molten ruby or ruby wine,
None who sees it may divine,
Since Nature of one stuff did shape,
The solid gem, the liquid grape.
Untouched, if stains the fingers red,
Untasted flies into the head.

[Ibid, P. 81]

ফেরদৌসীর অগ্রদূত কবি দকিকী

সামানিয়া বংশের রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নব তরুণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। নূহ্-বিন-মনসুরের সময় ইহার বিকাশের চরম পরিণতি হইয়াছিল। পারস্যের অতীত গৌরবজনক সামগ্রী, শাহ্নামা যাহাকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন-অল-আসির قرآن العجم। পারস্যের কুরআন বলিয়াছেন উহার রচনা-সূচনা তাঁহার রাজত্বকালেই আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা যদি আরম্ভ না হইত তবে সুলতান মাহ্মুদের ইতিহাসের সহিত ভুবন বিখ্যাত 'শাহ্নামা'র অতুলনীয় স্মৃতি বিজড়িত হইত কিনা কে বলিবে ?

সামানিয়া সম্রাট প্রথম হইতেই তাঁহাদের বংশের ও অতীত পারস্যের কীর্তিকাহিনী, সাধারণ বোধ্য, সহজ সরল ও প্রাঞ্জল কবিতায় দেখিতে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তখনও পারস্য কবিতার ততদূর উন্নতি হয় নাই। কাজেই তাঁহাদের এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইতেছিল না। মানুষ চিরদিনই অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। কেহ সাধনার মধ্যে এই সাফল্য লাভ করেন, কেহ অবিনশ্বর কীর্তি সৃষ্টি করিয়া চিরন্তনভাবে কালের কপোল তলে আপনার স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যান।

নূহ্-বিন-মনসুর ৩৬৫ হিজরীতে সিংহাসন আরোহণ করেন। বোখারায় তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজসভা বোখারার বিখ্যাত ও বিদ্বান কবিমণ্ডলীর দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কবি দকিকী অন্যতম। তাঁহার আসল নাম মনসুর বিন আহ্মদ। তিনি কবি জীবনের প্রারম্ভে চোগানিয়া আমীর আবুল মুজাফ্ফরের নিকট অবস্থান করিতেন। যখন তাঁহার কবি প্রতিভার খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি চতুর্দিক আমোদিত করিয়া ফেলিল তখন সম্রাট নূহ্-বিন-মনসুর তাঁহাকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার দরবারে লইয়া যান এবং 'শাহনামা' রচনা করিবার ভার তাঁহার

উপর অর্পণ করেন। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল, কাজেই সানন্দে তিনি এই গুরু কর্তব্যভার অবনত মস্তকে গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় বিংশতি সহস্র কবিতা লিখিয়াছেন, কেহ কেহ আবার কবিতা সংখ্যা এক সহস্র বলিয়া নির্দেশ করেন। তাঁহার কবিতা সংখ্যা যাহাই হউক উহার সমাধান অসম্ভব না হইলেও বর্তমানে অত্যন্ত দুঃখসাধ্য। তিনি শাহ্‌নামার যে সমস্ত কবিতা লিখিয়া গিয়াছিলেন কবি ফেরদৌসী তাঁহার শাহ্‌নামায় তৎসমুদয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কবি ফেরদৌসী ইহার উল্লেখ করিয়াই বলিতেছেন ঃ

جوانے بیامد کشاده زبان - سخنگوی و خوش طبع و روشن روان
به شعرارم این نامه را گفت من - ازو شادمان شد دل انجمن
ز گشتاسپ و ارجاسپ بیتے هزار - بگفت و سر آمد ورا روزگار

[একজন বাগ্মী যুবক আসিলেন,
তিনি কবি, রসিক ও গুণী।
তিনি বলিলেন 'আমি এই গল্প কবিতায় লিখিব।'
ইহা শ্রবণ করিয়া দরবারের সকলে পুলকিত হইলেন।
তিনি প্রায় সহস্রচরণ কবিতা, গুশতাসপ ও আরজাসপ সম্বন্ধে রচনা করিয়াছেন।]

এই পর্যন্ত লিখিয়াই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কবি ফেরদৌসী যে কবি দকিকীর কবিতা শাহ্‌নামার মধ্যে স্থান দান করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচায়ক। ফেরদৌসী যদি শাহ্‌নামার মধ্যে দকিকীর নাম উল্লেখ না করিতেন ও তাঁহার কবিতা গ্রন্থভুক্ত না করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় দকিকীর নাম সকলের হৃদয়ে এতখানি স্থান অধিকার করিয়া থাকিত না। অতীত কালের অতল অন্ধকারে তাঁহার অতুলনীয় স্মৃতি চিরতরে ডুবিয়া থাকিত। মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া কবি ফেরদৌসী বড়ই উদারতা দেখাইয়াছেন। হিংসা বা অবহেলা করিয়া দকিকীর কবিতা তিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলেন নাই।

তিনি স্বয়ং শাহ্‌নামায় বলিতেছেন :

کنون رازها باز جویم ترا - حدیث دقیقی بگویم ترا
چنان دید گوینده یک شب بخواب - که یک جام می داشتے چون گلاب
دقیقی زجائے پدید آمدے - بدان جام مے داستانها زدے
به فردوسی آواز دادے که مے - مخور جز به آئین کاؤس کے
که شاهے گزیدے زگیتی که تخت - بنازد بدو تاج و شمشیر و بخت
شهنشاه محمود گیرنده شهر - ز شادی بهر کس رساننده بهر
بدین نامه گر چند بشتافتے - کنون هرچه جستی همه یافتے
از اندازه من بیش گفتم سخن - اگر باز یابی بخیلی مکن
ز گشتاسپ وارجاسپ بیتے هزار - بگفتم سر آمد مرا روز گار
گران مایه نزد شهنشه رسد - روان من از خاک بر مه رسد
بداند که پیش از تو آخر کسے - درین داستان رنج بردش بسے
بپزیرفتم و داشتم زو سپاس - مرا در دل آمد زهرسو هراس
که روزے مراهم بباید گزشت - ز گفتار او در نشاید گزشت
ز گفتار او بشنو اکنون سخن - که گفت است این داستان کهن

[আমি পুনরায় আপনাদের জন্য রহস্য সন্ধান করিব এবং আপনাদিগকে দকিকীর কথা বলিব।

বক্তা একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি গোলাপের মত লাল এক পেয়ালা মদ ধরিয়া রহিয়াছেন।

দকিকী এক স্থান হইতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সে মদপূর্ণ পাত্রের সাতিশয় প্রশংসা করিলেন। তিনি ফেরদৌসীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, মদ সম্রাট কায়কাউসের ন্যায় ব্যাতীত গ্রহণ করিও না। তুমি একজন সম্রাটকে মনোনয়ন করিয়াছে যাহার সিংহাসন, তরবারী অদৃষ্ট-গর্বিত। শাহানশা মাহ্‌মুদ, যিনি দেশ-বিদেশ জয়ী, সকলকেই তাঁহার আনন্দ পরিবেশনে

অনুগৃহীত করিয়াছেন। যদি তিনি এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেন তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রাপ্ত হইতেন।

সাধারণের অনুমান হইতেও আমি অধিক কবিতা রচনা করিয়াছি। যদি তুমি তাহা হইতেও অধিক বলিতে পার তবে কৃপণতা করিও না। আমি গুশতাসপ ও আর্‌জাস্‌পের প্রশংসায় সহস্র কবিতা লিখিয়াছি। উহা রচনা হইলে আমার শেষদিন আসিয়াছিল।

আমরা সেই মূল্যবান কবিতা যখন সম্রাটের নিকট পৌঁছিবে তখন আমার আত্মা এই মাটির দেহ পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্ররাজ্যে পৌঁছিবে। লোকে তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, তাহার পূর্বে একজন এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা বলিলেন, তদনুসারেই কার্য করিলাম। আমার হৃদয়ে প্রতি দিক হইতে ভয়ের সৃষ্টি হইতেছে। এমন একদিন আসিবে যেদিন আমাকেও এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে, কাজেই তাঁহার অনুরোধ আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।
এখন তাঁহার কবিতা শ্রবণ কর
যে এই পুরাতন কাহিনী এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।]

(২)

দকিকীর জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার একজন সুন্দর ও সুশ্রী ভৃত্য ছিল, তাহার প্রতি কবি অতিশয় আকৃষ্ট ও অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, ভৃত্য তাঁহার গভীর প্রণয় ও স্নেহের কোনই প্রতিদান করে নাই, প্রত্যুত তাঁহার হত্যা সাধন করে। ফেরদৌসী এই অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতি উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছেন :

جوانیش را خوے بد یار بود - ابا بد همیشه به پیکار بود
یکایک ازو بخت برگشته شد - بدست یکے بنده کشته شد

[যুবক ভৃত্যের স্বভাব খারাপ, এবং সকল সময় দকিকীর সহিত ঝগড়া করিত। হঠাৎ একদিন তাঁহার ভাগ্য বিরূপ হইল।
ভৃত্যের হস্তে তিনি নিহিত হইলেন।]

দকিকী 'মসনবী' 'কাসিদা' ও 'গজলে'র যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

পারস্য সাহিত্য আরব্য সাহিত্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত হইয়া গিয়াছিল। সর্বপ্রথম দকিকীই এই প্রভাব বিদূরিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কবি ফেরদৌসী তাঁহার সমগ্র শাহ্‌নামার মধ্যে মাত্র কয়েকটি আরবী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহা হইতেই দকিকীর প্রচেষ্টার সাফল্য অনুধাবন করা যাইবে। আরবী প্রভাবের মধ্যে থাকিয়াও এই সংমিশ্রণ প্রভাব হইতে তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণ মুক্ত, যথা ঃ

چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت - فرود امد از تخت و بر بست رخت
به بلخ گزین شد بدان نو بهار - که یزدان پرستان آن روزگار
مران خانه را داشتندے چنان - که مر مکه را تازیان این زمان
بدان خانه شد شاه یزدان پرست - فرود آمد آن جا و هیکل به بست
به بست ان در افرین خانه را - دران خانه نگذاشت بیگانه را
بپوشید جامه پرستش' پلاس - خدا را چنین داشت باید سپاس
بیفگند یاره' فرو هشت موے - سوے روشن داد گر کردے روے
نیایش همی کرد خورشید را - چنان برده بد راه جمشید را
چو گشتاسپ بر شد به تخت پدر - که فر پدر داشت بخت پدر
بسر بر نهاد ان پدر داده تاج - که زیبنده باشد بر آزاده تاج
منم گفت یزدان پرستنده شاه - مرا ایزد پاک داد این کلاه
بدان داد مارا کلاه بزرگ - که بیرون کنم از رمه میش گرگ
سوے راه ورزان نیاریم چنگ - بر آزاده گیتی نداریم تنگ
پس از دفتر نامور قیصرا - که ناهید بد نام ان دخترا
کتایونش خواندی گرا نمایه شاه - دو فرزندش امد چو خورشید و ماه
یکے نامور فرخ اسفندیار - شهے کارزاری' نبرده سوار
پشوتن دگر گرد شمشیر زن - شهے نامبردار لشکر شکن
چو یک چند گاهے بر آمد برین - درختے پدید آمد اندر زمین

از ایوان گشتاسپ بمیان کاخ - درختے پدید آمد اندر زمین
از ایوان گشتاسپ بمیان کاخ - درختے گشن برگ و بسیار شاخ
همه برگ او پند بارش خرد - کسے کو چنوبر خورد کے مرد
خجسته پئے نام او زرد هشت - که اهریمن بد کنش را بکشت

[যখন লহরাস্প গুশতাসপকে সিংহাসন সমর্পণ করিলেন তখন তিনি সিংহাসন সমর্পণ করিলেন এবং বলখ অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; সেই স্থান মনোনয়ন করিলেন, যেখানে খোদাতত্ত্বান্বেষী সাধকের বেশী বসতি। তিনি সেই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ এমনভাবে করিলেন যেমনভাবে আজ কাল আরববাসীরা মক্কার রক্ষণাবেক্ষণ করে।]

আজকাল Natural Poetry বলিয়া যাহা সাহিত্য রসিকগণের অতীব প্রিয়, পারস্য কবিকুল মধ্যে দকিকীই পারস্যে উহার প্রথম লেখক। উদাহরণ-স্বরূপ বসন্ত সম্বন্ধে তাঁহার একটি কবিতার* কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

سحر گاهان که باد نرم جنبد - بجنباند درخت سرخ واصفر
تو پنداری که از گردون ستاره - همے بارید بر دیباے اخضر
نگار اندر نگار و لون در لون - هزار ان در شده پیکر به پیکر

[প্রভাতে শান্ত সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, ইহাতে হলুদ ও লাল ফুলের গাছ আন্দোলিত হইতেছে। তোমার মনে হইবে যেন আকাশ হইতে নক্ষত্রসমূহ, পৃথিবীর সবুজ গালিচার উপর ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেখিতে সুন্দর ও সুশ্রী, এবং বিভিন্ন বর্ণের সহস্র সহস্র পুষ্প পরস্পরের পাশাপাশি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে।]

* এই কবিতা কয়েক ছত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইহাতে কোন আরবী শব্দ ব্যবহার হইয়াছে কিনা। আমার ভয় হয় বাঙালী পাঠক আরবী পারসী ভাষা না জানায় ইহার প্রতি সম্যক সুবিচার করিতে পারিবেন না, এবং এই জন্যই মাত্র নমুনাস্বরূপ অল্প কয়েক ছত্রের অনুবাদ করিয়া দিলাম।

'মদ ও প্রিয়' সম্বন্ধে এই ধরনের অন্য একটি কবিতায় বলিতেছেন, হে মোর প্রিয়, বসন্ত মেঘ অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ করিতেছে, এবং পৃথিবীকে সবুজ সাজ পরাইয়া দিয়াছে :

در افگند اے صنم ابر بهشتی - زمین را خلعت اردے بهشتی
زمین برسان خون الوده دیبا - هوا برسان مشک اندوده دشتی
بدان ماند که گوئی از مے و مشک - مثال دوست بر صحرا نوشتی
پئے رخسار او همرنگ یاقوت - مے برگونه جامه کنشتی
جهان طاؤس گونه گشت گوئی - بجاے نرمی و جای درشتی
ز گل بوئے گلاب آید بد انسان - که پنداری گل اندر گل سرشتی
دقیقی چار خصلت بر گزید است - به گیتی از همه خوبی و زشتی
لب یاقوت رنگ و ناله چنگ - مے خون رنگ و کیش زردهشتی

[পৃথিবীর বুকে রক্ত-রঙীন লাল ফুল ফুটিয়া রক্ত দেখাইতেছে, এবং বাতাস কস্তুরী গন্ধে দিগদিগন্ত আমোদিত করিতেছে। প্রকৃতি যেন আঙুর ও কস্তুরীর আধিক্য বশতঃ উন্মুক্ত মাঠে সুন্দরী প্রিয়তমার মত দেখাইতেছে। প্রিয়তমার গণ্ড যেন কোহিনূরের মত উজ্জ্বল, এবং আঙুর লতা যেন আগুনের আচ্ছাদনে আবৃত রহিয়াছে। ধরণী যেন একটি নয়নাভিরাম ময়ূরের মত দেখাইতেছে, ইহার কোথায় নরম আর কোথায় শক্ত। গোলাপ ফুল হইতে যেন গুলাব জলের গন্ধ আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় অসংখ্য গোলাপ ফুল যেন স্তূপীকৃত হইয়া আছে। সমস্ত জগতের মধ্যে যাহা ভাল ও মন্দ আছে তাহার মধ্যে দকিকী চারিটি জিনিস মনোনীত করিয়াছেন। ইয়াকুতের মত ওষ্ঠ, বীণার ঝঙ্কার, লাল রঙীন মদ ও জুরাস্ত্রারের ধর্ম।]*

---

* He (Dakiki) is said to have been a Zoroastrian by some scholars, who base their statement on one of his lyrics which gives the poet's view of the world's four choicest blessings as ruby lips, the music of the harp, Zoroastev's teachings and red wine. The conjuction of Zoroastrionism with the conventional hedonism may

however, be merely a touch of antiquary appearing in the poet. In any case there is a little or no foundation but this verse for the assumption that the poet was anything but a muslim, which, to judge from other fact, he probable was. Vide P. 21. Persian Literature By Prof. R. Levy M. A. (Oxford University Press).

আনসারী

তাঁহার নাম হাসান বিন-আহমদ, কুনিয়াত আবুল কাসেম এবং কবি নাম আনসারী। তিনি বলখের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যৌবন প্রারম্ভেই পিতামাতাকে হারান। তাঁহার পৈতৃক পেশা তেজারতী ছিল। তিনি তেজারতী আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ের জরুরী কার্যোপলক্ষে একবার তিনি ভ্রমণে বহির্গত হন। পথিমধ্যে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হন এবং যাহা পাইয়াছিলেন তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

আনসারী তেজারতীর খেয়াল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে বিদ্যা অর্জনের ব্যয়, যথা বিদ্যালয়ের বেতন ও পরীক্ষার ফিস ইত্যাদির জন্য কোন প্রকার হতাশা পোহাইতে হইত না। প্রত্যেক দিকে উচ্চ বিদ্যায়তনসমূহ বর্তমান ছিল। যাহার ইচ্ছা সেই বিদ্যা অর্জন করিতে সমর্থ হইত। আনসারী তৎকালে প্রচলিত সর্বাধিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কাব্য সাধনার দিকে ঝোঁক ছিল। এই জন্য তিনি জীবনের সাধনার পথ বলিয়া কাব্য চর্চা করেন। এই কাব্য চর্চা উপলক্ষে তিনি সুলতান মাহ্‌মুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নসর বিন সবুক্তগীনের দরবারে পৌঁছাইতে সমর্থ হন। নসর আনসারীকে রত্ন বলিয়া চিনিতে সমর্থ হন এবং তাঁহাকে সুলতান মাহ্‌মুদের দরবারে প্রেরণ করেন। কালক্রমে তিনি রাজকবির পদে সুলতান মাহ্‌মুদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুলতান মাহ্‌মুদ আদেশ দেন তাঁহার চারিশত সভাকবির সকলের রচনাই আনসারীকে দেখাইবার পর রাজ সমীপে পঠিত হইবে। আনসারী অনুমোদন না করিলে কাহারও কবিতা পাঠ হইবে না। নামজাদা কবিগণ আনসারী সম্পর্কে কাসিদা রচনা করিতেন এবং আনসারী তাঁহাদিগকে প্রচুর রূপে পুরস্কৃত করিতেন।

খাকানী বলেন :

شنیدم که از نقره زد دیگدان - ز زر ساخت آلات خوان عنصری

সুলতান মাহ্মুদের অনুগ্রহ ও প্রসাদে আনসারীর ঐশ্বর্য এতাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল সে সোনার কোমরবন্ধ পরিহিত চারিশত ভৃত্য সর্বদা তাঁহার অনুষঙ্গী হইত। যখন তিনি ভ্রমণ করিতেন তাঁহার ভ্রমণোপযোগী বস্তুসমূহ চারিশত উষ্ট্র বহন করিত। সমসাময়িক প্রায় সকল কবিই আনসারীর ঐশ্বর্যের বর্ণনা ঈর্ষান্বিত ভাবে করিতেন।

সুলতান মাহ্মুদের দরবারে চারিশত পারস্য কবি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ফররোখী, আসজাদী, আনসারী, মনুচেহরী বাকপতি ছিলেন। কিন্তু সুলতান মাহ্মুদের নাম যাঁহার জন্য অবিস্মরণীয় হইয়াছে তিনি আনসারী। কেননা প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কবি নিজামী উরুজী বলেন :

بساکاخاکه محمودش بنا کرد - که از رفعت همی بامسر مرا کرد

نه بینی زان همه یک خشت برپاے - مدیح عنصری ماند است برجاے

সুলতান মাহ্মুদের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তিনি ৪৩১ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার কবিতা সংখ্যা ত্রিশ হাজার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে : তন্মধ্যে মাত্র তিন হাজার কবিতা বর্তমানে পাওয়া যায়। কাসিদা ব্যতীত তিনি তিনটি মসনবী প্রভৃতিও রচনা করেন। কিন্তু এই সকল মসনবী প্রভৃতির অস্তিত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে কবিতা মজলিসের বিদ্যারূপে পরিগণিত হইয়াছিল। হঠাৎ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিত কবি হিসাবে তাহার সেইরূপ খ্যাতি লাভ ঘটিত। এই যুগে আনসারীর সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। তাঁহার আশ্চর্য প্রত্যুতপন্নমতি ছিল।

বিখ্যাত কবি-কোষ 'আতশ কাদা'য় লিখিত আছে যে আনসারী এক রাত্রে এক সহস্র পদ বলিয়াছিলেন। সুলতান মাহ্মুদ আয়াজকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসিতেন। এক দিবস ইয়ারগণের মজলিসে পেয়ালা ও শরাব চলিতেছিল। সুলতান মাহ্মুদ সে দিবস অভ্যাসের অতিরিক্ত পান করিয়া মত্ত হইয়া উঠেন। এই অবস্থায় আয়াজের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহার বাবরী কেশ, এবং সুন্দর চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া

যান। স্বেচ্ছায় তাঁহার গলায় হাত দেন। কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তে সম্বৃত হন এবং সাধুগিরি ফলাইতে গিয়া সুলতান মাহ্‌মুদ আয়াজের জুলফী চুল কাটিয়া ফেলিতে হুকুম করেন। এবং আয়াজও বাদশাহের হুকুম প্রতিপালনার্থ তাঁহার সুন্দর কুণ্ডলীকৃত সুদীর্ঘ কেশরাশি কর্তন করিয়া ফেলেন। পরদিবস প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়া আয়াজের কেশ-কর্তিত মূর্তি দেখিয়া বারংবার উঠিয়া আবার বসিতে লাগিলেন। ভৃত্যবর্গ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে অন্তঃপুরের প্রধান কর্মচারী আলী কবীর আনসারীকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিলেন। আনসারী সুলতান মাহ্‌মুদের সম্মুখে যাইয়া নিম্নলিখিত চতুষ্পদী পাঠ করিলেন।

گرعیب سر زلف بت از کاستن است - نه جای به غم نشستن وخاستن است
وقت طرب و نشاط و می خواستن است - کاراستن سرو زپیراستن است

সুলতান মাহ্‌মুদ তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন যে আনসারীর মুখ সোনায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হউক। তিনবার ঐ প্রকার ঘটিয়াছিল।

চাহার মাকালায় মুখের পরিবর্তে কাপড়ের খুঁট বলিয়া লিখিত হইয়াছে। হয়ত দানের অপর্যাপ্ততার জন্য মুখের বদলে কোঁচার খুঁটের ব্যবস্থাই ঠিক। কিন্তু শিবলী বলেন মুখ ভর্তি করিবার যে অর্থ কোঁচার খুঁট ভর্তি করিবার সেই অর্থ নয়।

একবার সুলতান মাহ্‌মুদ কবিতা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আনসারী তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ রচনা ও উচ্চারণ করেন।

آمد آن رگ زن مسیح پرست - نیش الماس گون گرفته بدست

সুলতান মাহ্‌মুদ একবার পলো খেলিতে খেলিতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া গুরুতর জখম প্রাপ্ত হন। আনসারী তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়া বাদশাহকে শুনান।

شاها! ادبی کن فلک بد خو را - کاسیب رسانید رخ نیکو را

এই কবিতার শেষ পদটি দ্ব্যর্থক : প্রথম অর্থ হইতেছে যে ঘোড়া যদি ভুল করিয়া থাকে তবে আমার খাতিরে তাহাকে মাফ করিয়া দেন, দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে যে ঘোড়ার মতিগতি যদি খারাপ হইয়া থাকে তবে উহা আমাকে বখশিশ দ্বারা অর্পণ করুন। সুলতান মাহ্‌মুদ এই সুন্দর কবিতাটি শুনিয়া এবং ইহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া ঘোড়াটি কবিকে দান করেন। আনসারী ঘোড়ার সম্পর্কে অপূর্বভাবে অন্য একটি চতুষ্পদী রচনা করিয়া সুলতান মাহ্‌মুদকে শুনান।

رفتم براسپ تا گزارش بکشم - گفتا که نخست بشنواین عذر خوشم

আনসারী কাসিদার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার রচিত সুন্দর সুন্দর বহু কাসিদা রহিয়াছে।



ফেরদৌসী

ফররোখী

তাঁহার নাম আলী। কুনিয়াত আবুল হুসেন এবং কবি নাম ফররোখী। সিস্তান তাঁহার জন্মভূমি। তাঁহার পিতার নাম কুলুয়। তিনি খোরাসানের গভর্ণর খলফ বিন আহাদের অধীনে কর্মচারী ছিলেন। ফররোখী বাল্যকাল হইতে সাহিত্য ও সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি একজন দক্ষ বীণকর ছিলেন। তিনি একজন জমিদারের কর্মচারীর কার্য করিতেন। ইহার পরিবর্তে ২০০ কীলপল্লী এবং শত স্বর্ণ মুদ্রা পাইতেন। এই আয় হইতে তাঁহার সকল জীবন যাত্রা নির্বাহ হইত। কিছুকাল পরে তিনি আমীর খলফের এক দাসীকে বিবাহ করেন। ইহার ফলে তাঁহার ব্যয় বাড়িয়া যায়।

তাঁহার প্রভুর নিকট ৫০ দেরেম মাসিক মাহিনা বৃদ্ধির আবেদন করেন। দরখাস্তের উপর ভূস্বামী লিখিয়া দেন "ইহার অধিক বেতন দিবার ক্ষমতা আমার নাই।"

ছেলেবেলা হইতেই ফররোখীর কবিতা রচনার সখ ছিল। এই সময়ে তিনি এই বিদ্যায় প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কবিদের সমাদরের কথা সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এই জন্য তিনি ধারণা করিয়াছিলেন বর্তমান অর্থ-কৃচ্ছ্রতার হাত এড়াইবার ইহাই এই একমাত্র উপায়। তিনি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া শুনিতে লাগিলেন যে কোন ব্যক্তি কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য।

আবুল মুজাফফর চোগানী এই সময় সুলতান মাহ্‌মুদের পর হইতে বলখের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সহৃদয় ও বীণের সমঝদার ছিলেন। ফররোখী তাঁহার সহৃয়তা এবং কবি সমাদরের কথা শুনিয়া চোগানে গমন করেন ; কেননা একটি কাসিদায় প্রথমেই লিখিতেছেন,

با کاروان حله برفتم زسیستان - با حله تنیده ز دل بافته زجان

আবুল মুজাফফরের ঘোড়া পুষিবার বিশেষ সখ ছিল এবং জাঁক-জমকের সহিত তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। আঠার হাজার ঘোড়া সর্বদা তাঁহার 'চরাগাহে' থাকিত। বৎসরে একবার এই সকল ঘোড়ার 'জায়েদা' নিতেন এবং তাহাদের দাগ দিতেন। ফররোখী যখন বলখে পৌঁছিলেন, তখন জানিতে পারিলেন যে আবুল মুজাফফর দাগ দিবার জায়গায় রহিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আবুল মুজাফফরের সর্বকর্মাধ্যক্ষ উম্মেদ আসয়াদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফররোখী তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার কবি পরিচয় তাঁহাকে দেন। উম্মেদ তাঁহার চেহারা প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে কবি বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না।

তাঁহাকে শুধু ভদ্রতার খাতিরে বলিলেন, "আমি আপনাকে আমীরের দরবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব, কিন্তু আপনি প্রথমে 'দাগগাহের' প্রশংসা সূচক একটি কবিতা রচনা করিয়া সঙ্গে লউন।" 'দাগগাহ' বসন্ত কালে সবুজতায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। স্থানে স্থানে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। বিনা অসুবিধায় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এখানে মিলিত হইতে পারা যায়। গান বাজনা হয়। সিরাজী পান করা যায়। বাদশাহ একহাতে পেয়ালা অন্যহাতে তরবারী লইয়া উপবেশন করেন, সুরা পান করেন এবং লোকদিগকে অশ্ব উপঢৌকন দেওয়া হয়।

ফররোখী গ্রন্থ ভরিয়া নিজের কাসিদা রচনা করিয়া প্রথমে উম্মেদের নিকট পাঠ করিলেন।

چون پرند نیلگون' بر روے پوشد مر غزار
پرنیان هفت رنگ' اندر سر آرد کوهسار

উম্মেদ ফররোখীকে সঙ্গে করিয়া আবুল মুজাফফরের নিকট লইয়া যান এবং বলেন, "দকিকীর পর এই প্রকার উচ্চস্তরের কবি আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।" এই বলিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। আবুল মুজাফফর ফররোখীকে দরবারে উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।

সুরার মজলিস চলিতেছিল। দুই তিন পেয়ালা পানের পর ফররোখী উঠিয়া মত্ততার অবস্থাতেই এই কবিতা পাঠ করিলেন:

با کاروان حله برفتم ز سیستان ... ...

আবুল মুজাফফর স্বয়ং কবি ছিলেন। তিনি কবিতা শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি ফররোখীকে বলিলেন, "সম্মুখে সহস্র অশ্ব রহিয়াছে। যতগুলি তুমি ধরিতে পার ততগুলিই তোমার হইবে।" ফররোখী মদে একবারে চুর হইয়া ছিলেন। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মস্তক হইতে উষ্ণীষ ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং অশ্বপালের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্বদলও এদিক ওদিক দৌড়াইতে লাগিল এবং ফররোখীও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন।

তিনি মাটিতে সেইখানেই শুইয়া পড়িলেন, এবং পরদিবস প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিলেন। আবুল মুজাফফর ফজরের নামাজ পড়িবার পর ফররোখীকে দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং একটি বিশিষ্ট অশ্ব, একটি গরু, একটি উষ্ট্র, এবং পরিধেয় বস্ত্র পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন। তদুপরি যে অশ্বযুথের গলায় হাত রাখিয়াছিলেন তাহাতে যে চল্লিশটি অশ্ব ছিল তাহাও তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

অল্পকাল মধ্যে সুলতান মাহ্‌মুদের দরবারে যাইয়া ফররোখী পৌঁছিলেন। সুলতান তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তাঁহার ফলে কবি দলভুক্ত করিয়া লইলেন। একবার সুলতান তাঁহাকে নিজের একটি বিশিষ্ট অশ্ব প্রদান করেন। তাহাতে কবি নিম্নলিখিত কবিতা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রচনা করিয়া তাঁহাকে পাঠান।

اسپے کہ چنان شاہ دہد اسپ نباشد - تاجے بود آراستہ از لولوے شہوار

কালক্রমে ফররোখীর প্রভূত আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়। যখন তিনি কার্যোপলক্ষে বাহির হইতেন তখন সুবর্ণ খচিত কোমরবন্দ যুক্ত বিংশতিজন ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে গমন করিত।

আয়াজ এবং সুলতান মাহ্‌মুদের মধ্যে অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। আয়াজ ফররোখীর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন এবং ফররোখীর সঙ্গে তাঁহার খাস সম্পর্ক ছিল। আয়াজের সঙ্গে ফররোখীর বেশী দহরম মহরম ছিল বলিয়া সুলতান ঈর্ষান্বিত হইয়া ফররোখীকে দরবারে আসিতে নিষেধাজ্ঞা

করেন। ফররোখী ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কয়েকটি কাসিদা লিখিয়া সুলতান মাহ্‌মুদের নিকট প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ সন্তুষ্ট হৃদয়ে ফররোখীকে দরবারে আসিতে অনুমতি প্রদান করেন।

সুলতান মাহমুদের দরবারের কবিগণ আয়াজের সৌন্দর্য ও প্রেম-পরায়ণতার বর্ণনা করিত। বাদশা ইহাতে খুশী হইতেন। ফররোখীর এই রকম একটি কবিতা রহিয়াছে। যথাঃ

امیر جنگجو ایاز او یماق - دل و بازوی خسرو روز پیکار

আনসারী সুলতান মাহ্‌মুদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আয়াজের প্রশংসা-সূচক দুইটি কবিতা ছত্র রচনা করেন, ফলে সুলতান তাঁহাকে দুই হাজার আশরাফী পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন।

ফররোখী 'তরজমানে বালাগত' নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ফররোখী ৪১৯ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

ফররোখীর ভাষা উজ্জ্বল, রচনা চমৎকার। বলা হয় যে কা'নী কাসিদা রচনায় দক্ষ হস্ত। হাজার বৎসর পূর্বের ফররোখীর সাধনা কা'নীর সাধনার চেয়ে কম নহে।

ফেরদৌসী

পারস্যের যে সকল কবি বিশ্বখ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ফেরদৌসীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ফেরদৌসীর প্রকৃত নাম হাসান বিন ইসহাক বিন শরফ। সাধারণতঃ তিনি তুসের অধিবাসী বলিয়াই বিখ্যাত। ইমাম গাজ্জালী ও মহবুব তুসীও এই তুস নগরের অধিবাসী ছিলেন। ফেরদৌসীর জন্ম হিজরী আদৌ জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার মৃত্যু ৪১১ হিজরী বলিয়া আমরা জানি। তখন তাঁহার বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছিল। কেন না ইহা শাহ্‌নামায় তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন।

সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে তাঁহার জন্ম হিজরী সম্ভবতঃ ৩২৯ হিজরী।

کنون عمر نزدیک هشتادشد - امیدم به یکباره برباد شد

কথিত আছে যে ফেরদৌসীর পিতা ফেরদৌসীর জন্মের পূর্বে একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখেন, যে একটি নবজাত শিশু গৃহশীর্ষে উঠিয়া চীৎকার করিল, আর চতুর্দিক হইতে আনুগত্যসূচক ধ্বনি উত্থিত হইল। ফেরদৌসীর পিতা তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী নজীবউদ্দিনের নিকট যাইয়া ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার পুত্র কবি হইবে এবং তাহার খ্যাতি বিশ্ব জুড়িয়া হইবে। উত্তরকালে এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছিল।

ফেরদৌসী ছাত্র জীবনে পাঠের প্রতি বিশেষ যত্নশীল ও মনোযোগী ছিলেন। পৈত্রিক ব্যবসায় জমিদারী ছিল। কাজেই অভাবের তীব্র কষাঘাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। যে গ্রামে তিনি বাস করিতেন তাহার মালিক তাঁহারাই ছিলেন। পাঠে ও বিদ্যা চর্চায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ফেরদৌসী সুলতান মাহ্‌মুদের দরবারে

যাইয়া শাহ্‌নামা রচনা শুরু করেন। ইহা আদৌ সত্য নহে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ। ফেরদৌসী স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ রচনায় ৩৫ বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল।

سی و پنج سال از سرای سپنج - بسے رنج بردم به امید گنج

چو بر باد دادند گنج مرا - نبد حاصلے سی و پنج مرا

আর সুলতান মাহ্‌মুদ সাকুল্যে মাত্র ৩১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন।

ফেরদৌসী স্বীয় শাহনামার ভূমিকায় গ্রন্থ রচনার যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, সুলতান মাহ্‌মুদের দরবারে পৌঁছাইবার বহু পূর্বেই তিনি শাহ্‌নামা রচনা আরম্ভ করেন।

যাহা হউক, ফেরদৌসী যে স্বীয় জন্মস্থানে শাহ্‌নামা রচনা আরম্ভ করেন, এ বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। প্রথমে তুসের গবর্ণর আবু মনসুর তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করেন। আবু মনসুরের মৃত্যুর পরে সালান খাঁ তুসের গবর্ণর হইয়া আসেন। শাহ্‌নামার যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; সুলতান মাহ্‌মুদের কর্ণে ইহার সংবাদ পৌঁছে। সুলতান মাহ্‌মুদ সালান খাঁকে ফেরদৌসীকে পাঠাইতে লিখিয়া পাঠান। ফেরদৌসী প্রথমে এই প্রস্তাব অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে স্বীয় মত পরিবর্তন করেন। এবং তুস অভিমুখে যাত্রা করিয়া হিরামে পৌঁছেন। এদিকে কিন্তু ষড়যন্ত্র চলিল রাজদরবারে। রাজদরবারের মীর মুন্সী বদীউদ্দীন ছিলেন। তিনি আখোরীকে বলিলেন, সম্রাট বহুদিন হইতে শাহ্‌নামা রচনার অভিলাষ পোষণ করিতেছেন। কিন্তু দরবারের কোন রাজকবি দ্বারাই এই কর্ম নিষ্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি ফেরদৌসী দ্বারা এই কর্ম সুসম্পন্ন হয়, তবে তাহা হইলে রাজকবিকুলের লজ্জায় আর মাথা লুকাইবার স্থান থাকিবে না। আখোরী বলিলেন, "বাদশাহকে ইহা কখনও খুলিয়া বলা যাইবে না। আপনি ফেরদৌসীর প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করুন। ফেরদৌসীর নিকট আপনি রাজদূত প্রেরণের ব্যবস্থা করুন, বলিয়া পাঠান বাদশাহের খোশখেয়াল হইয়াছিল, তদনুযায়ী আপনাকে সংবাদ প্রেরণ করা

হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুদিন অবধি এই বিষয়ে আর কোন কথাই উত্থাপিত হয় নাই। প্রকৃত বিষয় আপনাকে অবগত করান চলে।" ফেরদৌসী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তাঁহার মনে জাগিল যে সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। ঘটনার ঠিক এই সময়ই বদীউদ্দীন ও আনসারীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। আনসারী তাঁহাকে লিখেন যে পূর্বপত্র বদীউদ্দীনের যুক্তি অনুসারে লিখিত হইয়াছিল। এক্ষণে বদীউদ্দীন ফেরদৌসীকে পত্রবাহক প্রেরণ করিয়া অনুরোধ করেন যে আপনি সত্বর গজনীতে আগমন করুন। ফেরদৌসী এই পত্রের উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে তিনি সত্বরই আসিতেছেন।

ফলকথা তিনি অবিলম্বে গজনী যাইয়া পৌছিলেন এবং একটি বাগানের নিকট যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ওজু করিয়া দুই রেকাত নামায পাঠ করিলেন, শহরের নানা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিলেন। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে সৌভাগ্যক্রমে একটি বাগানে প্রবেশ করেন আর আনসারী, ফররোখী, আসজাদী সেই বাগানে বায়ু সেবনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, সুরা সেবনও চলিতেছিল। ফেরদৌসীও তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার অপ্রিয় সঙ্গ আদৌ পছন্দ করিতেছিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে তাঁহারা বিতাড়িত করিতে মনস্থ করিলেন। আনসারী বলিলেন, "অপদস্থ করিয়া লোকটিকে তাড়াইয়া দিলে আমাদের মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করা হইবে।" শেষ পর্যন্ত ইহা স্থিরীকৃত হয় যে একটি চতুষ্পদী কবিতার এক একটি চরণ এক একজন বলিবেন। যদি আগন্তুক তাঁহার চরণ বলিতে পারেন তবে তাঁহাকে আমাদের সাহচর্য গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে, আর যদি না পারেন নিজেই লজ্জিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

আনসারী বলিলেন, چون عارض تو ماه نباشد روشن

ফররোখী বলিলেন, مانند درخت گل نبود در گلشن

আসজাদী বলিলেন, مژگانت همی گزر کنداز جوشن،

ফেরদৌসী দৈব-শক্তি বলে যেন বলিলেন, مانند سنان گیو در جنگ پشن

সকলে গিউ এবং পাসানের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফেরদৌসী উহার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। তখন সকলে আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে তাঁহাদের দলে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হিংসা ও ঈর্ষা এশিয়াবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সকলে যুক্তি করিয়া ফেরদৌসীকে দরবারে পৌঁছিতে দিলেন না।

অপরে বলেন যে এই কথোপকথন সুলতান মাহ্‌মুদের দরবারে ঘটিয়াছিল।

সুলতান মাহমুদের মহক নামক একজন রসিক বয়স্য (=নদীম) ছিলেন। কবি ফেরদৌসীর সঙ্গে সেই বাগানে মহকের পরিচয় হয়। ফেরদৌসীর মিষ্টভাষা এবং চমৎকার শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া তিনি স্বীয় গৃহে লইয় যান। এই সময় সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ্‌নামা রচনার জন্য আনসারী, ফররোখী, আসজাদী প্রমুখকে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। মহক ফেরদৌসীকে শাহ্‌নামা রচনা এবং কবি নির্বাচনের কথা বলেন। ফেরদৌসী ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আমিও ত কবিতা রচনা করি। যদি সুযোগ ঘটে তবে রাজদরবারে আমার নাম উল্লেখ করিয়া ইহা বলিবেন।" মহক সেই দিনই রাজদরবারে যাইয়া ফেরদৌসীর গুণপনা প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইলেন, কিন্তু তিনি কোন সুযোগ পাইলেন না। এইভাবে এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইল। একদিন দরবার হইতে আসিয়াই মহক বলিলেন, "আজ রাজদরবারে সমস্ত কবি আসিয়াছিলেন, এবং শাহ্‌নামার বিভিন্ন কাহিনী সম্বন্ধে বিভিন্ন কবি কবিতা শুনিয়াছিলেন। আনসারী সোহ্‌রাব্‌-রোস্তমের কাহিনী পড়েন। সুলতান মাহ্‌মুদ তাঁহার কবিতা হৃদয়গ্রাহী বলিয়া প্রশংসা করেন এবং আদেশ করেন, "আনসারী এই গুরুতর কার্যের জন্য নির্বাচিত হইলেন।" ফেরদৌসী তখন মৌনী হইয়া রহিলেন। পরে স্বয়ং এই বিষয়ে কবিতা রচনা আরম্ভ করিলেন। রাত্রির আহারের পর যখন গতানুগতিক-ভাবে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল তখন বলিলেন "আনসারী যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা আমার নিকট আছে,

আমি আপনাদের অনুমতিক্রমে ইহা পাঠ করিয়া শুনাইতেছি।"

کنون خورد باید مئے خوشگوار - که می بوے مشک آرد از جوئبار
هوا پر خروش و زمین پر ز جوش - خنک آنکه دل شاد وارد به نوش
همه بوستان زیر برگ گل است - همه کوه پر لاله و سنبل است

মহক সুলতান মাহ্‌মুদের দরবারে যাইয়া বিশেষ সম্মানের সঙ্গে এই কবিতা পেশ করিলেন। সুলতান মাহ্‌মুদ প্রশ্ন করিলেন, "এই অমূল্য রত্ন কোথা হইতে হস্তগত করিয়াছ?" মহক ফেরদৌসীর নাম করিলেন। তৎক্ষণাৎ ফেরদৌসীর ডাক পড়িল। সুলতান মাহ্‌মুদ ফেরদৌসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ফেরদৌসী বলিলেন, "আমার বাড়ি তুসে।" সুলতান মাহ্‌মুদ অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুস কতদিন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, এবং কে স্থাপন করিয়াছে।" ফেরদৌসী সবিস্তারে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। সুলতান মাহ্‌মুদ প্রধান প্রধান রাজকবিকে ডাকাইয়া বলিলেন "সোহ্‌রাব্‌-রোস্তমের বিষয়ক কবিতা ইনিই রচনা করিয়াছেন।" সকলে শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। সুলতান মাহ্‌মুদ কবিকে মূল্যবান বস্ত্রাদি উপঢৌকন দিলেন, আনসারী অগ্রসর হইয়া ফেরদৌসীর হস্তচুম্বন করিলেন। সেকালে ফরমাসী কবিতা রচনা আদৌ দোষের বলিয়া বিবেচিত হইত না। সুলতান মাহ্‌মুদ ফেরদৌসীকে আয়াজ সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। ফেরদৌসী তৎক্ষণাৎ বলিলেন :

مست است بتا! چشم تو و تیر به دست - بس کس که زتیر چشم مست تو نجست
گر پوشد عارضت زره عذرش است - کز تیر بترسد همه کس خاصه زمست

ফেরদৌসীর অসাধারণ কাব্য প্রতিভা দর্শন করিয়া সুলতান শাহ্‌নামা রচনা ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আদেশ করিলেন রাজপ্রসাদের নিকটবর্তী স্থানেই যেন তাঁহাকে থাকিবার জন্য সুসজ্জিত গৃহ প্রদান করা হয়। ইহাতে রচনার উপকরণ হিসাবে প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি পারস্যের বীরত্ব ও সম্রাটগণের চিত্র প্রভৃতি দ্বারা যেন পরিপূর্ণ থাকে। প্রতি ছত্র কবিতার জন্য একটি সুবর্ণ আশরাফী

নির্দিষ্ট হইল। এবং এক সহস্র চরণ রচনার পর যেন তাঁহার এক সহস্র আশরাফী প্রদান করা হয়। কিন্তু ফেরদৌসী কোন কারণে সহস্র চরণ রচনার পর পুরস্কার লইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইলে পরে পুরস্কার লওয়া যাইবে।"

ফেরদৌসী যখন স্বদেশে ছিলেন তখন একটি নদীর তীরে বসিয়া আনন্দে সময় যাপন করিতেন। এই নদীর উপর একটি বাঁধ ছিল। বর্ষার সময় ইহা ডুবিয়া যাইত। তাহার ফলে চারিদিক বানে ভাসিয়া যাইত। ফেরদৌসী লোকের দুরবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইতেন। তাই তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন যে পাকা বাঁধ দিবেন, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ আর্থিক সামর্থ ছিল না। যখন শাহ্‌নামা রচনায় লিপ্ত হইলেন, তখন স্থির করিলেন পুরস্কৃত অর্থ দ্বারা এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবেন এবং এই জন্যেই বারে বারে শাহ্‌নামার জন্য অর্থ লইতে আদৌ সম্মত ছিলেন না।

ফেরদৌসী গজনীতে চারি বৎসর ছিলেন। এবং সেই সময় শাহ্‌নামা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি স্বদেশে গমন করেন। তথায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া গজনীতে ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে যে অংশ রচিত হইয়াছিল উহা সুলতান মাহ্‌মুদের নিকট উপস্থিত করেন। সুলতান ইহা পড়িয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

শাহ্‌নামা রচনার বিংশতি বর্ষে (তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর) ফেরদৌসীর যুবক পুত্রের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার বিষয়ে তিনি শাহ্‌নামায় উল্লেখ করিয়াছেন।

مگر بهره گیرم از پند خویش - بر اندیشم از مرگ فرزند خویش
ز بدها تو بودی مرا دستگیر - چرا راه جستی ز همراه پیر
مگر همرهان جوان یافتی - که از پیش من تیز بشتافتی
جوان راچو شد سال برسی و هفت - نه برآرزو یافت گیتی و رفت
همی بود همواره بامن درشت - بر آشفت ویکبار بنمود پشت
مراشصت و پنج ذورا سی و هفت - نپرسید ازین پیر و تنها برفت

যখন শাহ্‌নামা রচনা শেষ হইয়াছিল তখন স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল।

দৌলতশাহ্‌ বলেন যে ফেরদৌসী আয়াজের দিকে আকৃষ্ট হন নাই। এইজন্য আয়াজ সুলতান মাহ্‌মুদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মান যে ফেরদৌসী রাফেজী। নিজামী উরুজী বলেন যে রাজদরবারের বড় একদল প্রধান মন্ত্রী হোসেন মায়মন্দীর বিরোধী ছিল। আর ফেরদৌসীর মুরব্বী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হোসেন মায়মন্দী। এই জন্য এই দল তাঁহার বিরোধিতা ফেরদৌসীর উপর প্রয়োগ করে,—সুলতান মাহ্‌মুদের কর্ণে তাঁহাকে মোতাজালাবাদী রাফেজী বলিয়া বদনাম করেন। ফেরদৌসী তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার অপর কারণ স্বরূপ হাসান মায়মন্দীকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই— গজনী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অমাত্যবর্গ ফেরদৌসীকে নানা প্রকারের উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন। ফেরদৌসী তাঁহাদিগকে স্বীয় রচিত কবিতা প্রেরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। হোসেন মায়মন্দী আদৌ ইহা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু ফেরদৌসী এদিকে আদৌ জ্রুক্ষেপ করেন নাই। পরন্তু বলিতেন :

من بنده کز مبادی فطرت نبوده ام ـ مائل به مال هرگز و طامع بجاه نیز

سوے درو زیر چرا ملتفت شوم - چون فارغم ز بارگه بادشاه نیز

হোসেন মায়মন্দী খারেজী ছিলেন এবং ফেরদৌসী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এই জন্যও তিনি ফেরদৌসীর মতবিরোধী ছিলেন।

ফেরদৌসী তাঁহার গৃহে বহুস্থানে আভিজাত্যের গৌরবজনক বর্ণনা করিয়াছেন। সুলতান মাহ্‌মুদের ইহা আদৌ মনঃপুত হয় নাই।

অন্যান্য পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা আর একটি কারণের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়াছেন। ফেরদৌসীর শিয়া মতবাদের জন্য সুলতান মাহ্‌মুদের অপ্রিয় হইয়া পড়েন। তিনি যথোচিত গুণগ্রাহিতা প্রদর্শনে কার্পণ্য প্রকাশ করেন। কিন্তু সুলতানের দরবারে শিয়া গুণীর অভাব ছিল না। উদাহরণস্বরূপ আবু রায়হান আলবেরুনীর নাম উল্লেখযোগ্য। সুলতান

মাহ্‌মুদের দরবারে হিন্দু, খ্রীস্টান, ইহুদীদের নানা জাতির পণ্ডিতেরা, আর ফেরদৌসী কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে তাঁহার বেলায়ই ব্যতিক্রম হয়।

যাহা হউক, সুলতান মাহ্‌মুদ ফেরদৌসীর সম্পূর্ণরূপে কদরদানী করেন নাই। ফেরদৌসী হাম্মামে গোসল করিতেছিলেন। এমন সময় শাহ্‌নামা রচনার প্রতিশ্রুতি পুরস্কার আসিয়া পৌঁছিল। ফেরদৌসী হাম্মাম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আয়াজ সুলতান মাহ্‌মুদ প্রদত্ত মুদ্রার আধার প্রদান করিলেন। ফেরদৌসী পরম আগ্রহ সহকারে আধারের বন্ধন খুলিলেন, স্বর্ণপুষ্পের পরিবর্তে রৌপ্য পুষ্প দেখিলেন। ফেরদৌসীর হৃদয় হইতে মর্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস নির্গত হইল। পুরস্কারের অর্থ চতুর্দিকে বিতরণ করিয়া দিলেন। এবং আয়াজকে বলিলেন, "বাদশাহ্‌কে বলিও, আমার কলিজার রক্ত দিয়া এই রৌপ্যমুদ্রার জন্য শাহ্‌নামা রচনা করি নাই।" আয়াজ সুলতান মাহ্‌মুদকে আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন। হোসেন মায়মন্দীকে ডাকিয়া বাদশাহ্ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, "তোমার অবিবেচনার জন্যই জগতে আমার নিন্দা রটিত হইল।" মায়মন্দী বলিলেন, "বাদশাহ নামদার আপনি যদি মৃত্তিকার একটু চরণ পাঠাইতেন তাবে তাহা সম্মানের সহিত গ্রহণ করা ফেরদৌসীর কর্তব্য ছিল। ফেরদৌসী রাজকীয় উপঢৌকনের প্রতি অসম্মান দেখাইয়া বড়ই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন।" হোসেন মায়মন্দীর এই কৈফিয়তে সুলতান মাহ্‌মুদের হৃদয় দম্ভে পরিপূর্ণ হইল। এবং বলিলেন, "আগামীকাল এই ধৃষ্টতার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিব।" ফেরদৌসী এই সংবাদ পাইয়া বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। অতি প্রত্যুষে সুলতান মাহ্‌মুদ দরবার বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ফেরদৌসী দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিলেন এবং এই কবিতা পাঠ করিলেন।

چون در ملک سلطان که چرخش ستوذ - بسے هست ترساذ گبر و یهود
گرفتند در ظل عدلش قرار - شده ایمن از گردش روزگار
چه باشد که سلطان گردون شکوه - رہے را شمارد یکے زان گروه

সুলতান মাহ্‌মুদের হৃদয় দয়ায় পূর্ণ হইল। তিনি তাঁহার অপরাধ মাফ করিয়া দিলেন।

ফেরদৌসী গজনী পরিত্যাগের সময় সীলমোহরযুক্ত একখানি পত্র আয়াজের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমার গজনী পরিত্যাগের বিশ-দিন পরে ইহা সুলতান মাহ্‌মুদের হস্তে পৌঁছাইয়া দিও।" ফেরদৌসী হিরাত অভিমুখে যাত্রা করেন। সুলতান মাহ্‌মুদ পত্র খুলিয়া নিম্নোদ্ধৃত ব্যঙ্গ কবিতা লিপিবদ্ধ দেখিলেন :

یکے بندگی کردم اے شهر یار - که ماند ز تو در جهان یادگار
که شاعر چو رنجد بگوید هجا - بماند هجا تاقیامت بجا

বাক্যের অমোঘ ক্ষমতা দেখুন। সুলতান মাহ্‌মুদ বহু বাদশাহ্‌কে জয় করিয়াছেন, বহু রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যঙ্গ কবিতার বিলোপ সাধন করিতে পারেন নাই।

ফেরদৌসী গজনী হইতে বিনা সম্বলেই বাহির হইলেন। উড়নী এবং যষ্টি ব্যতিরেকে তাঁহার সঙ্গে কিছুই ছিল না। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের যে অভাব ঘটিয়াছিল তাহা নহে, তবে রাজকীয় রোষে নিপতিত ব্যক্তিকে কে আশ্রয় দান করিবে? কে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে? আয়াজ গোপনে কিছু নগদ অর্থ এবং প্রবাসের জীবনোপযোগী দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দেন। ফেরদৌসী হিরাতে পৌঁছিলেন ও ইসমাঈল ওয়ারকের অতিথি হইলেন। কেননা সুলতান মাহ্‌মুদ চতুর্দিকে আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যেখানেই ফেরদৌসীকে পাও গ্রেফতার করিয়া গজনী পাঠাইবে। ফেরদৌসী ছয় মাস অতিবাহিত করিলেন। রাজকীয় গুপ্তচর হিরাতে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু ফেরদৌসীর কোন সন্ধান করিতে সমর্থ হইল না। পরে তিনি তুস অভিমুখে যাত্রা করেন। তুস হইতে তিনি কুহস্তানে গমন করেন। কুহস্তানের শাসনকর্তা ছিলেন নাসের লাক। তিনি সংবাদ পাইয়া বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের ব্যবস্থা করিলেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ফেরদৌসী এই সময় একটি 'মসনবী' লিখিতেছিলেন, ইহাতে শত্রুগণের বিরোধিতা, স্বীয় অত্যাচার, সুলতান মাহ্‌মুদের কুরাজত্ব এবং গুণগ্রাহিতার অভাব সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেন।

ফেরদৌসী নাসের লাককে এই কবিতা পড়িয়া শোনান। ইহা শুনিয়া নাসের লাক ফেরদৌসীকে বুঝাইলেন যে কুবিষয় রচনা শ্রেষ্ঠ রচনার বিষয় হইতে পারে না। আমি ইহার মূল্য স্বরূপ আপনাকে লক্ষ মুদ্রা দান করিতেছি। কিন্তু আমি অনুরোধ করিতেছি, এই কবিতা কোথাও যেন প্রকাশ না পায়। এই কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

به غزنین مرا گر چه خون شد جگر - ز بیداد ان شاه بیدادگر

ফেরদৌসী যখন গজনী হইতে রওয়ানা হন তখন জামে মসজিদের গাত্রে নিম্নলিখিত কবিতা লিখিয়া রাখিয়া যান ঃ

خجسته درگه محمود غزنوی دریا است
چگونه دریا کان راکرانه پیدا نیست
چه غوطه ها زدم و اندرو ندیدم در
گناه بخت من است این گناه دریا نیست

ঘটনাক্রমে ঠিক এই সময়ই ফেরদৌসীর জন্য নাসের লাকের অনুরোধপত্র সুলতান মাহ্‌মুদের হস্তগত হয়। সুলতান মাহ্‌মুদ নামাজ পড়িবার জন্য জামে মসজিদে আগমন করেন এবং উপরি-উক্ত কবিতা কয়েক ছত্রের উপর দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি ইহাতে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। মসজিদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নাসের লাকের দরখাস্ত দেখিলেন এবং যাহারা এই বিশ্রী ব্যাপার সংঘটিত করিয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া তীব্রভাবে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "পৃথিবীতে তোমরাই আমার কু-নাম রটাইলে।"

নাসের লাক ফেরদৌসীর যথেষ্ট সমাদর করেন, কিন্তু সুলতান মাহ্‌মুদের ভয়ে তাঁহাকে বেশীদিন আশ্রয় দিতে সাহসী হইলেন না। ফেরদৌসী তথা হইতে মজান্দরান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থানে তিনি শাহ্‌নামার সংশোধন করেন।

মজান্দরানে এই সময় কাবুল বিন ওসমগরের বংশধর সেপাবেদ রাজত্ব করিতেছিলেন।

তিনি ফেরদৌসীর আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশেষ সম্মানের সঙ্গে তাঁহাকে রাজদরবারে লইয়া গেলেন। ফেরদৌসীও তাঁহার প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন এবং শাহ্‌নামা তাঁহাকে উপহার দিলেন। সিপাবেদ তাঁহাকে নিজের দরবারে রাখিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন। কিন্তু সুলতান মাহ্‌মুদের কথা স্মরণ করিয়াই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে বিদায় দিতে হইল।

ফেরদৌসী মজান্দরান হইতে বাগদাদ গমন করেন, তথায় আব্বাসী খলিফার দরবারে পৌঁছেন এবং আরবী কাসিদা রচনা করেন। বাগদাদ-বাসীদের অনুরোধক্রমেই তিনি 'ইউসুফ জোলায়খা' রচনা করেন। সুলতান মাহ্‌মুদ এই সংবাদ পাইয়া বাগদাদের আব্বাসী খলিফাকে এক পত্র দেন। ইহাতে ফেরদৌসীকে আশ্রয় প্রদানের জন্য তিনি রুষ্ট হইয়াছেন বলেন। "ফেরদৌসীকে সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। যদি এই অনুরোধ পালন না করা হয় তবে অনতিবিলম্বে বাগদাদ জয় দ্বারা উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে।" বাগদাদের খলিফা পত্রের কোণে 'আলিফ-লাম-মিম' লিখিয়া সুলতান মাহ্‌মুদের পত্র ফেরৎ পাঠান। ইহাতে সুলতান মাহ্‌মুদ যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হন। এই ঘটনা আদৌ ঐতিহাসিক সত্য নহে।

একবার সুলতান মাহ্‌মুদ সশস্ত্র অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে-ছিলেন। পথিমধ্যে শত্রুর দুর্গ ছিল। সেই স্থানেই বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলিলেন এবং দুত পাঠাইয়া তাঁহাকে উপস্থিত হইতে আদেশ দেন। দ্বিতীয় দিন দুত সংবাদ লইয়া আসিল। তখনও সে সুলতান মাহ্‌মুদের নিকট কিছু বলিবার সুযোগ পায় নাই। সুলতান মাহ্‌মুদ প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, 'দেখত, দুত কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে।' প্রধান মন্ত্রী বলিলেন,

اگر جز بکام من آمد جواب ـ من دیگر زو میدان و افراسیاب

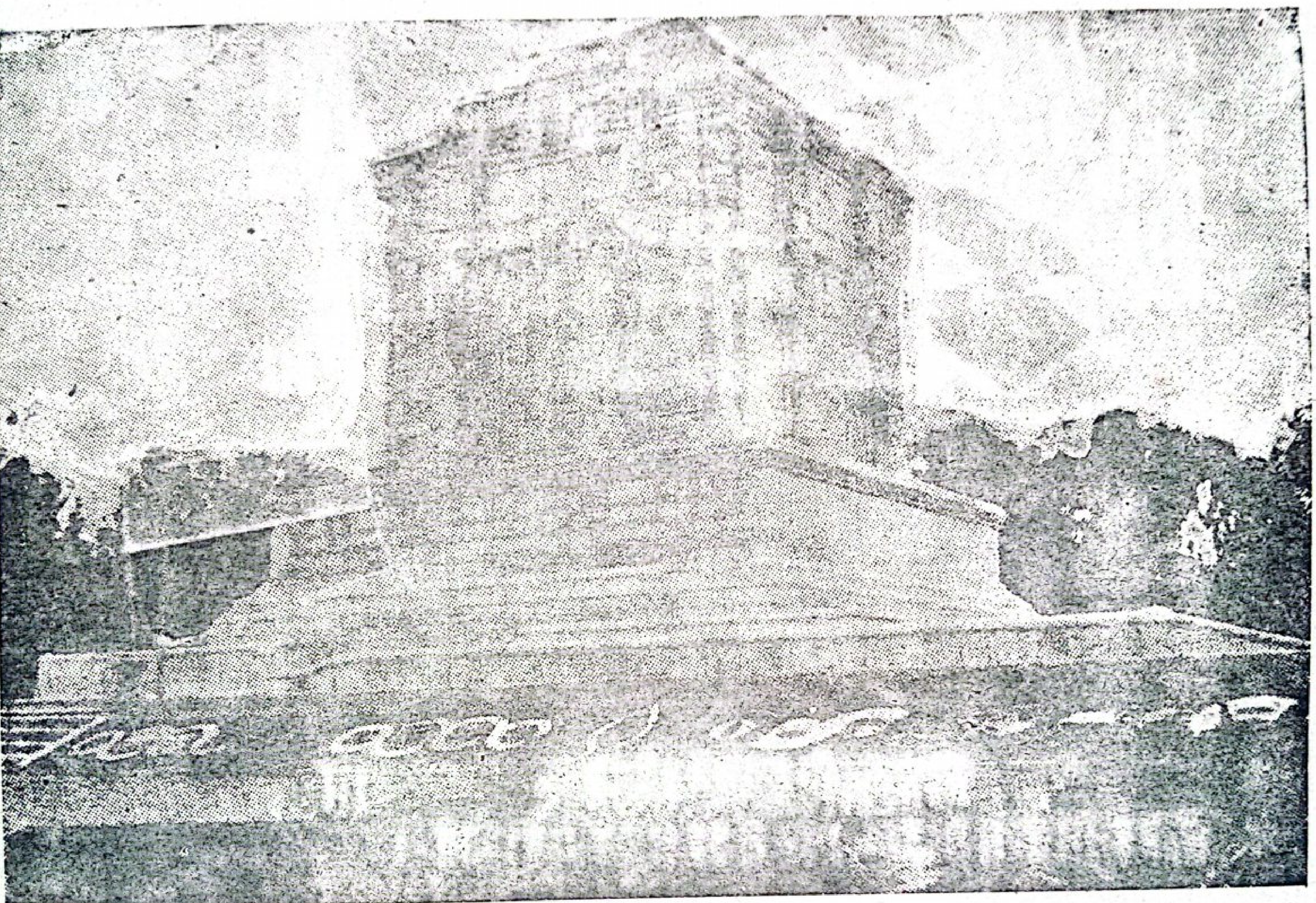
সুলতান মাহ্‌মুদ চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ইহা কাহার রচিত কবিতা?" প্রধান মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "ইহা সেই হতভাগ্য কবির, যে দীর্ঘ ৩১ বৎসর কলিজার রক্ত দিয়া বৃথাই পরিশ্রম করিয়াছিলেন।" সুলতান

মাহ্মুদ বলিলেন, "ফেরদৌসীর জন্য আমার তীব্র অনুশোচনা হইতেছে। গজনী পৌছিয়া আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও।" রাজধানীতিতে উপনীত হইয়া তিনি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ফেরদৌসীর জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ভাগ্যের উপর কাহারও হাত নাই। নগরীর রুদবার নামক দ্বার দিয়া রাজকীয় পুরস্কার পৌছিল, অপর দ্বার দিয়া ফেরদৌসীর মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল।

بعد مرنے کے مری قبر پہ آیا وہ میر
یاد آئی مرے عیسے کو دوا میرے بعد

তুস নগরীতে একজন মৌলানা সাহেব ছিলেন। তিনি ফতোয়া দেন যে ফেরদৌসী রাফেজী। সুতরাং তাঁহার সমাধি মুসলমানদের সমাধিস্থানে হইতে পারে না। লোকে যতই তাঁহাকে অনুমতির জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই মৌলানা সাহেব কিছুতেই কিছু শুনিলেন না। বাধ্য হইয়া নগরীর বাহিরে ফেরদৌসীর নিজের এক বাগান ছিল, সেই বাগানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল। সুলতান মাহ্মুদ যখন এই সংবাদ শুনিলেন, তখন সেই দুষ্ট মৌলবীকে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

ফেরদৌসীর এক কন্যা ছিল। রাজকীয় পুরস্কার যখন তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল তখন তিনি তাহা গ্রহণ করিতে আদৌ স্বীকৃতা হইলেন না। যে সামগ্রীর জন্য পিতৃহৃদয় ভঙ্গ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন পুত্রী তাহা কোন মুখে গ্রহণ করিবেন। সুলতান মাহ্মুদের নিকট এই বিবরণ বলা হইল। তিনি স্বর্ণমুদ্রাগুলি আবুবকর ইসহাকের হস্তে ন্যস্ত করিতে আদেশ করিলেন। এই অর্থ দ্বারা ফেরদৌসীর নামে একটি কারভানসরাই প্রস্তুত করা হউক। নাসির খসরু ৪৩০ হিজরীতে তুসে পৌছেন। লিখিয়াছেন: 'আমি তুসে একটি বিশাল কারভানসরাই দেখিতে পাই লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ফেরদৌসীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেই বিশাল অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল।' "ফরহাঙ্গ রশিদী" এবং "চাহার মাকালা"য় লিখিত আছে যে ইহার নাম ছিল বাই এবং রমওয়া ও নিশাপুরের রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল।



ফেরদৌসীর মক্‌বরা

সাধারণ তাজকেরা রচয়িতারা বলেন ফেরদৌসী ৪১১ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। কিন্তু ফেরদৌসী শাহ্‌নামা সমাপ্ত করেন ৪০০ হিজরীতে, শাহ্‌নামা পরিসমাপ্তির পর মাত্র দুই চার বৎসরের অধিক জীবিত ছিলেন না।

ফেরদৌসীর মাজার বিশ্বের তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। ৪১০ হিজরীতে নেজামী উরুজী ইহা জিয়ারত করিয়াছিলেন। দৌলতশাহ্‌ লিখিয়াছেন যে ইহা জনসাধারণের আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। কাজী নূরুল্লাহ্‌ সূস্তরী লিখিয়াছেন, "আবদুল্লাহ্‌ খান উজবকের চেষ্টায় ইহার সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য সাধিত হইয়াছিল। আমি নিজেও ইহা জিয়ারত করিয়াছিলাম।"

هرگز نمیرد ان که دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

সুফী কবি আবু সই'য়দ ইবন আবি'ল খয়ের

"বুতখানা ও কা'বা হাম আখির এক জা মিকশাদ" : মন্দির ও কা'বা শেষে একস্থানে মিলিত হয়।

সুফী কবিদের ধর্মমতের ঔদার্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়, তাঁহাদের আত্মা ধুলিধূসরিত এই মরজগতের বহু উর্ধ্বে অবস্থিতি করে, এই ধর্মানুষ্ঠানের কলুষ কালিমা তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাদের প্রাণ যেন এই পৃথিবীর পঙ্কে প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় বিশ্ব-বিধাতার চরণে নৈবেদ্য। ভালবাসার সুষমায় মণ্ডিত, দৃঢ়বিশ্বাসের আলোতে সমুজ্জ্বল।

এইজন্য তাঁহাদের নয়নে মসজিদ ও মন্দিরে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। প্রণয়ের পথে এইগুলিকে তাঁহারা stumbling stones—প্রতিবন্ধক প্রস্তর বলিয়া মনে করেন, বিরহী প্রেমিকের নিকট সাধনার স্তরভেদের কোন মুল্যই নাই। তাঁহারা উদভ্রান্তের মত প্রিয়তমের পথে বাহির হইয়াছেন, প্রেমাস্পদের বাঁশীর সুরে আকুল হইয়াছেন, তাঁহারা অতুলনীয় সৌন্দর্যের 'জাকাত' ভিখারী।

এই প্রেমের সাধনায় যখন সুফী আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন তখন প্রেমাস্পদের ও তাঁহার মধ্যে ব্যবধান রেখা বিলিন হইয়া যায়, ভালবাসায় বিহ্বল হইয়া সুফী বলিয়া উঠেন 'আনাল হক' (আমিই সেই)। আপনার উপলব্ধি মৃগ-কস্তুরীর ন্যায় আকুল করিয়া তোলে। সুফী কবিদের জীবনের ও সাধনার এই মূল রহস্যসঙ্কেত না জানিলে তাঁহাদের হেঁয়ালীপূর্ণ কবিতা ততোধিক দুর্বোধ্য জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে সম্যক পরিচয় অসম্ভব। এই কুঞ্জিকাটি হরিতকীর ন্যায় হস্তস্থিত না করিলে সুফী রাজ্যের মৌলিক প্রবেশপথ সন্ধানে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইবে।

(২)

আবু সই'য়দ ফজলুল্লাহ্ খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত খাওয়ারান জিলার প্রধান নগরী মায়হানাতে ৩৫৭ হিজীরির ১লা মহরম [৯৬৭ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর]

জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবুল খয়ের কিন্তু বাবু বু'ল-খয়ের নামেই সমাজে পরিচিত ছিলেন। তিনি ঔষধের ব্যবসায় করিতেন। তিনি ধর্মভীরু ও ভক্ত ছিলেন, ইসলামের শরিয়ত ও তরিকতের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচিত ছিলেন। তিনি ও অন্যান্য সুফীরা প্রতি রাত্রিতে তাঁহাদের মধ্যে একজনের গৃহে সম্মিলিত হইতেন। কোন অপরিচিত সুফী নগরে আগমন করিলে তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে আমন্ত্রিত হইতেন; আহারাদি গ্রহণের পর ও নামাজাদি অন্তে তাঁহারা 'সামা শ্রবণে' নিমগ্ন থাকিতেন। একদা বাবু বু'ল খয়ের তাঁহার সুফী বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইতে যাত্রা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী অনুনয় করিয়া বলিলেন, "আবু সই'য়দকে সঙ্গে করিয়া লউন, তাহা হইলে সিদ্ধ পুরুষগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিদানে অনুগৃহীত করিবেন।" বাবু বু'ল খয়ের বালককেই যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সঙ্গীত গাহিবার সময় উপনীত হইলে কাওয়াল আরম্ভ করিল,

আল্লাহ্ দরবেশকে প্রেমদান করেন
এবং প্রেম হচ্ছে দুঃখ
নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয়ের মৃত্যুতে
সে বৃদ্ধি পায়।।
মহৎ যুবক সানন্দে স্বীয় জীবন দান করে,
আল্লাহ্-ভক্ত জীবনে পার্থিব আড়ম্বর
সে আদৌ পছন্দ করে না।।

এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দরবেশগণ দশা প্রাপ্ত হইলেন এবং সমস্ত রজনী নৃত্য করিতে লাগিলেন। গায়ক এই গান এত অধিকবার গাহিয়াছিল যে আবু সই'য়দ অতি অনায়াসে স্মৃতির মালায় তাহা গাথিয়া লইলেন। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পিতাকে প্রশ্ন করিলেন, 'যে কবিতা পাঠে ভাবোন্মাদ হইয়াছিলেন উহার অর্থ কি?"

তাঁহার পিতা বলিলেন, "চুপ কর। উহার কি অর্থ তাঁহারা করিয়াছেন তাহা তোমার বোধগম্যের অতীত, আর উহার অর্থে তোমার কি প্রয়োজন?"

উত্তরকালে আবু সই'য়দ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গেই আরোহণ করিয়াছিলেন। কখনও কখনও পরলোকগত পিতার এই উত্তর স্মরণ করিয়া বলিতেন, "আজ বাবু বু'ল খয়ের জীবিত থাকিলে তাঁহাকে বলিতাম সেই রাত্রি তিনি যে সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম ছিলেন না।'

তিনি মুসলমান শিক্ষার প্রথম সোপান কোরান শরীফ পাঠ বিখ্যাত পণ্ডিত আবু মুহম্মদ আইসরীর নিকট সমাপ্ত করেন। আবু সই'য়দ আইসরীর নিকট ব্যাকরণ ও আবুল কাসেম বিশর-ই-ইয়াসীনের নিকট ইসলামের নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা করেন। এই দুই শিক্ষক মায়হানার অধিবাসী ছিলেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

বিশরের নিকটেই তিনি নিষ্কাম প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং এই নিষ্কাম প্রেমই সুফী ধর্মের ভিত্তি।

একদা আবুল কাসেম বিশর-ই-ইয়াসীন আমাকে বলিয়াছিলেন, "আবু সই'য়দ খোদার সঙ্গে ব্যবহার করিতে লোভ (তমা') ত্যাগ করিও। যতক্ষণ লোভ বর্তমান থাকিবে ততক্ষণ একনিষ্ঠা (ইখলাস) জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। নিজের স্বার্থের জন্য যে উপাসনা সম্পাদিত হয় উহাকে মজুরীর জন্য কার্য সমাধানের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠার সহিত যে কার্য করা যায় উহা আল্লাহ্‌র সেবায় পৌঁছায়। হজরতের এই হাদিস শিক্ষা কর: আল্লাহ্ শব-ই-মেয়ারাজেই দিন আমাকে বলিলেন, 'হে মুহম্মদ। যাহারা আমার সান্নিধ্য লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সর্বোত্তম উপায় হইতেছে আমি যে কার্যাবলী তাহাদের উপর ফরজ করিয়াছি তাহার সুসম্পাদন। আমার সেবক আমার অনুগ্রহ লাভের আশায় সকল কাজ করে যে পর্যন্ত না আমি তাহাকে ভালবাসি; এবং যখন আমি তাহাকে ভালবাসি তখন আমি তাহার নিকট তাহার কর্ণ, চক্ষু, দন্ত এবং সাহায্যকারী; আমার মধ্য দিয়াই সে দর্শন করে, আমার মধ্য দিয়াই সে শ্রবণ করে।'

বিশর আবু সই'য়দকে কি প্রকারে আল্লাহ্‌র সেবার কর্তব্য সম্পন্ন হয় তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন এবং কি প্রকারে আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করা যায়—তজ্জন্য নফল কাজ প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে তিনি নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র বলিলেন,

অটল প্রেম জন্মে সেই প্রেমিকের হৃদয়ে
যে নিজের জন্য কিছুই আশা করে না।
যে জিনিষের মূল্য প্রয়োজন সে জিনিষ
চাহিয়া কি লাভ ?
নিশ্চয়ই দাতা দানের অপেক্ষা
তোমার পক্ষে প্রশংসনীয়
আর তোমার দানেরই বা কি প্রয়োজন
যখন তোমার নিজের স্পর্শমণি আছে।

অন্য একবার বিশর তাঁহার তরুণ ছাত্রকে কি প্রকারে জিকর অভ্যাস করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলিতে চাও ?" আবু সই'য়দ বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই।" বিশর বলিলেন, "যখন তুমি একা হইবে তখনই নিম্নলিখিত রুবাইয়াত নির্ধারিত সংখ্যার বেশীবারও নহে কমবারও নহে উচ্চারণ করিবে।

প্রিয়তম বিনে আমার শান্তি নাই,
আমার প্রতি তোমার হৃদয়তা
আমি গণনা করিতে পারি না।
যদিচ আমার দেহের প্রতিটি কেশ
জিহ্বায় পরিণত হয়,
তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার
সহস্রাংশের এক অংশও প্রকাশ পায় না।

আবু সই'য়দ সর্বদা এই কথাগুলি জপ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "ইহা মঙ্গলময় অনুগ্রহ আনয়ন করিয়াছিল। উহার ফলে শৈশবে আমার নিকট আল্লাহ্‌র রাস্তা উন্মুক্ত হইয়াছিল।" বিশর ৩০০ হিজরীতে (৯৯০ খ্রীঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। আবু সই'য়দ যখনই মায়হানার কবরস্থানে

গমন করিতেন সর্বদাই তিনি সর্বাগ্রে তাঁহার উস্তাদ সুফী ধর্মের প্রথম দীক্ষাদাতা বিশরের কবর জিয়ারত করেন।

আবু সই'য়দ বলিতেন যে প্রায়, ৩০ হাজার কবিতার সঙ্গে তিনি পরিচিতি ছিলেন। শিক্ষার এই শাখা সমাপ্ত করিয়া বিখ্যাত 'শিয়া' আলেম ইবন সুরায়েজের ছাত্র আবদুল্লাহ্ আল হুসরীর নিকট কোরান-হাদিস শিক্ষার উদ্দেশ্যে মার্ভ গমন করেন। তিনি হুসরীর নিকট পাঁচ বৎসর এবং আবু বকর অল কাফফালের নিকট আরও পাঁচ বৎসর পাঠাভ্যাস করেন। তিনি মার্ভ পরিত্যাগ করিয়া সরখসে আবু' আলী জাহীর প্রদত্ত (প্রভাতে) কোরান, (দ্বিপ্রহরে) ফিকাহ্ এবং (অপরাহ্নে) হাদিস সম্বন্ধে বক্তৃতায় যোগদান করেন।

(৩)

আবু সই'য়দের সুফী সিজরা নিম্নে প্রদত্ত হইল,

হযরত মুহম্মদ (দঃ)
|
হযরত আলী (৬৬১ খ্রীঃ)
|
হাসান বসরী (৭২৮ খ্রীঃ)
|
হাবীব আজমী (৭৩৭ খ্রীঃ)
|
দায়ুদ তাই (৭৮১ খ্রীঃ)
|
মারুফ কারখী (৮১৫ খ্রীঃ)
|
সরী সকুতী (৮৬৭ খ্রীঃ)
|
জুনায়েদ বাগদাদী (৯০৯ খ্রীঃ)
|
মুরতায়েশ বাগদাদী (৯৩৯ খ্রীঃ)
|
আবু নসর আল সররাজ তুসী (৯৮৮ খ্রীঃ)
|
আবুল ফসল হাসান সরখী
|
আবু সই'য়দ ইবন আবিল খয়ের

আবু সই'য়দ পীর পরম্পরায় হযরত মুহম্মদ (দঃ) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন।

সুফী ধর্মকে ইসলামের অঙ্গ বলিয়া পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যেই পুরোভাগে ইসলাম প্রচারকের নাম রহিয়াছে। সুফীদলই যে ইসলামের গুপ্ত সাধনতত্ত্বের একমাত্র উত্তরাধিকারী তাহাও ইহা প্রমাণ করিতেছে। যাহা হউক আমরা এক্ষণে আবু সই'য়দের সুফী ধর্মে দীক্ষা ও সাধনার কথা বর্ণনা করিতেছি।

আবু সই'য়দ বলিয়াছেন, "এক সময়ে আমি ছাত্র ছিলাম এবং সরখে অবস্থান করিতাম এবং পণ্ডিত আবু আলীর নিকট অধ্যয়ন করিতাম। একদা আমি শহর অভিমুখে গমন করিতেছিলাম, পথিমধ্যে দরজার নিকট লোকমান সরখীকে ভস্মস্তূপের উপর উপবিষ্ট দেখিলাম। তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার সেলাই কর্ম দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার তালি সেলাই সমাপ্ত হইবার পর তিনি বলিলেন; 'হে আবু সই'য়দ আমি তোমাকে এই তালির মধ্যে সেলাই করিয়া ফেলিলাম।' তৎপর তিনি গাত্রোত্থান করিয়া আমার হাত ধরিয়া সরখের সুফীদের খানকায় প্রবেশ করিলেন এবং অদূরবর্তী আবুল ফজলকে উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন। আবুল ফজল আসিলে তিনি তাঁহার হাতে আমার হাত রাখিয়া বলিলেন, 'আবুল ফজল এই যুবকের উপর নজর রাখিও, সে তোমাদেরই একজন।' শেখ আমার হাত ধরিয়া খানকার ভিতর লইয়া চলিলেন। আমি দহলীজে বসিলাম এবং শেখ একখানি কিতাব উঠাইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম উহা কি পুস্তক হইতে পারে। শেখ আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'আবু সই'য়দ। পৃথিবীতে এক লক্ষ চতুর্বিংশ সহস্র পয়গম্বর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একই বাণী প্রচার করিবার জন্য। তাঁহারা মানুষকে 'আল্লাহ্' বলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবা করিতে বলিয়াছিলেন। যাহারা মাত্র কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়াছিল তাহাদের এক কর্ণ দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়াছিল অন্য কর্ণ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু যাঁহারা অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, যে পর্যন্ত না ইহা তাঁহাদের মর্মমূলে বাসা বাঁধিয়াছিল ; তাঁহারা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন, শেষে তাঁহাদের সত্তা এই বাণীময় হইয়া গিয়াছিল। এই শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া এতদৃশ আত্মনিয়োগ করিলেন যে তাহাতেই ফানা সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়া গেল।' ইহা বলিয়া তিনি আমাকে ধরিলেন এবং সারারাত্রি নিদ্রা যাইতে দিলেন না। প্রভাতে আমি নামাজ কালাম শেষ করিয়া সূর্যোদয়ের পূর্বে শেখ সাহেবের নিকট গমন করিলাম এবং আবু' আলীর কোরআন বক্তৃতায় যোগদান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি তাঁহার বক্তৃতা নিম্ন আয়েত অবলম্বনে আরম্ভ করিলেন, "বল ঃ আল্লাহ, তৎপর তাহাদিগকে বৃথা তর্কের খেয়াল ছাড়িয়া দিলেন" (কোরআন শরীফ ৬, ৯১)। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র আমার হৃদয়ের বন্ধ দরজা উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। ইমাম আবু' আলী আমার পরিবর্তন দর্শন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?' উত্তরে বলিলাম, 'আবুল ফজল হাসানের নিকট।' তিনি আমাকে উঠিতে আদেশ করিলেন এবং আবুল ফজলের সন্নিকটে এই বলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন, 'সে বিষয় (সুফী) পরিত্যাগ করিয়া এই বিষয়ে যোগদান করা তোমার পক্ষে অন্যায়।' আমি আনন্দে উন্মত্ত ও দিশাহারা হইয়া শেখের নিকট প্রত্যাগত হইলাম। আবুল ফজল দেখিয়া বলিলেন, 'মস্তক শোদাই হমী নাদানী পাস্ তো পেশ। হে দুর্ভাগ্য যুবক তুমি মাতাল হইয়াছ, তুমি সমস্ত বিষয় এখনও অবগত হও নাই।'

'আমি বলিলাম' 'হে শেখ তোমার আদেশ কি?' তিনি বলিলেন, "ভিতরে আইস এবং উপবেশন কর এবং এই শব্দে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ কর, কেননা এই শব্দ দ্বারা তোমার অনেক কিছু করিবার আছে।' তাঁহার সাহচর্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার পর এবং এই শব্দে যাহা প্রয়োজন তাহা যথাযথভাবে প্রতিপালিত করার পর একদিন

তিনি আমাকে বলিলেন 'হে আবু সই'য়দ এই শব্দাক্ষরের দুয়ার তোমার নিকট উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন অসংখ্য আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ তোমার বক্ষে প্রবেশ করিবে এবং তুমি বিভিন্ন প্রকার আত্ম-উপলব্ধি অনুভব করিবে। একটু পরে তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'তুমি উন্মাদ হইয়াছ। এখন এক নির্জন স্থান সন্ধান কর এবং তুমি যেমন তোমার নিজের নিকট হইতে দূরে মুখ ফিরাইয়াছ তেমনি তুমি মানুষের নিকট হইতে দূরে রহিবে। খোদার ইচ্ছার উপর অসীম ধৈর্যে আত্মনিয়োগ করিও।' আমি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া মায়হানার বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং বাটীতে উপাসনা গৃহের মেহরাবে নির্জন বাস বরণ করিয়া লইলাম। সে স্থানে আমি সাত বৎসর বসিয়া একাদিক্রমে 'আল্লাহ্', 'আল্লাহ্' বলিতে লাগিলাম। যখন মানবিক দুর্বলতা হইতে অবসাদ বা অমনোযোগিতা উদ্ভূত হইত তখন একজন ভয়ঙ্কর সৈন্য অগ্নি বর্শা হস্তে নির্জন প্রকোষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিত, 'হে আবু সই'য়দ! বল: 'আল্লাহ্'।' এই মূর্তির ভীতি আমাকে সমস্ত দিবস ও রজনী সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিত, কাজেই আমি আর নিদ্রালু বা অমনোযোগী হইতাম না। পরিশেষে আমার প্রতি অণু-পরমাণু 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' জেকের করিত।''

আবু সই'য়দের জীবনী লেখক ''আসরার'' বলিতেছেন যে আবু সই'য়দ সাত বৎসর নির্জন বাসের পর পুনরায় তিনি শেখ আবুল ফজলের নিকট গমন করেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার হুজরার অপরভাগে এক প্রকোষ্ঠ নির্দেশ করিয়া দেন যেখান হইতে তিনি আবু সই'য়দের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হইবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে নৈতিক ও তপস্যা সম্বন্ধীয় উপদেশ দিতে পারিবেন। কিয়দ্দিবস পরে আবুল ফজল আবু সই'য়দকে তাঁহার নিজের হুজরায় স্থানান্তরিত করিয়া অধিকতর অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর লক্ষ্য রাখিতেন। আমরা জানি না তিনি কতদিন পর্যন্ত সরখের খানকায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং কতদিন নিজের মাতার সেবা, শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এইস্থানে সম্ভবতঃ তিনি

তাঁহার পিতৃগৃহ একটি নির্জন কক্ষে বাস করিতেন এবং অন্যান্য হুজরায় বিশেষতঃ মার্ভের পথের ধারে সুপ্রসিদ্ধ রেবাত-ই-কহনে যাতায়াত করিতেন। তিনি যে সকল আধ্যাত্মিক কার্যে লিপ্ত ছিলেন নিম্নে তাহার কয়েকটি উল্লিখিত হইতেছে ঃ

তিনি ওজু করিতে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন। এমন কি একবার ওজু করিতেই কয়েক ভাণ্ড পানি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিতেন।

তিনি সর্বদা তাঁহার সাধন প্রকোষ্ঠের দরজা ও দেওয়াল পানি দিয়া ধৌত করিতেন।

তিনি তখনও কোন দরজা বা দেওয়ালের উপর হেলান দিতেন না বা বিশ্রামের জন্য তাঁহার দেহভার কোন কাষ্ঠ বা চৌকির উপর রাখিতেন না বা কুরসীর উপর বসিতেন না।

তিনি সর্বদা মাত্র একটি কামিজ ব্যবহার করিতেন, উহা ক্রমে ভারী হইয়া পড়িয়াছিল কেননা তাহা ছিন্ন হইলেই তিনি তালি সংযোজিত করিতেন। পরিশেষে ইহার ওজন বিশ 'মন' হইয়াছিল।

তিনি কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া করিতেন না এবং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরিকে তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না।

তিনি দিবসে কখনও কিছু আহার করিতেন না এবং এক টুকরা রুটী ব্যতীত তিনি অন্য কিছু দ্বারা রোজা খুলিতেন না।

তিনি দিবসে বা রাত্রে নিদ্রা যাইতেন না বরং নিজের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকিতেন এবং তথায় তিনি দেওয়ালে মাত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিবার উপযোগী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যুক্ত একটি গর্ত খুঁড়িয়াছিলেন এবং উহাতে একটি দরজা সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিতেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া জিকিরে আত্মনিয়োগ করিতেন। তাঁহার কর্ণগহ্বর তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতেন কেননা তাহা হইলে কোন শব্দ মনোযোগের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না এবং একনিষ্ঠভাবে ধ্যানে রহিতে পারিবেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তরের অন্তস্থলে লক্ষ্য

রাখিতেন যে সে স্থানে আল্লাহ্‌র চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার চিন্তা যেন মনে জাগিতে না পারে।

কিয়ৎকাল পরে তিনি মানব সমাগম এমন কি মানুষ দর্শন সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি একাকী মরুভূমি ও পর্বতোপরি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রায় মাসাধিক কাল নিরুদ্দেশ হইয়া রহিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইতেন এবং পথিক ও জন-মজুরদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া আসিতেন। পিতার সন্তুষ্টির জন্য তিনি ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল গৃহে অতি-বাহিত হইবার পূর্বেই মনুষ্যের উপস্থিতি তাঁহার নিকট অসহ্য লাগিত এবং অনতিকাল বিলম্বে মরু ও পর্বতের বুকে তিনি লুক্কায়িত হইতেন।

পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি রাত্রির পর রাত্রি পিতার গৃহ হইতে পলায়ন করিতেন। তাঁহার পিতা স্বভাবতঃ পুত্রের নৈশ ভ্রমণে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন এবং এক রাত্রি পুত্রের অগোচরে স্বল্প দূরে রহিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, "আমার রাবাত-ই-কোহনে পৌঁছা অবধি সে হাটিতে লাগিল। যেই দ্বার মধ্য প্রবেশ লাভ করিল অমনি দুয়ার বন্ধ করিল এবং আমি ছাদের উপরে উঠিলাম। আমি তাহাকে রাবাত মধ্যস্থিত হুজরায় প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিতে দেখিলাম। হুজরার জানালার মধ্যদিয়া কি ঘটে তাহা দেখিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মেঝের উপর দড়ি সংযুক্ত একগাছি লাঠি পড়িয়া ছিল। সে লাঠিখানি উঠাইয়া লইয়া দড়ির এক প্রান্ত আপন পায়ের সহিত বন্ধন করিল। তৎপরে হুজরার এক কোণে অবস্থিত একটি গর্তের উপর লাঠিখানি স্থাপিত করিয়া নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করিল এবং সেই উর্ধ্বপদ-নিম্নমুখীন অবস্থায় কোরআন শরীফ আবৃত্তি করিতে লাগিল। প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত সে সেই অবস্থায় রহিল। প্রভাত হইতেই তাহার সমগ্র কোরআন শরীফ আবৃত্তি শেষ হইল এবং পরে নিজ গর্ত হইতে উপরে উঠিল। যে অবস্থায় লাঠিগাছা ছিল ঠিক সেই অবস্থায় রাখিল এবং হুজরার বাহিরে আসিল

এবং রাবাতের মধ্যস্থলে আসিয়া স্নান সমাপ্ত করিল। আমি ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিয়া অতি সত্বর গৃহে গমন করিলাম এবং তাহার প্রত্যাবর্তনের পুর্ব পর্যন্ত নিদ্রায় মগ্ন রহিলাম।"

আবু সই'য়দের কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার অন্য প্রকার পন্থা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন, একদা "আমি নিজেকে বলিলাম, জ্ঞান কার্য ও ধ্যান আমি যথেষ্ট সম্পন্ন করিয়াছি আমি এক্ষণে এই সকল হইতে দুরে থাকিতে চাই। আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম ইহা লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে দরবেশগণের ভৃত্য হইয়া তাঁহাদের সেবা করা। কেননা আল্লাহ্ যখন কোন মানুষের মঙ্গল সাধন করিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি সেই মানুষকে আত্ম-হেকারতের পথ প্রদর্শন করে। এতদনুসারে আমি তাঁহাদের সেবাকে আমার কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম এবং তাঁহাদের সাধন প্রকোষ্ঠ, পায়খানা ও প্রস্রাবখানা পরিষ্কার করিতাম। আমি সুদীর্ঘ কাল এই কার্যে নিযুক্ত রহিলাম এবং শেষে ইহা আমার অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেল। তৎপরে আমি দরবেশগণের জন্য ভিক্ষা করিতে মনস্থ করিলাম এবং ইহা আমার নিকট অত্যন্ত কঠিন বলিয়া নিজের প্রতি ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন কার্যভার আর আমি কিছুই মনে করিতাম না। প্রথমে লোকে যখন আমাকে ভিক্ষা করিতে দেখিল তখন আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দিত কিন্তু অনতিবিলম্বে ইহা তাম্র মুদ্রায় পরিণত হইল এবং ক্রমে ক্রমে ইহা একটি সুপারিতে বা কিসমিসে পৌঁছিল। পরিশেষে ইহাও মিলিল না। একদিন অনেকগুলি দরবেশের খেদমতে আমি উপস্থিত ছিলাম কিন্তু তাঁহাদের জন্য কিছুই ভিক্ষা মিলিল না। তাঁহাদের জন্য আমার মাথার পাগড়ী বিক্রয় করিলাম, তৎপরে আমার জুতা বিক্রয় করিলাম। আমার জোব্বার হাশিয়া ও জোব্বার কাপড় এবং তুলা পর্যন্ত বিক্রয় করিলাম।"

মায়হানায় তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার ফলে তিনি মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক আলো লাভের আশায় আবুল ফজলের নিকট সরখে গমন করিতেন। তিনি বলিতেছেন যে আবু সইয়দ পুনরায় আরও এক বৎসর কাল

আবুল ফজলের শিক্ষাধীন ছিলেন। তৎপরে তিনি আবু আবদুর রহমান আসসালামীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে খেরকায় বিভূষিত করেন। খেরকা গ্রহণের অর্থ তিনি সুফী দলের একজন গৃহীত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আসসালামী নিশ্চয়ই বিখ্যাত আবুল কাসিম আন নসবীবাদীর শিষ্য ছিলেন এবং নিজেও একজন সুপ্রসিদ্ধ সুফী ছিলেন। তিনি "তাবাকাতুস্ সুফীয়া" নামক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা।

আবু সই'য়দ আসসালামীর নিকট হইতে আবুল ফজলের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি তঁাহাকে বলিলেন, "এখন সকল শিক্ষা শেষ হইয়াছে। তুমি মায়হানায় ফিরিয়া যাও এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান কর, তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান কর, এবং সত্যের পথ দেখাইয়া দাও।" তঁাহার শেখের আদেশ অনুসারে তিনি মায়হানায় ফিরিয়া আসিলেন এবং তঁাহার আশ্বাস সত্ত্বেও তিনি অধিক কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং উপাসনায় পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমে লিপ্ত হইলেন। এই সময়ে লোকে তঁাহার প্রতি কি প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিতে তাহা নিম্ন আলোচনা হইতে সম্যক বুঝা যাইবে।

তিনি বলিয়াছেন, "আমি যখন সুফী তত্ত্বে নূতন প্রবেশ লাভ করি তখন আমার নিজেকে অষ্টাদশ বিষয়ে লিপ্ত রাখিতাম" :

"আমি অনবরত উপবাসে রহিতাম ; আমি নিষিদ্ধ (হারাম) খাদ্য গ্রহণ করিতাম না। আমি একাদিক্রমে জিকির করিতাম ; আমি আরামের জন্য কখনও ভূমিতে ঠেঁস দিয়া বসি নাই ; আমি উপবেশন অবস্থায় ব্যতীত কখনো নিদ্রা যাই নাই ; আমি কা'বামুখীন বসিতাম ; আমি কখনও কোন কিছুর উপর হেলান দেই নাই ; আমি কখনও কোন সুশ্রী যুবক বা রূপময়ী স্ত্রীলোকের অনাবৃত মুখমণ্ডলের উপর দৃষ্টিপাত করি নাই। আমি ভিক্ষা করি নাই। আমি সন্তুষ্ট ছিলাম এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলাম, আমি সর্বদা মসজিদে উপবিষ্ট থাকিতাম, কখনও বাজারে গমন করি নাই, কেননা হযরত মুহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, 'বাজার সর্বাপেক্ষা নোংরা স্থান এবং

মসজিদ সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার স্থান' ; আমার সমস্ত কার্যে আমি পয়গম্বরের অনুসরণ করিতাম। দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি সমগ্র কোরআন আবৃত্তি শেষ করিতাম। এক বৎসর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করি নাই।'' লোকে আমাকে উন্মাদ বলিত ; আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। কেননা হাদিসে উল্লিখিত হইয়াছে কোন লোকের ঈমান সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না যে পর্যন্ত না সে পাগল বলিয়া অনুমিত হয়। পয়গম্বর যাহা আদেশ করিয়াছেন বা যাহা করিয়াছেন বলিয়া আমি শুনিয়াছি তাহা আমি নিজের জীবনে সম্পন্ন করিয়াছি। গ্রন্থে পড়িলাম যে ওহোদের যুদ্ধে হযরতের দন্ত আহত হইযাছিল তজ্জন্য তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নামাজে যোগদান করিয়াছিলেন। কেননা পায়ের পাতা বেদনায় মাটির উপর রাখিতে পারেন নাই। আমি তাঁহার অনুকরণ করিতে মনস্থ করিলাম এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর করিয়া চারিশত রেকাত নামাজ শেষ করিলাম। আমার জীবনে ভিতরে বাহিরে পয়গম্বরের সুন্নত আদর্শ অনুকরণ করিতে লাগিলাম। শেষে সে অভ্যাস আমার প্রকৃতি সিদ্ধ হইয়া পড়িল। পুস্তকে আমি ফেরেস্তাগণের উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছিলাম তদনুসারে নিজেও সেই প্রণালী অবলম্বন করিতাম। আমি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে ফেরেস্তারা তাহাদের মস্তকের উপর উপাসনা করে। সুতরাং আমার মস্তক মৃত্তিকা উপরি স্থাপিত করিয়া পুণ্যময়ী আবু তাহেরের মাতাকে আমার পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর সহিত দড়ি সংযুক্ত করিয়া একটি খিলের সহিত বাঁধিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া যাইতে বলিতাম। এই নির্জনাবস্থায় বলিলাম, 'হে প্রভু। আমি আমায় নিজেকে চাহি না ; আমার নিকট হইতে আমাকে পালাইতে দাও।' এবং আমি সমস্ত কোর-আন শরীফে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলাম। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছিলাম, 'আল্লাহ্‌, তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট মনে করেন, কেননা সে সকল কথা শ্রবণ করে এবং জানে', তখন আমার চক্ষু হইতে রক্ত পতিত হইতে লাগিল এবং আমার আর সংজ্ঞা রহিল না।

আমার একটি সাধনা প্রকোষ্ঠ ছিল, আমি তাহাতে উপবেশন করিয়া আত্মভোলা হইয়া পড়িতাম। আধ্যাত্মিক আলো প্রাপ্ত হইতাম এবং আমার

নিজের আত্মসত্তার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিত। সর্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ প্রকাশ করিয়া দিলেন : আমি ইহাও নহি উহাও নহি। ইহা তাঁহার অনুগ্রহ, উহা তাঁহার দান। এমন অবস্থায় আমি বলিলাম :

আমি চোখ খুলিলে
তোমার অনুরূপ সৌন্দর্য দর্শন করি ;
আমি যখন তোমাকে আমার গোপন কথা বলি
তখন আমার সকল দেহ আত্মহারা হইয়া যায়।
আমি মনে করি, এই কথা
অন্যকে বলা আইন বিরুদ্ধ,
কিন্তু যখন তোমার সঙ্গে থাকি
তখন আমার বাণী হয় অফুরন্ত ॥

এই সময়ে লোকে আমাকে খুব প্রশংসা করিতে লাগিল। শিষ্যরা দলে দলে আসিতে লাগিল এবং সুফী ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। আমার প্রতিবেশিগণ মদ পান ত্যাগ দ্বারা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই শ্রদ্ধা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিল যে আমার পরিত্যক্ত একটি খুরবুজা-খোসা বিংশতি স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রীত হইল। একদা আমি অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমার অশ্ব গোবর পরিত্যাগ করিলে। লোকে সেই গোবর সংগ্রহ করিয়া লইত এবং মঙ্গল আশায় ইহা দ্বারা তাহাদের মুখাবয়ব ও মস্তক লেপন করিত। কিছুদিন পরে আমার মনে হইলে আমি তাহাদের সম্মানের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহি। মসজিদের এক কোণ হইতে বাণী আসিল, 'তোমার প্রভু কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নহেন?' (কোরআন ৪১,৫৩)। আমার বক্ষ আলোতে উজ্জ্বল হইল এবং প্রথম যবনিকাগুলি ছিন্ন হইল। যাহারা একদিন আমাকে সম্মান করিয়াছিল তাহারা এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিল। এমন কি কাজীর নিকট গমন করিয়া সাক্ষ্য দিল যে আমি কাফের। আমি যে স্থানেই যাইতে লাগিলাম সেই স্থানের অধিবাসীগণ বলিতে লাগিল আমার শয়তানীর জন্য তাহাদের শস্য উৎপন্ন হইবে না।

কোন একদিন আমি এক মসজিদে বসিয়াছিলাম। স্ত্রীলোকেরা ছাদের উপর যাইয়া আমার প্রতি আবর্জনা নিক্ষেপ করিল। তখনও আমি শুনিতেছিলাম 'তোমার প্রভু কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নহেন?' জমায়েতের নামাজ হইতে আমাকে লোকে এই বলিয়া বিরত রাখিত, 'যে পর্যন্ত এই উন্মাদ মসজিদে থাকিবে সে পর্যন্ত আমরা নামাজ পড়িব না।' আমি তখন এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম,

আমি সিংহ ছিলাম, ভয়ঙ্কর নেকড়ে,
আমার সন্ধান জানে ;
আমি সর্বত্র জয়ী হয়েছি।
যেদিন তোমার প্রেম
আমার হৃদয়ে অন্তরঙ্গ হ'লে
খোঁড়া খেঁকশিয়ালী আমায়,
বন্যগুহা থেকে তাড়িয়ে দিল।

এই আনন্দ উল্লাসের পর শীঘ্র 'কোবদ' আসিল। আমি কোরআন শরীফ খুলিলাম এবং আমার দৃষ্টি নিম্ন আয়াতের উপর পতিত হইল 'আমরা তোমাদের পরীক্ষার জন্য মন্দ ও মঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা কবির। তোমরা শেষে আমাদের নিকট ফিরিবে' (২১ ঃ ৩৬)। আমার মনে হইল আল্লাহই যেন আমাকে বলিলেন, 'আমি তোমার পথে যে এই সকল নিক্ষেপ করিলাম ইহাও এক প্রকার পরীক্ষা। যদি ইহা ভাল হয় তবে ইহা পরীক্ষা। যদি ইহা মন্দ হয় তবুও ইহা পরীক্ষা। ভাল বা মন্দের নিকট মাথা নত করিও না। আমার সহিত বাস কর।' আমার আত্মবোধ লুপ্ত হইল এবং তাঁহার অনুগ্রহ আমাকে ঢাকিয়া ফেলিল।"

মাতা ও পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবু সই'য়দের সংসারের স্নেহের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের মৃত্যুর পর আবু সই'য়দ সুদীর্ঘ সাত বৎসর মায়হানা এবং বাওয়ারাদ এবং মার্ভ ও সরখের বিজন মরুবুকে বিচরণ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মায়হানায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে তাঁহার পীর আবুল ফজল ইহলোক পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট তিনি তাঁহার সমস্যা সমূহের সমাধানের জন্য যাইতেন। পীরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া তাবারিস্তানের অন্তর্গত আমূল অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তথায় অনেক সুফী, শেখ আবুল আব্বাস কাস্‌সাবের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া উপনীত হইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আহমদ নজ্জার বাওয়ারাদে গমন করেন। তৎপর দরবা-ই-গজ ধরিয়া নাসা অভিমুখে যাত্রা করেন।

তাঁহারা নাসা গ্রাম অতিক্রম কালে পশমী পুস্তিন-পরিহিত একজন কসাইকে তাহার দোকানে কয়েক টুকরা ঝুলান মাংস লইয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিলেন। সে নবাগত কয়েকজন বিদেশীকে অভিবাদন করিল এবং একজন শিক্ষার্থীকে তাহারা কোথায় অবস্থান করে তাহার সংবাদ লইয়া আসিতে আদেশ করিল। তাঁহারা নদীতীরে একটি মসজিদে উপনীত হইলেন। তাঁহারা স্নানান্তে নামাজ সমাপ্ত করিয়াছেন এমন সময় সেই কসাই তাঁহাদের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইল।

সেই খাদ্যদ্রব্য আহারাদির পর কসাই জিজ্ঞাসা করিল, 'কৃতদাসেরও মজুরের কি কর্তব্য ?' আবু সই'য়দ শরিয়াত অনুযায়ী উত্তর দিলেন, তাহাতে সে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, 'ইহা ব্যতীত আর কিছুই নাই ?' আবু সই'য়দ চুপ করিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে সে বলিল, 'যে পর্যন্ত না আপনাকে ত্যাগ কর সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌কে পাওয়া সম্ভবপর নহে।'

আবু সই'য়দ আমূলে এক বৎসর কাল অবস্থান করেন এবং সে হুজরার শেখ ছিলেন শেখ আবুল আব্বাস কাসসাব। শেখ তাঁহাকে জমায়াত-খানায় এক সাধন প্রকোষ্ঠ নির্দেশ করিয়া দেন। রাত্রিকালে আবু সই'য়দ তাঁহার নাভির উপর ক্রমাগতভাবে দৃষ্টি রাখিতেন এবং শেখের আধ্যাত্মিক ভাব ও কার্যের উপর মনোযোগ আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।

একদা রাত্রে শেখের হস্ত হইতে রক্তপাত হয়। রাত্রে ব্যাণ্ডেজ একটু স্থানচ্যুত হয়, ফলে তাঁহার সমস্ত কাপড় চোপড় রক্তাক্ত হইয়া পড়ে। জমা-য়াতখানা হইতে তাঁহাকে এই অবস্থায় আসিতে দেখিয়া আবু সইয়দ দৌড়াইয়া গেলেন, তাঁহার ক্ষতস্থান ধৌত করতঃ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন।

তাঁহার শরীর হইতে ভিজা জামা খুলিয়া লইয়া আপনার জামা শেখকে প্রদান করিলেন। তৎপর তিনি শেখের জামা পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেন ; শুষ্ক হইলে তিনি তাঁহার নিকট উহা লইয়া গেলেন। শেখ বলিলেন, ' ইহা তোমাকে দিলাম, তুমি ইহা পরিধান কর।" আবু সই'য়দ বলিলেন, "না তাহা হইতে পারে না। আপনি (আমাকে) ইহা পরিহিত করাইয়া দেন।"

ইহা তাঁহার দ্বিতীয় খিরকা গ্রহণ। কেননা আবদুর রহমান আসসালামীর নিকট হইতে পূর্বেই তিনি একটি খিরকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আমুল পরিত্যাগের সময় আবু সই'য়দ তাঁহার পীর শেখ আবুল আব্বাস কাসসাব দ্বারা মায়হানায় প্রত্যাগত হইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

সুদীর্ঘকাল কঠোর যোগাভ্যাসে ও অধ্যাত্মিক ব্রত উদযাপনের ফলে শিক্ষানবিশীকালে যে দিব্য দর্শন ও দিব্যোন্মানা মাঝে মাঝে লাভ করিতেন তাহা স্থায়ীরূপে উইল আধ্যাত্মিক আলো হইয়া দেখা দিয়াছিল। এতদিন যে রহস্য যবনিকা মাঝে মাঝে উত্তোলিত হইতেছিল এখন তাহা একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি রহস্য রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। 'আত্মসত্তা'র বাধা আর তাঁহাকে পরস্পরের সত্তাবোধ হইতে দূরে রাখিতে পারিল না।

সুফীগণের ভাবসম্মিলন বড় অদ্ভুত। এই মাত্র তাঁহারা মিলনানন্দে অধীর হইতেছেন আবার পরমুহূর্তে বিরহে নুইয়া পড়িতেছেন। এই বিরহকে সুফীদের পরিভাষায় 'কোবদ' ও মিলনানন্দকে বাস্ত বলে। আবু সই'য়দ যখন কোবদ অবস্থায় নিপতিত হইতেন তখন এই বেদনা হইতে মুক্তি লাভের আশায় যাহাকে পাইতেন তাহাকে প্রশ্ন করিতেন। যখন কোবদ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিত তখন তিনি সরখে আবুল ফজল হাসানের কবর জিয়ারত করিতে গমন করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু তাহির বর্ণনা করিয়াছেন : একবার আবু সই'য়দ বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান কালে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গে সমবেত উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তিনি তাঁহার অশ্বে জিন জুড়িতে বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সরখ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁহাকে অনুসরণ

করিলেন। তাঁহারা মরুভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার কোবদ ভাব বিদূরিত হইল। তিনি অবাধে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পার্শ্বস্থ সকলে আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সরখে উপনীত হইয়া তিনি রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সেখ আবুল ফজল হাসানের মকবরার উদ্দেশে গমন করিলেন এবং কাউয়ালকে নিম্ন ছত্র গাহিতে আদেশ করিলেন :

এই সে আনন্দভবন, অনুগ্রহের বাটী,
এবং কোমলতার বসতবাটী,
সকল চোখ রয়েছে কাবামন্দিরে,
কিন্তু আমাদের নিরিখ
প্রিয়তমের আনন্দে

যখন কাউয়াল গান গাহিতেছিল তখন আবু সই'য়দ ও সঙ্গী দরবেশগণ উলঙ্গ মস্তকে ও নগ্নপদে ভাবাবেশে চীৎকার করিতে করিতে কবরের চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরিতেছিলেন।

আসরার লেখক মুহম্মদই বুল মুনাবারের পিতামহ আবু সই'য়দের পৌত্র শেখুল ইসলাম আবু সই'য়দের সনদ অনুসারে লিখিয়াছেন। আবু সই'য়দ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্যোতি লাভ করেন। আসরার গ্রন্থকার এই সময় পর্যন্ত তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় শেষ করিয়াছেন এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক জীবনের সিদ্ধ যুগের কথা আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আবু সই'য়দের আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছি, এক্ষণে আমরা সুফী ও সাধু হিসাবে তাঁহার আলোচনা করিব। এইস্থলে ইহা উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে না যে পরবর্তী জীবনেও তিনি এই কঠোর যোগাভ্যাস ও কঠিন নিয়মাবলী অনুষ্ঠানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যুষে তিনি ঐ সকল গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা এই সকল সম্বন্ধে যে সব কথা জানিতে পারি তাহা তিনি তাঁহার নব-দীক্ষিত শিষ্যগণের উপদেশ কালে ও সাধারণ বক্তৃতাকালে যে উপমা দিতেন তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার শিষ্যগণের মতানুসারে জানা যায়

যে তিনি পীর হইবার পর হযরত মুহম্মদের কোন আদেশ বা অনুসৃত কোন কার্য অসম্পাদিত রাখেন নাই।

এই সময় হইতে (খ্রীঃ ১০০৯—১০৪৯) পর্যন্ত তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যে মালমসলা পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই কতকগুলি গল্পের সমষ্টি এবং উহা এমন ধরনের পরস্পর বিচ্ছিন্ন কাহিনী যে-কোন পূর্বাপর সম্বন্ধ স্থির করা সম্ভবপর নহে। আমরা তাহার চলাফেরার বিষয়ে নিম্নতালিকা ব্যতীত আর বেশী কিছু জানি না।

(ক) তিনি মায়হানা পরিত্যাগ করিয়া নিশাপুরে গমন করেন এবং তথায় দীর্ঘকাল অবস্থান করেন।

(খ) নিশাপুরে গমনের কিয়ৎকাল পূর্বের খোরাসানে আবুল হাসান খারকানীকে জিয়ারত করেন।

(গ) শেষে তিনি নিশাপুর হইতে মায়হানায় প্রত্যাগমন করেন।

(৪)

আবু সই'য়দ নিশাপুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে মায়হানার দীক্ষিত শিষ্য সাগরেদ এবং পথিমধ্যে তুসে অনেক শিষ্য এইদলে যোগদান করিল। তুসে জুয়ে-ই-তারাইসাইয়ান (খ্রীস্টান গলিতে) কতকগুলি বালককে দর্শন করিয়া একটি বালককে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'যদি তোমরা জগতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী দেখিতে চাও তাহা হইলে দেখ এই সেই।' যে বালকের ভবিষ্যৎ প্রাধান্য সম্বন্ধে আশ্চর্যরূপে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ইনি সেই জগদ্বিখ্যাত রাজনীতিবিদ নিজাম-উল-মুলক (জন্ম ১০১৮ খ্রীঃ) এবং চল্লিশ বৎসর পরে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী আবু সই'য়দের প্রপৌত্রের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন।

নিশাপুরে প্রবেশ লাভের সময় সুফীগণের বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক খাজা মুহম্মদ-ই-মুরীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে 'কুয়ে আদলী বুনবানে (কার্পেট প্রস্তুতকারিগণের বাস্তুতে) আবু আলী বরসাসীর খানকায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মনে কর এই স্থানেই তিনি যে

পর্যন্ত নিশাপুরে ছিলেন তাঁহার প্রধান কেন্দ্র। তাঁহার বক্তৃতা বিশেষত তাঁহার আশ্চর্য ভবিষ্যৎ দর্শন শক্তিতে মুগ্ধ অসংখ্য লোক তাঁহার নিকট মুরীদী গ্রহণ করে এবং অজস্র অর্থ নজরানা প্রাপ্ত হন। হাসান-ই-মুয়াদ্দিব —যিনি উত্তরকালে আবু সই'য়দের প্রধান শিষ্যস্থান অধিকার করেন— তাঁহার দীক্ষা আশ্চর্যজনক। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন :

"প্রত্যেক লোকের মুখে যখন প্রচারিত হইল যে মায়হানা হইতে একজন সুফীপীর আগমন করিয়াছেন এবং কুয়ে আদলী বুনবানে ধর্মীয় বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন এবং লোকের গুপ্ত চিন্তা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন তখন আমি নিজেকে বলিলাম (কেননা আমি সুফীদিগকে ঘৃণা করি) 'একজন সুফী কি প্রকারে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবে। ধর্মবিদ্যার (=Theology) সে কি জানে? তারপরে সে মানুষের মনের কথা বলিয়া দেয় কেমন করিয়া? কেন না আল্লাহ্ অদৃশ্য জগতের সংবাদ কোন নবী বা মহাপুরুষকে দেন নাই।' একদা আমি তাহার বক্তৃতা গৃহে গমন করিলাম ; ইচ্ছা একবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। সুতরাং তাঁহার চৌকির সম্মুখে উপবেশন করিলাম। আমি মূল্যবান পোশাক পরিয়াছিলাম এবং মাথায় সুন্দর একটি তাবারী পাগড়ী ছিল। যখন সুফী বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন আমি তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। তিনি বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া জনৈক দরবেশের জন্য সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কাপড় প্রার্থনা করিলেন। প্রত্যেক্যেই কিছু না কিছু দান করিলেন। তৎপরে তিনি একটি পাগড়ীর জন্য আবেদন করিলেন। আমি আমার পাগড়ীটি দিতে ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার ভালভাবে চিন্তা করিয়া সে ইচ্ছা বিদূরিত করিলাম। সেই পাগড়ীটি জনৈক বন্ধু আমুল হইতে আমাকে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার মূল্য ছিল দশ স্বর্ণমুদ্রা। তিনি দ্বিতীয়বার আরজ জানাইলেন। পূর্বোক্ত চিন্তা আমার মনে সমুদিত হইল এবং ইহা বিদূরিত করিয়াছিলাম। আমার পার্শ্বস্থ একজন বৃদ্ধ পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শেখ! আল্লাহ কি তাঁহার সৃষ্ট জীবের নিকট যাচঞা করেন?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'হাঁ কিন্তু তিনি একটি তাবারী পাগড়ীর জন্য

দুইবারের বেশী আরজু করেন না। তিনি আপনার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে দুইবার বলিয়াছেন এবং এই দরবেশকে তাহার পরিহিত পাগড়ীটিকে দিতে বলিয়াছেন কিন্তু সে দিতে অনিচ্ছুক। কেননা আমুল হইতে জনৈক বন্ধু তাঁহাকে দশ স্বর্ণ দিনার মূল্যের এই পাগড়ীটি উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি কম্পিত পদে পীর সাহেবের দিকে অগ্রসর হইলাম এবং তাঁহার পদ চুম্বন করিলাম এবং আমার পাগড়ী ও সমস্ত পোশাক দরবেশকে দান করিলাম। অনাস্থা ও অবিশ্বাসের ভাব আর রহিল না। আমি নূতন করিয়া মুসলমান হইলাম। আমার সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি পীর সাহেবের পদে প্রদান করিলাম এবং নিজেকে তাঁহার সেবায় নিয়োগ করিলাম।"

নিশাপুরের সুফীদল আবু সই'য়দকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন কিন্তু তাহাদের বিরোধীদল, কারমানীগণের (Muslim Theology by D.B. Macdonald P.170) নেতা আবু বকর ইসহাক এবং আসব-ই-রায় ও সিয়াদলের নেতা কাজী সই'য়দ তাহার ভীষণ বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। এই দলের নেতৃবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে নিম্ন উদ্ধৃত লিখিত নালিশ প্রেরণ করেন:

"এখানে মায়হানা হইতে একজন লোক আসিয়াছে। সে সুফী বলিয়া ভান করে। সে উপদেশ বক্তৃতা কালে কবিতা উদ্ধৃত করে কিন্তু হাদিস কোরআনের বাণী উল্লেখ করে না। সে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ের ভোজ দান করে এবং সঙ্গীতাদি তাহার আদেশে গীত হয়, এবং যুবকদল নৃত্য করে, মিষ্টি দ্রব্যাদি আহার করে, কাবাব মুরগী ও সর্বপ্রকার আহার্য গ্রহণ করে, সে ফকির বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করে কিন্তু ইহা ফকিরীও নহে সুফীও নহে। অনেক লোক তাহার দলে যোগদান করিয়াছে এবং তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিতেছে। যদি ইহার সংশোধনের চেষ্টা করা না হয় তবে ইহা সমস্তদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।"

এই আরজী গজনীর রাজ দরবারে প্রেরিত হইয়াছিল। দরবার হইতে লিখিত উত্তর আসিল : "হানাফী ও শিয়াদলের আলেম ও নেতৃবৃন্দ এক সভায় সমবেত হইয়া শাস্ত্রের বিধানানুসারে যে শাস্তি উপযুক্ত হয় তাহা প্রদত্ত হউক।" এই উত্তর বৃহস্পতিবারে পৌঁছিল। আবু সই'য়দের শত্রুগণ ইহাতে উল্লাসিত হইয়া উঠিল এবং অনতিবিলম্বে তাহারা এক সভা করিয়া স্থির করিল যে পরবর্তী শনিবার আবু সই'য়দ ও তাঁহার সুফীদলকে বাজারে ফাঁসীতে ঝুলাইতে হইবে। তাঁহার বন্ধুগণ যাহা ঘটিবে তাহার গুজবে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাঁহাকে ইহা বলিতে অগ্রসর হইলেন না। কেন না কেহ তাঁহাকে কিছু জানাক ইহা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না, সকল বিষয়ই তিনি অনুভূতি দ্বারা অবগত হইতেন।

হাসান মুয়াজ্জিম বলিলেন, "আমরা আসর নামাজ পড়িয়াছি। পীর সাহেব আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে কতজন সুফী আছেন?' উত্তর দিলাম, 'একশত বিশ জন, মোসাফের আশি জন এবং বাসিন্দা চল্লিশ জন।' তিনি বলিলেন, 'আগামীকল্য দ্বিপ্রহরে তুমি বাসিন্দা চল্লিশ জন।' তিনি বলিলেন, 'আগামীকল্য দ্বিপ্রহরে তুমি কি আহার করিতে দিবে?' আমি বলিলাম, 'হুজুরের যাহা আদেশ হয়।' তিনি বলিলেন, 'প্রত্যেকের পাতে একটি করিয়া খাসীর মাথা এবং খাসীর মস্তিষ্কে যথোপযুক্ত পরিমাণে চিনি, এক পাউণ্ড খেলাফতী মিষ্ট সামগ্রী দিবে। দেখিও যেন জ্বালাইবার জন্য চন্দন কাষ্ঠ এবং তাহাদের উপর নিক্ষেপের জন্য গোলাপ জল থাকে এবং ধোপদোরস্ত মখমলের পোশাক থাকে।' খাবার ব্যবস্থা জামে মসজিদে করিও তাহা হইলে আমার নিন্দুকেরা দেখিতে পাইবে আল্লাহ্ অদৃশ্য জগৎ হইতে তাঁহার নির্বাচিত ও প্রিয় ব্যক্তিগণের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ করেন।' যখন শেখ আমাকে এই আদেশ প্রদান করিলেন তখন খানকার ভাণ্ডার ঘরে এক টুকরা রুটিও বর্তমান ছিল না। সমস্ত শহরের মধ্যে এমন একজন পরিচিত লোকও ছিল না। যাহার নিকট হইতে একটি রৌপ্য মুদ্রা ঋণ গ্রহণ

করিতে পারি। কেন না আমাদের সম্বন্ধে গুজব পূর্বেই লোকমধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। শেখকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসও ছিল না কেমন করিয়া ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিব। সূর্য প্রায় অস্তমিত হইল। আমি তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া কূয়ে দকবুচান মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সূর্য অস্ত না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়া রহিলাম; দোকানদারগণ একে একে দোকানের দরজা বন্ধ করিতে লাগিল। এমন সময় একজন যুবক দ্রুতগতিতে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাটী অভিমুখে রওনা হইয়াছে, কেননা তাহার দেরী হইয়া গিয়াছিল; সে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওহে হাসান! তুমি এখানে কি কর?' আমি তাহাকে বলিলাম 'যে মদীয় শেখ আমাকে কতকগুলি জিনিস ক্রয় করিতে আদেশ করিয়াছেন কিন্তু আমার হাতে একটি কানাকড়িও নাই; প্রয়োজন হইলে আমি প্রভাত পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কবির কেননা ফিরিতে আমার সাহস হইতেছে না।' সে তাহার নিজের পকেটে আমার হাত দিতে বলিল। আমি তাহাই করিলাম। আমি হাত ভরিয়া এক মুঠি স্বর্ণমুদ্রা লইলাম। ইহা লইয়া প্রফুল্ল অন্তরে খানকায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। দ্রব্যাদি ক্রয় শেষে দেখিতে পাইলাম যাহা প্রয়োজন তদনুসারে মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এক দেরহাম বেশীও নহে কমও নহে। শেখের নির্দেশে পরদিন প্রত্যুষে আমি মখমলের পোশাকগুলি জামে মসজিদে লইয়া গেলাম, এবং তথায় খাবার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি তাঁহার ভক্তদলসহ মসজিদে উপনীত হইলেন এবং উপরের গ্যালরীতে দর্শকবৃন্দ সমবেত হইল। কাজী সই'য়দ ও আবু বকর কারামী যখন শুনিলেন শেখ আবু সই'য়দ সুফীদের জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়াছেন তখন কাজী চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'আজকে তাহাদিগকে আনন্দ করিতে দাও এবং কাবাব ও খাসীর মস্তিষ্ক খাইতে দাও। পরদিন কাকে তাহাদের মুণ্ড আহার করিবে।' আবু বকর বলিলেন, 'আজ তাহাদের তৈলাক্ত করিতে দাও কাল তাহারা ফাঁসী কাষ্ঠ রজ্জুযুক্ত করিবে।' এই ভয় প্রদর্শন ও শাসানীর কথা শ্রবণ করিয়া সুফীরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। আহারাদির পর শেখ আমাকে বলিলেন, 'আজ আমরা কাজী সই'য়দের

ইমামতে নামাজ পড়িব।' এতদনুসারে আমি বিশটি জায়নামাজ মাকসুরায় বিছাইয়া দিলাম, ইহার বেশী আর স্থান ছিল না। কাজী মিম্বরে উঠিলেন এবং শত্রুতামূলক খোতবা পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া নামাজ পাঠ করিলেন। যেই তিনি শেষ সালাম ফিরাইলেন তৎক্ষণাৎ শেখ উঠিয়া চলিয়া গেলেন, সুন্নত নামাজের জন্য আর অপেক্ষা করিলেন না। কাজী তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলেন, শেখ বিরক্ত হইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কাজী তৎক্ষণাৎ মাথা নত করিলেন। শেখ ও শিষ্যগণ খানকায় প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, 'হাসান! তুমি কিরমানী বাজারে গমন কর। সেখানে একজন হালুইকর অতি উৎকৃষ্ট মিষ্টি তৈরি করে। তুমি দশ 'মণ' ক্রয় করিও। একটু অগ্রসর হইলে তুমি একজন কিসমিস বিক্রেতাকে দেখিতে পাইবে। উহা দশ 'মণ' ক্রয় করিয়া পরিষ্কার করিবে। মিষ্টি দ্রব্যাদি ও কিসমিস দুইখানি ধৌত কাপড়ে বাঁধিয়া মাথায় করিয়া ওস্তাদ আবু বকর ইসহাককে পৌঁছাইয়া দিবে এবং তাঁহাকে বলিবে তিনি যেন এই দ্রব্যগুলি দ্বারা তাঁহার অদ্য সন্ধ্যায় রোজা খোলেন।' যখন আমি আবু বকরকে এই কথা বলিলাম তখন তাঁহার গণ্ড পাংশু বর্ণ ধারণ করিল। তিনি চমকৃত হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং আঙ্গুল কামড়াইতে লাগিলেন। তিনি আমাকে বসিতে বলিয়া তাঁহার ভৃত্য বু'আলী কিসমাককে কাজী সই য়দের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, কাজীকে বলিও যে আগামীকল্য সুফী ও তাঁহার শিষ্যগণের গুরুতর শাস্তি প্রদানের কথা আছে তাহা হইলে আমি আর বাঁচিতে পারিব না। তিনি যদি কারণ জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁহাকে বলিও গতরাত্রে আমি রোজা রাখিবার মনস্থ করিয়াছিলাম। আজ যখন আমি জুমার নামাজ পড়িতে যাইতেছিলাম, আমি কিরমানী বাজারের পথে আসিতে একজন মোদকের দোকানে চমৎকার মিষ্টি দেখিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম যে বাড়িতে ফিরিয়া উহা কিনিতে লোক পাঠাইব এবং উহা দিয়া আমি রোজা খুলিব। আরও একটু অগ্রসর হইয়া আমি কতকগুলি কিসমিস দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম মিষ্ট দ্রব্যের সঙ্গে খুব চমৎকার হইবে এবং ক্রয় করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলাম। বাড়ি আসিয়া এই

কথা আমার একেবারে বিস্মরণ হয় এবং অন্য কাহাকেও আমি এই কথা বলি নাই। আমি যে সকল দ্রব্য দর্শন করিয়া ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম আবু সই'য়দ সেই সকল দ্রব্য রোজা খুলিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে সাধুপুরুষ মানুষের মনের খবরের সঙ্গে এতাদৃশভাবে পরিচিত তাঁহার বিরুদ্ধে আমি যাইতে পারিব না।' ভৃত্য কাজী সই'য়দের নিকট গমন করিয়া নিম্নলিখিত সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল। 'আমিও আপনাকে এই বিষয়ে লোক পাঠাইতেছিলাম। আজ জুমার নামাজের সময় পীর সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ফরজ নামাজ শেষ হইলেই সুন্নত নামাজ না পড়িয়া তিনি চলিয়া যাইতে ছিলেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম যে জুমার নামাজের দিনে উপাসনা সুফীদের বৈশিষ্ট্য। উহা না করিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহাকে ভয়ানকভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইব ভাবিতেছিলাম। তিনি আমার দিকে ভয়ানক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আমি ভয়ে প্রায় মুর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইয়াছিলাম। আমার মনে হইতেছিল তিনি যেন শিকারী বাজ, আমি যেন চড়ুই পাখি এবং আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যত রহিয়াছে। আমি বাক্য স্ফুরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু সফলকাম হইলাম না। তিনি আজকে তাঁহার যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় আমাকে দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। সম্রাট যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন উহার জন্য তুমি দায়ী, তুমিই ইহার মূল, আমি মাত্র সহকারী।' ভৃত্য যখন এই খবর বলিল তখন আবু বকর আমাকে বলিলেন, 'তোমার শেখকে যাইয়া বলিবে যে আবুবকর ইসহাক কার-রামী ২৫,০০০ অনুচর এবং কাজী সই'য়দ ৩০,০০০ শিষ্য এবং বাদশাহ ১,০০,০০০ পদাতিক ও ৯,৭৫০ হস্তীসৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমা-দিগকে দশ 'মণ' মিষ্ট দ্রব্য ও দশ 'মণ' কিসমিস দ্বারা একেবারে পরাজিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধর্মমত পোষণ করুন আমরা আমাদের ধর্ম পালন করি।' 'তোমার কাছে তোমার ধর্ম আমার কাছে আমার ধর্ম' (কোরআন শরীফ ১০৯,৬)।

আমি শেখের নিকট ফিরিয়া আসিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা

বলিলাম। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তোমরা শঙ্কিত হইয়া আছ যে তোমাদের রক্তে ফাঁসি কাষ্ঠ রক্তাক্ত হইবে। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনসুর-ই-হাল্লাজের ভাগ্যেই ইহা ঘটিয়া থাকে। ফাঁসিমঞ্চ বীরের জন্য, ভীরুর জন্য নহে।" তৎপরে তিনি কাউয়ালকে নিম্নলিখিত গান গাহিতে আদেশ করিলেন :

ঢাল ও তীর হইয়া শত্রুর সঙ্গে
মোকাবিলা কর।
নিজের দম্ভ প্রকাশ করিও না,
আমার গৌরব কর।
অদৃষ্ট জলের মত শীতল
বা অগ্নির মত গরম হউক
তাহা হইলেও,—যাহাই ঘটুক,—
আনন্দে জীবন যাপন কর।

কাউয়াল গাহিতে লাগিল এবং সুফীগণ আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাদের খেরকা দূরে ফেলিয়া দিল।

ইহার পরে আর কেহ এই সুফিগণের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করিত না।

এই যুগে যে সকল খ্যাতনামা সুফী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আবুল হাসান খারকানীর মধ্যে আবু সই'য়দের স্বভাবের ও চরিত্রের সামঞ্জস্য যদ্রূপ মিলিত, অন্যের মধ্যে তদ্রূপ মিলিত না। নিশাপুর পরিত্যাগ করিয়া মায়হানায় স্থায়ীভাবে বসবাসের পূর্বে আবু সই'য়দ খারকান জিয়ারত করিয়া আসেন।

আবু সই'য়দের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু তাহের মক্কা গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, আবু সই'য়দ তাঁহার শিষ্যদল সহ তাহার সঙ্গী হইতে মনস্থ করেন। নিশাপুর পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎদুর অগ্রসর হইলে আবু সই'য়দ

চীৎকার করিয়া বলিলেন 'আমি যদি না আসিতাম তাহা হইলে বৃদ্ধ এই শোকভার সহ্য করিতে পারিতেন না।'' তাঁহার সঙ্গীগণ আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা বলা হইল। আবুল হাসান খানকারের পুত্র আহমদ তাহার বিবাহের দিবস ধৃত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হন। আবুল হাসান ইহা পরদিন প্রভাতের পুর্বে জানিতে পারেন নাই। তিনি যখন ফজরের নামাজের আজান শুনিয়া নির্জন প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিতেছিলেন তখন তাঁহার পায়ে তাঁহার পুত্রের ছিন্ন মস্তক লাগিয়া যায়, জল্লাদ উহা তাঁহার দরজার সামনে ফেলিয়া গিয়াছিল।

আবু সই'য়দ খারকানে উপনীত হইয়া আবুল হাসানের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। আবুল হাসান তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। আবুল হাসান আবু সই'য়দকে সাদরে হস্ত ধরিয়া তাঁহার চৌকির উপর বসিবার জন্য লইয়া গেলেন। কিন্তু আবু সই'য়দ তাঁহার চৌকির উপর উপবেশন করিলেন না। তাঁহার খানকার মধ্যস্থানে উপবেশন করিলেন। তথায় বসিয়া তাঁহারা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আবুল হাসান আবু সই'য়দের নিকট উপদেশ প্রার্থী হইলে তদুত্তরে আবু সই'য়দ বলিলেন, "আপনিই বলুন আমি শ্রবণ করি।" তৎপরে তিনি তাঁহার সঙ্গী কোরআন পাঠকগণকে উচ্চৈস্বরে কোরআন পাঠ করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা যখন কোরআন পাঠ করিতেছিলেন স্থফীগণ আত্মভোলা হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। আবুল হাসান তাঁহার খিড়কা কোরআন পাঠকগণকে প্রদান করিলেন। তৎপরে মৃৎদেহের জানাজার নামাজ পড়িলেন, মৃত যুবককে সমাধিস্থ করিলেন। স্থফীরা যখন তাঁহাদের স্বস্ব প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন তখন কোরআন পাঠক ও তাঁহাদের মধ্যে খিড়কা লইয়া কলহ উপস্থিত হইল। আবুল হাসান একজন ভৃত্য দ্বারা এই কলহ নির্বাপিত করিলেন এবং স্থফীদের জন্য আর একটি খিড়কা পাঠাইয়া দিলেন। আবু সই'য়দের জন্য এক স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট হইল এবং তিনি আবুল হাসানের সঙ্গে তিন দিন অবস্থান করিলেন। আবুল হাসানের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কথা বলিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি কথা শুনিবার জন্য আসিয়াছি।" তখন আবুল হাসান বলিলেন,

"আমি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে তিনি যেন তাঁহার একজন প্রিয় ভক্তকে আমার নিকট প্রেরণ করেন, কেননা তাহা হইলে তাহাকে আমি সাধন পথের এই সকল রহস্য শিখাইয়া দিতে পারিব। আমি নিজেও তোমার নিকট গমন করিতে অক্ষম কেননা বার্ধক্য বশতঃ চলৎ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি।" তিনি তোমাকে মক্কায় যাইতে দিবেন না, তুমি মক্কা যাত্রীর চেয়েও মহাপুণ্যময়। তিনি কা'বাকেই তোমার চতুর্দিকে তওয়াফ করিবার জন্য তোমার নিকট লইয়া আসিবেন। প্রতিদিন প্রভাতে আবুল হাসান আবু সই'য়দের বাসস্থানের দুয়ারে উপনীত হইয়া আবু সই'য়দের সঙ্গে আগত খাজা মুজাফফরের মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কেমন আছ ফকিরা? সর্বদা সজাগ ও সভক্তি রহিও কেননা তুমি আল্লাহ্‌র সহিত বাস করিতেছ। এখানে মানবীয় প্রকৃতির কিছুই বর্তমান নাই, ইন্দ্রিয়ের কোন কিছু বর্তমান নাই। এখানে সবকিছুই খোদাময়, খোদাময়।' দিনের বেলায় যখন আবু সই'য়দ একাকী রহিতেন আবুল হাসান তাঁহার দরজার নিকট উপস্থিত হইতেন, পর্দা তুলিয়া ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে অনুমতি চাহিতেন এবং তাঁহাকে চৌকি পরিত্যাগ করিয়া না উঠিতে প্রার্থনা করিতেন। তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতেন, মাথা তাহার অতি নিকটে রাখিতেন, অতি নিম্নস্বরে বাক্যালাপ করিতেন, একত্র ক্রন্দন করিতেন। আবুল হাসান বলিতেন, "হে শেখ, আমি প্রতি রাত্রে দেখি কা'বা আপনার চতুর্দিকে তওয়াফ ক'রে। কা'বা যাইবার আপনার কি প্রয়োজন? ফিরুন, আপনি আমার জন্যই আনীত হইয়াছেন। আপনার হজ্জ এখন সম্পাদিত হইয়াছে।" আবু সই'য়দ বলিলেন' "আমি বস্তামে গমন করিব, তথা হইতে আপনার এখানে প্রত্যাবর্তন করিব।" আবুল হাসান বলিলেন, "আপনি হজ্জ সমাধা করিয়া উমরা ব্রত উদযাপন করিতে চাহেন।" শীঘ্রই আবু সই'য়দ বস্তাম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং বায়জিদ বস্তামীর কবর জিয়ারত করিলেন। যাত্রীগণ বস্তাম পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম অভিমুখে দামঘানে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে রায় উপনীত হইলেন। এইস্থানে পৌছিয়া আবু সই'য়দ মক্কা অভিমুখে অধিকতর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা মক্কা গমনে একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন

তাহাদিগকে বিদায় দিয়া অবশিষ্ট দল তন্মধ্যে আবু সই'য়দ ও তাঁহার পুত্র তাহের—খারকান ও নিশাপুরের দিকে রওয়ানা হইলেন।

আবু সই'য়দের জীবনের শেষভাগ মায়হানায় অতিবাহিত হইয়াছিল। আমরা জানিতে পারি তাঁহার নিশাপুর পরিত্যাগে সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল এবং তথাকার প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার মত পরিবর্তনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জীবনের পথে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মানুষের আত্মার পরিচালক হওয়া এক ভয়ঙ্কর ভার। শেষ জীবনে তিনি একা উঠিতে পারিতেন না, তাঁহার শিষ্য তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া দিতেন। তাঁহার হুজরায় কোন অর্থ রাখিয়া যান নাই, এই বলিয়া যে অর্থের প্রয়োজন হইলে আল্লাহ্ অর্থ প্রেরণ করিবেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়কেরা বলেন যে উত্তরকালে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হখয়াছিল। খানকার জন্য যদিও কোন নিশ্চিত উৎসাহ ছিল না তথাপি ইহাতে বহুসংখ্যক মুক্তি পিপাসু দরবেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাঁহারা নিশাপুরে অন্যান্য খানকার অধিবাসী হইতে অধিক আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ ও ধনসম্পদ উপভোগ করিতেন। তাহাদের আক্রমণে ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আবু সই'য়দ ৮৩ বৎসর ৪ মাস কাল জীবিত ছিলেন। তিনি মায়হানায় ৪৪০ হিজরীর ৪ঠা সাবান (১২ই জানুয়ারী ১০৪৯ খ্রীঃ) তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার গৃহের বিপরীত দিকের মসজিদে সমাধিস্থ হন। তাঁহার কবরের উপর তাঁহার নির্বাচিত নিম্ন কয়েক ছত্র আরবী কবিতা খোদিত আছে :

আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, না বরং তোমাকে হুকুম করি
আমার কবরের প্রস্তর ফলকে লিখে রেখো,
"এই হচ্ছে প্রেমের বান্দা ;" যখন আমি
ছেড়ে চলে যাব এই দুনিয়া।

হয়ত কোন হতভাগ্য প্রেমিক
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে,
আমারে হয়ত সম্ভাষণ জানাবে,
যখন সে চলে যাবে এই পথ দিয়ে।

আবু সই'য়দ দেখিতে সুদীর্ঘ ও সবলকায় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শরীরের বর্ণ গৌর ছিল। তাঁহার চক্ষু বিশাল এবং নাভি পর্যন্ত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু সুশোভিত ছিল, মুরাক্ক (তালিকাযুক্ত পোশাক) তিনি পরিহিত রহিতেন। তাঁহার এক হস্তে যষ্ঠি অন্য হস্তে কমণ্ডুল, স্কন্ধের উপর জায়নামাজ; এবং একখানি ক্ষুর ও দাঁত-খোচানো সঙ্গে রাখিতেন। মাথায় সুফী টুপি পরিতেন, পায়ে সূতার তৈরি জুতা। তাঁহার আনন হইতে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইত।*

---

* "The first poet of note in the Sufi movement was Abu Said ibn Abil Khayer (A. D. 968-1049)), who revived and popularized the quatrain as a verse form and established its position as a common vehicle of mystical thought. He also laid the foundation of that system of metaphors and symbols familiar in the work of his successors, which uses the earthly and bodily pleasure to describe Divine Love and which, for lack of a better, has been employed to a greater cr less extent by all believers in the love of a Divine Being. Its limitation are seen in Rabbininical and early Christian literature, which abounds in curiuously anthropomorphic pictures of the God-head; but nowhere does symbolism take such strange forms as in Sufi poetry, where love, wine, and beauty are all brought into service to picture the relationship between God and man." P. 36. [Persian Liternatore by Prof R. Levy.]

তাঁহার খানকার জন্য নিম্ন উদ্ধৃত দশটি লিখিত নিয়ম ঝুলাইয়া রাখিতেন, যেন খানকাবাসীগণ অনিবার্যরূপে তাহা অনুসরণ করিতে পারেন। প্রত্যেক মূল উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে কোরআন হইতে বচন উদ্ধৃত করা ছিল :

(১) তাহাদের পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার এবং নিজে পবিত্র থাকিবে।

(২) মসজিদ পবিত্র স্থান, শুধু গল্পের জন্য নয়।

(৩) খানকা জীবনের প্রথম অবস্থায় তাহারা যেন সাধারণ নামাজ সুসম্পাদিত করে।

(৪) তাহারা রাত্রে যেন অধিক উপাসনা করে।

(৫) প্রভাতে তাহারা যেন আল্লাহ্‌র মার্জনা ভিক্ষা করে এবং তাঁহাকে ডাকে।

(৬) প্রভাতে তাহাদের সাধ্যানুসারে কোরআন পাঠ করুক এবং সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যেন তাহারা বাক্যালাপ না করে।

(৭) মগরেবের নামাজের এবং ইশার নামাজের মধ্যে যেন তাহারা জেকর করে।

(৮) তাহারা যেন সানন্দে দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিগণকে আহ্বান করে এবং তাহাদের সঙ্গে যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করে, এবং তাহাদের অক্লান্তভাবে পরিচর্যায় যেন বিরত না হয়।

(৯) তাহারা একাকী যেন আহার না করে, পরস্পরে একত্রে যেন আহার করে।

(১০) পরস্পর পরস্পরের সম্মতি ব্যতীত তাহারা যেন অনুপস্থিত না থাকেন।

[নোট : 'মন' এক মন দুই রতল। ভারতবর্ষ অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩৪]

BIBLIOGRAPHY

1. Literary History of Persia. Vol. II By Prof. E. G. Browne.
2. Studies in Islamic Mysticism By Prof. R. A. Nicholson.
3. Article in Encyclopaedia of Islam.
4. Negaristan-i-Fares By Prof. Hussain Azad.
5. Banikpore Catalogue By Khan Bahadur Abdul Muqtadir.
6. Journal of Bengal Asiatic Society Calcutta. Article by Abdul Wali on Abu Said.

A Persian Anthology By Prof. E. G. Browne. (Methuen & Co. London. 1927.)

পারস্য কবিতার ইংরেজী অনুবাদ সঙ্কলন গ্রন্থ। সুফী কবি আবু সই'য়দ আবিল খয়েরের কবিতার চমৎকার অনুবাদ রহিয়াছে :

1. To gladden are poor
 heart of man is more,
Be sure, than fanes a
 thousand restore ;
And are free man by
 Kindness to enslove
Is better than to free of sloves
 a score

সুফী কবি আবু সই'য়দ ইবন আবিল খয়েরের কবর ফলকে লিখিবার জন্য যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার ইংরেজী অনুবাদ নীম্নে দেওয়া হইল :

2. I ask thee, nay, command thee,
When my time, to die,
To carve upon my tombstone,
"Here doth a lover lie,"
That per chance some, other
lover, who passions laws doth knov,
May halt his feet at my grave,
and greet the lover who lies below.

মনুচেহেরী

মনুচেহেরীর জন্মভূমি দামগান। তাঁহার কুনিয়াত আবুল নজ্‌ম, আমেদ তাঁহার নাম, 'শসত কোলা' পৈতৃক পদবী এবং মনুচেহেরী তাঁহার কবিনাম। দৌলতশাহ তাঁহাকে বলখের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অতিশয় ধনশালী ছিলেন এবং এইজন্য তাঁহার 'লকব' 'শসত কোলা'। আমীর মনুচেহেরী জুরজান প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন এবং ৩৮৬ হিজরীতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারই দরবারে মনুচেহেরী কর্মচারী ছিলেন। এবং রাজার নামানুযায়ী স্বয়ং মনুচেহেরী কবিনাম গ্রহণ করেন। ৪১১ হিজীতে আমীর মনুচেহেরী পরলোক গমন করেন। তখন কবি মনুচেহেরী গজনীতে আগমন করেন এবং আনসারীর প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করেন।

চরিত রচয়িতারা বলেন যে কবি মনুচেহেরীর আনসারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তবে সত্য কথা এই যে ইহা খোশামুদীর এক প্রকার ভেদ বিশেষ। যাহা হউক আনসারী তাঁহাকে রাজদরবারে পৌঁছাইয়া দেন এবং সুলতান মাহ্‌মুদ ইবনে মাহমুদের নিকট তিনি "তরখানী" মনসব প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যখন ইচ্ছা তিনি দরবারে যাইতে পারেন, কেহ কোন প্রকার বাধা দিতে পারিত না। অল্পকালের রাজত্বের পর অর্থাৎ ৪২১ হিজরীতে সুলতান মুহম্মদ গ্রেফতার হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হন। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা সুলতান মাসুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মনুচেহেরীর অধিকাংশ কাসিদা মাসুদের উদ্দেশ্যে রচিত। এবং মাসুদও কবির খুব গুণগ্রাহী ছিলেন। এমন কি রাজদরবারে অন্যান্য কবিরা তজ্জন্য কবিকে ঈর্ষা করিতেন, মনুচেহেরী তাঁহার এক কাসিদায় ইহা সগৌরবে বর্ণনা করিয়াছেন। তকী কাসী তাঁহার 'খোলাসাতুল আফকার' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে মনুচেহেরী আনসারী এবং আসজাদীর সমসাময়িক

ছিলেন। এবং রাজদরবারে আনসারী ব্যতিরেকে সকলের এমন কি ফেরদৌসী ও ফররোখী হইতে উচ্চাসনে বসিতেন। কিন্তু মনুচেহেরীর কাব্য সংগ্রহে সুলতান মাহ্‌মুদের কোন প্রশংসাসূচক কাসিদা নাই। ইহাতে ধারণা হয় যে তিনি সুলতান মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর গজনী গিয়াছিলেন এবং এই জন্যই তিনি ফেরদৌসীর বন্ধু হইতে পারেন নাই।

মনুচেহেরী একজন সুস্বভাব কবি ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি সুন্দর সুন্দর গজল ও কাসিদা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রচলিত দিবানে তিন হাজার কবিতা রহিয়াছে। আলী কুলী খাঁ বিশেষ পরিশ্রম সহকারে তাঁহার দিবান সঙ্কলন প্রকাশিত করিয়াছেন। ফ্রান্সে তাঁহার দিবানের একটি ভারী সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মনুচেহেরী ৪৩২ হিজরীতে পরলোকগমন করেন। তাঁহার কবিতা আরবী কবিতার অনুসারী ছিল।

নাসির খসরু

আবু মইনউদ্দীন নাসির খসরু আল কুবাদিয়ানী আল মারওয়াজী ১০০৪ খ্রীস্টাব্দে খোরাসান জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০৮৮ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কবি নাম নাসির খসরু।

তিনি তৎকালীন উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত হন। তাঁহার জীবনীর বিশ্বস্ত মাল মশলা আদৌ পাওয়া যায় না। প্রফেসার ই. জী. ব্রাউন তাঁহার জীবনী যথাসাধ্য ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছেন। নাসির খসরু বলখের একজন স্বাধীন নরপতি ছিলেন এবং তিনি এক মনোরম উদ্যানবাটিকা নির্মাণ করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, উহা কিম্বদন্তী, আদৌ ঐতিহাসিক ঘটনা নহে।

তিনি সে যুগের একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন কিন্তু স্বপ্নাদেশে উহা চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন (১০৪৫ খ্রীস্টাব্দ)।

তাঁহার জীবনী তাঁহার "সফর নামা" গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায় তাহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও উপাদেয়। সফরনামার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। নিজামুল মূলকের 'সিয়াসত নামা'র সঙ্গে ইহার ভাষা ও রচনারীতির তুলনা করা যাইতে পারে।

চল্লিশ বৎসর তিনি সুরাপান ত্যাগ করিয়া স্নান ও ওজু করিয়া জন জানের মসজিদে গমন করেন এবং নামাজ পড়েন। তৎপর তিনি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। (১০৪৫ খ্রীস্টাব্দ) তিনি সেলজুক বংশীয় চাগবী বেন দাউদের অধীনে সেক্রেটারী ও রাজস্ব কর্মচারীরূপে কর্ম করিতেন। এবং দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইবার সময় মার্ভে পৌঁছাইয়া তিনি এই চাকুরী ত্যাগ করেন। মার্ভ হইতে তিনি নিশাপুরে গমন

করেন। এই স্থানেই সৌভাগ্যক্রমে বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক খাজা মওয়াফেকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে। তাঁহার সঙ্গে কিছুকাল অপেক্ষা করে জ্ঞানালোচনায় অতিবাহিত করেন। তৎপর খাজা মওয়াফেককে সঙ্গে করিয়া কা'বার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহারা প্রসিদ্ধ সুফী বায়জিদ বস্তামীর মকবারা জিয়ারত করেন এবং দামগানের রাস্তা হইয়া সামনানে পৌঁছেন। এই স্থানেই যুগমানব ইবনে সিনার এক শিষ্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহার নাম উস্তাদ আলী নেসায়ী। তিনি একজন বিজ্ঞান অধ্যাপক ছিলেন। নাসির খসরু কাজভিনে পৌঁছেন তৎপরে তাব্রিজে পৌঁছেন (১০৪৬ খ্রীঃ) এই স্থানে কবি কাতাবানের পরিচয় লাভ করেন এবং তাঁহাকে পারশ্য কবি দকিকী ও মাঞ্জীকের কবিতা সংগ্রহের কোন কোন দুরূহ কবিতার ব্যাখ্যা করেন। তিনি তাব্রিজ হইতে যাত্রা করিয়া যথাক্রমে ভান, আখলাত, বিতলীশ, আবজান, মায় কারাশন, আমিদ ও আলেপো পর্যটন করিয়া অবশেষে মায়ারাতুন নোমানে পৌঁছেন। এই স্থানে জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি আবুল আলা অল মায়ারারীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নাসির খসরু তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তৎপর তিনি হামা, ত্রিপলী, বৈরুত, সিদন, তায়ার, একার ও হায়দা অতিক্রম করেন। সিরিয়া প্রদেশের নানা পয়গাম্বর ও দরবেশদিগকে মকদারী জিয়ারত করেন। জেরুজালেম ও তৎপর (১০৪৭ খ্রীঃ) তিনি কা'বা শরীফে হজ সমাপন করেন। তিনি হজ সমাধান করিয়া দামেস্ক হইয়া জেরুজালেমে পেঁাছেন। আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ার জলপথের পরিবর্তে স্থলপথে তিনি মিশরে পেঁাছেন (১০৪৭ খ্রীঃ)।

নাসির খসরু মিসরে প্রায় তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। তিনি এত বৎসরকাল সুন্নী মুসলমান ছিলেন। কিন্তু মিসরে অবস্থানের ফলে তিনি শিয়া মতবাদী হইয়া পড়েন এবং শিয়াদের বিশেষ দল ইসমাইলী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়েন এবং সারা জীবন এই মতবাদই তিনি পোষণ

করিতেন। তৎকালে রাজনৈতিক গুরুতর কারণ বশতঃ ইসমাইলী মতবাদের সঙ্গে সুন্নী মতবাদের কঠিন বৈরী ভাব বর্তমান ছিল।

মিশরে এই সময় ফাতেমী বংশীয় সুলতান মুসতানসির বিল্লাহ্ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার শাসনকালে মিসরে শান্তি, ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল। কায়রো তাঁহার রাজধানী ছিল। কায়রো ইসমাইলী অধ্যাত্ম ও রাজনীতি সাধনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এখানে অবারিত ছিল। এইস্থানেই নাসির খসরু ইসমাইলী মতবাদে পূর্ণদীক্ষা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পদ অধিকার করেন। ইসমাইলী গুরুরা তাঁহাকে 'হুজ্জত' (প্রমাণ) উপাধি প্রদান করেন এবং খোরাসানে এই মতবাদের প্রচারের জন্য তাঁহাকে নিয়োজিত করা হয়।

কায়রোর তৎকালীন যে বিশ্বস্ত বিবরণী তাঁহার সফরনামায় দৃষ্ট হয় তাহাতে ফাতেমীয় বাদশার অতুল বৈভব, শৌর্যবীর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও চমৎকার শাসন ব্যবস্থার কথা জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

নাসির খসরু মিসর ত্যাগ করেন এবং ঠিক সাত বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (১০৫২ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি মিসর ত্যাগ করিয়া তিহামা, আল ইয়ামন, লকাহসা, কাতিফ, বসরা, আররাজান, ইস্পাহান, নাটন, তারাস, তুনসওরখান প্রভৃতি শহর অতিক্রম করিয়া মার্ভে উপনীত হন।

নাসির খসরুর একখানি কাব্য সংগ্রহ (দেওয়ান) পাওয়া যায়। ইহাতে উচ্চগ্রামের চিন্তা, কবিত্বশক্তি ও আধ্যাত্মিক সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'রওশননামা', 'সায়াদৎনামা' ও 'জাদুল মুসাফিরিন' নামক তিনখানি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন।

'রওশননামা' (অর্থাৎ আলোর গ্রন্থ) একখানি মসনভী কাব্য। ইহাতে ৫৭৯টি কবিতা স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা হাজাজ ছন্দে রচিত।

১০৪১ খ্রীস্টাব্দে কায়রোতে তিনি এই কাব্য সমাপ্ত করেন। তাঁহার 'সায়াদৎনামা' (অর্থাৎ সৌভাগ্যের গ্রন্থ) ও একখানি মসনভী কাব্য। ইহাও হাজাজ ছন্দে রচিত। সায়াদৎনামা ত্রিশ সর্গে সমাপ্ত। ইহাতে ২৮৭টি কবিতা রহিয়াছে। ইহাতে নীতিমূলক কবিতা স্থান লাভ করিয়াছে। 'জাহুল মুসাফেরিন' (মুসাফিরের আহার্য) একখানি মসনভী কাব্য। নাসির খসরু বাল্যকাল হইতেই ধর্মের নিগূঢ় মর্ম উদ্‌ঘাটনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ইসমাইলী বা বাতুনী মতবাদে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহার সেই আবাল্যলালিত আগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি 'আহলে বায়েত' অর্থাৎ হজরত ফাতেমার বংশধরদের পক্ষে আন্দোলন সঠিকভাবে প্রচার করেন। তাঁহার 'সফরনামা' ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

এইজন্য তিনি উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে রাফেজী ও মূলহীদ নামে আখ্যায়িত করিত। তিনি নিজেকে ইসমাইলী মতবাদের 'নকীব' রূপে প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সৎ ও নির্মল জীবন যাপন করিতেন। তিনি তাঁহার পুত্র, পিতামাতা ও ভ্রাতার উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি কোরআন শরীফের অর্থ রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে চাহিতেন। তিনি বেহেশত-দোজখ, রোজ কিয়ামত প্রভৃতি রূপক অর্থে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ফাতেমী বংশীয়দের (আহ্‌লে বায়েতের) পক্ষভুক্ত ছিলেন বলিয়া আব্বাসীয় বাদশাহ্‌দিগকে স্বীকার করিতেন না এবং হানাফী, সাফী প্রভৃতি মতবাদের নিন্দা করিতেন। তিনি খোরাসানের অধিবাসিগণকে ইতর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই সকল কারণ বশতঃই

তিনি সংগুপ্তভাবে জীবন যাপন করিতেন। সত্যই জনসাধারণ তাঁহার ঘোর বৈরী ছিল।*

---

* "The great bulk of his verse is cast in the form of lengthy odes, but whereas his predecessors had employed the intrument to play elaborate paeans to kings and Princes, his panegyric was directed towards very different themes—the unity and majesty of God, the religious life, persistent of virtue, the praise of good learning and doing. To these topics he dedicated unswearingly his good poetic skill ; his odes taken in large samples make monotonous reading, but undoubtedly a suprem master of his chosen medium, and Persian critics rightly acclaim as one of the greatest poets of their language. 'Despite all differences of individual inclinations and preference, despite the general divergence of opinion entertained by people on most matters, practically all are agreed on this one question ; that the greatest poets of Persian Language since the coming of Islam to the present time (each one his special variety) are the six following—Firdausi, Khaiyam, Anvari, Rumi, Sadi, Hafiz. In my view one confidently add to these six the great philosopher Nasir-i Khasru, since all the characteristic merits and artististic qualities have established these six in the front rank of Persian poets are completely and every respect present in the poems of Nasir-i-Khusru. That was the verdict delivered by Mirza Muhammad Qazvini and his judgement commands unquestioning assent. The technical virtuosity of Nasir-i-Khusru is dazzling in the extreme : no other poet has shown a greater rhyming dexteterity, none has written clearer, richer or purer Persian. pp. 66-67. [Classical Persian Literature by A. J. Arberry. London 1968].

ওমর খাইয়াম

বিশ্ববরেণ্য কবি ওমর খাইয়ামের রুবাইয়াত যেমন রহস্যময়, তাঁহার জীবনের কথাও তেমনি ঘন কুহেলিকাবৃত। আমার তাঁহার জীবনেতিহাসের কোনই সন্ধানই পাই না। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন কিনা, তাঁহার কোন সন্তান ছিল কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের কোনই জওয়াব নাই। তাঁহার জীবনের সাথে আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে, তাহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, এবং তাঁহার অমূল্য রুবাইয়াতের মধ্যে তাঁহার জীবনধারার সন্ধান লইতে হইবে।

পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা বলেন, "সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর কিছু পূর্বে নিশাপুরে ওমর খাইয়ামের জন্ম হয়। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ওমর খাইয়াম বিন ইব্রাহীম অল নিশাপুরী। খাইয়াম তাঁহার লকব [Nom de plume]—অর্থ তাঁবু তৈয়ারীর ব্যবসায়ী।"

তিনি সুবিদ্বান ছিলেন। ইউনানী (গ্রীক) দর্শনে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। অঙ্ক ও জ্যোতিষশাস্ত্র তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ছাত্রজীবন সম্বন্ধে তিন বন্ধুর কিম্বদন্তীতে * উল্লিখিত আছে যে, তাঁহারা তিনজন—ওমর খাইয়াম, হাসান সাব্বাহ্ এবং নিজাম-উল-মুল্ক একত্র অধ্যায়ন করিতেন এবং অধ্যায়নকালে তাঁহারা পরস্পর

---

* The following story of the three, school fellows was for age, accepted by oriental scholars and all copied by all later historians as a genuine historical fact ; but recent records have found that the Wasiat only a compilation wrintten in the 9th of the Muhammadan Era, and dedicated to a certain Amir Fakharuddin ; a descendent in the 12th

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি অন্য দুইজনকে সাহায্য করিবেন। নিজাম-উল-মুল্‌ক মালিক-শাহের প্রধান মন্ত্রী হইলে ওমর খাইয়াম আসিয়া তাঁহার পুরাতন প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং জায়গীর গ্রহণ করেন। হাসান সাব্বাহ্‌ কোন পদপ্রার্থী হন নাই। এই কিম্বদন্তী সত্যই কিম্বাদন্তী, ইহার কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই। প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ এখন ইহা সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এমন কি অধ্যাপক পণ্ডিত ব্রাউন সাহেবও ইহা পরিত্যাগের পক্ষপাতী [Vide Literary of Persia, Vol. II by Prof. Browne, pp. 190-193]।

এতদুপলক্ষে মৌলবী আবদুল মুকতাদির সাহেব বাকীপুর পাবলিক লাইব্রেরীর ক্যাটলগে বলিয়াছেন : প্রাচ্য দেশীয় পণ্ডিতগণ তিন সতীর্থের কাহিনী যুগযুগান্তর ধরিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরবর্তী ঐতিহাসিকগণও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আসলে ইহা কিম্বদন্তী মাত্র। উহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

---

degree of the Great "Wazire Nizam-ul-Mulk" (Vide Rieu ; P. 446). It has been discredited by Prof. Schukovasky and Dr. E. Dension Ross.

The latter, in his introduction to Fitzerald's translation of the Rubiyat of Omar Khayyam (London, 1906) rejects the story, firstly because, it has not been mentioned by the oldest historians, and secondly because, it presents a series of chronological difficulties. After reading arguments in this connection, if is difficult for one to remain uncoverted to his viws of the question. Vide, Catalogue of the Arabic and Persian manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipur, presented by Maulvi Abdul Maktadir, Cal., 1908, P. 17.)

Omar rose to great pre-eminence as a mathematician and his valuable work on Algebra added more fame to his established fame (P. 12).

অধুনা গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, ওয়াসিত হিজরীর নবম শতাব্দীতে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং নিজাম-উল-মুল্‌কের দ্বাদশ অধস্তন পুরুষ আমীর কমরুদ্দীনকে উহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। প্রফেসার স্কুকভসকি এবং স্যার ডেনসন রস ইহার উপরে কোনই আস্থা স্থাপন করেন নাই। ফিট-জারেল্ড ওমর খাইয়ামের রুবাইয়াতের ইংরেজী পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। স্যার ডেনসন রস উহার ভূমিকায় তিন বন্ধুর কিম্বদন্তী একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ, পূর্ববর্তী প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ এই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলে সন-তারিখের গোলমাল মিটান এক অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। স্যার ডেনসন যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার মতের পোষকতা করা ব্যাতীত গত্যন্তর নাই। তবে ইহা সত্য যে নিজাম-উল-মুল্‌কের মত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সহিত বিখ্যাত পণ্ডিত ওমর খাইয়ামের পরিচয় হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে, এবং তিনি ওমর খাইয়ামকে বার্ষিক চারিশত টাকা আয়ের একটি জায়গীর দান করিয়াছিলেন ইহাও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার (Vide pp. 229-30 Shirul Azam **Vol I. by Prof. Shibli Nomani**)। সেই সময়ে বাদশাহ্ ও আমীরগণ এইভাবেই জ্ঞান চর্চার সহায়ক হইতেন।

আবদুল মুকতাদির সাহেব বলেন, "গণিতশাস্ত্রে ওমর যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বীজগণিত গ্রন্থ যে সেই খ্যাতি আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই।" ওমর খাইয়ামের জীবিতকালে লোকের চক্ষে এবং নিজের নিকটেও তাঁহার খ্যাতি অঙ্ক, ও জ্যোতিষের মৌলিক গবেষণার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল [**Vide. P. 51. Rotle fildes, Umar Khayyam and his age**]।

তাঁহার যে রুবাইয়াত আজ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার জীবদ্দশায় উহার রচয়িতারূপে তাঁহার ভাগ্যে কোন যশোলাভ হয় নাই। আমাদের মনে হয়, কবি গণিত ও জ্যোতিষের গবেষণার ভিতরে যে অবসরটুকু করিয়া লইতে পারিয়াছেন সেই সময়ে তাঁহার নিজের

চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি এই সকল রুবাইয়াত রচনা করিয়াছিলেন, পরের জন্য উহা করেন নাই। তাই ইহার মধ্যে তাঁহার জ্ঞানী মনের এমন সুন্দর অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নিজামী উরুজীর "চাহার মাকালা" ওমর খাইয়াম সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহাতে ওমর খাইয়াম সম্বন্ধে দুইটি সত্য ঘটনামূলক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক ব্রাউন সাহেব 'চাহার মাকালা' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং মির্জা মোহাম্মদ কাজভিয়ানী সাহেবের সম্পাদনায় পারস্য ভাষায় টীকাসমেত গিব মেমোরিয়াল সিরিজ প্রকাশ করিয়াছেন। "চাহার মাকালা" সম্রাটদের চারিটি দরকারী বিষয় সম্বন্ধে লেখা এবং সেই উপলক্ষে উহাতে অনেক সত্য ঘটনা উদাহরণ স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মন্ত্রিত্ব, চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতিষ ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইহার জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় আলোচনা অংশ ওমর খাইয়ামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

প্রথম কাহিনীটি এই ঃ একদিন সম্রাট মালিক শাহ শিকারে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়া ওমর খাইয়ামকে এমন দিন-তারিখ নির্ধারণ করিতে বলিলেন যে, তাঁহার শিকার গমন ও প্রত্যাগমনের মধ্যে যেন ঝড়-বাদল না হয়। ওমর খাইয়াম দিন ঠিক করিয়া দিলেন।

যখন শিকারোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, ঠিক সেই সময়ে চারিদিক অন্ধকার করিয়া ঝড় আসিল। সম্রাট ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন, ওমর খাইয়াম বলিলেন, আপনি শিকারে যাউন, ইহার পর আর সাতদিন বৃষ্টি হইবে না। সত্য সত্যই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং সাতদিনের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বারিপাত হইল না। ওমর খাইয়াম যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এই ঘটনা হইতে তাহাই প্রমাণিত হয় [Vide Charmaqala by Prof. E. G. Browne]।

'চাহার মাকালা'র গ্রন্থকার নিজামী বলিতেছেন, 'আমি বলখে উপনীত হইয়া শুনিতে পাইলাম যে, হুজ্জাতুল হক (The proof of Islam)

ওমর খাইয়াম আবু সাই'য়দের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহার খেদমতে গিয়া হাজির হইলাম। তখন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, "তাঁহার কবর এমন স্থানে হইবে, যেখানে প্রতি বৎসর দুইবার করিয়া বৃক্ষসমূহ পুষ্প বর্ষণ করিবে।" ইহা শুনিয়া আমার অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হইল। কেন না তাঁহার মত বিদ্বান ব্যক্তি এই কথা কেমন করিয়া বলিলেন। যাহা হউক, আমি ৫০৩ হিজরীতে যখন নিশাপুরে গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার কবর জিয়ারত করা আমি ওয়াজেব মনে করিলাম। কারণ তিনি আমার ওস্তাদ ছিলেন। আমি কবরস্থানে গিয়া দেখিলাম, বাগানের প্রাচীরের নিম্নে তাঁহার কবর রহিয়াছে এবং দুইটি ফুল ভারাবনত পুষ্প-বৃক্ষ তাঁহার কবরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং ফুলে ফুলে সমাধি ছাইয়া ফেলিয়াছে; তখন, আমার হাকিম সাহেবের কথা স্মরণ হইল এবং চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল [Ibid]।

তাঁহার জীবনের আর একটি ঘটনা এই যে, ১০৭৪—৭৫ খ্রীস্টাব্দে মালিক শাহ্ জুলিয়ান সংবৎ সংশোধন করিবার জন্য একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। ওমর খাইয়ামও এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে এই মানমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। [Vide Literary History of Persia Vol. II by Prof. E.G. Browne, P. 181 by Prof. Shibli]. Whinfield সাহেব বলেন, এই সংশোধন কার্য Gregoryর সংশোধন হইতে নির্ভুল ও সুন্দর হইয়াছিল। [Introduction to the Rubiyat Omar Khayyam by E. H. Whinfield. I. C. S.].

ওমর খাইয়ামের আরবী ভাষাতত্ত্ব ও কোরআনের 'সাতটি পাঠ' Seven Reading (কেরায়েত)-এর জ্ঞানও অতীব প্রশংসনীয় ছিল। [Literary History of Persia, by E. G. Browne, II. P. 51].

ওমর খাইয়ামের সময়ে ইবনে সিনা দর্শনের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি খাইয়ামের শিষ্য ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তবে তিনি তাঁহার

ওস্তাদের সকল কথা মানিতেন না। গ্রীক দর্শনের সহিত গভীর প্রণয়ই ওমর খাইয়ামের কাল হইয়াছিল। তিনি এই দর্শন সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিতেন এবং ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। [Vide. Prof. Shibli P. 230] তিনি কেমন করিয়া একজন গোঁড়া মৌলভীকে জব্দ করিয়াছিলেন, শাহ্‌পুরীর নজহাতুল আরওয়াতে তাহা বর্ণিত আছে। এই মৌলভী সাহেব মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া ওমর খাইয়ামকে স্বাধীন চিন্তাবাদী ও নিরীশ্বরবাদী বলিয়া দোষারোপ করিতেন। অথচ প্রত্যহ সকালে গোপনে তাঁহার নিকট হইতে দর্শন সম্বন্ধে পাঠ লইতে আসিতেন [Ibid. P. 231]।

তিনি গ্রীক দর্শনের মতবাদ প্রচার করিতেন, তজ্জন্য সেকালের লোকেরা তাঁহার উপরে বিশেষ রুষ্ট ছিল। ইহা এতদুর গড়াইয়াছিল যে, লোকে তাঁহাকে বেদীন বলিত, এমন কি তাঁহাকে কতল করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিল। এই সকল কারণে তিনি হজ করিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু কোন সঙ্গী না পাওয়ায় শেষে বাগদাদে গমন করেন। তিনি তথায় পৌঁছানো মাত্রই চারিদিকে প্রচারিত হইল যে, বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত ওমর খাইয়াম বাগদাদে আসিয়াছেন। তখন অনেকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকটে আসিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি জন্মভূমি নিশাপুরে ফিরিয়া গেলেন [Vide Prof. Shibli P. 231.]।

ওমর খাইয়ামের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। এক সময়ে ইস্পাহানে একখানি পুস্তক তিনি একবারমাত্র দেখিয়াছিলেন, তৎপরে নিশাপুরে আসিয়া সমগ্র পুস্তকখানি লিখিয়া দেন। আসল পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখা গেল যে, কোনও স্থানেই এক তিলও পার্থক্য নাই [Vide Prof. Shibli P. 231 Prof. E. G. Browne.]।

পারস্যে মুসলমানদের মধ্যে নানা দলের সৃষ্টি হয়। শিয়া-সুন্নী দুই দল ত আছেই, তদ্ব্যতীত রাফেজী ও জিন্দিকও ছিল। ইসমাইলী ও মু'তাজলী সম্প্রদায় কম প্রসিদ্ধ নহে। মু'তাজলী সম্প্রদায়ের একদল

লোক খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে বসরায় বিখ্যাত "ইখওয়ানুস সাফা" প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুগে বিভিন্ন মতবাদের বিচিত্র পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। তবে এই যুগে বাস করিয়া ওমর খাইয়ামের পক্ষে নিরীশ্বরবাদী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। Whinfield সাহেব বলেন * তিনি আর যাহাই থাকুন, নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। তিনি এবং তাঁহার যুগের মুসলমানগণের পক্ষে নিরীশ্বরবাদী হওয়া অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিশ্বের ও নিজের সত্তা অস্বীকার করা হইত। প্রকৃতির ধর্ম বলিয়া কোন মতের সহিত তাঁহারা আদৌই পরিচিত ছিলেন না।

আমরা যখন মোসলেম সাহিত্যের আলোচনা করি, তখন আমাদের এই কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, আরব ও পারস্যের সাহিত্য যখন গৌরব গরিমায় উজ্জ্বল ছিল, তখন ইউরোপ মধ্যযুগের অন্ধতামসে নিমগ্ন ছিল। বাগদাদ ও কার্ডোভায় যখন জ্ঞান ও বিজ্ঞান মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিল, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে তখনও ফিউড্যাল বর্বরতার অবসান হয় নাই।

---

* Whatever he was, he was not an atheist. To live as to other Mohammedans of his time, to deny the existence of God seems to be tantamount to deny the existence of world and of himself. And the conception of the 'Laws of Nature' was also one quite foreign to their habits. [Vide. Introduction to Rubaiyat by Whinfield. P. 20].

These things should be borne in mind as we study Mahommedan literature, while Arabian and Persian letters were in their glory. Europe was, in Mediaeval darkness, while Science and Learning were in their noontide splendour in Bagdad and Cordova, Feudal barbarism brooded over France and England.

ইহা অসম্ভব নহে যে ধর্মের বাহিরের কার্যকলাপের উপর ওমর খাইয়ামের তেমন আস্থা ছিল না। উহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। এখনও আমাদের মধ্যে এইরূপ প্রকৃতির লোকের অভাব নাই। তিনি ইসলামের গৌরবের যুগে বাস করিয়া সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, তাহা কোনরূপেই ধারণা করা যায় না।

মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। মৌলানা শিবলী নোমানী সাহেব বলেন, "তিনি দর্শনে বু আলী সিনার সমকক্ষ এবং ইতিহাসে তৎকালীন ইমাম ছিলেন। জামাল উদ্দিন কিফতি তাঁহার 'তারিখুল হোমাকা' গ্রন্থে ওমর খাইয়ামকে ইমাম-ই-খোরাসান, আল্লামা-ই-জামান বলিয়া উল্লেখ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।" [Vide Shibli P. 232. quoted from Shah zuri. P. 12.]. শাহ্ জুরী 'তারিখুল হোকমা'তে লিখিয়াছেন তিনি দর্শন ও ভৈষজ্য শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অভিধান, মোসলেম হাদিস, ফেকা এবং ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন।

একবার উজীর কাজী আবদুর রাজ্জাকের গৃহে বিদ্বানমণ্ডলীর সমাগম হইয়াছিল। আবু হামিদ আল-গাজ্জালী তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে খাইয়ামও তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। আবদুর রাজ্জাক তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, 'জামানার ঋষি আসিয়াছেন।' তাঁহার 'মসলা' লইয়া আলোচনা করিতেছেন, তাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। সাতটি পাঠ, সাতটি অসাধারণ রেওয়ায়েত এবং উহার দলিল সম্বন্ধে মসলা তবল করা হইয়াছিল। তিনি তাহার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করিয়া একটি রেওয়ায়েত করিলেন। গাজ্জালী নির্বাক বিস্ময়ে উঠিয়া বলিলেন, 'হাকিম সাহেবের নিজস্ব কেরায়াতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কাহারও জানা নাই।'

কাজি আবদুর রশিদ বলিয়াছেন, 'মার্ভের গোসলখানায় ওমর খাইয়ামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সূরা মায়েদার অর্থ

পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইহার মধ্যে পুনঃ পুনঃ কতকগুলি লফ্‌জ কেন আসিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়াই উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা যদি আমি লিখিয়া রাখিতে পারিতাম, তবে একখানি সুন্দর পুস্তক হইত' [Vide. Ibid pp. 232-33]।

ইমাম অল গাইালীর সুপ্রসিদ্ধ 'তোহফাতুল ফালাসেফা' যখন লেখা হয়, তখন তিনি উহা ওমর খাইয়ামকে দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আকাশের বিভিন্ন অংশে (গ্রহ নক্ষত্রাদি) পরস্পরের সহিত সৌসাদৃশ্যময় ও সম্বন্ধযুক্ত, তাহার বিশেষত্ব আছে যে, তাহার ধ্রুব নক্ষত্রতুল্য সু-উচ্চে স্থাপিত।" খাইয়াম এই মসায়েলের উত্তর দানে তিনি তাঁহার "আরায়েসন্নফাস" গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পরে তিনি বিশদভাবে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আলোচনা শেষ হইবার পূর্বেই জোহরের নামাজের আজান পড়িল। ইমাম গাজ্জালী এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন, 'সত্য আসিয়াছে, অসত্য লোপ পাইল'—কোরআন শরীফ।

ওমর খাইয়ামের মৃত্যু কাহিনী অতীব আশ্চর্যজনক। একদিন তিনি বু আলী সিনার 'কিতাব-উস-সিফা' পড়িতে পড়িতে 'এক ও বহু' (**The one and the many**) অধ্যায়ে আসিয়া পড়িলেন।

সর্বদা সঙ্গে খিলাল রাখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি কিতাবের পৃষ্ঠার মধ্যে খিলাল রাখিয়া উঠিলেন এবং ওজু করিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু করিলেন না। এশার নামাজ পড়িয়া সিজদায় গেলেন ও বলিতে লাগিলেন—

"হে খোদা! আমার যতদুর সাধ্য তোমাকে জানিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।" ইহা বলিতে বলিতে ওমরের অমর আত্মা দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল [Prof. E. G. Browne, Prof. Shibli P. 231]।

অন্তর্দৃষ্টি বলে তিনি তাঁহার কবর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছিল। কবি শেলি Watery grave সম্বন্ধে যে আভাস দিয়া গিয়াছিলেন তাহাও কার্যে পরিণত হইয়াছিল। আমরা বিংশ শতাব্দীর লোক, অতীতের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ওমরের চরিত্রের কোন বিচারই করিতে পারি না। তাঁহার অজ্ঞাত কিন্তু অতিখ্যাতিপ্রাপ্ত জীবনের কোন নিখুঁত ছবি আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার রুবাইয়াতের মধ্যে তাঁহাকে সন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, তিনি খোদাকে বৈজ্ঞানিকের যুক্তি দিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন, সৃষ্টির অসীম রহস্যধারা পর্দার অন্তরাল ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হয় নাই। এই জন্যই আমরা তাঁহার রুবাইয়াতে ক্ষুব্ধ অভিমানের তীব্র প্রকাশ দেখিতে পাই। ওমর খাইয়াম আর যাহাই থাকুন, তিনি খোদাকে মানিতেন এবং জানিতে প্রয়াস পাইতেন। এইজন্যই 'আলো আরও আলো'র (Light, Light more) অভিব্যক্তি তাঁহার রুবাইয়াতের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।*

পরিশিষ্ট (১)

রুবাইয়াত-ই ওমর খইয়াম—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

প্রকাশক শ্রী অনাথ নাথ ঘোষ, ১৩৪ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য এক টাকা মাত্র।

কান্তিবাবুর মত সুকবির লেখার ওপর কলম ধরিবার শক্তি আমার নাই। বিশেষতঃ যখন কবিতাগুলির উপর কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুগ্রহ-দৃষ্টি বুলাইয়া দিয়া সেইগুলিকে ধন্য করিয়াছেন। তবে আমার এই ধৃষ্টতার একমাত্র কৈফিয়ৎ এই যে আমি মূল ফারসী রুবাইয়াতগুলি পড়িয়াছি,

---

* এই প্রবন্ধ লিখিতে অধ্যাপক আগা মোহাম্মদ কাসেম সিরাজী, শ্রী প্রমথ চৌধুরী বার-এট-ল, অধ্যাপক এস, খোদাবখশ ও বুহার লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। —লেখক

শুধু যে পড়িয়াছি তাহা নহে, বিশেষ যত্নসহকারে পড়িয়াছি, এবং সেইগুলির অন্তর্নিহিত কবি-মনের ভাবের গূঢ় রহস্য যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার এইটুকু যোগ্যতার জোরেই আমি আজ এই সমালোচনা লিখিতে বসিয়াছি।

কান্তিবাবু যে সুকবি তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সুকবি ব্যতীত আর কাহারো দ্বারা এমন সুমধুর হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ সম্ভবপর নহে। তবে ইহাও সত্য যে তিনি মূল ফারসী হইতে অনুবাদ করেন নাই। তিনি অনুবাদ করিয়াছেন ফিটজিরেল্ডের ইংরেজী অনুবাদ হইতে। কান্তিবাবু তাঁহার পুস্তকের নাম দিয়াছেন রুবেইয়াত-ই-ওমর খাইয়াম। প্রকৃত উচ্চারণ রুবেইয়াত না হইয়া রোবাইয়াৎ হইবে। জামশিয়েদ লিখিয়াছেন। প্রকৃত উচ্চারণ হইতেছে জমশেদ।

কান্তিবাবুর ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমার নাই তবে দুই এক স্থানে সামান্য একটু পরিবর্তন করিতে প্রস্তাব করিবার সাহস করিতেছি মাত্র। আশা করি কান্তিবাবু আমাকে ক্ষমা করিবেন। ২০ নং রুবাইয়াতের তৃতীয় পংক্তি কান্তিবাবুকে মিলের খাতিরে পংক্তিশেষে 'আজ' ব্যবহার করিতে হইয়াছে। কিন্তু মূল ফারসী এবং ফিটজিরেল্ডের ইংরেজী অনুবাদে আছে 'কাল'। কাল হইলেই মানে হয় ভাল। কেননা আজের সঙ্গে কবির কোন দ্বন্দ্ব নাই, দ্বন্দ্ব তাঁহার অতীত এবং ভবিষ্যতের সহিত। ৩৮নং রুবাইয়াতেও কান্তিবাবু কালের পরিবর্তে আজ ব্যবহার করিয়াছেন। 'যাত্রা যে আজ করতে হবে' না হইয়া হওয়া উচিত 'যাত্রা যে কাল করতে হবে।' ৪৮নং চতুষ্পদীতে 'লবে না তাহা হাস্য মুখে, বিনা দ্বিধার চিহ্নলেশ' না হইয়া 'বরণ করো হাস্য-মুখে বিনা দ্বিধায় চিহ্নলেশ।' ৬৮ সংখ্যক চতুষ্পদীর কান্তিবাবু অনুবাদ করিয়াছেন :

সৌরভেতে ক'রবে আকুল, থাকবে যা' মোর ভস্মসার।
জাল পেতে সে থাকবে বসে, হাওয়ার বুনে গন্ধ তার।
ভণ্ড যত ভক্ত বিটেল প'ড়বে ধরা চলতে পথ,
মদির গন্ধ পাগল হাওয়ায় উল্টাবে তার বিধান রথ।

কান্তিবাবু ফিটজিরেল্ডের অনুসরণ করিয়াছেন। ফিটজিরেল্ডের ইংরেজীতে আছে :

That ev'n my buried ashes
Such a panare
Of perfume shall fling up
into the air
As not a true believer
Passing by
But shall be ove' taken
un aware

মূল ফারসীতে আছে :

চন্দাঁ বেখুরম শরাব কি বুয়ে শরাব।
আয়েদ যে তরাব চুঁ রওম জেরে তরাব
তারব সেরে আকে মন রসদ মখ্‌মূরে।
আজ বুয়ে তরাবে মন্ সওদমস্ত ও খারাব।

মূলে 'মখ্‌মূর' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। মখ্‌মূরের অর্থ Intoxicated, drunk—মাতাল। অতএব ইহার অর্থ কখনও True believer বা ভণ্ড বিটেল হইতে পারে না। মুসলমান শাস্ত্রে মদিরা পান সম্বন্ধে কঠিন অনুজ্ঞা রহিয়াছে। যাহারা ভণ্ড বিটেল—তাহারা কখনও মাতাল হইতে পারে না। তাহাদের অন্তরে যাহাই থাকুক না কেন তাহারা বাহিরে কখনও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারে না। মূল ফারসী পড়িয়া মনে হয় যে এই কবিতায় কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি যাঁহারা কবিরই মত প্রেমিক। যাঁহারা প্রেম মদিরা পানে বিভোর তাঁহারা যখন ওমর খাইয়ামের গোরের নিকট দিয়া যাইবেন, তখন সেই গোর হইতে নির্গত মদির গন্ধে আকুল হইয়া পড়িবেন।

কান্তিবাবুর অনুবাদ সম্বন্ধে বলিবার আর কিছুই আমার নাই। আমি কেবল এই কথা বলিতে পারি যে, তাঁহার অনুবাদ পড়িয়া আমি

মুগ্ধ হইয়াছি। একবার দুইবার করিয়া অনেক বার পড়িয়াছি এবং যতবার পড়িয়াছি ততবারই নূতন রসের স্বাদ পাইয়াছি। আমার মত নাম-গোত্রহীন লেখকের প্রশংসায় যদি কিছু হয় তবে তাঁহার অনুবাদের প্রশংসা করিতেছি। ওমর খাইয়ামের কবিতার মধ্যে যে গূঢ় ভাবটুকু লুকায়িত রহিয়া দেশ-বিদেশের সকলকে এমন করিয়া মাতাইয়া তুলিয়াছে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া এই সমালোচনা শেষ করিলে ইহা বোধ হয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সত্য বটে ওমর খাইয়ামের কবিতা পারস্য দেশে অথবা ভারতবর্ষে সমাদরে গৃহীত হয় নাই। এবং ওমর খাইয়ামের যে আজ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তাহা যে ইউরোপের অনুগ্রহে, ইহাও সত্য।

ওমর খাইয়ামের সহিত আমাদের প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় ফিটজিরেল্ডের দৌত্যের গুণে।

কিন্তু মূল ফারসী পড়িয়া আমার মনে হয় যে, ফিটজিরেল্ড এই দৌত্য কার্যে প্রকৃত ওমর খাইয়ামের মনের ভাবের উপর নিজের মনের ভাবের ছাপটি দিয়াছেন। এত অধিক পরিমাণে যে আজ আমাদের নিকট পরিচিত সে প্রকৃত ওমর নহে, ওমরের ছদ্মবেশধারী ফিট-জিরেল্ড। কান্তিবাবু মূলের সহিত পরিচিত কিনা আমি সঠিক জানি না। কিন্তু তাঁহার অনুবাদ পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি ফিটজিরেল্ডকেই মূল ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন এবং সেইজন্য তাঁহার প্রদর্শিত ওমর খাইয়ামও প্রকৃত ওমর খাইয়াম নহে।

কান্তিবাবুর পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। তিনি 'ফারসী আমরা জানিনে' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। অগ্রহায়ণের 'ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত জলধর সেন কান্তিবাবুর পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন, 'মূল ফারসীতে কি আছে জানি না।' তাঁহারা উভয়েই ওমর খাইয়ামের কবিতার দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন এবং মূলের সহিত পরিচিত না থাকায় তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন, 'ওমরের সকল কবিতার

ভিতরে দিয়ে যা ফুটে উঠছে সে হচ্ছে মানুষের মনের চিরন্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন:

"কোথায় ছিলেম কেনই আসা এই কথাটা জানতে চাই"
যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে?"

এ প্রশ্নের জবাবে ওমর খাইয়াম বলেন, "সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি সত্য মিথ্যা কিছুই নাই।"

ওমর যে সেকালের মুসলমান সমাজে উপেক্ষিত হয়েছিলেন এবং একালের ইউরোপীয় সমাজে সমাদৃত হয়েছেন, তার কারণ তাঁর এই জবাব। যাঁরা মুসলমান ধর্মে বিশ্বাস করেন, তাঁদের এ মত শুধু আগ্রাহ্য নয় একেবারে অসহ্য। কেননা একথা ধর্মমাত্রেরই মূলে কুঠারাঘাত করে। অপর পক্ষে এ বাণী মেনে নেবার জন্য এ যুগের ইউরোপের মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ইউরোপের মন একান্ত বিজ্ঞান চর্চার ফলে, খ্রীস্ট ধর্মের উপর তার প্রাচীন বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে কোনও নতুন বিশ্বাস খুঁজে পায়নি, সুতরাং ওমরের কবিতায় বর্তমান ইউরোপ তার নিজের মনের ছবিই দেখিতে পেয়েছিল। এই হচ্ছে প্রথম কারণ যার দরুন ওমরের বাণী ইউরোপের মনকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছিল।

তিনি আবিষ্কার করেছেন যে,

"সত্য ফলের আশায় মোরা মরছি খেটে রাত্রি দিন
মরণ পারের ভাবনা ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন।
মৃত্যু আঁধার মিনার হতে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ পাই—
মূর্খ তোরা কাম্য তোদের হেথায়, হোথায় কোথাও নাই।"

ওমর খাইয়ামের মতে আসল সত্য এই যে, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মও মিথ্যা।"

শ্রীযুক্ত জলধর সেন লিখিয়াছেন, 'ওমর বলছেন "সব মিথ্যা, ব্রহ্ম মিথ্যা। অতীতও ভেবো না, ভবিষ্যৎ-ও ভেবো না—বর্তমানই সব—বর্তমানই সত্য—"

"অতীত যা তার দুঃখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর
দিল পিয়ারা সাকী গো আজ পেয়ালা ভরে ঘুচাও মোর।
আসছে যে কাল, তার কথা থাক মিশবো গিয়ে হয়তো আজ
তুচ্ছ স্মৃতির সৌরভেতে লক্ষ্য অতীত কালের মাঝ।"

শ্রীযুক্ত প্রথম চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত জলধর সেন উভয়েই সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উভয়েই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। আশা করি ইঁহারা আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন। 'ব্রহ্ম মিথ্যা', একথা ওমর কখনই বলেন নাই। "একমাত্র ব্রহ্মাই সত্য, এবং আর সমস্তই মিথ্যা' একথাই তিনি বারম্বার তাঁহার কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম আছে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যত সংশয়, যত প্রশ্ন, যত কলহ এই ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া মাত্র। ওমর লিখিয়াছেন:

'কতরা বেগরিস্ত কে আজ বহর জুদায়েম হামা
বহর তর্ কত্রা বেখন্দিতকে মায়েম হামা।
অর হকিকৎ দিগরেনিস্ত খোদায়েম হামা।
লায়েক আজ গরদেশে এক: নোক্তা জুদায়েম হামা।"

বিন্দু কাঁদিয়া কহিল, "হায়। আমি জলধি হইতে পৃথক হইলাম।" জলধি হাসিয়া কহিল, "আমি সর্ব ব্যাপী।" সত্যই আর কিছুই নাই শুধু খোদা।

ঠিক যেন একটি বিন্দু বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এবং বহুতর বিন্দুর ন্যায় দেখাইতেছে।

"গাহ গস্তা নেহাঁ রু বাকসে না নুমায়ী।
গাহ দর সুরে কৌন ও মকান পয়দায়ী॥
ইঁ জলওয়াগরী বা খেশতন বেনমায়ী।
খুদ আইনে আইয়ানী ও খুদ বিনায়ী॥"

"মাঝে মাঝে তুমি বদন মণ্ডল সকল চক্ষুর অন্তরাল কর।
মাঝে মাঝে তুমি বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ কর॥
এই রহস্যের দ্রষ্টাও তুমি স্রষ্টাও তুমি।
তুমিই দৃষ্ট বস্তু, তুমিই দর্শন।"

ওমরের এইরূপ আরও অনেক রুবাইয়াত আছে যাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মের সত্তা সম্বন্ধে ওমরের মনে কখনও কোন প্রশ্নের উদয় হয় নাই। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে ওমর খাইয়ামের কবিতা পারস্যে এবং ভারতবর্ষে অনাদৃত হওয়ার কারণ কি এবং তাঁহার কবিতা প্রতি অক্ষরে যে প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে সে প্রশ্ন কি? উত্তর হইতেছে এই যে ওমর খাইয়াম জন্মিয়াছিলেন একাদশ শতাব্দীতে কিন্তু মনটি ছিল তাঁহার বিংশ শতাব্দীর। সেই জন্যই তিনি সেকালের লোকের নিকট উপযুক্ত সম্মান পান নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহ আমাদের চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। যাঁহারা আপনাদের সমসাময়িক সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া দূর ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত ধাবিত হন তাঁহাদিগকে হয় তাঁহাদের সমসাময়িকেরা পশ্চাতে টানিয়া ধরিয়া রাখে, না হয় তাঁহাদিগকে দল ছাড়া একঘরে করিয়া নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখে। ওমর খাইয়াম বাস করিতেন নিশাপুরে। তথায় শাস্ত্রকারদিগের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে অনেককেই শাস্ত্র বিরুদ্ধে আচরণ করিবার অভিযোগে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। ৪৮৯ হিজরীতে নিশাপুরে একটি ভীষণ কাণ্ড হয়। বলা বাহুল্য যে যাঁহারা লোকের অন্ধবিশ্বাস লইয়া ব্যবসা করেন, তাঁহারা খাইয়ামের মত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে আমল দিবেন না ইহা সুনিশ্চিত। ফলে ঘটিয়াও ছিল তাহাই। স্বল্প সংখ্যক গুণগ্রাহী সুধীজন ব্যতীত ওমরের কবিতাকে কেহ পছন্দ করিত না। এবং পরবর্তী যুগ সমূহে এশিয়ার রাজনৈতিক গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সাহিত্য জগৎ-ও ঘোর ঘনঘটায় আবৃত হইয়াছিল, কাজেই এশিয়াবাসী কেহ সাহিত্য গগনের এই লুপ্ত তারকাটিকে খুঁজিয়া বাহির করে নাই। ইহাকে আবিষ্কার করিবার গৌরব, অন্যান্য গৌরবের সহিত ইউরোপের ভাগ্যেই পড়িয়াছে। এই স্থলে ন্যায়ের অনুরোধে ইহাও বলা আবশ্যক যে এক পক্ষে শাস্ত্রকারগণ যেরূপ ওমরের প্রতি বিরাগী ছিলেন, ওমরও তাহাদিগকে তেমনি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ওমর অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ একটি উদ্ধৃত করা গেল:

"শেখে বা জনে ফাহেশা গোফ্‌তা মস্তী।
হরলহজা দামে দিগর পা বস্তি ॥
গোফতা শেখা হর আঁচে গোফতি হস্তম।
আম্মা তু চুঁনাকে মি নোমায়ী হস্তী।"

বর নারীকে দেখিয়া শেখ বলিলেন, "তুই মাতাল। অনুক্ষণ তুই পরপুরুষ সহবাস করিস।" উত্তর করিল "হে শেখ। তুমি যাহা কিছু বলিলে সমস্তই সত্য। কিন্তু তুমি বাহিরে দেখিতে যেরূপ অন্তরেও কি তদ্রূপ? ধর্মের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অনেক ভণ্ডই এই পৃথিবীতে যশঃ, মান, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করে"।

এই শ্রেণীর আর একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ
আয় রাফতা ও বাজ আমদা ও গম গস্তা
নামৎ জে মিয়ানে মর্দমান গুম গস্তা ॥
নাখুন হামা জমা আমদা ও গুহ গস্তা
রেশ আজ পসে কৌন আমদা ও ডুম গস্তা।

তুমি প্রস্থান করিয়াছিলে এবং পুনরায় আসিয়াছ চতুষ্পদ রূপ ধারণ করিয়া। মানব জাতির মধ্য হইতে তোমার নাম লুপ্ত হইয়াছে। তোমার জন্ম জমাট হইয়া খুর হইয়াছে। তোমার শ্মশ্রু পশ্চাতে গিয়া লাঙ্গুলের আকার ধারণ করিয়াছে।

কথিত আছে ওমর খাইয়াম একটি গর্দভ দেখিয়া এই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

গর্দভ নাকি পুর্বের জামানায় একটি মোল্লা ছিল। খাইয়াম তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, ওমর কোন সমস্যার অর্থ বোধ করিতে গিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিয়াছিলেন? পুর্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে সংশয়ের লেশমাত্রও ছিল না। কিন্তু এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি, এই জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আমরা কোথা হইতে আসি, কোথায় যাই, কেনই বা আসি, কেনই বা যাই?

কেহ ভাগ্যবান হয় কেন, কেহ চোখের জলে বসন ভিজাইয়া একটি দীর্ঘ হতাশের বোঝা বহিতে বহিতে মরে কেন, এই দণ্ড জীবনের অর্থ কি? ইহার মূল কি? এই সকল প্রশ্ন ওমরের চিত্তে সর্বদা জাগিত। এবং এই সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া তাঁহার কবিচিত্ত তাঁহার বক্ষপিঞ্জর চুর্ণ করিয়া বাহির হইবার জন্য সর্বদা আকুলি বিকুলি করিত।

সয়ের আমদম আয় খোদা আজ পস্তিয়ে খেশ।
আজ তঙ্গ দেলি ও আজ তিহি দস্তিয়ে খেশ॥
আজ নিস্ত চু হস্ত মিকুনি বেঁরু আর।
জিঁ নীস্তেম বাহুরমতে হাস্তরে খেশ॥

"হে প্রভু। আমার এই হীন অবস্থায় আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই দুর্ভাগ্য। এই দারিদ্র। তুমি নাস্তি হইতে অস্তি সৃষ্টি কর। তুমি আমাকে আনয়ন কর, এই মায়াময় নাস্তি হইতে তোমার সত্য অস্তির মধ্যে॥"

ব্রহ্মের স্বরূপ কি? ওমর কেন জিজ্ঞাসু হৃদয়েই এই প্রশ্নের উদয় করে। আমাদের সৌভাগ্যই হউক, আর দুর্ভাগ্যই হউক, আমরা সকলি জন্মগ্রহণ করি হয় মুসলমান, নয় খ্রীস্টান, না হয় হিন্দু, না হয় বৌদ্ধ, না হয় আর কোন ধর্মাবলম্বী হইয়া, অর্থাৎ আমাদের জন্মগত সংস্কারের সহিত কোন না কোন ধর্ম সংশ্লিষ্ট থাকে।

তাহার পর আসে পারিবারিক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত সংস্কার এবং এই সকলের সহিত থাকে ব্যবহারগত সংস্কার। এই সমস্ত সংস্কার মিলিয়া আমাদের এক রকম করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহারা দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে এই সকল সংস্কারকে গ্রহণ করিতে পারে তাহারা শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে। আর যাহারা তাহা পারে না তাহাদের ওমরের মত দুর্গতি হয়। তাহাদের মনের মানুষটি বাহিরের মামুলী পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট না হইয়া জগতের অন্তরের প্রকৃত রহস্যের নগ্ন মূর্তিটির অনুসন্ধানে বহির্গত

হয়। এবং তাহাদের লাভ হয় শুধু ব্যর্থ প্রয়াসের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। আর ওমরের মত কবির সেই শ্বাস বাহির হয় করুণ মর্মভেদী কবিতার আকারে। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? তিনি কি কোরআন বর্ণিত আল্লাহ্, না বাইবেল বর্ণিত গড, না ইহুদী ধর্মগ্রন্থ বর্ণিত জিহোভা? কবি লিখিতেছে:

জবুৎখানা ও কাবা খানায় বন্দ গীস্ত ॥
নাকুস জেদন তারানায়ে বন্দ গীস্ত ॥
জন্নার ও কলিসিয়া ও তাসবিহ ও সলিব।
হক্কা কে হামা নেশানায়ে বন্দগীস্ত ॥

মসজিদ এবং মন্দির উভয় উপাসনা গৃহ, গির্জার ঘণ্টার শব্দ উপাসনা করিতেই আহ্বান করে, মসজিদ, গির্জা এবং তসবি এবং জপমালা, প্রকৃতপক্ষে সমস্তই তাঁহার আরাধনার জন্য। সত্য সত্যই কি পাপী নরক ভোগ করিবেন এবং পুণ্যাত্মা স্বর্গবাসী হইবেন।

দরস্থ'মা ও মাদ্রাসা দায়ের ও কমস্ত।
তরসন্দ জে দোজখন্দ ওজোয়ে যায়ে বেহেস্ত ॥
আঁকস কে জে আসরারে খোদা বাখবর আস্ত।
জি তোখমদর আন্দরুচন খুদ হিস্ত নাকেস্ত ॥

ইহুদী, খ্রীস্টান এবং মুসলমান ধর্মমন্দিরে বিদ্যালয়ে মানুষ স্বর্গের সুখ লাভ এবং নরক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের পন্থা অন্বেষণ করে। কিন্তু যে খোদার রহস্য ভেদ করিয়াছে, সে এই সকল মূর্খতা হইতে আপনাকে রক্ষা করে। মুসলমান ধর্ম বলিতেছে এই ধর্ম সত্য অন্য ধর্ম মিথ্যা: আবার খ্রীস্টানেরা বলিতেছে খ্রীস্ট ধর্ম একমাত্র সত্য ধর্ম, অন্য ধর্ম নরকের পথ প্রদর্শন করে। যাহারা অগ্নি উপাসক তাহাদের ব্রহ্মাই বা কিরূপ? আবার যাহারা পুতুল পূজা করে তাহাদের ব্রহ্মের সহিতই বা সত্য পরম ব্রহ্মের সম্পর্ক কি? ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ব্যর্থ তাহা আদিম কাল হইতে মানুষ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। ওমর সে কথা জানিতেন।

দর পর্দায়ে আসরার কাসেরা রাহ্ নিস্ত।
জী" তাবিয়া জানে হিচকস আগা নিস্ত॥
জুজ দর দেলে খাকে তিরা মনজেল গাহ্‌নিস্ত।
আফসোস্ কে ই ফসনহা কোতা নিস্ত॥

এই পর্দার অন্তরালে কাহারো গতিবিধি নাই মর্ত্য মানব কেহই এই রহস্য অবগত নহে।

মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকার গৃহে মানবের শেষ গতি।
হায়। হায়। এই দুঃখের কাহিনীর অন্ত নাই॥

কিন্তু এ জ্ঞান থাকিয়াও মানুষ অজ্ঞান। ভালবাসা যেমন মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাও তেমনি, ভালবাসিয়া নিরাশার ফসল অর্জন ব্যতীত আর কিছু লাভ হইবে না জানিয়াও যেমন শত শত গুণী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভালবাসায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তেমনি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাও ব্যর্থ জানিয়া সহস্র সহস্র মানব এই চিন্তায় অহরহ জর্জরিত ও ক্লিষ্ট হইয়াও এই চিন্তা হইতে বিরত হইতেছে না। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার আর এক নাম হইতেছে বিশ্বসৃষ্টির গূঢ় রহস্য কি তাহা উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা। এই রহস্য সকল যুগে, সকল জাতির, সকল মানবের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এই দুইটি প্রশ্ন যেমন একাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি ওমরের মনে জাগিত, তেমনি বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি টেনিসনের মনেও উহা হইয়াছিল। টেনিসন তাঁহার 'In memoriam'-এ লিখিয়াছেন:

O life as futile then, as frail.
O for thy voice to soothe and bless!
What hope of answer or redress?
Behind the veil, behind the veil,

ওমর লিখিয়াছেন :

আস্‌রারে আজল্ রা না তুদা'ন ওনা মন।
ওই হর্‌ফে মোয়েম্মা না তু খানি না মন।
হস্ত আজ পাসে পর্দা গোফতে গুয়ে মণ্‌তু
চু পর্দা বেরাফতন্দ না তু মানি ন মন্।।

ফিটজিরেল্ড অনুবাদ করিতেছেন :

There was a door to which
I found no key;
There was veil past which
I could not see;
Some little talk a while
of Me and Thee
Thou seemest and thou no
more of thee and me.

কান্তিবাবু অনুবাদ করিয়াছেন :

রুদ্ধ-দুয়ার জীবন ঘরের কুঞ্জি কাটির নাইকো
খোঁজ,
দেখতে বা নাই ভাগ্য বঁধুর ঘোমটা ঢাকা মুখ
সরোজ,
বারেক দুবার কণ্ঠে কাহার শুন্‌ছি শুধু নামটা
মোর
কয়দিনই বা?—সাঙ্গ তো হয় সর্বনাশের
নেশার ঘোর।

কিন্তু টেনিসন এই behind the veil, এই পর্দার অন্তরালটিকে settled fact চূড়ান্ত নিষ্পত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

আর ওমর ইহাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার হতাশ রোদনধ্বনি এখনও মানবের কর্ণে পৌঁছিয়া তাহার হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

ওমরের কবিতায় কেহ কেহ কেবল মদিরার গন্ধ আর রূপসীর পাংলা ঠোঁটের জিয়ান রসের স্বাদ পাইয়াছেন। কিন্তু ওমর খাইয়াম ব্রহ্ম মিথ্যা কখনও বলেন নাই, তেমন শুধু নাচ, গান, পান করার তথ্য প্রচার করার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইত তাহা হইলে তাঁহার কবিতা ব্যর্থ হইত ও নিকৃষ্টতর হইত। প্রকৃতপক্ষে এই কবিতাগুলি অভিমানের ও বিদ্রোহের কবিতা। কবি বলিতেছেন, "হে শাস্ত্রকার, তুমি আমাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারিবে না অথচ আমাকে সহস্র 'না'র মধ্যে জড়াইয়া আমার জীবনটিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে—তাহা হইবে না। আমি তোমার কথা মানিব না। হে আমার চিত্ত তুমি কেন বৃথা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়া কষ্ট পাইতেছ? এস বিশ্রাম কর। অর্থহীন তর্ক ছাড়িয়া দিয়া চল আমরা নিভৃতে গিয়ে কোনও তরুণীর অধর সুধা পান করিয়া শ্রান্তি দূর করি। কিন্তু ওমরের চিত্তা কি এই আহ্বান শুনিয়াছিল? ওমর কি আপন ইন্দ্রিয়ের সেবায় মগ্ন হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বিস্মরণ হইয়াছিল? না, তাহা নহে। এই ক্ষণিকের বিদ্রোহের পরেই আবার মন সেই পুরাতন চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইত। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত তখন এক একবার হৃদয়ে বিরক্তির উদয় হইত এবং তখনই এই শ্রেণীর কবিতার জন্ম হইত।

পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধর্মমতের বিরোধ ওমরের জীবনের প্রধানতম সমস্যা ছিল। এই বিরোধের মধ্যে সত্যিকার ব্রহ্মের স্থান কোথায়? এক স্থানে কবি লিখিতেছেন:

বুৎ গোফত বা বুৎ পরস্ত কায়ে আবাদে মা।
দানি জে চেরুয়ে গশ্‌তাই সাজেদে মা॥
দর মা ব-জমালে খুদ তজল্লি করদস্ত।
আঁকসকে জে তুস্ত নাজের আয় সাহেদে মা॥

'মূর্তি' তাহার উপাসককে জিজ্ঞাসা করিল, "হে আমার উপাসক। তুমি জান কি, কেমন করিয়া তুমি আমার উপাসক হইলে? ইহার রহস্য হইতেছে এই যে যিনি তোমার নয়নের ভিতর দিয়া আমাকে দেখিতেছেন, একদিন তিনি আমাকে তাঁহার সৌন্দর্যের ছটায় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।"

অপর একস্থানে কবি লিখিতেছেন :—

"বাতু বাখবামাতে আগর গোয়েম রাজ
বেহ্ জ্ঁাকে কুন্‌ম বেতু বামেহ্‌রাব নামাজ ॥
আয় আউয়াল ও আখেরে হামা খলকান তু।
খাহি তু মরা বেসোজ ও খাহি বেনওয়াজ।"

'এই জানি বন্ধু আমার সত্য জ্যোতির
প্রকাশটুকু রাগেই কিম্বা প্রেমেই
ফুটে বারায় যা মোর আঁধার বুক
নিমেষ তরে পাই যদি তার আভাসটি মোর পান-শালায়,
আঁধার ঘেরা মন্দিরেতে কেনই মান কোন জালায়।'—

ওমর চাহিয়াছিলেন ধর্মের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যের সাক্ষাৎ পাইতে। সে সাক্ষাৎকার লাভ তাঁহার ঘটে নাই; ঘটা সম্ভবও ছিল না, কেননা সে সত্য এতই উজ্জ্বল এতই তেজোময় যে পয়গম্বর মুসার চক্ষুও উহা দেখিতে গিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং পর্বতও ইহাকে সহ্য করিতে না পারিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নিয়তি এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার চিরন্তন দ্বন্দ্বও ওমরকে সতত ত্যক্ত করিত। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

'আয় রাফতা বাচৌগানে কতা হামছ গো।
চপমি খুরদ ও রাস্ত বাও হিচ মাগো।।
কাঁকসকে তোয়া আফগন্দ আন্দর তগ ও পো
উদানদ উদানদ উদানদ উ ॥

'নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন যেই নিয়েছে খেলার ভার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেলছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ
সবটা জানেন তিনিই শুধু জয় পরাজয় তাঁরই হাত।'

তবে স্বর্গ-নরক কেন? তবে তিরস্কার-পুরস্কার কেন? তবে মানুষকে কৃতকর্মের জন্য বিচারের কষ্ট ভোগ করিতে হইবে কেন? বস্তুতঃ ওমরের দর্শন ব্রহ্ম মিথ্যা, ইন্দ্রিয় গোচর অনিত্যকে যথাসম্ভব উপভোগ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য, এই শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্টি হয় নাই। ওমর কোনও মত প্রচার করিবার জন্য কবিতা লিখেন নাই। তাঁহার কবিতা তাঁহার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনের অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু এই সকল কবিতা তাঁহার ব্যর্থ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস মাত্র। কিন্তু এই জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে। উপসংহারে আমি সাহিত্যামোদী সকলকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন ওমরের এই অমর কবিতাবলী একবার পাঠ করেন। যঁাহারা মূল ফারসী পাঠে অপরাগ তাঁহারা যেন কান্তি বাবুর অনুবাদখানি পড়েন। যাঁহারা মূল ফারসী পড়িতে পারেন তাঁহারাও যেন কান্তিবাবুর অনুবাদখানি পড়িতে না ভুলেন। এবং যঁাহারা মূল না পড়িয়াও ওমরের কবিতা সম্বন্ধে প্রকৃত বিষয় জানিতে চাহেন তাঁহারা যেন, এইচ. হুইন ফিল্ডের ওমর খাইয়ামের ভূমিকা পড়িয়া দেখেন।

সওগাত, মাঘ, ১৩২৬ তরীকুল আলম

পরিশিষ্ট (২)

রুবাইয়াত ওমর খাইয়াম: অনুবাদ সিকান্দার আবু জাফর। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা-২। প্রচ্ছদ শিল্পী: কামরুল হাসান, অঙ্গসজ্জা: শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী। সমকাল মুদ্রায়ণ, ঢাকা-২। সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

ওমর খাইয়ামের নাম জগৎপ্রসিদ্ধ। ওমর খাইয়াম পারস্য কবি। রুবাইয়াত রচয়িতা হিসাবে সাহিত্য জগতে তিনি সুপরিচিত। তাঁহার জন্ম হয় ইরানের নিশাপুরে। সেলজুক যুগে। সেলজুক বংশের রাজত্বকালে

মালিক শাহ্ সেলজুকের তিনি সমসাময়িক। ওমর খাইয়ামের নাম হাসান বিন সাব্বাহ ও হাসান তুসীর নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। ওমর খাইয়াম, হাসান বিন সাব্বাহ ও হাসান তুসী তিন জনই মধ্যযুগের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন। সেকালে ইরানে পরিপূর্ণ শান্তি, অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগাঢ় বিদ্যাচর্চা বিদ্যমান ছিল। মালিক শাহের উজীর হাসান তুসীর বদৌলতে তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল। এই সম্পর্কে অধ্যাপক ই. জী. ব্রাউন বলেন :

He was a most capable administrator, an acute statesman a devout and orthodox sunni, heart towards hearts a liberal patron of letters, a sincere friend to men of virtue and learning and unremitting in his efforts to secure Public order and property and to promote religion and education P. 275. [Literary History of Persia vol. I. by Prof. E. G. Browne.]

এই সুন্দর ও সার্থক পরিবেশে ওমর খাইয়াম জ্ঞান সাধনায় নিমজ্জিত হইলেন। হাসান তুসী নিজামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইমাম গাজ্জালীকে এই কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ওমর খাইয়াম ইমাম গাজ্জাল সম্পর্কে **George Sartan** বলেন : **While Omar Khayyam was the most popular figure of mediaeval times and Al Ghazzali is probably the noblest. P. 739. [Introduction of the History of Science by George Sartan. Baltimore. 1950.]**

ওমর খাইয়ামের জীবন কাহিনী আদৌ জানিতে পারা যায় না। মধ্যযুগের গ্রন্থাদিতে তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জ্ঞান চর্চা সার্থক ও গভীর ছিল। এই জন্য **George Sartan** বলেন :

"It is thus very appropriate to call this time (second half of Eleventh Century) the time of Omar Khayyam and I do this with the more alacrity, as Omar is already very well-known to a large number of readers". Ibid P. 738.

জনাব সিকান্দার আবু জাফর সংক্ষিপ্তাকারে কবিগুরু ওমর খাইয়ামের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভূমিকায় তাঁহার একটি ঘটনা তিনি উল্লেখ করেন নাই । তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন বলেন: "Immediately before his death, he was reading in the Shifa of Avecinna the chapter treating The one and The many, and his last words were, "Oh God Verily I have striven to know Thee according to the range of my powers, therefore forgive me, for indeed such knowledge of Thee as I possess in my (only) means of approach to Thee." P. 251. [Literary History of Persia Vol. I. by Prof. E. G. Browne.]

ওমর খাইয়ামের জীবন দর্শন সম্পর্কে নানা মতবাদ পণ্ডিতবর্গ গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি সুফীবাদী, ভোগবাদী প্রভৃতি বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি চার্বাক ও ইপিকিউর প্রভাবিত। পূর্বে উল্লেখিত অধ্যাপক ব্রাউনের বিশ্বস্ত প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছি। জনাব সিকান্দার আবু জাফর ওমর খাইয়ামের দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে শেষ কথা বলিয়াছেন: "মোট কথা ওমর খাইয়ামকে কেউ সরাসরি নিজের দলভুক্ত করতে পারেন নাই।" [পৃঃ ১৩, রুবাইয়াত ওমর খাইয়াম]

George Sartan বলেন: "Omar-Khayyam was probably not a Sufi, but rather an agnostic." P. 759 [Ibid. Sartan]

এই অজ্ঞেয়বাদের কথা জনাব সিকান্দার আবু জাফর উল্লেখ করেন নাই।

ওমর খাইয়ামের কবিতা কেন ইংলণ্ডে তথা সমগ্র ইয়োরোপ আমেরিকায় এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিল ? তাহার মূলীভূত কারণ হইতেছে অজ্ঞেয়বাদ বহুল পরিমাণে সমাজ মনকে চারিয়া দিয়াছিল।

এইকথা আমি বলিতে চাই যে শান্তি ও সমৃদ্ধি সাহিত্য চর্চার পরমক্ষণ। (আমাদের দেশে কখন তাহা সুলভ হইবে ?) নিজামুল-মূলক হাসান তুসী একজন জগৎ বিখ্যাত ফারসী গদ্য লেখক ছিলেন। তাঁহার সিয়াসৎনামা অপূর্ব গ্রন্থ। এই আবহাওয়াতেই তিনি কাব্য চর্চা করেন।

কবি ওমর খাইয়ামকে বাঙলা সাহিত্যের সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের সাহিত্য চর্চা রস-প্রধান নয়-যুক্তি-প্রধান, তর্ক-প্রধান।

রুবাই ফারসী শব্দ, অর্থ চতুষ্পদী, বহুবচনের রুবাইয়াত। রুবাই এর জন্ম সম্পর্কে R. Levy বলেন : "Amongst the clients and encomiasts of the Samanids was Abu Shukur of Balkh (fc C. A. D 950) who is said to have been the first to compose in the Rubai or quatrain form of which great use was made in later centuries for mystical verse." [Persian Literature by Prof. R. Levy. Oxford University Press 1923] পরবর্তীকালের সুফী কবি আবু সই'য়দ ইবনে আবুল খায়েরের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় ওমর খাইয়ামের প্রথম অনুবাদ করেন মূল ফারসী হইতে কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, পয়ার ছন্দে। তাঁহার রচনার নমুনা পাঠকের কৌতুহল নিবারণের জন্য নীচে দিলাম :

মধুর মারুত বহে সেবতী হৃদয়ে। মধুর কটাক্ষ জ্বলে কুসুম মিলয়ে॥
মৃত গত দিবসের কি মধুর আছে—কিছুই মধুর নহে আজিকার কাছে॥
পৃঃ ১৩৯ [বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড ডঃ সুকুমার সেন]

১৯২১-১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ভাষায় ওমর খাইয়ামের কাব্যচর্চা প্রাধান্য লাভ করে। কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের অনুগ্রহপুষ্ট হইয়া অপরূপ

রূপে প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্র দেবের অনুবাদও বহুল জনপ্রিয়। আরও অনেকে ওমর কাব্যের অনুবাদ করেন। অবশ্য অধিকাংশ অনুবাদকেরই আশ্রয়স্থল ফিটজিরাল্ড সাহেব।

কান্তিচন্দ্র ঘোষের রুবাইয়াতে ওমর খাইয়ামের সৃষ্টিধর্মী ও গভীর সমালোচনা করেন সওগাতে সুপণ্ডিত তরীকুল আলম। এই সমালোচনার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরীর সহৃদয় দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ওমরের রুবাইয়াতের অনুবাদ করেন। তবে এই অনুবাদ রসিকজনের মন হরণ করিতে পারে নাই, যদিচ তাঁহার ভূমিকা অনবদ্য।

ফারসী ভাষার চর্চা এই দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং নজরুল ইসলামের মত মূল হইতে সিকান্দার আবু জাফর ওমরের রুবাইয়াত তর্জমা করেন নাই।

সিকান্দার আবু জাফর একজন গুণী লোক, লাঠি তাঁহার হাতে সাপের মত খেলে, কলম তাজী ঘোড়ার মত দৌড়ায়। মন তাঁহার প্রগতিশীল। তাঁহার নিজের ইংরেজী হইতে অনুবাদ এবং অন্যান্য অনুবাদের সঙ্গে মিলাইয়া তিনি ভূমিকাতে আমাদের সজাগ করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার অনুবাদ প্রশংসার যোগ্য। ভাষা সুন্দর। বাংলা ভাষার ভেজালের দুর্দিনে তিনি নির্ভেজাল বাঙলা লিখিয়াছেন। এইটি আমার কথা।

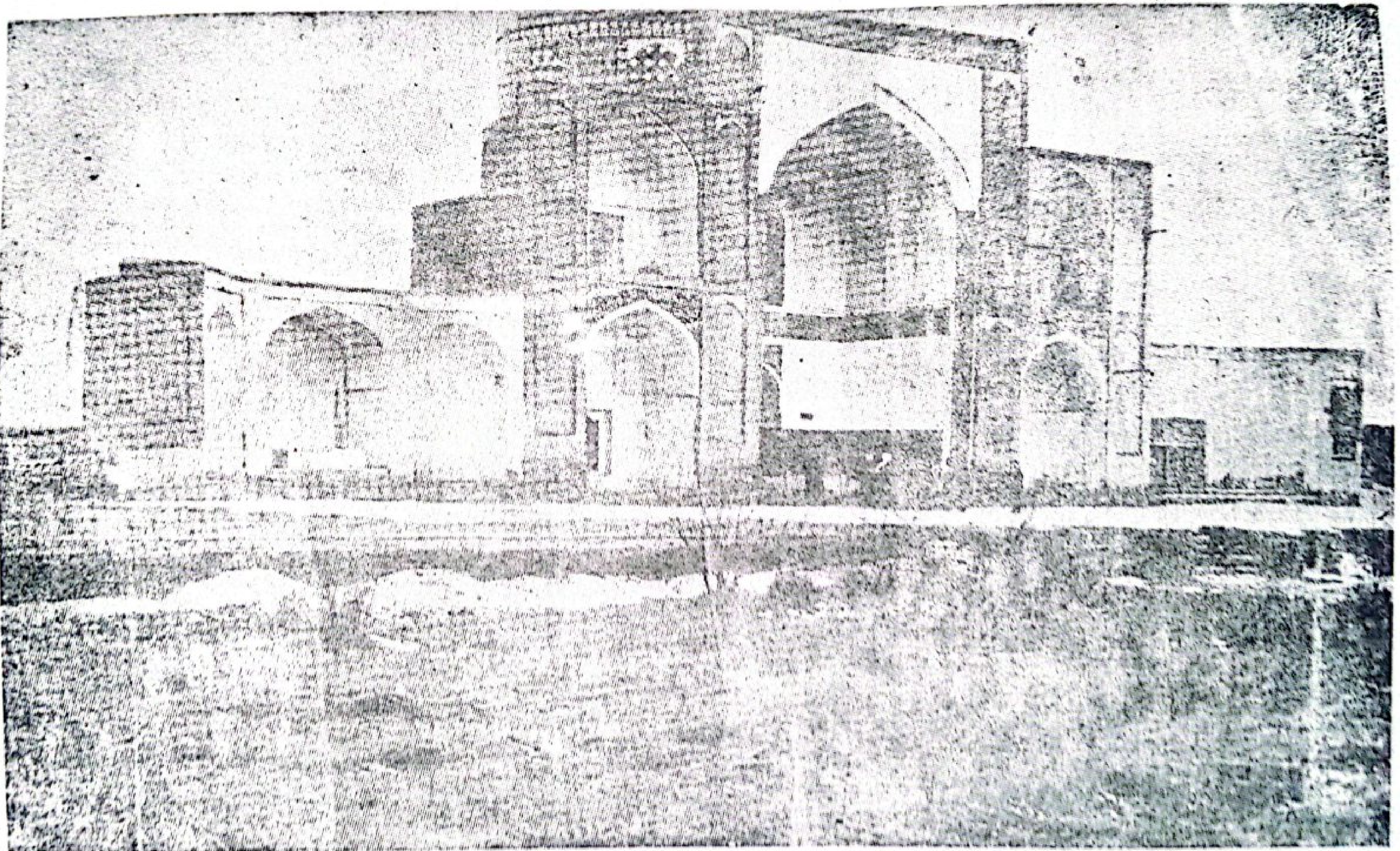
ওমর খাইয়ামের খাঁটি রুবাইয়াত কতগুলি তাহা বিচার করা দুঃসাধ্য। এই বিষয়ে অগ্রণী হইতেছেন রাশিয়ান পণ্ডিত ভ্যালেনটীন জুকোভস্কী (**Professor Valentin Zhukovski**). এই সম্পর্কে অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

সম্প্রতি তেহরান হইতে প্রকাশিত সচিত্র ওমর খাইয়াম আমার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। [মুদ্রণ ও ছবি প্রশংসনীয়।] এই গ্রন্থের ভূমিকায় পাওয়া যায় ওমর খাইয়ামের খাঁটী রুবাইয়াতের সংখ্যা ১৭৮টি। [ভূমিকা :

রুবাইয়াত-ই ওমর খাইয়াম; সম্পাদক—উস্তাদ মুহম্মদ আলী ফারুখী: তেহরান ১৩৩২]

আমরা আমাদের বাংলা সাহিত্যে ইসলামী নবরূপ ও আত্মা সংযোগ করিতে সাধনা করিয়াছি। সিকান্দার আবু জাফরের এই অনুবাদ প্রচেষ্টা এই কিবলা মুখী হইয়াছে।

শিল্পী কামরুল হাসানের প্রচ্ছদপদ দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর কারুকার্য ইরানী আবহাওয়া আনিয়াছে। ছাপা বাঁধাই শালীন।



ওমর খাইয়ামের মক্‌বরা

আনোয়ারী

در شعر سه تن پیمبر انند - قولیست که جملگی برانند
فردوسی و انوری و سعدی - هر چند که لا نبی بعدی

আনোয়ারীর প্রকৃত নাম মুহম্মদ আওহাদ উদ্দীন। আবীরদের এলাকায় বদহানা নামক একটি গ্রাম আছে। ইহাকে মহনাও বলা হয়। এই স্থানে আনোয়ারী জন্মলাভ করেন। দৌলত শাহ্ তাঁহার 'তাজকিরাতুশ শোয়ারা' গ্রন্থে এই অভিমত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু উরফী বলেন انوری گر بود از مهنه منم از شیراز। এই এলাকাকে খাওয়ারানও বলে। এইজন্য আনোয়ারী প্রথমে খাওয়ারী কবি নাম ব্যবহার করিতেন। কিন্তু পরে তাঁহার শিক্ষাগুরু ওমরার আদেশ অনুযায়ী ইহা পরিবর্তিত করিয়া আনোয়ারী রাখেন।

আনোয়ারী তুসের মনসুরীয়া মাদ্রাসা-কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি যাবতীয় বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দৌলত শাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন, এক দিবস আনোয়ারী কলেজের দ্বারের নিকট বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখ দিয়া এক ব্যক্তি বিশেষ জাঁকজমক সহকারে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। আনোয়ারী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন ইনি তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ রাজকবি মুয়িজ্জী। আনোয়ারী সেই রাত্রেই একটি কাসিদা রচনা করেন :

اگر دل بحر دوست کان باشد - دل دوست خدائگان باشد

পরদিবস প্রভাতে রাজদরবারের যাইয়া ইহা পাঠ করিলেন। বাদশাহ্ সঞ্জর ইহা শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কবিকে বলিলেন, 'তুমি কি চাকুরী কিংবা পারিতোষিক প্রার্থনা কর?' আনোয়ারী তদুত্তরে বলিলেন,

جز آستان توام در جهان پناهی نیست - سرمرا بجز این در حواله گاهی نیست

সম্রাট সঞ্জর তাঁহার বাসের এবং মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সঞ্জর যখন রাদকান হইতে চলিয়া যান তখন আনোয়ারী কিয়দ্দুর অনুগমন করিয়া কয়েকটি কাসিদা রচনা করিয়া বাদশাহের সম্মুখে স্থাপন করেন।

আনোয়ারীর প্রথম কাসিদা বলিয়া ইরানীদের সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিজেই তাঁহার কাব্য সাধনার ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে এই কাসিদা রচনার বহু পূর্ব হইতে তিনি কাব্যের সেবায় লিপ্ত আছেন:

خسروا! بنده را چوده سال است - که همی ارزوے آن باشد
کز ندیمان مجلس ارنه شود - از مقیمان استان باشد

আনোয়ারীর সঞ্জর রাজদরবারে পৌঁছিবার কাহিনী বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি আনোয়ারী কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই কাব্যচর্চা করিতেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রাজদরবারে প্রবেশ করিয়া সম্রাটের সম্মুখে কবিতা পাঠের সুযোগ পান নাই। তাহার কারণ এই যে রাজকবি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া অন্য কোন কবিকে তথায় যাইয়া সুযোগ গ্রহণ করিতে দিতেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে আগন্তুক কবি রাজদরবারে রাজসমক্ষে কোন কাসিদা পাঠ করিলে রাজকবি মুয়িজ্জী অম্লান বদনে ইহা স্বীয় রচিত বলিয়া প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। তিনি একবার যাহা শুনিতেন তাহা অবিকল পুনরুক্তি করিতে পারিতেন। সুতরাং আগন্তুক কবি লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। আনোয়ারী ইহা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। এইজন্য উন্মাদের ন্যায় এক অদ্ভুত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মুয়িজ্জীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলেন যে, 'আমি একজন কবি, সম্রাটের প্রশস্তি সূচক একটি কবিতা রচনা করিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া উহা পাঠের

ব্যবস্থা করুন।' মুয়িজ্জী বলিলেন, 'তুমি কি লিখিয়া আনিয়াছ, পড়িয়া শুনাও'। আনোয়ারী তখন পড়িলেন :

زهے شاه وزهے شاو وزهے شاه - زهے میر وزهے میر وزهے میر

মুয়িজ্জী ভাবিলেন ইহাকে দিয়া ভাঁড়ের কাজ বেশ চলিবে। সুতরাং পরদিন আসিতে বলিলেন। পরদিবস পৌঁছিলে মুয়িজ্জী আনোয়ারীকে সঙ্গে করিয়া রাজদরবারে লইয়া গেলেন। আনোয়ারী সুন্দরভাবে পড়িতে লাগিলেন,

گر دل دوست بحر و کان باشد - دل دوست خدائیگان باشد
شاه سنجر که کمترین خدمش - در جهان بادشا نشان باشد

দুইছত্র কবিতা পাঠ করিয়া থামিয়া গেলেন এবং মুয়িজ্জীর দিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'এই কাসিদা যদি আপনার রচনা হয় তবে পরবর্তী অংশ আপনি পাঠ করুন।' মুয়িজ্জী নিরুত্তর রহিলেন। আনোয়ারী সম্পূর্ণ কাসিদা পাঠ করিলেন। কাসিদা শ্রবণ করিয়া সঞ্জর পরম আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে পার্শ্বচর (=নদীম) করিয়া লইলেন। কালক্রমে তিনি এতদৃশ প্রভাবশালী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, দুইবার সম্রাট সঞ্জর তাঁহার ভবনে পদার্পণ করিয়া আনোয়ারীকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

আনোয়ারী জ্যোতিষ বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। একদা নক্ষত্রের অবস্থান ও সংযোগ অনুযায়ী আনোয়ারী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, প্রবল সাইক্লোন হইবে, ফলে গৃহরক্ষাদি ভূমিসাৎ হইয়া পড়িবে, দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া বলিলেন। সকলে ভয়ে ভীত হইয়া গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া উদ্বেগের সঙ্গে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই রাত্রিতে প্রদীপ শিখা নিষ্কম্পিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল। সম্রাট সঞ্জর আনোয়ারীকে ডাকিয়া লইয়া কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিলেন।

আনোয়ারীর নানা কারণে রাজদরবারে অবস্থান আদৌ মনঃপুত হইল না। রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিশাপুরে গমন করিলেন। এই সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দূরদূরান্ত হইতে আমির-ওমরাহ প্রভৃতি তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ৪২৩ হিজরীতে সুলতান আহমদ ফিরোজ শাহ্ তাঁহাকে পত্র দ্বারা আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া খাওয়ারাজেম অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে জয়হুন নদী অতিক্রম করিতে হইবে, শ্রবণ করিয়া আনোয়ারী বলখ নগরীতে উপনীত হইয়া সুলতান আহমদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র প্রেরণ করেন এবং তথায়ই অবস্থান করিতে থাকেন। কিন্তু বলখে তাঁহাকে বড়ই কষ্টে কালাতিপাত করিতে হয়। এই জন্য তিনি সুলতান আহমদকে একটি কাসিদা রচনা করিয়া পাঠাইয়া দেন। উহার কয়েকছত্র উদ্ধৃত করা গেল :

- این حال که در بلخ کنون دارم - از خوف پریشانی و گمراهی
ازین پیش اگر وهم و گمان بردے - آن مخطے کوته نظر شاهی

সুলতান আহম্মদ এই কাসিদা পাইবা মাত্র তাঁহাকে আনয়নের জন্য একজন বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট সভ্যাসদ তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি আনোয়ারীকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করেন। কিন্তু জয়হুন নদী দর্শনে আনোয়ারী অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। পথ প্রদর্শক নদীর মধ্যে নামিয়া এদিক ওদিক যাইয়া দেখাইলেন যে ভয়ের কোন কারণ নাই। আনোয়ারী সহস্র ভাবনা লইয়া নৌকায় উঠিলেন। ঘাটের পর পারে সম্রাট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। একটি বিশিষ্ট অশ্ব তাঁহার জন্য প্রস্তুত ছিল। সম্রাটের প্রতি উপযুক্ত ভব্য আচরণের দিক হইতে বিচার করিয়া তিনি আদৌ অশ্বারোহণে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু প্রেরিত লোকটির নির্বন্ধাতিশয্যে পরে অশ্বারোহণ করিলেন। পথেই তিনি একটি কাসিদা রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজদরবারে পৌঁছিয়া উহা পাঠ করিলেন :

حبذا بخت مساعد که سوے حضرت شاه
مروسی کرد و زهم داد پس از چندین گاه

সর্বাবিধ রচনার মধ্যে ব্যঙ্গ রচনায় আনোয়ারীর বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার ব্যঙ্গ রচনা হৃদয়গ্রাহী এবং তীক্ষ্ণ। ব্যঙ্গ রচনার জন্যই তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় দুর্বল ও তরল ছিল। যদি কেহ তাঁহাকে কষ্ট দিত তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিতেন। এই কুঅভ্যাসের ফলে তাঁহার সমসাময়িক লোককে তিনি শত্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন। লোকে সুলতান আলাউদ্দিন মালেকুজ্জমানকে বলিয়াছিল যে আনোয়ারী আপনার বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিয়াছে। এই জন্য তিনি মালেক তুতীকে পত্র লিখিয়াছেন "আনোয়ারীকে বন্দী করিয়া আমার এখানে পাঠাইয়া দাও।" মালেক তুতী তাঁহার সেক্রেটারী ও কবি ফখরুদ্দীন মরোজীকে আনোয়ারীকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতে বলেন। ফখরুদ্দীন এই নিমন্ত্রণের গুপ্ত রহস্য জানিতেন। মালেক তুতীর ভয়ে কিছু লিখিতে পারেন নাই। তিনি পত্রের সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত কবিতা লিখিয়া পাঠান ঃ

هی الدنیا تقول بملاء فیها - حذار حذار من بطشی و فتکی

আনোয়ারী বুঝিলেন নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন রহস্য জড়িত রহিয়াছে। সংবাদ লইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন ঃ

রাজদরবারে এই অনুরোধপত্র পৌঁছিল। সুলতান আলাউদ্দীন যখন এই বিষয় অবগত হইলেন তখন মালেক তুতীকে বলিলেন, "আনোয়ারীকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। ইহার পরিবর্তে তোমাকে এক হাজার ছাগল দেওয়া হইবে।" মালেক তুতী আনোয়ারীকে বলিলেন, "তোমার পরিবর্তে আমার হাজার ছাগল মিলিতেছে।" ইহা শুনিয়া আনোয়ারী বলিলেন, "আলাউদ্দীন আমাকে হাজার ছাগল মূল্যে ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু আপনি আমাকে বিনা কড়িতেও রাখিতে চাহিতেছেন না।" ইহা শুনিয়া মালেক তুতী সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজের দরবারেই রাখিয়া দিলেন।

আনোয়ারীর বিরোধী কবিরা নিজেরা বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিয়া আনোয়ারীর নামে রটাইয়া দিতেন। তিনি বলখে আসিলে কবি ফতুহী হেকিম সুজনীর অনুরোধে বলখ সম্বন্ধে একটি তীব্র ব্যঙ্গ কবিতা রচনা

করেন এবং আনোয়ারীর রচিত বলিয়া জনসমাজে প্রকাশ করেন। তাহার দুই ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

چار شهراست خراسان رابر چار طرف
که وسط شان به مسافت کم صد در صد نیست

বলখ অধিবাসীরা এই কবিতা শুনিয়া এতই রাগান্বিত হইয়াছিল যে তাহারা আনোয়ারীকে জোর করিয়া ধরিয়া কাঠের টুপি তৈয়ার করিয়া ও চাদর উড়াইয়া ও মুখে কালিচুন দিয়া তাঁহাকে প্রকাশ্য রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার ভাগ্যে ইহা অপেক্ষাও কঠোর কষ্ট ঘটিত, কিন্তু "মুকামাতে হারিরী'র লেখক হামিদুদ্দীন তাঁহাকে উদ্ধার করেন এবং তাঁহার প্রাণরক্ষা করে। অপর কয়েক ব্যক্তিও তাঁহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করেন।

ইহার ফলে আনোয়ারী সর্বপ্রকার নিন্দা হইতে বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং অনুশোচনা প্রকাশ করেন। তিনি নির্জন জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। সুলতান আলাউদ্দীন ঘোরী তাঁহাকে তাঁহার দরবারে যাইতে আহ্বান করেন কিন্তু তিনি তথায় যাইতে অস্বীকার করেন। তিনি নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি লিখিয়া পাঠান :

کلبه کاندر و به روز و به شب - جائے آرام و خوردوخواب من است

প্রশস্তিসূচক এবং ব্যঙ্গ কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গজল রচনাও পরিত্যাগ করেন। ইহার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন :

دی مرا عاشقکی گفت غزل می گوئی
گفتم از مدح و هجا دست بیفشا ندم هم

আনোয়ারী ৫৪৭ হিজরীতে বলখ নগরীতে দেহরক্ষা করেন। সুলতান আহ্মদ খুবরীয়ার পার্শ্বে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

কামাল ইসমাইল

কামাল ইসমাইল একজন প্রসিদ্ধ পারস্য কবি। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জামালউদ্দীন আবদুর রাজ্জাকও একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। আবদুর রাজ্জাকের দুই পুত্র ছিল। আবদুল করিম ও কামাল ইসমাইল। আবদুল করিম একজন ফকীহ্ ছিলেন। ইসমাইল একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। দায়াদী সূত্রে প্রাপ্ত কবিত্বশক্তির তিনি উত্তরাধিকারী হন। সত্যই তিনি প্রকৃত কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ইস্পাহানের সায়দীয়া রাজবংশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

তিনি কাসিদা রচনায় পটু ছিলেন। তিনি সায়াদীয়া বংশের সুলতানদের প্রশংসাগীতি রচনা করেন। এই সুলতানরা সাহিত্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি জালালুদ্দীন খাওয়ারাজ শাহেরও প্রশংসাগীতি রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হন নাই।

'বাহরাস্তানেসখনে' লিপিবদ্ধ আছে যে, সুলতান সঞ্জুর সেলজুকী গরজ-স্তান বিজয় করিয়া ইস্পাহানে প্রত্যাবর্তন করেন তখন কামাল ইসমাইল একটি কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন। এই কবিতার দুই ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

حجاب ظلم تو برداشتی زچہرہ عدل - نقاب کفر تو بکشادی ز رخ ایمان

সে যাহা হউক তিনি রাজদরবারের বিলাস বৈভবে বিরক্ত হইয়া বিখ্যাত সুফী শাহাবুদ্দীন সহরাওয়ার্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং সংসার ত্যাগ করেন। তিনি ধনী ও দানবীর ছিলেন। একবার দানগ্রহীতারা তাঁহার প্রতি কৃতঘ্নতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাহাতে তিনি ইস্পাহান নগরীর বাসিন্দাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া নিম্ন লিখিত ছত্র কয়েকটি রচনা করেন ঃ

اے خدا و ند هفت سیاره - بادشا ہے فرست خون خواره
تا درد کوه را چو دشت کند - جوئے خون اورد ز جو باره
عدد مردمان بیفزاید - هر یکے را کند بر صد پاره

হে সপ্ত আকাশের মালিক খোদা
তুমি পাঠাও রক্ত পিপাসু বর্বরকে
দর-ই-দশতের মত মরু প্রান্তরে
রক্ত নদী প্রবাহিত করিয়ে দিতে জু পারা হ'তে,
সেই বর্বর যেন এই শহরের
অধিবাসীবৃন্দকে শত শত টুকরায় পরিণত করে।

তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরাৎ সফলতা লাভ করিয়াছিল। ৬৩৫ হিজরীতে যখন বর্বর দিগ্বিজয়ী ওগতাইখান ইস্পাহানে পৌছেন তখন নগরের জনসাধারণকে কতল করিয়া ফেলে।

এই সময় কামাল ইসমাইল নগরের বাহিরে একটি কুটিরে বাস করিতেন প্রথমে মোঙ্গল সৈন্যরা তাঁহার উপর অত্যাচার করে নাই। সকলেই তাঁহাকে সম্মান, বিশ্বাস ও ভক্তি করিত। তাঁহার নিরাপত্তাদর্শনে প্রতিবেশীরা মূল্যবান জওহরত ও স্বর্ণ-রোপ্য তাঁহার নিকট জমা রাখে। তাঁহার গৃহে একটি ইন্দারা ছিল। তিনি ঐ সকল গচ্ছিত দ্রব্য ঐ ইন্দারার মধ্যে রাখিয়া দেন।

এই সময় একদিন এক মোঙ্গল নবীন সিপাহী পাখি শিকার করিতে তাঁহার খান্‌কায় আগমণ করেন। পাখি শিকারকালে তাহার ধনুকের আংটা জীরগর ঐ ইন্দারার মধ্যে পড়িয়া যায়। সিপাহীটা তাহা তুলিবার জন্য ইন্দারায় নামিয়া পড়ে। সেগুলি সে কূপ হইতে তুলিয়া উপরে আনে। লোভাতুর হইয়া তাহার ধারণা হয় আরও মূল্যবান অলঙ্কার ও নগদ টাকা পয়সা কামাল ইসমাইল মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছেন। সে তাঁহার উপর অত্যাচার শুরু করে। তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। কামাল ইসমাইল মৃত্যুকালে তাঁহার রক্ত দিয়া দেওয়ালের উপর নিম্ন লিখিত কবিতা লিখিয়া যান :

دل خون شد و شرط جانگدازی این است - در حضرت تو کمینه بازی این است
با این همه هیچ دم لمی باید زد - شاید که ترا بنده نوازی این است

'রিয়াজুস শোয়ারায়' অন্য আরও একটি রুবাই এই সময় কামাল ইসমাইল লিখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। রুবাইটি এই :

این کشته نگر کمال اسمعیل است ۔ قربان شد نش نه از ره بتمیل است
قربان توشد کمال اندر ره عشق - قربان شدن از کمال اسمعیل است

'ইদেবয়জা' নামক গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে যে, এই ঘটনা ৬২৬ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল।

কামাল ইসমাইল সত্যই প্রাচীন পারসিক কবিদের মধ্যে স্বীয় প্রতিভাবলে একটি বিশিষ্ট আসন দখল করিয়া আছেন। কবি হাফিজ, সিরাজী, কবি উরফী, কবি হাজীন, পণ্ডিত মহকুক, তুসী প্রভৃতি তাঁহার কাব্য প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কবি হাফিজের একটি কবিতায় পাওয়া যায় :

گر باد رت نمی شود از بنده.این حدیث - از گفته کمال دلیلے بیا ورم
گربرکنم دل از تو وبر دارم از تومهر - ان مهر بر که افگنم ودل کجا برم

খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তার

খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তারের প্রকৃত নাম মুহম্মদ। ফরিদুদ্দীন তাঁহার লকব। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা নিশাপুরের পুপগাঁ নামক গ্রামে বসবাস করিতেন। তাঁহার পিতা ইব্রাহিম বিন ইসহাক আতরের ব্যবসায় করিতেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার পিতার দেহরক্ষার পর তিনি তাঁহাদের ব্যবসায়ের অধিকতর উন্নতি সাধন করেন। "রিয়াজুল আরেফীন" গ্রন্থে উল্লেখ করিতে পাওয়া যায় যে নিশাপুরের সকল আতরের দোকান তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। "আখবারে তাজকেরা" গ্রন্থে একটি ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে ঃ এক দিবস খাজা ফরিদুদ্দীন স্বীয় দোকানে উপবেশন করিয়া আছেন, হঠাৎ এমন সময় তথায় জনৈক ফকির আসিয়া উপনীত হন। তিনি বহুক্ষণাবধি তাঁহার দোকানের আসবাবপত্রাদি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে খাজা সাহেব অতিশয় বিরক্ত হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করার অনুযোগ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতে চাহিলেন। তদুত্তরে সেই ফকির বলিলেন, 'আপনার বিষয়ে আপনি দৃষ্টি রাখুন। আমার এই গমন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না। আমি সত্বরই যাইতেছি।' এই কথা বলিয়া তিনি তথায়ই শায়িত হইলেন। খাজা সাহেব আসিয়া দেখেন তাঁহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনা তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দোকানের সমস্ত দ্রব্য চতুর্দিকে বিতরণ করিয়া ফকিরী অবলম্বন করিলেন।

মৌলানা শিবলী এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন যে দুঃখের বিষয়, জীবন চরিত রচয়িতারা আত্তারের রচনাবলী পাঠ করেন নাই। কেননা তাঁহার গ্রন্থ সমূহেই দেখিতে পাওয়া যায় সুফী দলভুক্ত হইবার পর, তিনি 'আসার' এবং 'আরেফীন' গ্রন্থ রচনা করেন। 'মসীবতনামা' এবং 'ইলাহীনামা' তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

مصیبت نامه کاندوه جهان است - الهی نامه کاسرار عیان است
به دارد خانه هر دو کردم آغاز - چه گویم زود رستم زین و آن باز

আত্তার শুধু একজন আতর ব্যবসায়ী ছিলেন তাহা নহে, প্রত্যুত তিনি একজন ভিষকও ছিলেন। তাঁহার ডাক্তারখানায় সৈনিক পাঁচশত রোগীর সমাগম হইত। খসরুনামায় তিনি লিখিতেছেন,

به دارد خانه پانصد شخص بودند - که در هر روز نبضم می نمودند
میان آن همه گفت و شنیدم - سخن را به ازین روے ندیدم

অন্যত্রও তিনি লিখিতেছেন,

بمن گفتاے بمعنی عالم افروز - چنین مشغول طب گشتی شب و روز
سه سال است این زمان تالب به بستی - به زهد خشک در کنجے نشستی

প্রকৃত ব্যাপার এই যে তিনি আশৈশব বৈরাগ্যপ্রিয় ছিলেন। তিনি দীনবন্ধু ছিলেন। তিনি তদীয় পিতার শিষ্য কুতুবুদ্দিন হায়দরের শিষ্য ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত রাজদূত ছিলেন এবং ৫৯৭ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তখন আত্তারের বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। আত্তার বাল্যকালেই সুফী সাধনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন (দৌলতশাহ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নাই। এই জন্যই তিনি ডাক্তারখানা ও আতরখানার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক এবং বৈরাগ্য চর্চা করিতেন। ঈদৃশাবস্থায়ই তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। সম্ভবতঃ কালক্রমে যখন বৈরাগ্যের ইচ্ছা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তখন তিনি সংসারের অপরাপর সমস্ত দ্রব্যের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করেন। এই সময়েই পূর্বোক্ত ফকিরের ঘটনা অগ্নিতে ঘৃতসংযোগের ন্যায় সংঘটিত হয়। তাঁহার রচনাবলী হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করেন (সিয়রুল আজম, পৃঃ ১০ দ্রষ্টব্য)।

আত্তার বহু সুফী পীরের সঙ্গ লাভ করেন। দৌলতখান লিখিয়াছেন যে তিনি মজীদুদ্দীন বাগদাদীর নিকট হইতে খেরকা গ্রহণ করেন। মজীদুদ্দীন বাগদাদী কুতুবুদ্দীন খাওয়ারেজম শাহের বিশিষ্ট চিকিৎসক

ছিলেন। এই সময়ই মহামারী মঙ্গলেরা শানিত কৃপাণ হস্তে ধরায় অবতীর্ণ হইল। তখন আত্তার নিশাপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। নিশাপুর ধ্বংসের সময় একজন মোগল সৈন্য আত্তারকে হত্যা করিতে চাহে। অপর একজন মোগল সেনা তাঁহাকে এক হাজার মুদ্রায় ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে। তাহাতে খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তার বলেন যে তাঁহার মূল্য তদপেক্ষা অধিক। কতক্ষণ পরে অন্য একজন মোগল সৈন্য আসিয়া বলিল, 'একভার ঘাসের পরিবর্তে ইহাকে আমাকে দাও।' ইহা শুনিয়া খাজা সাহেব বলিলেন, 'ইহা অপেক্ষা কমই আমার মূল্য, ইহার নিকট বিক্রয় কর।' যে মোগল সৈন্যটি তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল, সে ভাবিল, খাজা সাহেব তাহার সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন। ইহাতে সে নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। হত্যাকালে সে জানিতে পারিল না কাহাকে হত্যা করিল। কিন্তু পরে যখন তাঁহার স্বরূপ অবগত হইল, তৎক্ষণাৎ সে ফকিরী অবলম্বন করিল, এবং খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তারের মকবরার খাদেম হইল। আজীবন সে সেইস্থান পরিত্যাগ করে নাই।

আত্তার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন ঃ

১। আসরার নামা ২। ইলাহী নামা ৩। মসীবত নামা ৪। জওহারলজ্জাত ৫। হায়দর নামা ৬। গুল ও হরমুজ ৭। ওসীয়ত নামা ৮। মন্তেকুত্তায়ের ৯। বুলবুল নামা ১০। সিয়াহ নামা ১১। শতর নামা ১২। মুখতার নামা ১৩। তাজকেরাতুল আউলিয়া।

ইরাকী

ফখরুদ্দীন ইব্রাহিম ইলখানী বংশের রাজত্বকালের শেষদিকে হামাদানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৮৮ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কবি নাম ইরাকী। কবি জামী প্রণীত 'নহফাতুল উনস' (Edited Nassaru Lees, Calcutta 1848 pp. 700-704 এবং হুসেন মির্জা বায়কারা প্রণীত 'মজালিস্থল উশ্শাক' নামক গ্রন্থদ্বয়ে ইরাকীর জীবন বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তিনি বাল্যকালেই সমগ্র কোরআন শরীফ হেফ্জ করেন। তিনি মধুর স্বরে এবং সঠিকভাবে কোরআন শরীফ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়সে হামাদানে একদল কলন্দরের সংস্পর্শে আসেন। এইদলে একটি অনিন্দ্যসুন্দর যুবক ছিলেন। এই যুবকের সৌন্দর্যাভিভূত হইয়া তিনি এই কলন্দরের দলে যোগদান করেন এবং ভারতবর্ষে আগমন করেন। মুলতানে পৌঁছিয়া তিনি শেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার একটি কবিতা পাওয়া যায় :

پرسی اگر از جہان کیست امام الانام - نشوی از اسمان جز زکریا جواب

যদি এই দুনিয়ায় জিজ্ঞাসা কর, "কে মানুষের পথ প্রদর্শক" ?
আসমান হইতে তুমি এই উত্তরই পাইবে "জাকারিয়া।"

মুলতানে পৌঁছিবার পর তিনি 'চিল্লা' গ্রহণ করেন অর্থাৎ চল্লিশ দিবসে নির্জনে বাস ও ধ্যান করিতে লিপ্ত হন। দশম দিবসে তাঁহার অন্যান্য শিষ্য আসিয়া তাঁহাদের পীর শেখ বাহাউদ্দীনের নিকট নালিশ করিলেন যে "ইরাকী নীরবে জেকর করার পরিবর্তে স্বরচিত একটি গজল গান করিতেছেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, এই গজল শহরের অসংখ্য

লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিতেছে।” ইরাকীর এই গজলটির এক অংশ উদ্ধৃত হইল :

نخستین باده اندر جام کردند - ز چشم مست ساقی وام کردند
چو با خود یافتند اهل طرب را - شراب بیخودی در جام کردند
لب میگون جانان جام در داد - شراب عاشقانش نام کردند
سر زلف بتان ارام نگرفت - ز بس دلها که ابے ارام کردند
بمجلس نیک و بدا جای داند - بجامی کار خاص و عام کردند

“মদিরা যাহা দিয়া প্রথম পেয়ালা পূর্ণ হইয়াছিল,
সাকীর মোহন অাঁখি হইতে তাহা করজ লওয়া হইয়াছিল।
মত্ত মাতালের দল আত্ম বিহ্বল হইয়া,
বেখুদীর শরাব পেয়ালা ভরিয়া বিতরণ করিল।
প্রেম পেয়ালা প্রিয়তমের রঙ্গীন ঠোঁট
আর তাহার নাম হইল প্রেম মদিরা।
প্রেমিক তন্বীসাকী সুন্দর ও দীর্ঘ অলক গুচ্ছের নাই বিশ্রাম,
কেননা অসংখ্য হৃদয়বানের হৃদয় করিতেছে বিরান।
আমাদের মজলিসে খারাপ ও ভাল লোকের স্থান রহিয়াছে,
এবং এক পেয়ালা পরিবেশন করিয়া সকলকে করিল অসম্বত।”

এই গজলের শেষ চরণ শুনিয়া শেখ বাহাউদ্দীন বলিলেন, তাহার কর্মত খতম। তৎপর ইরাকীর হুজরায় গিয়া তাহাকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কি পানশালায় আনন্দ করিতে চাও? তবে বাহির হইয়া আইস।” সুতরাং ইরাকী হুজরার বাহিরে আসিয়া তাঁহার কদমবুচি করিলেন, শেখ বাহাউদ্দীন তাঁহাকে উঠাইয়া স্বীয় খিরকা পরাইয়া দিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ইরাকীর সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। স্ত্রীর গর্ভে কবীর উদ্দীনের জন্ম হয়।

এইভাবে পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে শেখ বাহাউদ্দীন দেহরক্ষা করেন এবং ইরাকীকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করিয়া

যান। ইহাতে অন্যান্য দরবেশরা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজদরবারে তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। ইহাতে ইরাকী বিরক্ত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া মক্কা মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করেন। তৎপর তিনি এশিয়া মাইনরে গমন করেন। তিনি কুনিয়া শহরে শেখ সদরুদ্দীনের বক্তৃতায় যোগদান করেন। তিনি এই বক্তৃতা দিতেন শেখ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর 'কসূস' অবলম্বনে। এইস্থানেই ইরাকী তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'লামায়াৎ' রচনা করিয়া শেখ সদরু-দ্দীনের নিকট পেশ করেন ও তাঁহার অনুমোদন লাভ করেন। কথিত আছে মইনুল পরওয়ানা ইরাকীর একজন ভক্ত শিষ্য ছিলেন এবং কবির জন্য তুকাতে একটি খানকা তৈয়ারী করিয়া দেন। তাঁহার শিষ্যের মৃত্যুর পর তিনি মিশরে গমন করেন এবং তাঁহাদের সুলতান ও তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। ইহার পর তিনি সিরিয়া প্রদেশে গমন করেন এবং এই স্থানেও তিনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। এই স্থানেই তাঁহার পুত্র কবীরুদ্দীন ভারত হইতে আগমন করিয়া মিলিত হন। দামেস্কে ১২৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সালেনিয়া কবরস্থানে তাঁহাকে বিখ্যাত মরমী ও দার্শনিক শেখ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

[সৌভাগ্যক্রমে ইরাকী ও ইবনুল আরাবীর কবর জিয়ারত করিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে।]

শেখ সাদী

মসলেহ্উদ্দীন তাঁহার নাম এবং 'সাদী' তাঁহার কবি উপাধি। তাঁহার পিতা শিরাজের বাদশাহ্ আতাবক সাদ বেন জঙ্গীর সেক্রেটারী ছিলেন; এই জন্যই তিনি 'সাদী' কবি উপাধি গ্রহণ করেন।

সাদীর জন্ম বৎসর সঠিকভাবে জানিতে পারা যায় না; তবে তাঁহার তিরোধানের বৎসর হইতে গণনা করিয়া উহা ৬৯১ হিজরী বলিয়া জানা যায়। ইরানী কবি-চরিতকারেরা তাঁহার বয়স ১০২ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই হিসাবানুযায়ী তাঁহার জন্ম ৫৮৯ হিজরী সনে হয়। শেখ সাদী স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি আবুল ফরাজ ইবন জৌজীর শিষ্য। তিনি যখন বাগদাদে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন, ইহা সম্ভবতঃ তখনকার কথা। ইবন জৌজী ৫৯৭ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। শেখ সাদীর জন্ম বৎসর ৫৮৯ হিজরী বলিয়া ধরা হইলে ইবন জৌজীর মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স নয় বৎসর মাত্র ছিল। ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা তাঁহার বয়স ১২০ বৎসর লিখিয়াছেন। এই বয়ঃক্রম সত্য হইলে উপরোক্ত জন্ম সন ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আরো কতকগুলি জটিল ব্যাপার আসিয়া পড়ে। শেখ সাদী তাঁহার 'গুলিস্তাঁ' কাব্যের এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে, যখন সুলতান মাহমুদ খাওয়ারেজমশাহ খাতার সহিত সন্ধি করেন তখন তিনি (সাদী) কাশগড়ে ছিলেন। সুলতান মাহমুদ ৫৮৯ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং এই হিসাব অনুযায়ী তখন (সাদীর) বয়ক্রম ১৮ বৎসর হয়। কিন্তু নানা ঘটনা ও সময় বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কাব্যচর্চা ব্যাপারে তিনি সে সময় যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন; কাজেই তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর হওয়াই সম্ভব।

যদিও তাহার বাল্যজীবনের ইতিহাস কোন ঐতিহাসিকই লিপিবদ্ধ করেন নাই, তবুও তাঁহার নিজের রচনা হইতে তাঁহার বাল্যজীবনের মধুর



শেখ সাদী

বিবরণী অবগত হইতে পারা যায়। বাল্যকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লিখিবার জন্য একখানি 'তখতি' এবং আঙ্গুলে পরার জন্য একটি সোনার অঙ্গুরী কিনিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে তাঁহার বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল, কেননা জনৈক মিষ্টি বিক্রেতা মিঠাই দিয়া ভুলাইয়া তাঁহার অঙ্গুরীটি লইয়া যায়। তিনি স্বয়ং লিখিতেছেন :

ز عهد پدر یاد دارم بسے - که باراں رحمت بر و هر دمے
که در طفلیم لوح دفتر خرید - ز بهرم یکے خاتم زر خرید
بدر کرد ناگه یکے مشتری - بشیرینی از دستم انگشتری

তাঁহার পিতা তাঁহাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার শিক্ষার জন্য সর্বদা তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। একবার ঈদের মাঠে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন ; তাঁহার হাতে বস্ত্রের প্রান্ত ধরিতে দিয়াছিলেন যেন তিনি পৃথক হইয়া না পড়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পথিমধ্যে সাদী ক্রীড়ারত বালকদিগকে দেখিয়া পিতার বসনের হস্তধৃত অগ্রভাগ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হন, এবং পিতার সঙ্গ হইতে দূরে সরিয়া পড়েন, পরে ভিড়ের মধ্যে পিতার সন্ধান না পাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেখিতে পান। তাঁহার কান মলিয়া দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'গাধা তোকে না বলেছিলুম কাপড় ছাড়িস না ?' অনুরূপ ঘটনা অনেক বালকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু নিম্ন উদ্ধৃত কবিতার ন্যায় কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

تو هم طفل راهی به سعی اے فقیر - برو دامن پیر دانا بگیر

তাঁহার পিতা তাঁহার শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লইতেন। তাঁহার ভুল হইলে তাঁহাকে তজ্জন্য শাস্তি দিতেন। একবার তিনি তাঁহার পিতার সহিত সমস্ত রজনী জাগরণ করেন এবং কোরআন শরীফ পাঠে অতিবাহিত করেন। গৃহের অপরাপর সকলে নিদ্রায় বিভোর ছিল। ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখছেন, এই সকল লোক কেমন সংজ্ঞাহীন হয়ে শয়ন করে রয়েছে। কারো এতটুকু সৌভাগ্যও

হচ্ছে না যে, উঠে তুই রেকত নামাজ পড়ে।" পিতা তদুত্তরে বলিলেন, "তুমি যদি শুয়ে থাকতে তবে ভালোই হতো ; তাহলে পরচর্চা হতে বিরত থাকতে।" পিতার প্রভাবেই তিনি বাল্যকাল হইতে ধর্মনিষ্ঠ হন।

বাল্যকালে যখন তিনি ওজু করিতে পর্যন্ত জানিতেন না, সে সময়েই পাড়ার একজন মৌলভী সাহেবের নিকট নামাজ-পাঠ শিখিতে থাকেন। মৌলভী সাহেব রোজা ও নামাজের সকল আচারাদি শিখাইয়া বলেন যে, রোজার সময় দ্বিপ্রহরের পরে মোছায়াক করা অনুচিত। তৎপরে তিনি বলেন, "এই সকল অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্বন্ধে আমার অপেক্ষা অপর কেহ উত্তমরূপে অবগত নহে।" গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ইহা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন :

که مسواک در روزه گفتی خطا است - بنی آدم مرده خوردن روا است

অর্থাৎ, স্বয়ং বলিতেছ যে রোজার দিনে মেছওয়াক করা অনুমতি। অথচ তুমি স্বয় নরমাংস ভক্ষণ (অর্থাৎ পরনিন্দা) করিতেছ?

শেখ সাদীর পিতা তাঁহার শৈশবেই পরলোক গমন করেন। তিনি শৈশবে সৌভাগ্যের ক্রোড়ে পরম সুখে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, পিতৃ-বিয়োগের ফলে তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। ইহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত কবিতা হইতে সুন্দররূপে বুঝা যাইবে :

من آنگه سر تا جور داشتم - که سر در کنار پدر داشتم
اگر بر وجودم نشستی مگس - پریشان شدی خاطر چند کس
کنون دشمنان گر برندم اسیر - نباشد کس از دوستانم نصیر
مرا باشد از درد طفلان خبر - که در طفلی از سر برفتم پدر

কিন্তু সাদীর মাতা সাদীর মধ্য বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ; তাঁহার নিকট হইতেও তিনি জীবনোপযোগী পাথেয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'গুলিস্তাঁ'য় তিনি লিখিয়াছেন :

وقتے از جهل جوانی بانگ بر مادر زدم - دل آزرده بکنجے نشست
وگریان همیگفت مگر خوردی فراموش کردی که درشتی میکنی (باب ششم)

তৎকালে শিরাজ নগরীতে বিদ্যা শিক্ষার সর্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, অসংখ্য মৌলভী, মৌলানা এবং ছাত্র যথাক্রমে শিক্ষাদান ও গ্রহণে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা ছাড়া মুজাফফর উদ্দীন তকলাহ বিন জঙ্গী অল মাতোয়াফী (হিজরী ৫৯১) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনও ছিল। তৎসত্ত্বেও সেকালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য দূর দেশে গমন এবং বিখ্যাত বিদ্যালয় সমূহে যোগদান উন্নতি লাভের পরিপোষক বলিয়া বিবেচিত হইত। সে-যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত মাদ্রাসা ছিল—যাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বলা যাইতে পারে—নিজামিয়া মাদ্রাসা। শেখ সাদী উক্ত নিজামিয়া মাদ্রাসায় বিদ্যাভ্যাস করেন। প্রচলিত প্রথানুযায়ী তিনি বিদ্যালয় হইতে কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাইতেন। ইহা সম্যকভাবে জানা যায় না যে, তিনি কোন্ কোন্ শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। এই সময়ে তিনি ইবনে জৌজীর শিষ্য ছিলেন। ইবনে জৌজী বাগদাদে অবস্থান করিতেন। শেখ সাদী নিজামিয়ায় হাদিস শাস্ত্র অধ্যায়ন করিতেন। কেহ কেহ বলেন যে, শেখ ইবনে জৌজীর নিকট হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (জামিয়ে তাওয়ারিখ পৃঃ ৩০০ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাদ্রাসায় শিক্ষকবর্গের তালিকায় ইবনে জৌজীর নাম পাওয়া যায় না। ইবনে জৌজী নিঃসন্দেহে বাগদাদে হাদিস শিক্ষা দিতেন, তবে তিনি নিজ ভবনেই শিক্ষা দিতেন ; নিজামিয়া মাদ্রাসার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইবনে জৌজীর প্রভাব শেখ সাদীর উপর আদৌ প্রতিফলিত হয় নাই। ইবনে জৌজী একজন বিশিষ্ট ও নিষ্ঠাবান হাদিসবেত্তা ছিলেন। 'দুর্বল' এবং 'সংশয়যুক্ত' হাদিস তিনি আদৌ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শেখ সাদী তাঁহার গ্রন্থে যে সকল হাদিস উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি 'ছহিহ্' নহে। (সিয়রুল আজম ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৩ দেখুন)।

শেখ সাদী যখন ছাত্র ছিলেন, তখন পারস্যের আতাবক বংশীয় সাদ বিন জঙ্গী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অতিশয় ন্যায় বিচারক এবং পরাক্রমশালী শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু কি কারণে শেখ সাদী সুখে ও

শান্তিতে শিরাজ নগরীতে কালাতিপাত করিতে পারেন নাই, তাহা আদৌ অবগত হইতে পারা যায় না। শেখ সাদী স্বয়ং লিখিয়াছেন :

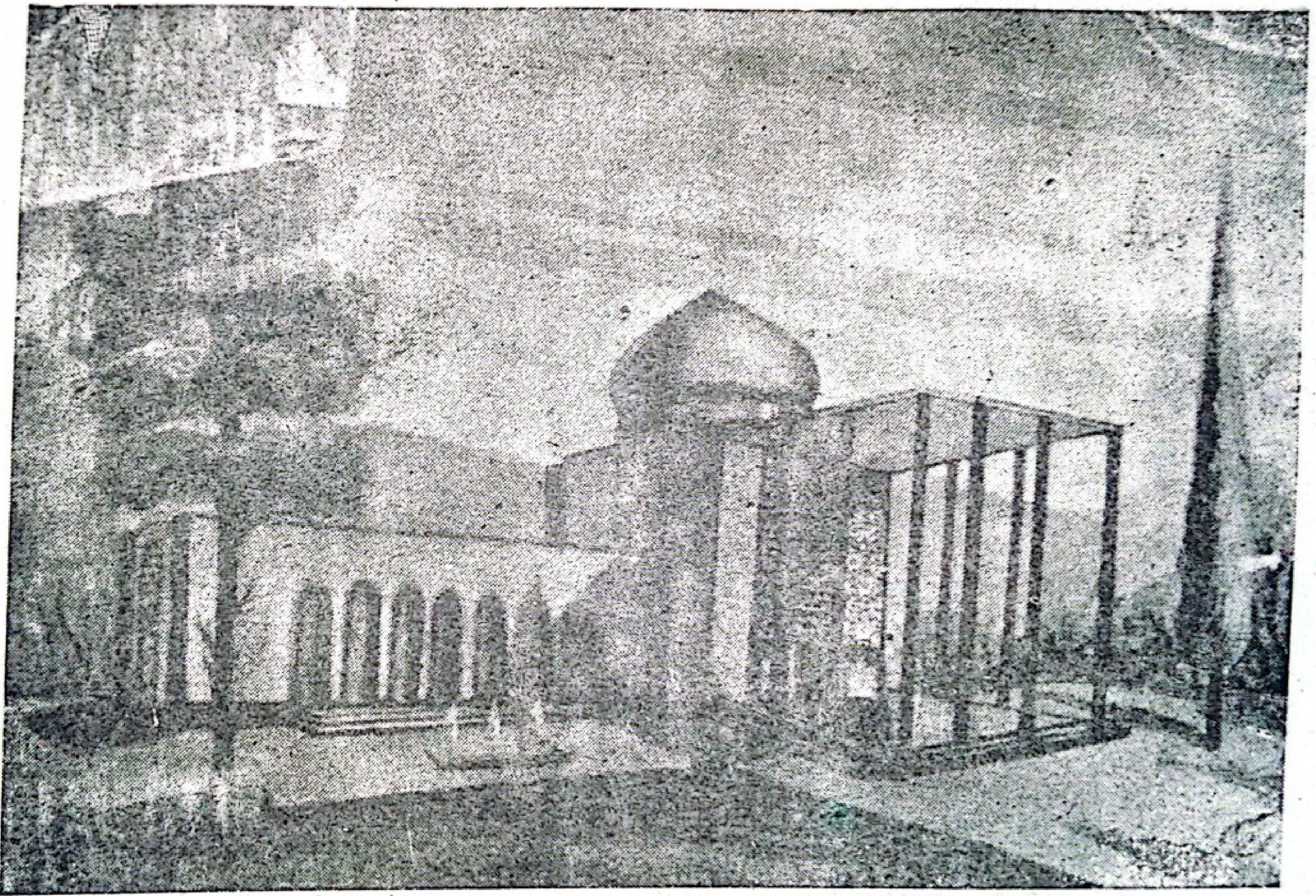
سعدیا ! حب وطن گرچه حدیثی است صحیح
نتوان مرد به سختی که من آن جازادم

শেখ সাদী বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। সফরে তিনি সুদীর্ঘ বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। শেখ সাদী একাধারে কবি, সুফী, ফকিহ, বাগ্মী ও সৌন্দর্য রসিক ছিলেন। তিনি বিপুলা বসুন্ধরার বিচিত্র সৌন্দর্য সম্ভারে আনন্দবোধ করিতেন। তিনি কখনো হজ্জ উদযাপনের জন্য দুস্তর মরুভূমি পরিভ্রমণ করিতেন, কখনও বা নির্জন ও ভয়াবহ পার্বত্য প্রদেশের সুদীর্ঘ বন্ধুর ও উত্তুঙ্গ পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেন। তিনি বহু সময় প্রান্তরের উপরেই শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। রিপুর লাঞ্ছনার জন্য বয়তুল মোকাদ্দেসে স্কন্ধোপরি পানির মশক লইয়া ঘুরিয়াছেন। কোনো সাধু পুরুষের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া শত শত মাইল পথ পর্যটন করিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য রুমে গিয়াছেন।

একবার তিনি লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বয়তুল মোকাদ্দেসের নিকটবর্তী মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে খ্রীস্টানেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া পরিখা কাটিতে নিযুক্ত করে। ইহাতে তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখে আপতিত হন। ঘটনাক্রমে তাহার একজন পুরাতন বন্ধু তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে শেখ সাদী বলেন :

همی گریختم از مردمان بکوه و به دشت
که از خدای نبودم به دیگری پرداخت
قیاس کن که چه حالت بود درین ساعت
که طویله نامردمم بباید ساخت

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গ পরিহার করিয়া ফিরিতেছিল যদি সে পশুর মধ্যে বন্দী হয় তবে তাহার কি অবস্থা?



শেখ সাদীর মক্‌বরা

তাঁহার বন্ধু সহৃদয়তা বশতঃ উপযুক্ত অর্থ দ্বারা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আপনার সঙ্গে আলেপ্পো লইয়া আসেন এবং একশত স্বুবর্ণ আশরফী তাঁহার বিবাহের দেনমহর ধার্য করিয়া স্বীয় নন্দিনীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে তাঁহাকে আবদ্ধ করেন। দুঃখের বিষয়, বন্ধু নন্দিনী নিরতিশয় মুখরা ও মন্দভাষিণী ছিলেন ; শেখ সাদীর সঙ্গে তিনি অহরহ কলহ করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "তুমি কি পূর্ব জীবনের কথা ভুলিয়া যাইতেছ, তুমি তো সেই লোক যাহাকে আমার পিতা দশটি রৌপ্য দিনার দিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন ?" শেখ সাদী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "হাঁ, তিনি দশ দিনারে মুক্ত করিয়া একশত আশরফী দিয়া পুনর্বার বন্দী করিয়াছেন।"

শেখ সাদীর তসাউফ সাধনার মন্ত্রদাতা শাহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর (হিজরী ৬২০) সঙ্গে দেশ ভ্রমণ কালে নদীপথে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাঁহার নিকট হইতে নফস দমনের পন্থা শিক্ষা করেন। তিনি স্বয়ং লিখিতেছেন :

مرا پیر دانائے فرخ شهاب - دو اندرز فرمود بر روے آب
یکے آنکه بر خویش خود بین مباش - دیگر آنکه بر غیر بد بین مباش

একবার তিনি বায়লবাকের জুমা মসজিদে বক্তৃতা দিতে দিতে نحن اقرب اليه من حبل الوريد এর অর্থ ব্যাখা করিতেছিলেন। কিন্তু কাহারও উপর উহা কার্যকরী হইতেছিল না। শেষে তিনি তাঁহার রচিত এই কবিতাটি পাঠ করেন :

دوست نزدیک تر از من به است - وین عجب تر که من ازوے دورم
چکنم باکه توان گفت که او - در کنار من و من مهجورم

ঘটনাচক্রে তথায় একজন হৃদয়বান ব্যক্তি আসিয়া সভায় যোগদান করেন। তিনি উত্তেজনা সূচক আওয়াজ করেন। ফলে সমস্ত জন-মণ্ডলীর মধ্যে প্রাণের আগুনজ্বলিয়া উঠিল। শেখ সাদীর মুখ হইতে হঠাৎ নির্গত হইল :

دوران بابصر نزدیک و نزدیکان بے بصر دور

অন্য এক সময় তিনি ছিন্ন ও জীর্ণ বসন পরিধান করিয়া কাজীর দরবারে গমন করেন এবং উচ্চাসনের উপর যাইয়া উপবেশন করেন, কাজী সাহেব ইহা বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। দরবারের সুপারেন্টেনডেন্ট তাঁহার নিকট আসিয়া নিম্নলিখিত কবিতার দুই ছত্র পাঠ করেন :

ندانی که بر تر مقام تو نیست - فروتر نشین' یا برو' یا بایست

ফলে বেচারা সাদী তথা হইতে উঠিয়া নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফেকার কোন মসলা সম্বন্ধে ভীষণ তর্ক আরম্ভ হইল, চারিদিকে গণ্ডগোল হইতে লাগিল। কিন্তু কেহই সেই প্রশ্নের সমাধান করিতে সক্ষম হইলেন না, সকলেই নিরুত্তর রহিলেন। সাদী স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া নিম্ন আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন :

که برهان قوی باید و معنوی - نه ر گهاے گر دن به حجت قوی

সকলের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি চমৎকারভাবে সেই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিলেন। সকলেই তাঁহার উত্তর সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন, এমন কি স্বয়ং কাজী সাহেব আপন আসন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া পুরস্কার স্বরূপ আপনার শিরস্ত্রাণ তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিলেন।



মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমী

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী

"Man may come and man may go
But I go no for ever."

ইহাই হইতেছে প্রেমের চিরন্তন শাশ্বত বাণী। জগতের বিবিধ প্রকার পরিবর্তন সাধিত হইতেছে ; একের পর অন্য আসিতেছে, কিন্তু প্রেম সেই চিরপুরাতন পোশাক লইয়াই সকলকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমের সেই চিরক্রন্দন ও মিলন খেলা চলিতেছে।

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী প্রেমিক কবি। খোদাতায়ালার জন্য যে বিরহ বেদনা তাঁহার প্রাণে বাজিয়াছে, তাহাই তাঁহার অতুলনীয় "মসনভীতে" রূপ পাইয়াছে। তাঁহার ব্যাকুল বাঁশরী সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ "মসনভীর" প্রথমেই গাহিয়াছেন ঃ

"বশনো আজ নায় চুঁ হেকায়েত মি কুনাদ,
ও আজ জুদাইহা শেকায়েত মি কুনাদ।
কে আজ নিস্তান তা যরা ববুরিদা আন্দ,
আজ নফিরম্ মর্দ ও জন্ নালিদা আন্দ।
সিনা খাহাম্ শরহে শরহে আজ ফারাক্,
তা বগোয়ম্ শরহে দরদে ইস্তিয়াক।
হর কাসে কে দুর মানদ আজ আস্‌লে খেশ,
বাজ গুয়েদ্ রোজগারে ওস্‌লে খেশ।
মান বহরে জমিয়েত নালা শোদাম।
জোফ্‌তে খোশ হালাঁ ও বদ হালাঁ শোদাম।

সেররে মান্ আজ নালায়ে মান দূর নিস্ত,
লায়েক চশ্‌ম ও গোশ্‌রা অাঁ নূর নিস্ত।
তন্ যে জান্ জান্ যে তন্ মস্তুর নিস্ত,
লায়েক কাস্‌রা দিদ জাঁ দস্তুর নিস্ত।"

Hearken to the reed flute how it discourses when complaining of the pains of Separation.—Even since they tore me from my osier bed, My Plaintive notes have moved men and
women to tears.

I burst my breast striving to give ven to sighs,
And to express the pangs for my yearning
for my home.
He who abides for away from his home
Is ever longing for the day he shall return.
My wailing is heard in every throng,
In concert with them that rejoice and
them that weep.
Each interprets my notes in harmony with
his own feelings.
But not one fathoms the secrets of my heart.
My Secrets are not alien from my plaintive notes,
Yet they are not manifest to sensual ear.
Body is not veiled from soul, neither soul
from body,
Yet no man hath ever seen a soul.*

(২)

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর পিতার নাম বাহাউদ্দীন। তাঁহাদের আদিম বাসস্থান বল্‌খ শহরে ছিল। তাঁহার পিতা অত্যন্ত বিদ্বান, শক্তিশালী বক্তা এবং অসামান্য ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। সম্রাট হইতেও তাঁহার প্রসিদ্ধি ও

* The Masnavi by E. H. Whinfield. M. A.; I.C.S.

প্রতিপত্তি বিশী ছিল। (১) তাঁহার চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াই বলখেশ্বর তাঁহার একমাত্র কন্যারত্নের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। (২) তিনি ইসলামে নূতন প্রথার (=বেদায়াত) সহিত আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; এইজন্য তৎকালীন ভণ্ড "ওলামা" (=মুসলমান শাস্ত্রবিদ্) গণের নিকট প্রিয় ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন। সম্রাটকে তিনি কিছুমাত্র ভয় করিতেন না, এমন কি ইসলাম বিরুদ্ধ কোন কাজ করিলে তাঁহারও রক্ষা ছিল না। এই সব নানাবিধ কারণে বল্খ-সম্রাট তাঁহাকে ছলে-ছুতায় রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। তাঁহার শহর পরিত্যাগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া দলে দলে লোক তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া নিরস্ত করেন এবং মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু ও স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া যাত্রা করেন। (৩)

এশিয়া মাইনরে আসার পথে তৎকালীন বিখ্যাত সুফী ও কবি ফরিদউদ্দীন আত্তারের সহিত নিশাপুরে বাহাউদ্দীন সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সময় জালালউদ্দীনের বয়স ছয় বৎসর ছিল। (৪) কবি আত্তার অন্তর্দৃষ্টি বলে জালালউদ্দীন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "এই বালক একজন মহাপুরুষ হইবে।" (৫) উত্তরকালে যে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ করিবারও কোন কারণ নাই। সুফী আত্তার তাঁহার বিখ্যাত "আসরার-নামা" বালককে স্নেহাশীষ উপহার দিয়াছিলেনন। (৬)

---

(১) Encyclopaedia Britannica (11th. Edition) P. 850. Masnavi by E. H. Whinfield. P. XII.
(২) Masnavi by Sir James Redhouse. P. VIII.
(৩) Diwan-i-Shams-i-Tabriz by R. A. Nicholson. P. XVI.
(৪) Vide Suwanehi Mowlana Rum. by Prof. Shibli Noamani. P.
(৫) Vide Literary History of Persia, Vol. II. by Prof. E. G. Browne. P. 515. Rumi by F. H. Davis. P. 34.
(৬) Ibid.

১২১২ খ্রীস্টাব্দে বাহাউদ্দীন এশিয়ামাইনরে কিছুদিন অবস্থান করেন। মালটায় কিছুদিন বাস করিবার পর তিনি আর্মেনিয়ার আরজিনগাঁতে অবস্থান করেন। এশিয়া মাইনরের লরান্দা কলেজের অধ্যক্ষ হইবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ আসিলে তিনি লরান্দায় চলিয়া যান। (৭)

মৌলানা বাহাউদ্দীন নিশাপুর পরিত্যাগ করিয়া বাগদাদে চলিয়া আসেন। এইখানে পৌঁছিইয়া চেঙ্গিসখান কর্তৃক বল্‌খ ধ্বংসের খবর শুনিতে পান (৬০৮ হিঃ); (৮) এবং বাগদাদে কিছুকাল অবস্থান করেন। বাগদাদের সমস্ত আমির ওমরাহ্, আলেম ফাজেল (=বিদ্বানমণ্ডলী) তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে মারেফাত (=তত্ত্বজ্ঞান) বিষয়ক আলোচনা শুনিতেন।

ঘটনাক্রমে রুমের (=Iconium) সোলতান প্রেরিত দুইজন লোক মৌলানা সাহেবের এই আলোচনায় গোপনে যোগদান করিয়াছিল। তাহারা দেশে যাইয়া সম্রাটকে সমস্ত খুলিয়া বলিলে তিনি মনে মনে মুরিদ (=শিষ্য) হইয়া গেলেন (৯) এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। শেখ বাহাউদ্দীন বাগদাদ হইতে হেজাজ, হেজাজ হইতে শাম হইয়া জন্‌জানে আসেন। জন্‌জান হইতে আক্ শহরে আগমন করেন। এই স্থানে সম্রাট ফখরউদ্দীনের স্ত্রী তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও অতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। এইস্থানে তিনি পূর্ণ এক বৎসর কাল থাকেন। জন্‌জান হইতে মৌলানা লরান্দায় চলিয়া আসেন। এই সময় মৌলানা রুমীর বয়স ১৮ বসর* হইয়াছিল। এই বৎসরই

(৭) Encyclopaedia Britannica P. 850.

(৮) Vide Masnavi by E. H., Whinfield pp. XXXIX—XI, Diwan-i-Shames-i-Tabriz by R.A.Nicholson. P. XVII.

(৯) Vide Sawanchi Mowlana Rum. by Prof. Shibli-Nomani, P. 5.

*অধ্যাপক শিব্‌লী নোমানী মৌলানার বয়স ১০ বৎসর বলিয়াছেন; কিন্তু অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন সাহেব ২১ বৎসর লিখিয়াছেন। Vide Literary History of Persia. vol. II by. E. G. Browne, P. 515.

বাহাউদ্দীন সমরখন্দবাসী লাল সফরউদ্দীনের কন্যা জওহর খাতুনের সহিত তাঁহার পুত্র মৌলনা রুমীর পরিণয় কার্য সমাধা করেন। মৌলানা রুমীর পুত্র সোলতান ওয়ালেদ এইখানেই ৬২৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর কারী খাতুন নাম্নী মহিলাকে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। (১০) সম্রাট কারকোবাদের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া বাহাউদ্দীন কুনিয়ায় চলিয়া আসেন। কায়কোবাদ তাঁহার আগমনসংবাদ শুনিয়া সমস্ত পারিষদসহ অগ্রসর হইয়া শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে শহরে লইয়া আসেন। শহরের নিকটবর্তী হইয়া কায়কোবাদ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে তাঁহার রেকাবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থানের জন্য সম্রাট এক জাকজমকশীল প্রাসাদোনম অট্টালিকা এবং সমস্ত আবশ্যক দ্রব্য দিয়াছিলেন। (১১) ৬২৮ হিজরীতে ১৮ই রবিয়স্‌সানী জুমার দিন তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৩)

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী ৬০৪ হিজরীতে বল্‌খ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। সই'য়দ বোরহানউদ্দীন মৌলানা রুমীর উস্তাদ। রুমী তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বিষয় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮ কি ১৯ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার পিতার সহিত কুনিয়ায় চলিয়া আসেন। যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর। উচ্চ শিক্ষালাভের আশায় শামদেশে যান। (১২)

---

(১০) Vide Diwan-i-Shamsi Tabriz. by R. A. Nicholson P. XVI.

(১১) Vide Sawanchi Mowlana Rum. by Prof. Shibli Noamani. P. 5-6.

(১২) Ibid. P. 6.

এই সময় দামেস্ক ও হেলব্বো জ্ঞান-বিজ্ঞানেরর কেন্দ্র ছিল। (১৩) ইবনে জুয়েব যখন ৫৭৮ হিজরীতে ভ্রমণ করিতে করিতে দামেস্কে উপনীত হন, তখন এই একমাত্র শহরেই অনেক বড় বড় মাদ্রাসা কলেজ দেখিয়াছিলেন। (১৪) সুলতান সালাহ্উদ্দীনের পুত্র আল-মালেক আল জাহের, কাজী আবুল হোসেনের চেষ্টায় ৫৯১ হিজরীতে অনেকগুলি বড় বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। [ইবনে খাল্লিকান দ্রষ্টব্য।] এক কথায় হেলব্বোও দামেস্কের মত বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল।

মৌলানা রুমী প্রথম হেলব্বোর ওমাইয়া মাদ্রাসা-ই হালিয়ার 'দারুল-কামতায়' (=Boarding house) অবস্থান করেন। (১৫) এই মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক কামালউদ্দীন ইবনে আদিম হলুবী ছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ওমর-বিন্ আহমদ বিন হাতিবিল্লা। ইব্নে খাল্লিকান লিখিয়াছেন "তিনি একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেস, হাফেজ, ফকিহ, মুফতী, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও কাতিব ছিলেন। তিনি হেল্ব্বোর যে ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক অংশ ইয়োরোপে ছাপা হইয়াছে। (১৭)

মৌলানা রুমী মাদ্রাসা-ই-হালবিয়া ব্যতীত হেল্ব্বোর অন্যান্য মাদ্রাসায়ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনে আরবী, ফেকাহ ও তফসিরে এতদুর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, কোন কঠিন মসলা (=ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন) অন্য কেহ সমাধান করিতে না পারিলে, তখন তাহা তাঁহার নিকট লইয়া আসা হইত।

---

(১৩) Vide Vunaqabil Arafin P. 52 quoted by Prof. Shibli.

(১৪) Vide Damascus in Safar-Namah-Ibn Zabir. quoted by Shibli.

(১৫) Vide Sepah Salar. P. 39 quoted by Prof. Shibli.

(১৬) Vide Sawanchi Mowlana Rum. by Prof. Shibli, pp. 6-7.

(৪)

(১৭) দামেস্কে তিনি সাত বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। (১৮)

মৌলানা সাহেবের পিতা যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তখন সই'য়দ বোরহানউদ্দিন আপন জন্মভূমি তিরমিজে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর খবর পাইয়া তিনি তিরমিয় হইতে কুনিয়া চলিয়া আসেন। মৌলানা রুমী এই সময় লরান্দায় ছিলেন। সই'য়দ বোরহানউদ্দীন মৌলানাকে পত্র লিখিলেন এবং নিজের পৌঁছা সংবাদ দিলেন। তিনি খবর পাইয়াই রওয়ানা হইলেন এবং কুনিয়া আসিলেন। সাগরেদ ও ওস্তাদে মিলন হইল, পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া রহিলেন। ইহার পর সই'য়দ মৌলানাকে পরীক্ষা করিলেন; এবং যখন তাঁহাকে সমস্ত বিষয়ে সুপণ্ডিত দেখিলেন, তখন বলিলেন, ইলমে বাতেনী (=আধ্যাত্মিক বিদ্যা) শিক্ষা তোমার বাকী আছে। তোমার পিতা আমার নিকট ইহা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন, আমি তোমাকে ইহা শিক্ষা দিব। আর সমস্ত বিদ্যাই তুমি শিখিয়াছ। তিনি নয় বৎসর তাঁহাকেই সলুকও তরিকত সম্বন্ধে শিক্ষা দেন।(১৯)

এতদিন পর্যন্ত মৌলানার উপর জাহেরী বিজ্ঞানের প্রভাবই বেশী ছিল। কিন্তু এই বিজ্ঞান তাঁহাকে আত্মার আনন্দ ও প্রাণের শান্তি দান করিতে পারিতেছিল না। জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেও কি যেন একটি অভাব তিনি সর্বদা অনুভব করিতেছিলেন। কাজেই রুমে ফিরিয়া আসিয়া তসওয়াফের (Sufi-ism) আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। (২০) তসওয়াফ বা সুফী মতবাদ কঠোর

(১৭) Vide sepah Salar P. 16.

(১৮) Vide Munaqabil Arafin. pp. 55-56.

(১৯) Vide Sawanchi Rum. P. 8.

(২০) Vide Ency. Britanica. P. 850.
Diwan-i-Shams-i-Tabriz by R. A. Nicholson, P. XVIII.

ইসলাম-ধর্মভূমিতে উপ্ত হইয়াছিল ; কালে ইহা প্রাচ্য সৌন্দর্য ও পুষ্পলতা লইয়া,পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল।(২১)

রুমে তিনি যথাক্রমে তিনটি কলেজের অধ্যাপকতা করেন।(২২) তাঁহার চারিশত মুরিদ ছিল।(২৩) তিনি ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন হইতে চলিল, এক কথায় জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। শামস তেব্রিজের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াই তাঁহার এ পরিবর্তনের কারণ। ঐতিহাসিক ও চরিত-আখ্যায়িকেরা এরূপ পরস্পর-বিরোধী ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার।(২৪)

শামসই তেব্রিজের সহিত মৌলানা রুমীর আলাপ রুমে হইয়াছিল। দামেস্কে তাহার পূর্বে তিনি তাঁহাকে একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বাক্যালাপ করেন নাই। শামসই তেব্রিজের সহিত রুমীর সোহার্দ্দ দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি,প্রাপ্ত হইতেছিল এবং পনের মাসকাল স্থায়ী ছিল। পনর মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।(২৫)

"জওহর-ই-মজিলা" হানাফী আলেমদের একখানি প্রাথমিক ও বিশ্বাস্ত গ্রন্থ। তাহাতে লিখিত আছে যে, একদিন মৌলানা রুমী আপন ঘরে বসিয়াছিলেন ; চতুর্দিকে কিতাব-পত্রাদি ছড়ান ছিল। ঘটনাক্রমে শামস-ই-তেব্রিজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মৌলানার দিকে মুখ ফিরাইয়া কিতাবগুলির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন" এ সব

(২১) Vide Diwan-i-Shams-i-Tabriz. by Prof.Nicholson P. XVIII.

(২২) Vide Ency. Britanica P. 850.

(২৩) Vide Diwan-i-Shams-i-Tabriz. Prof. Nicholson. P. XVIII.

(২৪) Vide Sawanchi Mowlana Rum. by Prof. Shibli Noaman. p.p. 8-9.

(২৫) Literary History of Persia. Vol. II, by Prof. E. G. Browne P. 517.

কি" মৌলানা উত্তর দিলেন, "এসব এমন জিনিস তা আপনি জানেন না।" এই কথা বলা মাত্র সমস্ত কিতাবে আগুন লাগিয়া গেল। মৌলানা বলিলেন, "একি?" শামস বলিলেন, "ইহা তুমি জান না।" এইমাত্র বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। মৌলানার এমন অবস্থা হইল যে, তিনি ধন সম্পত্তি-স্ত্রী-পুত্রাদি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। দেশ বিদেশে শামসের সন্ধান লইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন খোঁজই পাইলেন না। কেহ কেহ বলেন যে, মৌলানার মুরিদদিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে।(২৬)

মৌলানা জয়নাল আবেদীন শিরওয়ানী মৌলানা রুমীর "মসনভির" ভূমিকায় লিখিয়াছেন, শামস উদ্দীনের পীরবাবা কামাল উদ্দীন তাঁহাকে হুকুম করিয়াছিলেন যে, "রুমে একজন 'দিলসুখ্‌তা (=**heart brunt**) আছে, তাহাকে তুমি সঞ্জীবিত করিয়া আইস।" শামস ভ্রমণ করিতে করিতে রুমে আসিয়া পড়িলেন এবং চিনি-বিক্রেতাদের চটীতে রহিলেন। একদিন মৌলানা রুমীর সোয়ারী অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত চলিয়া যাইতেছিল। শামস রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মজাহদা (ভক্তি) ও রিয়াজাতের (সাধনের) কি পরিণতি।" মৌলানা বলিলেন, "শরিয়ত অনুসরণ।" শামস বলিলেন "ইহা ত সকলেই জানে।" মৌলানা বলিলেন "ইহা হইতে বড় আর কি হইতে পারে?" শামস বলিলেন, "জ্ঞানের অর্থ তোমাকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া।" তৎপরে বিখ্যাত পারস্য কবি হাকিম সানাইর নিম্নলিখিত কবিতা ছত্র বলিলেনঃ

"ইলম কেজ তু তারানা বস্তান্দ,
জেহেল আঁজা ইলম বেহ্ বুদ বেসিয়ার"

[যদি তোমার খোদা-জ্ঞান তোমার নিজের সত্তাকে ভুলাইয়া না দেয়, তবে জ্ঞানহীনতাই সে জ্ঞান হইতে ভাল।]

---

(২৬) Sawanchi-i-Mowlana Rum. by Prof. Shibli Nomani P. 9.

মৌলানার উপর এই কথার এতদূর প্রভাব পড়িল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ শামসের হাতে 'বইয়ত' করিয়া মুরিদ হইলেন।(২৭)

অন্য গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে যে মৌলানা একটি হাউজের কিনারে বসিয়া ছিলেন; সম্মুখে কয়েকখানা কিতাব ছিল। শামস জিজ্ঞসা করিলেন, "একি কিতাব?" মৌলানা বলিলেন, "ইহা জঞ্জাল; ইহাতে আপনার কি গরজ পড়িয়াছে?" শামস কিতাবগুলি উঠাইয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে মৌলানা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "মিয়া দরবেশ! আপনি এমন জিনিস নষ্ট করিয়া ফেলিলেন যে কোথাও আর ইহা পাওয়া যাইবে না। এই কিতাবসমূহে এমন অমূল্য আলোচনা ছিল যে, তাহার তুলনা নাই।" শামস হাউজের মধ্যে হস্ত নিক্ষেপ করিলেন এবং সমস্ত কিতাব বাহির করিয়া আনিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিতাব যে রকম শুষ্ক ছিল ঠিক তদ্রূপই আছে, সিক্ত হইবার কোন চিহ্নই নাই। মৌলানা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া গেলেন। শামস বলিলেন, "ইহা আধ্যাত্মিকতা। তুমি ইহার কি জান?" ইহার পর মৌলানা তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।(২৮)

ইবনে বতুতা ভ্রমণ করিতে করিতে যখন রুমে গিয়াছিলেন, তখন মৌলানা রুমীর কবর জিয়ারত করিয়াছিলেন। তিনি মৌলানা সম্বন্ধে এই উপলক্ষে কিছু বলিয়াছেন এবং মৌলানা ও সামসেরের মিলন প্রসঙ্গে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। "মৌলানা আপন মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করিতেন। এক দিবস এক হালুয়া-বিক্রেতা মাদ্রাসায় আসিয়াছিলেন। তিনি হালুয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বিক্রয় করিতেছিলেন। মৌলানা এক টুকরা লইয়া আহার করিলেন। এদিকে হালুয়াকর চলিয়া গেলে মৌলানা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দণ্ডায়মান হইলেন এবং কোন্ দিকে চলিয়া গেলেন। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি

(২৭) Vide Sawanchi Mowlana Rum. pp. 9—10.

(২৮) Ibid pp. 9—10.

ফিরিলেন তখন প্রায়ই কোন কথা-বার্তা বলিতেন না। যখন কথা বলিতেন তখন কবিতাই বলিতেন। তাঁহার শিষ্যগণ কবিতা লিখিয়া লইতেন, সেইগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া মসনভী নামে অভিহিত হইয়াছে।" এই বিষয় বর্ণনা করিয়া ইবনে বতুতা লিখিয়াছেন: "ঐ মুল্লুকে মসনভীর যথেষ্ট সমাদর; লোকে খুব সম্মান সহকারে ইহা অধ্যয়ন করে এবং জুমার রাত্রিতে লোকে খানকায় একত্র হইয়া তালাওয়াত করে।"(২৯)

যে সমস্ত গল্প উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটি বিশ্বস্ত গ্রন্থ হইতে, কতকগুলি তাজকেরা হইতে এবং কতকগুলি মৌখিক গল্প হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহাদের বিশ্বাস হয়, তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন এবং যাঁহাদের অবিশ্বাস হয় তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন। তবে সিপাহ-সলার যাহা বলিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য। কেন না তিনি মৌলানার শিষ্য ও সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন এবং শামস তেব্রিজকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

(৫)

শামস তেব্রিজের বংশ-বিবরণ অনিশ্চিত। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পিতা কিয়া বোজর্গ গোষ্ঠী অদ্ভুত। আলাউদ্দীন তাঁহার গোত্র (Sect) ইসমাইলী সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদের পুস্তক পোড়াইয়া ফেলেন এবং খোদা বিদ্রোহীদের মধ্যে খাঁটী ইসলামের প্রচার করেন। এইজন্য তাঁহার নাম 'নও-মুসলমান' হইয়াছিল।(৩০) তিনি আলোক-সামান্য রূপবান শামস তেব্রিজকে গোপনে তেব্রিজে শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠাইয়া দেন।(৩১) এই মত অনুসারে তিনি তেব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় তাঁহার পিতা কাপড় ব্যবসায়ী (বজ্জাজ) ছিলেন।

বিখ্যাত পারস্য কবি মৌলানা জামী তাঁহার 'নহফাতুল উন্‌স' নামক গ্রন্থে শামস উদ্দীনের সম্পূর্ণ নাম শামস উদ্দীন মোহম্মদ বিন আলি বিন

(২৯) Vide Ibid Pp. 10—11.
(৩১) vide Diwan-i-Shamsi Tabriz by Prof. Nicholson P.XX.

মালিকদার তেব্রিজ লিখিয়াছেন। বিখ্যাত 'তাজকেরাতোশ, শোয়ারা লেখক ঐতিহাসিক দৌলতশাহ লিখিয়াছেন 'শামস স্ত্রীলোকদের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্ণ-খচিত কারুকার্য শিখিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার ডাকনাম 'জরদোর' ছিল। (৩২) বাবা কামাল উদ্দীন জোনাদের নিকট তিনি শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এই জন্য 'পরিন্দা' (flies) উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তিনি খোদা তায়ালার বিশেষ নিয়োজিত ব্যক্তি এবং মুখপাত্র। এই বিশ্বাসই সাধারণের উপর অত্যন্ত কার্যকরী হইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার দলে প্রবেশ করিতেন তাঁহারা তাহা অনুভব করিতেন।(৩৩) অধ্যাপক নিকলসন তাঁহাকে সক্রেটিসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শামস তেব্রিজ কাল চর্মের জামা পরিতেন। কুনিয়ার দাঙ্গায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৬)

মৌলানা রুমী শামসকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরহে তাঁহার গুপ্ত কবি-প্রতিভা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। 'তাজকেরা' লেখকেরা লিখিয়াছেন প্রস্তরের মধ্যে যেমন আগুন নিহিত থাকে তেমনি মৌলানার মধ্যে কবিত্ব শক্তি লুক্কায়িত ছিল; কিন্তু শামসের সংস্পর্শ ও বিরহ-চকমকির আঘাতে তাহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকাশ হইয়া পড়ে।(৩৪)

একদিন মৌলানা শামসের বিরহে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই অবস্থায়ই সালাহউদ্দীন জরকোবের (=স্বর্ণকারের) দোকানে যাইয়া উপনীত হন। হাতুড়ীর তালে তালে আঘাত তাঁহার নিকট গানের মত

(৩৩) vide Diwan-i-Shamsi Tabriz by Prof. Nicholson P,XX.
(৩৪) Vide Rumi by Prof. Shibli. P. 18.

প্রতীয়মান হইতেছিল। সালাহ উদ্দীন ইহা বুঝিতে পারিয়া ক্রমাগত রৌপ্যপাত কাটিতে লাগিলেন। তাহাতে যথেষ্ট রৌপ্য নষ্ট হইয়া গেল, তবুও তিনি তাহা হইতে বিরত হইলেন না। তিনি বাহিরে আসিয়া মৌলানার সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। মৌলানা আনন্দ আতিশয্যে এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন :

একে গঞ্জে পদিদ আমাদ আজই দোকানে জারকুবী,
জাহী সুরত জাহী মানী খুবী জহী খুবী।

"এই স্বর্ণকারের দোকান হইতে এক অমুল্য রত্ন আমার নিকট প্রকাশ হইয়াছে। তাহার আকৃতি কি সুন্দর, তাহার অন্তর কত মধুর এবং সে কত মহৎ।"

সালাহ উদ্দীন সেই দিন তাঁহার দোকানের সমস্ত দ্রব্য বিলাইয়া দিলেন এবং মৌলানার সঙ্গী হইয়া গেলেন। সই'য়দ বোরহান উদ্দীনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, এই হিসাবে তিনি মৌলানার হাম-ওস্তাদ এবং মৌলানার পিতার শিষ্যের শিষ্য ছিলেন। (৩৫) তাঁহার সাহচর্যে ও সহবাসে মৌলানার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। নয় বৎসর পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরের বন্ধুত্বে যুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া মৌলানা অনেক গজল লিখিয়াছিলেন। মৌলানার শিষ্যগণ একজন অশিক্ষিত স্বর্ণকারের সহিত তাঁহার এতদৃশ মেলামেশা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং ইহা নিবারণের জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, সে চেষ্টা করিলে মঙ্গলজনক হইবে না, তখন তাঁহারা নিরস্ত হইয়াছিলেন। বন্ধুত্বের দশম বৎসরের শেষে সালাহ উদ্দীন অসুস্থ হওয়ায় মৌলানার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন এবং অচিরকাল মধ্যে পরলোক গমন করেন। মৌলানা তাঁহার শিষ্যদল সহ তাঁহার জানা-জায় উপস্থিত হইয়া খোদাতায়ালার তাঁহার নিকট পারলৌকিক

মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।(৩৬)

মৌলানারও দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। তাঁহার শেষ জীবন সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ রিউ লিখিয়াছেন:

"In the latter part of his life Mowlana was worshipped as a saint by a crowd of devoted disciples and was treated with utmost regard by the Mongol governor Mainuddin Parvana, who was at that time the virtual leader of Seljuk Empire."(৩৭)

সালাহ উদ্দীনের মৃত্যুর পর হাসান উদ্দীন তাঁহার 'হামরাজ' (=secretary) এবং 'হামদম' (=Personal Assitant) হন। তাঁহাকে মৌলানা অত্যন্ত বিশ্বাস ও সম্মান করিতেন এবং তিনিও মৌলানাকে যৎপরোনাস্তি সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তাঁহারই অনুরোধে মৌলানা মসনভি লিখিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় কুনিয়ায় ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। ইহা প্রায় চারদিন ধরিয়া ছিল। লোকে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল এবং তাহাদের দুঃখের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। তাহারা মৌলানার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "পৃথিবীর ক্ষুধা লাগিয়াছে। খুব ভাল আহার চায়, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" ইহার কিছুদিন পরে মৌলানার শরীর খারাপ হইয়া পড়ে। তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কামাল উদ্দীন ও গজাফর তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হন। তাঁহারা ঔষধের পর ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকেন, কিন্তু কোনই ফল হয় না। তৎপরে তাঁহারা মৌলানাকে তাঁহার শরীরের আভ্যন্তরিক অবস্থা বর্ণনা করিতে বলিলেন। তিনি তাহার উত্তর না দিয়া

(৩৬) Vide Rumi by Prof. Shibli. Pp. 20-23.
(৩৭) Vide Catalogue of the Persian Mss in the British Museum. Vol. II. by Rieu P. 585.

বলিলেন, "এই দুনিয়ায় কয়দিনের অতিথি ?"* তাঁহার অসুস্থতা সংবাদ যখন সকলে শুনিতে পাইল, তখন শহরের সকল লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। বিখ্যাত শেখ সদর উদ্দিন সমস্ত মুরিদসহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন "খোদা আপনাকে শীঘ্রই নীরোগ করুন।" মৌলানা বলিলেন, "খোদা আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। প্রেমিক এবং প্রেমাষ্পদের মধ্যে যে পর্দার আড়াল রহিয়াছে, তাহা কি আপনাদের ইচ্ছা নহে যে বিদুরিত হয়।" পরে এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন :

"চেদানী তু কে দর বাতেন চে শাহী হামনশীন দারম
রুখে জর্‌রীনে মান্ মানেগ্‌র কে পায়ে আহুনীন দারম।"

[তুমি জান না কোন্ মহারাজ আমার আনন্দের সঙ্গী। আমার পাণ্ডুবর্ণের মুখের দিকে চাহিও না, আমার পা লৌহের মত সবল।]

শহরের সমস্ত পদবীর লোকই তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার খলীফা কে হইবেন ?" যদিও মৌলানার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলুক ও তসওয়ফে (=অ্যাধ্যাত্মিক-জ্ঞানে) উপযুক্ত ছিলেন, তথাপি তিনি মৌলানা হাসামউদ্দীন চেলবীর নাম করিলেন। সকলে দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, মৌলানা একই উত্তর দিলেন। (৩৮)

মৌলানা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ৬৭২ হিজরীর ৫ই জমাদিয়াস্‌সানী সন্ধ্যার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর সময় পুত্রগণকে তিনি এই উপদেশ (=ওসিয়ত) দিয়া যান :

---

* "It is to be expected that complete aktemosure poverty and the rejection of all material goods, are regarded of the greatest importance by these people (Sufis). ... Bodily ails must not arouse in them the desire of alleviation by medical aid... Resist no evil" Dr. Ignaz Goldziher in "Mohammed and Islam" P. 164.

(৩৮) Vide—Rumi by Prof. Shibli Noamani. Pp. 25—25.

"তোমরা ভিতর-বাহিরে খোদাতায়ালার ভক্ত হও। তোমরা অল্প আহার, অল্প নিদ্রা এবং অল্প কথা বলিও; মন্দ ও পাপ হইতে দূরে থাকিও! সর্বদা রোজা রাখিও এবং রজনী জাগিয়া খোদার উপাসনা করিও। তোমরা পাশব প্রবৃত্তি হইতে দুরে থাকিও; অপমান অসম্মান অম্লান বদনে সহ্য করিও এবং মহৎ ও সৎ ব্যক্তিদের সহবাসে থাকিও। মানুষের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে মানুষের মঙ্গল চেষ্টা করে; বাক্যের মধ্যে তাহা সুন্দর, যাহা সুদীর্ঘ নয় অথচ লোককে সৎপথে পরিচালিত করে। খোদার প্রশংসা কর, তিনি মাত্র একজন।" (৩৯)

সমস্তরাত দফন কাফনের আয়োজন হইল; প্রভাতে তাঁহার জানাযা ও কবর হইল। আমির-ওমরাহ, ফকির-বাদশা, ইহুদী-খ্রীস্টান সকলে তাঁহার শবদেহকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। একজন খ্রীস্টানকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তোমরা কেন এত দুঃখিত চিত্তে ইহার কবরের উপর ক্রন্দন করিতেছ?" জওয়াবে সেই খ্রীস্টান বলিয়াছিল, "ইনি আমাদের যুগের মসিহ্ (=Messiah)। আমরা ইহাকে এ যুগের মূসা ও দাউদ বলিয়া শ্রদ্ধা করি। আমরা সকলেই তাঁহার শিষ্য।" (৪০) বাস্তবিক ইহা তাঁহার মত মহাজন ব্যক্তির যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-আফ্‌লাকী একটি ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর। একদিন মৌলানা রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, ক্রীড়ারত বালকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিল, তিনি তাহাদিগকে দোয়া করিলেন। একটি ছোট বালক একটু দূরে ছিল তাহার খেলার সাথীদের সম্মানলাভ দেখিয়া সে উচ্চস্বরে বলিল, "আমি যে পর্যন্ত না আসি, আপনি সে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।" মৌলানা তাহাই করিলেন। বালক আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিল, তিনি তাহাকে আনন্দচিত্তে আশীর্বাদ করিলেন। (৪১)

(৩৯) Vide Masnavi by E. H. Whinfield, P. XII.

(৪০) Vide Rumi by F. H. Davis. P 39.

(৪১) Ibid. P. 45.

(৭)

মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমী তাঁহার শেখ, শামস-ই-তেব্রিজের স্মৃতি রক্ষার্থে এবং তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে 'মেভলভী' দরবেশ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।(৪২) তিনি ইহাতে বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান বাজনা নৃত্য প্রথা প্রচলিত করেন।(৪৩) এই দরবেশরা ভারতীয় শোকচিহ্ন প্রকাশক পোষাকের অনুরূপ পোষাক গ্রহণ করেন। এই দরবেশ হিলকায় অন্যের গজল গীত হইত। হাসাম উদ্দীনের অনুরোধে তিনি 'মসনভি' লিখিতে সুরু করেন। দৌলত শাহ লিখিয়াছেন :

"মৌলানার গৃহে একটি স্তম্ভ ছিল। মৌলানা যখন বিভু-প্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, তখন সেই স্তম্ভ ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিতেন এবং মসনভি বলিয়া যাইতেন, শিষ্যেরা তাহা লিখিয়া লইতেন।"(৪৪)

মৌলানার মসনভি ব্যতীত "দিওয়ান-ই-শামস-তেব্রিজ" ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। শামস তেব্রিজের নাম হইতে তিনি নিজের তখাল্লুস (Nom de plume) গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ (=Orientalist) অধ্যাপক ঈ. জী. ব্রাউন বলিয়াছেন :

"The most eminent Sufi poet whom Persia has Produced."(৪৫)

[পারস্য কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী কবি।] ডাঃ আর নিকলসন বলেন।

---

(৪২) Vide Diwn-i-Shamsi Tabriz by R. A. Nicholson P. XVI. Encyclopoedea Britannica P. 850.

(৪৩) Ibid,. Masnavi by E. H. Whinfield, P. XI.

(৪৪) Vide Diwan-i-Shams-i-Tabriz by R. A. Nicholson P. XI.

(৪৫) Vide Literary History of Persia vol. II. by Prof. E. G. Browne. P. 515.

In sublimity of thought and grandeur of expression he challenges the greatest master of songs ; time after time he strikes a lofty note without effort ; the clearncss of his vision gives a wonderful exultation to his verse, which beats against the sky, his odes throb with passion and rapture enkindling power ; his diction is choice and unartificial. (৪৬)

(৪৬) Vide Diwan-i-Shams-i-Tabriz by R. A. Nicholson P. XVI.

নেজামী

আল ইলিয়াস ইউসুফ আবুবকর নেজামুদ্দীন নেজামী কবি নামে জগৎ বিখ্যাত। তাঁহার পিতার নাম মুঈদ। গঞ্জ কাবীরীতি জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি কুমের অধিবাসী ছিলেন।

چو در گر چه در بحر گنجه گمم - و لے از قهستان شهر قمم

কুমের অধীন তফরশ নামক একটি জেলা আছে। সেইটি তাঁহার জন্মভূমি। কিন্তু ইহা সামান্য স্থান বলিয়া ইহার স্থানে কুমের নামই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। নেজামীর পিতামহোদয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গঞ্জাতে চলিয়া আসেন এবং নেজামী এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার জন্মসন আদৌও জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু আমরা জানি ৬৩ বৎসর বয়সে হিজরী ৫৯৬ সনে তিনি পরলোক গমন করেন। সুতরাং তাঁহার জন্মসন হিজরী ৫৩৩ সন বলিয়া আনায়াসে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

নেজামী পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা কওয়ামী মরবজী সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। নেজামী প্রথমে বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি স্বভাবে সাধু প্রকৃতির ছিলেন। প্রথম বয়স হইতে কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহাদের বয়সেতে প্রথম হইতেই কাব্য চর্চা হইত। বিদ্যালয়ে শিক্ষায় পরিসমাপ্তির পর যখন কাব্য সাধনায় তিনি লিপ্ত হইলেন তখন চতুর্দিকে তাঁহার কবিতার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া সমসাময়িক সম্রাটরা তাঁহার যথেষ্ট কদরদানী করেন। তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব নামে তাঁহার দ্বারা কবিতা করিয়া লন। সকলেই তাঁহাকে স্ব স্ব দরবারে উপস্থিত দেখিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু যিনি সকল প্রকারেই গৌরবের অধিকারী তাহার নাম বাহারাম শাহ। নেজামী মখজনই আসরার হিজরী ৫৫৯ সনে তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া রচনা করেন। বাহরাম শাহ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পাঁচ হাজার আশরাফী, একদল উষ্ট্র এবং বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান পরিচ্ছদ উপহার প্রেরণ করেন। মখজন রচনার সময় তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর ছিল।

নেজামীর জন্মভূমি গঞ্জ সেলজুক বাদশাহের রাজত্বের সীমানার মধ্যে পড়িত। এই সময় এই বংশের সুলতান তুগরল বিন আরসালান রাজত্ব করিতেন। তিনি সাহসী, ন্যায়বিচারক, বিদ্যোৎসাহী এবং গুণগ্রাহী নরপতি ছিলেন। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন। কবিতা রচনায় এবং কবি সমাদরে সুপটু ছিলেন। তাঁহার একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি ছত্র এই—

دی روز چنان وصال جان افروزی - و امروز چنان فراق عالم سوزی
حیف است کہ در دفتر عمرم ایام - ان را روزے نویسد این را روزی

এই সময় নেজামী শিরীন ও খসরু রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার সুনাম বহুদুর বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই সুনাম তুগরলের কর্ণে গিয়া পৌছিল। তিনি অনুরোধ করিলেন যে ইহা যেন তাঁহার নামের সহিত জড়িত হয়। কেননা নেজামী স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন।

چو سلطان جهان شاه جوان بخت - کہ برخوردار باد از تاج وازتخت

যখন নেমাজী এই মসনভী রচনা করিতেছিলেন তখন তাঁহার এক বষ্টভীর বন্ধু তাহার সংগে দেখা করিতে আসেন। তিনি তাঁহাকে শিরীন-খসরু রচনা করিতে দেখিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন যে মিথ্যা কাহিনী রচনা করিয়া কি লাভ ?

কিন্তু নেজামী যখন তাঁহার মসনভীর কয়েকছত্র পাঠ করিয়া তাঁহার বন্ধুকে শুনাইলেন তখন তিনি পুলকভাবে বলিলেন—

শিরীন ও খসরু যখন পরিসমাপ্ত হইল তখন মুহম্মদ বিন ইয়লদজক, যিনি প্রকৃত পক্ষে সিংহাসন ও রাজমুকুটের অধিকারী ছিলেন, পরলোক গমন করেন। তাঁহার ভ্রাতা ফজল আরসালান তাঁহার কায়েম মকাম পদে বরিত হন। তিনি শিরীন-খসরুর পরিসমাপ্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে রাজদরবারে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। পত্রবাহক রাজকীয় আহ্বানপত্র লইয়া নেজামীর নিকট পৌছিলেন। রাজাদেশ তিনি প্রথমে মস্তকের উপর রাখিলেন তৎপর তিনি সম্মানপুর্বক চুম্বন করিলেন—

مثال شاه رابر سر نهادم - سه جا بوسیدم و سر بر کشادم

তৎক্ষণাৎ তিনি অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন, প্রান্তর ও বন অতিক্রম করিয়া সুদীর্ঘ একমাস পরে রাজধানীতে পৌঁছিলেন। রাজদূত যাইয়া তাঁহার পৌঁছান সংবাদ দিল। ফজল আরসালান শামসুদ্দীন মাহমুদকে আদেশ করিলেন তিনি যেন স্বয়ং যাইয়া কবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। নেজামী যখন রাজদরবারে পেঁৗছিলেন তখন সেখানে আনন্দ মজলিস বসিয়াছিল। গৃহটি শোভনভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল, সুরা সেবন চলিতেছিল। ফজল আরসালান তাঁহার প্রতি সম্মানার্থে গানবাজনা বন্ধ করিয়া দিলেন। স্বয়ং সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সসম্মানে উপযুক্ত স্থানে বসাইলেন, নানাবিধ কথোপকথন করিলেন। কবি তাঁহার প্রশংসা-সূচক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন উহা পাঠ করিতে চাহিতেছিলেন। সেকালে কবিতা পাঠের নিয়ম ছিল যে কবি স্বয়ং কবিতা পাঠ করিতেন না। কবির সংগে একজন লোক থাকিতেন। তিনিই উহা পাঠ করিতেন, তাঁহাকে রাবী বলা হইত। যতক্ষণ রাবী কবিতা পাঠ করিতেন ততক্ষণ কবিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। নেজামীও দণ্ডায়মান থাকিতে চাহিতেছিলেন কিন্তু ফজল আরসালান তাঁহাকে কারী দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে নিষেধ করিলেন।

چو برپا ایستادم گفت بنشین - به سوگندم نشاند این منزلت بین

প্রসিদ্ধ পাঠ করিবার রাবী যখন খসরু-শিরীন আরম্ভ করিলেন, তখন সম্রাটই কবির স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপন পূর্বক বিশেষ আগ্রহের সংগে ইহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রাজসভার সকল লোকে পরম পুলকিত হইলেন। বাদশাহ নেজামীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'চিরকালের জন্য আপনি আমার নাম বিখ্যাত করিয়া দিলেন। ইহার মূল্য প্রদান করা আমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আমার ভ্রাতা আপনাকে জায়গীর স্বরূপ যে দুইখানা গ্রাম দিয়াছেন, উহা আপনি পাইয়াছেন কিনা?' কবি উত্তর করিলেন ফজল আরসালান নিজে প্রদান করেন। ইহা জানিতে পারা যায় না যে গ্রামখানা উপঢৌকন স্বরূপ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ইহা ঘটিয়াছিল, যে

গ্রামখানা দিয়াছিলেন উহা অনাবাদী ছিল। নেজামী স্বয়ং তাঁহার শিরীন-খসরু নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার শত্রুরা ঐ অনাবাদী উপহার পর্যায়ের দ্রব্য বলিয়া বিদ্রূপ করিতে থাকে। নেজামী তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন যে অনাবাদী হউক বা আবাদী জমি তাহাতে কি আসে যায় সম্রাটের ন্যায় বিচার উহাকে আবাদীতে পরিণত করিবে।

নেজামীর সুখ্যাতি দিগ্বিজয় করিল। প্রত্যেক বাদশাহ্ই তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে দিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া লইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মনুচেহর খাকান অগ্রণী ছিলেন। মনুচেহর নিজহস্তে ১০।১৫ ছত্রের একখানা পত্র নেজামীকে লিখিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে লায়লী-মজনুর কাহিনী আপনি রচনা করুন। কবি নেজামী স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

যখন তাহার পত্র নেজামীর হস্তগত হইল তখন তিনি ভাবিত হইলেন। তাঁহার চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রও তখন তথায় উপস্থিত ছিল। তিনি তাঁহাকে বলেন, "ওগো নয়ন পুত্তলী ! এই লায়লী-মজনুর কাহিনী কাব্য রচনার উপযুক্ত নহে। কেননা ইহা একেবারে দুঃখের কাহিনী, যে দেশ বালুকা ও পর্বতময়, কি করিয়া ইহা উপভোগ্য রচনা হইবে ?"

نے باغ و نه بزم شهر یاری - نے رود و نه می نه کامگاری
بر خشکی ریگ و سختے کوه - تا چند سخن رود در اندوه

'এই কাহিনী ইতিপূর্বে আর কেহ কাব্যাকারে গ্রথিত করেন নাই।' ইহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পিতাকে তিনি উহা রচনা করিতে অনুরোধ করেন। রাজকীয় আদেশ অনুযায়ী ইহা চারি মাসের মধ্যে রচনা করিয়া ফেলেন (রজব, হিজরী ৫৭৪)।

من گفتم و دل جواب می داد - خاریدم و چشمه اب می داد
این چار هزار بیت و اکثر - گفتم به چهار ماه کمتر
گر شغل دگر حرام بودے - در چارده شب تمام بودے
تاریخ عیان که داشت با خود = هشتاد و چهار بود و پان صد

নেজামীর এই কাব্য রচনায় পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট তাঁহাকে এই অভিলাষ জানান যে কবির পুত্র রাজপুত্রের বয়সের মধ্যে পরিগণিত হইবেন।

১৪ই রমজান হিজরী ৫৯৩ সনে সুলতান গিয়াসুদ্দীনের আজ্ঞানুযায়ী তিনি পয়কার নামক কাব্য রচনা করেন। হপ্ত পয়কারে বাহ্‌রাম গোরের কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ফজল আরসালানের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবুবকর নাসীরুদ্দীন হিজরী ৫৮৩ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নেজামীর এই রাজবংশের সংগে বহু পূর্ব হইতে সম্বন্ধ ছিল।

এতদিন নেজামী রাজা বাদশাহের ফরমায়েশ অনুযায়ী কাব্য রচনা করিতেছিলেন, এখন তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী "সেকেন্দর-নামা" রচনা করেন এবং ইহাতে নাসীরুদ্দীনের নাম উল্লেখ করেন। এই কাব্য হিজরী ৫৯৯ সনে পরিসমাপ্ত হয়।

به پایان شد این داستان دری - به فیروزی فالی و نیک اختری
ز هجرت چنان برد هم یادگار - نود نه گذشته زپانصد شمار

এই কাব্য রচনা করিয়া রাজসমীপে উপঢৌকন পাঠান। সম্রাট তাঁহাকে মূল্যবান অশ্ব, বস্ত্রাদি প্রভৃতি পারিতোষিক প্রদান করেন।

শুনিতে পাওয়া যায় যে নেজামী সমসাময়িক সম্রাটের এতাদৃশ সমাদর করিতেন যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার পুত্রের সংগে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেকেন্দর নামার শেষাংশে কয়েকটি ছত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে ঃ

چو من از ازل خاص تو جان داده ام - جگر نیز با جان فرستاده ام

এই গ্রন্থ রচনার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি এই গ্রন্থের এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন :

نظامی چو این داستان شد تمام - به عزم شدن تیز برداشت گام
فزون بودشش سه ز شصت و سه سال - که بر عزم ره برد دهل زود وال

এই গ্রন্থ সমাপনের সংগে সংগেই তাঁহার জীবনলীলাও সাঙ্গ হয়। তাঁহার মৃত্যুসন লইয়া বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। দৌলতশাহ্ তাঁহার মৃত্যুসন হিজরী ৫৯২ সন বলেন কিন্তু ইহা নেজামীর নিজের কাব্যের বিরোধী, তকীকাশী হিজরী ৬০৬ সন বলেন এবং জামী হিজরী ৫৯২ সন বলেন। তবে মোট কথা এই যে তিনি হিজরী ৫৯৯ সনের পরে পরলোক গমন করেন।

তিনি সারা জীবন নিজের জন্মস্থানেই অতিবাহিত করিয়াছেন, বেশী লোকের সংগে তিনি আদৌ দেখা সাক্ষাৎ করিতেও যাইতেন না। বিবিধ কারণে তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায় না। সাধারণ তাজকেরা লেখকেরা তাঁহার একটি গুণের বিশেষ প্রশংসা করেন যে তিনি রাজা বাদশাহ্দের চাটুকারিতা করিতে পছন্দ করিতেন না। পরন্তু রাজা বাদশাহ্রা বিশেষ আগ্রহের সংগে তাঁহার সংগে মিশিতে চাহিতেন ও আসিতেনও। তাঁহারা তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিতে গৌরববোধ করিতেন।

BIBLIOGRAPHY

1. Shirul Azam by Maulana Shibli Nomani.
2. Literary History of Persia by Prof. E. G. Browne.
3. Persian Poets by F. F. Arthbuthnot.
4. Sketches of Persian Poets by Sir George Ousley.
5. Persian Literature by Claud Fuield.
6. Article.
   (a) Ency. of Britanica.
   (b) Ency. of Islam.

পরিশিষ্ট

মহাকবি নেজামী গঞ্জভীর নাম জগৎ বিখ্যাত। ইরানে তাঁহাকে সাধারণতঃ হেকিম নেজামী গঞ্জভী বলা হয়। এক সময় পাক-ভারত উপমহাদেশে ফার্সীর বিশেষ চর্চা হইত। সে সময় বাংলাদেশেও বেশ ফার্সী চর্চা চলিত। তবে দুঃখের বিষয় সাধারণ্যে শেখ সাদী, হাফিজ ও রুমীর নামই অনেকের নিকট সুপরিচিত ছিল। জামীর নামও। কিন্তু আমাদের দেশে নেজামীর নাম তেমন প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ নেজামী সত্যই একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন।

چو در گر چه در بحر گنجه گمم - ولے از قهستان شهر قمم

সম্প্রতি "গুঞ্জা-ই-নেজামী" নামক একখণ্ড গ্রন্থ আমার হস্তগত হইয়াছে। এই গ্রন্থে নেজামীর অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য কবিতা বহু পরিশ্রম সহকারে উস্তাদ ওহিদ দস্তগরী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তেহরানের "ইবনে সিনা" নামক পুস্তক-প্রকাশনালয় হইতে সম্প্রতি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। দেশী ও বিদেশী গবেষণা ও আলোচনা অবলম্বনে এই গ্রন্থে একটি চমৎকার ভূমিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভূমিকা হইতে সামান্য অংশ নীচে তুলিয়া দিলাম।

তাঁহার নাম ছিল্ ইলিয়াস, তাঁহার লকব হইতেছে, নেজামী। "লায়লী ও মজনু" গ্রন্থের সূচনাতেই এই কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম ইউসুফ এবং তাঁহার মাতার নাম রইসিয়া।

নেজামী সম্ভবতঃ ইরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে শৈশবকালেই আজারবাইজানের অন্তর্গত গঞ্জ শহরে নীত হন। এই স্থানেই তিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেন। ইরাকের কথাও তিনি তাঁহার "মখজন অল আসরার" (পৃঃ ১৮৯), "খসরু ও শিরীন" (পৃঃ ৩২১), "শরফ নামা" (পৃঃ ৫৩) এবং "একবালনামায়" (পৃঃ ২৯), বারংবার জোশের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি সম্প্রতি তেহরান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

নেজামী সারাজীবনই এই গঞ্জের নিভৃত ক্রোড়ে যাপন করেন। তিনি নগর ত্যাগ করিয়া কচিৎ ভ্রমণে বাহির হইতেন। তিনি প্রকৃতিতে ঘরকুনো

ছিলেন। "মখজন অল আসরারের" ৩৮ পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

একবার বাদশাহ ফজল আরসালান সেলজুকীর আমন্ত্রণক্রমে নেজামী তাঁহার দরবারে গমন করেন। 'খসরু ও শিরীন' প্রাপ্ত হইয়া আরসালান তাঁহার সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। নেজামী বাধ্য হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারের জন্য ঘর হইতে বাহির হন।

নেজামীর আগমন সংবাদ যখন বাদশাহের কর্ণে পৌছিল তখন বাদশাহ্ গানবাজনা ও সুরার মৌজে ছিলেন। অচিরাৎ গান বাজনা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বাদশাহ্ স্বয়ং নেজামীর ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন।

সে যুগে প্রসিদ্ধ কবিগণ নিজেরা তাঁহাদের কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইতেন না। সে সকল কবিতা পাঠকারী ছিলেন তাঁহাদিগকে রাবী বলা হইত। রাবী যখন বাদশাহের দরবারে নেজামীর কবিতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন স্বয়ং বাদশাহ কবি নেজামীর স্কন্ধদেশে হস্ত রাখিয়া তন্ময় হইয়া তাঁহার কবিতা শ্রবণ করিতেছিলেন। স্বয়ং নেজামী বলিতেছেন:

শাহানশাহ্ দস্ত বর দোশ নেহাদা,
পে তহসীনে হালকা দর গোশম নেহাদা।

মোদ্দা কথা, এই ভ্রমণ ব্যতিরেকে কবি দ্বিতীয়বার আপন গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন নাই।

(২)

নেজামীর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার 'মখজন অল আসরার' ও 'সায়ের নামা'র কবিতা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি সম্ভবতঃ হিজরী ৫৩৩ হইতে ৫৪০ মধ্যে জন্মগ্রহণ করে।

নেজামীর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ারী, খাকানী, রশীদ তোয়াত, জহীর ফারীইয়াবী প্রভৃতি। ইহারা কবি নেজামীর প্রতি

ঈর্ষাপরায়ণতা ও শত্রুতা প্রদর্শন করেন এবং নেজামীর বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক রচনা করিয়া জনসমাজে তাঁহাকে হেয় করিতেও চেষ্টিত হইতেন।

নেজামী তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম স্ত্রীর নাম আফাক। বাদশাহ আরসালান যে উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে সুন্দরী এই তরুণীকেও প্রেরণ করেন। কবি তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রেমে মশগুল থাকিবার কালেই কবি নেজামী 'খসরু ও শিরীন' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য পরিসমাপ্তির পরই আফাক ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জানিতে পারা যায় না। তিনি 'লায়লী ও মজনু' গ্রন্থের এই সময় সূচনা করেন, অবশ্য তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারা যায় না। তাঁহার তৃতীয় স্ত্রীর নামও জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার "ইকবালনামা" কাব্যে এই স্ত্রীর বিয়োগ-বিলাপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

তাঁহার পুত্রদের মধ্যে শুধু মুহম্মদ নামীয় পুত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। "খসরু ও শিরীন" রচনাকালে তাহার বয়স সাত বৎসর ছিল। বাদশাহ আলাউদ্দীনের জন্য কাব্য গ্রন্থখানি তাঁহার এই পুত্রের হাতে প্রেরণ করেন। বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া কবিপুত্রের হস্তে কবির জন্য খেলাত ও উষ্ট্র পুরস্কার স্বরূপ প্রেরণ করেন। তাঁহার "ইকবালনামায়" এই বিষয়ে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (ইকবালনামা পৃঃ ২৭০)। মরহুম ওহীদ-দস্তগরদী মৌলানা শিবলী নোমানী রচিত "শেয়র উল আজমে" এই ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছেন। মৌলানা শিবলী নেজামীর কন্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ওহীদ দস্তগরদী ইহা হাস্যকর বলিয়া বিবেচনা করেন। [দ্রঃ পৃঃ ১১ ঃ গঞ্জীনায়-ই-নেজামী]।

নেজামী ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রচিত "ইকবালনামায়" নিম্নলিখিত ছত্র কয়েকটি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

নেজামী চু"-ই" দাস্তান শোদ তমাম,
বআজম শোদান নীজ বর দাস্ত গাম।
চু" হালে হেকিমান পেশীনা গোফ্‌ত,
হেকিমান বজোফতান্দ ও নীজ খোফ্‌ত।
সগুন বুদ শশ মাহ্‌ জে শস্‌ত ও সে সাল,
কে বর আজমে রাহ বর দহল জদ দওয়াল।

পারস্য সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা—দৌলতশাহ্‌, তকী কাশী ও জামী—নেজামীর মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

তাঁহার কবর পাকাপোক্ত করিয়া এবং তাহার উপর গম্বুজ তৈরি করিয়া দেওয়া হয়।

'হেদায়তে সবীল' রচয়িতা মরহুম হাজী ফরহাদ মীর্জা তাঁহার ভ্রমণ গ্রন্থে বলেন: চাপারখানা হইতে কিছুদুর যাইবার পর একটি ক্ষুদ্র গম্বুজ দেখা গেল। গম্বুজটি কালের প্রবাহে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। ইহাই শেখ নেজামীর মকবরা। খালি পায়ে নেজামীর কবরের সন্নিকটস্থ হইলাম। কবরের চারিপাশ অশ্বের পুরীষে দুর্গন্ধময় হইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইলাম। ফাতেহা পড়িয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় হইলাম। নেজামীর নিজের কবিতার কয়েকটি ছত্র স্মরণ-পথে উদিত হইল:

বইয়াদ আওর আয় তাজা কবকদরী,
কে-চুন বর ছেরে খাকে মার বগোজারী।
গীয়া বীনি আজ খাকম আঙ্গেখ্‌তা,
ছেরীন সুদা বাসীন ফরু রেখতা।
হামা খাক ফরশ মোরা বোরদা বাদ,
না করদা জে মান হীচ হাম আইদ ইয়াদ।...
দোওয়ায়ে তু বর হরচে আরদ শেতাব
মান আমীন কুনম তা শোদ মস্তজাব।

দরুদম রেছানী রেছানম দরুদ,
বে আয়ী বেয়ায়েম জে গম্বুজ ফরুদ।
মরা জেন্দা পেন্দার চুন খেশতন
মান আয়েম বজান গর তু আয়ী বতন।

হাজী ফরহাদ মীর্জা ১২৯২ হিজরীতে নেজামীর কবর জিয়ারত করেন।

মরহুম ওহীদ দস্তগরদী 'ইঙ্গী ফিকর' নামক একখানা ভ্রমণ কাহিনী হইতে নিম্নের খবর সরবরাহ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আগা সৈয়দ আবদুর রহীম খলকানী এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানা তীফলিসে ১৩০২ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। [দ্রষ্টব্য ইঙ্গী ফিকর নামক রোজনামচা হইতে পৃঃ ২৫৬-২৫৭, ১৯২৩)।

যখন আমি বাকু হইতে গঞ্জা অভিমুখে রওয়ানা হইলাম তখন বিখ্যাত সাঁকো, যাহা গঞ্জায় রুদখানা সাঁকো নামে খ্যাত, দেখিতে পাইলাম। তাহার পার্শ্বেই বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর। আর প্রান্তরের মাঝখানে শেখ নেজামীর মকবরা দৃষ্ট হইল। ইহা এখন ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। নেজামী ইরানের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও আজারবাইজানের গৌরব ছিলেন।

নেজামী বিংশ সহস্র ছত্র কবিতা রচনা করেন। নেজামীর রচনায় সে যুগের রমণীয় আদর্শের বাস্তবায়ন দেখিতে পাওয়া যায়।

নেজামী মহৎ স্বভাবের কবি ছিলেন। তিনি বাদশাহ্, আমির-ওমরা প্রভৃতির সঙ্গ-সুখ আদৌ কামনা করিতেন না। তাঁহার সমগ্র জীবন তাঁহার গৃহকোণেই কাটাইয়া দেন।

বাদশাহ কাজল আরসালান প্রতাপশালী ও অহঙ্কারী বাদশাহ ছিলেন। তিনিও নেজামীর দস্ত মোবারক চুম্বন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতেন।

কাজল আরসালান একবার রাজ্য পর্যটন উপলক্ষে গঞ্জা হইতে কয়েক মাইল দুরে তাঁবু খাটান। তাঁবুতে গানবাজনা ও আনন্দ-উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। এমন সময় খবর গেল যে কবি নেজামী

রাজদরবারে শুভাগমন করিতেছেন। বাদশা নেজামীর স্বভাব চরিত্র জানিতেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ গানবাজনা ও আমোদ উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কবির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাণী শুনিবার জন্য উদগ্রীর হইয়া রহিলেন ও তাঁহাকে সমাদর করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। এই দরবারে বসিয়াই বাদশাহ কাজল আরসালান তাঁহাকে হামদানীয়ান গ্রাম লাখেরাজ দান করেন। এই স্থানে নেজামীকে সমাধিস্থ করা হয়। এই গ্রাম আহমদ লু নামে খ্যাত।

নেজামীর সমাধি পুরাতন গঞ্জা শহরে অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে কাজল আরসালানের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন গঞ্জা শহর তুর্কীদের একটি গোত্র বিখ্যাত রুদখানার পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে ইহার নাম গুনচায়ে পরে সংক্ষিপ্তভাবে গুঞ্জায় পরিণত হয়। খ্রীস্ট্রীয় দ্বাদশ শতকে এই শহর আবাদ হয়। নূতন গঞ্জা শহর শাহ আব্বাস প্রতিষ্ঠিত করেন। নূতন গঞ্জা শহর হইতে এক মাইল দূরে শেখ নেজামীর মকবরা প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহা জরাজীর্ণ।

বর্তমান কাল হইতে এক শতাব্দী পূর্বে আদীকুজলফ নামীয় একজন প্রধান ও বিত্তবান লোক ইহার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আসগরী আদী কুজল এই সৌধের পুনঃ নির্মাণের কাজে চেষ্টিত হন। কিন্তু তাঁহার পরে আর কেহ ইহার রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর দেন নাই। ফলে ইহা ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।”

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে গঞ্জার সুধীবর্গ সম্মিলিত হইয়া “নেজামী কমিশন” প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই কমিশনে মীর্জা মুহম্মদ সাখুন্দার্জম, কবি জওয়াদ বেগ, রফি বেগ, মীর কাদেম, মীর সুলেমানজাদা প্রভৃতি ছিলেন। কমিশনের কয়েকটি বৈঠকে ও গার্ডেন পার্টিতে স্থিরীকৃত হয় শাহ আব্বাসের মসজিদের সন্নিকটে একটি বিরাট সমাধি ভবন তৈরি করিয়া পুনরায় শেখ নেজামীর জানাজা ও কবর দেওয়া হইবে।

১৯২৩ সালে রুশ সরকারের সাহায্যে শেখ নেজামীর কবর যাহা একটি টিলায় পরিণত হইয়াছিল তাহা খোঁড়া হয়।

ইহা খুঁড়িলে পরে একটি কবর দৃষ্ট হয়। কবরের মধ্যে শুভ্র ও কোমল অস্থির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এই অস্থিসমূহ কবি নেজামীর শবের বিবেচনা করিয়া একত্রীভূত করা হয় এবং একটি সিন্দুকে সংরক্ষিত হয়।

পরে আবার খুড়িয়া অন্য একটি কবরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই কবরের মধ্যেও অস্থিসমূহ দেখা যায়। এই শবাধারও বিশেষ ইজ্জতের সঙ্গে কবর দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়।

লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল, ইহা মহিলার কঙ্কাল। দুইটি কবরের কঙ্কালই পূর্বোক্ত বাক্সে সংরক্ষিত হইল। বিশেষ কারণ বশতঃ এই কমিশনের কাজে গোলযোগ দেখা গেল। নেজামীর শবাধার এই প্রকারে অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়া গেল।

পরে পুরাকীর্তি বিভাগ কর্তৃক নিয়োজিত নৃতাত্ত্বিকগণ দুই লাশের অস্থি পৃথক করেন এবং বর্তমান স্থানে পুনরায় জানাজার সঙ্গে কবর দেওয়া হয়।

আমির খসরু

তুর্কীর এক বিখ্যাত গোত্রের নাম লাকীন। আমির খসরু এই গোত্র সম্ভূত। তাঁহার পিতার নাম সয়ফ উদ্দীন মুহম্মদ। তিনি তুর্কীস্তানের কিশ নামক নগরের অধিবাসী ও গোত্রপতি ছিলেন। ঐতিহাসিক ফেরেস্তা এবং দৌলত শাহ বলেন যে, তিনি বলখের ওমরাহদের অন্যতম ছিলেন। চেঙ্গীস খাঁর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি সুলতান মাহমুদ তোগলকের রাজসভায় এক বিশেষ এবং উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। মাহমুদ তোগলক তাঁহাকে নিরতিশয় আদর করিতেন। তিনি বিধর্মীদের সঙ্গে এক যুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ "বাহরিস্তান-ই-সোখন" রচয়িতা বলেন :

پس آنچه دولت شاه در تذکره خود نوشته که پدر امیر خسرو در عهد سلطان محمد تغلق شهید شده و امیر خسرورا در حق وے قصائد غرا است خلاف صریح و محض غلط است غالبا شاهزاده سلطان محمدرا که حاکم ملتان بود به علت اشتراک اسمی سلطان محمد تغلق خیال کرده۔

সয়ফ উদ্দীনের তিন পুত্র ছিল, এজাজুদ্দীন আলী শাহ, হেসামুদ্দীন এবং আমির খসরু। সয়ফ উদ্দীনের মৃত্যুকালে আমির খসরুর বয়স ছিল মাত্র সাত বৎসর। আমির খসরুর মাতা ওমদাদউল মোলকের কন্যা ছিলেন। ওমদাদউল মোলক একজন বিখ্যাত রাজপারিষদ ছিলেন এবং হাজার মসনবদারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আমির খসরু ৬০৫ হিজরীতে পাতিয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন লোকেরা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহার পিতা

সয়ফ উদ্দীন তাঁহাকে একখানা বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া একজন উদাসীনের নিকট লইয়া যান। সেই উদাসীন ফকির তাঁহাকে দুর হইতে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, 'যে শিশুকে আনয়ন করা হইতেছে সে কবি হইবে এবং খাকানী অপেক্ষা তাহার সুনাম হইবে।'

যখন আমির খসরুর জ্ঞান হইল তখন তাঁহাকে একটি মক্তবে প্রেরণ করা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ মৌলানা সায়াদ উদ্দীন খেতাত সাহেবের হস্তে তাঁহার হাতেখড়ি হয়।

কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা অপেক্ষা তিনি কাব্য চর্চার ধ্যানেই লিপ্ত রহিতেন। যাহা কিছু ছন্দে বা বিনাছন্দে পারিতেন তিনি তড়িৎ সবই রচনা করিতেন। শহর কোতোয়ালের সহকারী খাজা আমিন কখনও কখনও পত্রাদি লিখিবার জন্য সায়াদুদ্দীন খাতাতকে ডাকাইয়া লইতেন, একদিন ডাকিলে আমির খসরুও তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। খাজা আমিনুদ্দীনের ভবনে খাজা আজিজুদ্দীন অবস্থান করিতেন। আমিনুদ্দীন তাঁহাকে বলিলেন যে এই বালক এখনই গুন গুন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তবে তাঁহার রচনা ছন্দযুক্ত কি ছন্দহীন হয় তাহা আমার জানা নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার রচনা কিছু শুনুন। তিনি তাঁহার হস্তে একখানি কবিতা গ্রন্থ দিলেন। আমির খসরুকে তাহা দিয়া বলিলেন, 'একটি কবিতা পড়' তাঁহার কবিতা পাঠ শ্রবণে সকলেই প্রশংসা করিলেন। তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষক বলিলেন, 'ইহার কবিতা রচনাও পরীক্ষা করুন।' খাজা আজিজুদ্দীন চারটি বিজোড় নাম করিলেন—তাহা মিলাইয়া একটি কবিতা বলিতে হইবে। শব্দ চারটি مو - بیضه - تیر - خربوزه - আমির খসরু তৎক্ষণাৎ বলিলেন :

هرموے کہ دوزلف ان صنم است - صد بیضه عنبرین بر ان موے صنم است
چون تیر بدان راس دلش رازیرا کہ - چون خربوزه دندانش درون شکم است

খাজা আজিজুদ্দীন ইহা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পিতার নামের স্থানে নাম উল্লেখ করিয়া

লাচীন বলিলেন। খাজা আজিজুদ্দীন রসিকতা করিয়া বলিলেন, 'লাচীন অর্থাৎ চীন নহে। পরে বলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে তুর্কী বলা অন্যায়। তিনি এই শব্দ পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, তুর্কীরা নির্দোষ। অর্থাৎ সে তুর্কী। খাজা আজিজুদ্দীন বলিলেন, তোমার যখন রাজসভার সঙ্গে সম্পর্ক রহিয়াছে তজ্জন্য তোমার রাজকীয় কবিনাম রাখা উচিত।' 'তুহাতুল সোগরা' গ্রন্থের অধিকাংশ গজলেই এই কবিনামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

তাঁহার রচনাবলী হইতে অবগত হইতে পারা যায় যে আরবী ভাষায় তাঁহার পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু চরিতাখ্যায়কেরা এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই। তিনি বিশ বৎসর বয়সে বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

আমির খসরু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন গিয়াসুদ্দীন বলবন (হিজরী ৬৬৪)। তাঁহার সভাসদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুতলু খাঁ। তিনি ঝাজ্জু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উচ্চ পদস্থ ছিলেন। তিনি সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। রাজকর্মচারী পদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন যে তিনি রাজসভার অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য তিনি হাতেমের ন্যায় এতদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে মিসর, শাম, রুম, ইরাক, খোরাসান, তুর্কীস্থান প্রভৃতি স্থানেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার নিকট পণ্ডিত, কবি ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ শুভাগমন করিতেন এবং নিজেদের সংকল্প সিদ্ধি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন। কয়েকবার এমনও ব্যাপার ঘটিয়াছে যে নিজের যাহা কিছু নগদ অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল সমস্ত তাঁহাদের মধ্যে মুক্তহস্তে বিলাইয়া দিয়া নিজের সামান্য জামা ব্যতিরেকে কিছুই রাখেন নাই।

আমির খসরু স্বয়ং তাঁহার "গোরবাতুল-কামেল" গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে তিনি সর্বপ্রথমে তাঁহার দরবারভুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। দুই বৎসর কাল তিনি তাঁহার দরবারে সেক্রেটারী রূপে কার্য করেন। কেননা তিনি বহু কাসিদা তাঁহার প্রশংসায়

রচনা করিয়াছিলেন, একটি কাসিদায় পাওয়া যায়:

بود پنهان افتاب ان دم که صبح - همدمی باباد عنبربو نمود
صبح را گفتم که خورشیدت کجا است - اسمان روے ملک چهجو نمود

আমির খসরু 'নও সপহর' নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন:

زشاهاں کسے کا دلم کردیاد - معز الدنیا بود شه کیقباد

অবশ্য ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে তিনি সর্বপ্রথম কতলু সম্বন্ধে রচনা করেন। যাহা হউক, কতলু খাঁ সম্রাটের মধ্যে প্রথম যিনি গুণের আদর করেন তিনি ময়েজুদ্দীন কৈকোবাদ। আমির খসরু প্রায়ই কতলু খাঁর দরবারে প্রশস্তি কবিতা রচনা লইয়া যাইতেন এবং উহার দ্বারা সভায় নূতন উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশন করিতেন।

এক দিবস ঘটনাক্রমে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র বগরা উপস্থিত ছিলেন। কবিতা এবং কাব্য-চর্চা চলিতেছিল। প্রসিদ্ধ কবি শামসুদ্দীন দবীর এবং কাজী আসির তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমির খসরু মনোহর ও অমৃতোপম কাব্যধারার ব্যবস্থা করিলে বগরা খাঁ এমনি মোহিত হইয়া পড়িলেন যে পুরস্কার স্বরূপ এক কোটি মুদ্রার একটি থলি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কতলু খাঁর ইহা আদৌ মনঃপুত হইল না যে, তাঁহার পরিচিত বন্ধু অপর দরবার হইতে পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার মুখের চেহারা রাগে লাল হইয়া গেল। ইহার পর আমির খসরু বিভিন্ন সময়ে কতলু খাঁর নিকট হইতে ইহার কারণ নিরাকরণার্থ ত্রুটি মার্জনা চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে এই শেল নির্গত হইল না।

বগরা খাঁ সামানার শাসনকর্তা ছিলেন। মালেক ঝাজ্জুর নিকট হইতে নিরাশ হইয়া তিনি সামানা যাত্রা করিলেন। বগরা খাঁ তাঁহাকে অতিশয় সম্মানিত ও কদরদানী করিলেন এবং তাঁহার বিশেষ পার্শ্বদ (=নদীম) রূপে গ্রহণ করিলেন। এই যুগে অর্থাৎ ৬৮৭ হিজরীতে লক্ষ্মণাবতীতে (=বাংলায়) তোগ্রা খাঁ বিদ্রোহী হন এবং বার বার শাহী সৈন্যকে পরাজিত করেন।

শেষ পর্যায়ে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন স্বয়ং এই অভিযানে প্রস্তুত হন এবং বগরা খাঁকে তাঁহার অনুসঙ্গী করেন। তাঁহার সঙ্গে আমির খসরুও অভিযানে আগমন করেন। গিয়াসুদ্দীন এই বিদ্রোহ দমন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তিনি বাংলার শাসনভার বগরা খাঁর উপর অর্পণ করেন। আমির খসরুর এক্ষণে অধিকতর শান্তি ও সুখের সম্ভাবনা হইল। রাজদরবারের কবি শামসুদ্দীন দবীর এবং কাজী আসির তাঁহাকে তথায় রাখিবার অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু দিল্লীর পরিবর্তে বাংলা তাঁহার আদৌ মনঃপূত হইল না। সুতরাং তিনি বিদায় লইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র মালেক মুহম্মদ যিনি খান-ই শহীদ নামে প্রখ্যাত, দিল্লীতে আগমন করেন। তিনি উপযুক্ত পণ্ডিত, গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি যখন দরবারে বসিতেন তখন দিন-কা-দিন অতিবাহিত হইয়া যাইত। তিনি আসন পরিবর্তন করিতেন না। এই সভায় সাধারণতঃ শাহনামা, দিবান-ই-খাকানী, আনোয়ারী, খামসায়ে নিজামী প্রভৃতির কবিতা পঠিত হইত। তিনি নিজের রুচি অনুযায়ী পঞ্চাশ সহস্র কবিতার একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ সম্পাদন করেন। তারিখ ফেরেস্তা বলেন যে, আমির খসরু এবং হাসান দেহলোভী এই উত্তম সংকলন ব্যাপারে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করেন।

এই সংকলন এতাদৃশ দুর্লভ ও অমূল্য ছিল যে শাহজাদার মৃত্যুর পর সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন স্বীয় প্রিয় ও অন্তরঙ্গ আমির আলীকে ইহা প্রদান করেন। আমির আলীর পরে ইহা আমির খসরুর হস্তে পৌঁছে।

আমির খসরুর কবি-খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুলতান মুহম্মদ তাঁহাকে ডাকিয়া বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ কবি করিয়া লন। যখন তিনি মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, তখন তিনি আমির খসরু এবং হাসান দেহলভীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত আমির খসরু তাঁহার দরবারে অবস্থান করেন। এই সময় হালাকু খাঁর পৌত্র আরগুন খাঁ ইরানের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার অন্যতম আমির তিমুর

খঁা বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া লাহোর এবং দেবপালপুর আক্রমণ এবং বিধ্বস্ত করিতে থাকেন। সুলতান মুহম্মদ খান মুলতান হইতে বহির্গত হইয়া তিমুর খঁাকে পরাজিত করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি জোহরের নামাজ পাঠ করেন নাই, তজ্জন্য একটি দীঘিকার তীরে পাঁচ শত লোক লইয়া নামাজ পাঠে লিপ্ত হন। ইতিমধ্যে এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিমুর খঁা সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। সুলতান মুহম্মদ স্বীয় নামাজী দলসহ নামাজ পরিত্যাগ করিয়া তাতারীদের সম্মুখীন হন এবং বারবার তাহাদিগকে পরাজিত করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে একটি তীর আসিয়া তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইলে তিনি আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আমির খসরু এবং হাসান দেহলভী এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাতারীরা তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া বলখে লইয়া যান (হিজরী ৬৮৩)। আমির খসরু অসাধারণ তেজস্বী ভাষায় একটি শোকগীতি রচনা করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করেন। মাসাধিককাল ঘরে ঘরে এই শোকগীতি গীত হয়। এই গানের কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

واقعه است این یا بلا ازاسمان امد پدید - افت است این یاقیامت درجهان امدپدید

راه در بنیاد عالم داد سیل فتنه را - رخنه کامسال در هندوستان امد پدید

مجلس یاران پریشان شد چو برگ گل زباد - برگ ریزی گوئی اندر بوستان امد پدید

بسکه اب چشم خلقے شد روان در چارسو—پنج ابے دیگر اندر مولتان امدپدید

جمع شد سیاره در چشم مگر طوفان شود - چون به برج ابی انجم را قران امدپدید

ইহা একটি সুদীর্ঘ শোকগীতি। দুই বৎসর পরে কোন উপায়ে আমির খসরু তাতারীদের হাত হইতে মুক্তি পান এবং দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। খান-ই-শাহীদের মৃত্যুর পর যে মর্সিয়া লিখিয়াছিলেন তাহা তিনি

গিয়াসুদ্দীন বলবনের দরবারে পাঠ করেন। ইহা পাঠের কালে রাজদরবারে কাহারও বাহ্যজ্ঞান রহিল না। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন এতাদৃশ ক্রন্দন করেন যে তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং পরিশেষে পরলোক গমন করেন।

আমির খসরু দিল্লী হইতে পাতিয়ালা গমন করিলেন। তথায় গঙ্গার তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হিজরী ৬৮৬ সনে গিয়াসুদ্দীন বলবন মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজার সভাসদরা তাঁহার মৃত্যুকালীন উপদেশের বিরুদ্ধতা করিয়া তাঁহার পৌত্র ও বগরা খ'ার পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কায়কোবাদ আমির খসরুকে রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু শাসন-রজ্জু মালেক নিজামুদ্‌দীনের হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং তাঁহার সহিত আমির খসরুর মধুর সম্বন্ধ ছিল না। কাজেই রাজ আহ্বানে তাঁহার মন তুষ্ট হইল না। তিনি রাজ অমাত্য খান জাহানের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিলেন।

খান জাহান অযোধ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইলে তিনি আমির খসরুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তাঁহার 'কোরআন-ই-সায়াদিন নামক গ্রন্থে স্বয়ং লিখিতেছেন:

خان جهان حاتم مفلس نواز - گشت به اقطاع او ده سرفراز
من که بدم چاکر او پیش ازان - کرد کرم انچه که بدبیش ازان
ناز چنان بخشش خاطر فریب - بنده شده رلازمه ان رکیب
درادوم بروز لطف چنان - کیست که از لطف بتابد عنان
دراوده از بخشش او تا دو سال - هیچ غم و ناله نبود از مثال

তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত অযোধ্যায় ছিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে অপরিসীম ভালবাসিতেন। তিনি দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রায়ই পত্রে লিখিতেছিলেন যে আমির খসরু হইতে দূরে থাকিয়া তিনি বেশী দিন জীবিত থাকিবেন না। আমির খসরুও তাঁহার মাতাকে অসীম ভক্তি করিতেন। ফলে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া

আসিলেন। মা আমির খসরুকে কণ্ঠলগ্ন করিলেন, এবং দুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

مادرم ان خستهٔ تیمار من - چون نظر افگند به دیدار من
پرده زروے شفقت بر گرفت - اشک فشانان به برم در گرفت

কায়কোবাদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিলাস এবং উচ্ছৃঙ্খলতার লিপ্ত হইলেন। তাঁহার পিতা বগরা খাঁ বাঙালার শাসনকর্তা ছিলেন। দিল্লীর এই অবস্থা শুনিয়া বাঙলাদেশ হইতে তিনি যাত্রা করেন। কায়কোবাদ পিতার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইলেন। এক বিশাল সৈন্য বাহিনী সঙ্গে লইয়া তিনিও দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পত্র ও পয়গাম বিনিময় হইল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত হইল এবং কায়কোবাদ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আমির খসরু পিতা-পুত্রের মিলন এবং পরামর্শ সম্বন্ধে যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহার কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করিয়া দেওয়া গেল :

زهی ملک خوش چون دو سلطان یکے شد
زهی عهد خوش چون دو پیمان یکے شد
پسر بادشاهے پدر نیز سلطان
کنون ملک بین چون دو سلطان یکی شد
ز مهر جهانداری و بادشاهی
جهان را دو شاه جهانبان یکے شد
یکے ناصر عهد محمود سلطان
که فرمانش در چار ارکان یکے شد
دگر شه معز جهان کیقبادے
که در ضبطش ایران و توران یکے شد

কায়কোবাদ ইচ্ছা করিতেছিলেন যে, এই ঘটনা কবিতায় বিধৃত হয়। আমির খসরুকে ডাকাইয়া এই অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। আমির খসরু ছয় মাস পরিশ্রম করিয়া 'কোরআন-ই-সায়াদীন' রচনা করেন। ইহাতে

পিতা-পুত্রের পত্রবিনিময় এবং সন্দর্শন বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই সময় আমির খসরু বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর ছিল। কেন না তিনি স্বয়ং লিখিতেছেন :

ساخته گشت از روش خامه - از پس شش ماه چنین نامه
در رمضان شد به سعادت تمام - یافت قران نامه سعدین نام
انچه به تاریخ زهجرت گزشت - بودسن ششصد و هشتاد و هشت
سال من امروز اگر بر رسے - راست بگویم همه شش بود وسی

কায়কোবাদ কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। তিনি তিন বৎসর রাজত্বের পর ৬৮৯ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পর তাঁহার শিশু পুত্র শামসুদ্দীন কায়কাউস সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিতান্তই শিশু ছিলেন। তিন মাস রাজত্বের পর রাজসভাসদেরা তাঁহাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া বন্দী করেন। তখন এই বংশের অপর কেহ সিংহাসন দাবী করিবার মত জীবিত ছিলেন না। এই জন্যই রাজ-অমাত্য অন্যতম মালেক ফিরোজ শায়েস্তা খাঁ খিলজী সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর ছিল। তিনি রাজসভায় অতিশয় প্রতিপত্তি-শালী ছিলেন। তিনি সুলতান জালালুদ্দীন খিলজী নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁহার রাজসভায় গুণী ও জ্ঞানী লোকের বিশেষ সমাদর ও স্থান ছিল। আমির খসরু সে যুগের শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তি ছিলেন। আমির খসরু জ্ঞানী, পণ্ডিত, গায়ক এবং কবি ছিলেন। ময়েজজুদ্দীন কায়কোবাদের রাজত্ব কালে যখন সুলতান জালালুদ্দীন 'আরজ' ছিলেন তখন হইতেই তিনি আমির খসরুর দিকে সদয় দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহাকে উপযুক্ত বেতন স্বীয় বিশিষ্ট অনুচর দলভুক্ত করিয়া লন এবং স্বীয় পোশাক তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে বিশিষ্ট 'নদীম' শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে মনসবদারী প্রদান করেন এবং ওমরা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। এতদসঙ্গে প্রধান অমাত্যদের বিশেষ পোশাক জামা এবং কমরবন্দ তাঁহাকে প্রদান করেন। আমির খসরুকে যে আমির বলা হয় তাহার প্রধান কারণ ইহাই।

আমীর খসরু জালালুদ্দীন খিলজীর সকল 'ফতোয়া' কবিতায় রচনা করিয়া তাঁহার নাম 'তাজুল ফতুয়া'রাখেন। এই গ্রন্থের বিষয়ে কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। জালালুদ্দীন খিলজীকে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী শত্রুতা করিয়া হত্যা করেন (হিজরী ৬৯৪) এবং স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান আলাউদ্দীন যদিও প্রবঞ্চনা করিয়া সিংহাসন লাভ করেন, যদিও তিনি নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু প্রকৃতির লোক ছিলেন তথাপি তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত এবং জাক-জমকশীল সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজ-সভায় বহু বিখ্যাত জ্ঞানী ও গুণী সকলের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হইত। আলাউদ্দীন আমির খসরুকে এক সহস্র মুদ্রায় নিযুক্ত করেন। আমির খসরু বিশেষ কবিত্বের সহিত তাঁহার সকল ফতোয়া লিপিবদ্ধ করেন। ইহা 'মোজায়েমুল ফতুয়া' নামে অভিহিত।

৬৯৮ হিজরীতে আমির খসরুর মাতা এবং ভ্রাতা হোসসামউদ্দীন পরলোক গমন করেন। 'লায়লী-মজনু' নামক গ্রন্থে তিনি এই বিষয়ে দুঃখপূর্ণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নিজামীর "পাঞ্জ গঞ্জ" নামক গ্রন্থের প্রত্যুত্তর এই সময়েই তিনি রচনা করেন, কেন না প্রত্যেক গ্রন্থে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর নাম প্রশংসিত রহিয়াছে। এই পঞ্চ-গ্রন্থের শেষ খানার নাম 'সপ্তবেহেস্ত'। ইহা হিজরী ৭০১ সন সমাপ্ত হয়।

এই সময়েই আমির খসরু হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার হস্তে দীক্ষিত হন। সুলতান আলাউদ্দীন ২১ বৎসর রাজত্ব করিবার পর হিজরী ৭২৬ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র শাহাবুদ্দীন ছয়মাস কাল এবং তাঁহার পর কুতুবুদ্দীন মোবারক বিন আলাউদ্দীন খিলজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যদিও অলস, চঞ্চল এবং বুদ্ধিহীন ছিলেন তথাপি আমির খসরু ৭১৮ হিজরীতে 'নওসপহর' রচনা করিয়া তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন। তখন তিনি হস্তীতোল করিয়া তাহা আমির খসরুকে প্রদান করেন। কেন না আমির খসরু স্বয়ং কুতুবুদ্দীনের জবানীতে লিখিয়াছেন ঃ

به تاریخ همچون من اسکندرے - کند هرکه ارائش دفترے
ز گنج گران مایۂ بے شمار - دهم بار بنیش نه ان پیلبار
مرا خود درین ره پدر شه دلیل - که میداد ز رهم ترازوے پیل
شناسد کسے کش خرد رهنموں - که از پیلبار است وزنش فراون
چو میراث شد پیل زرداد نم - نه زیبا است زین سهل تر دادنم
شها! گنج بخشا! کرم گسترا! - معانی شناسا سخن داورا
چنین بخشے کز توجم یافتم - در ایام پیشینه کم یافتم
کنون لامد از سحر سنج چو من - به اندازه بخشش امد سخن

কুতুবুদ্দীন একজন নবদীক্ষিত হিন্দু-মুসলমানকে খসরু খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া 'কলম দান-ই ওজারত' প্রদান করেন। সে কুতুবুদ্দীনকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করে। সে হিন্দু মুসলমান সকল প্রজা ও অমাত্যদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। ইহাতে রাজসভাসদেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। চার মাস রাজত্বের পর গাজী মুলকের হস্তে সে নিহত হয়।

তখন খিলজী বংশ লোপ পাইয়া গেল। প্রধান প্রধান রাজ-অমাত্যেরা মিলিয়া গাজী মূলককে সিংহাসনে বসান। ইনি সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের জনৈক তুর্কীদাস এবং হিন্দুমহিলার পুত্র ছিলেন।

তিনি দরবারে চীৎকার করিয়া বলিলেন যে, 'আমার সিংহাসনে আরোহণ করিবার ইচ্ছা নাই। রাজপরিবারের কাহাকেও সিংহাসনে বসান হউক।' তখন খিলজী বংশের কেহ জীবিত ছিলেন না এবং রাজদরবারের সকলে মালেক গাজীর সেবায় অবহিত ছিলেন। কাজেই সম্মিলিতভাবে তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইলেন। তিনি গিয়াসুদ্দীন তোগলক নামে প্রসিদ্ধ। তিনি অতিশয় ন্যায়-বিচারক ছিলেন। তিনি আমির খসরুর বিশেষ সমাদর করেন। তিনি অর্থাদির দ্বারা আমির খসরুকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলেন। আমির

খসরুও তাঁহার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ 'তোগলক নামা' রচনা করেন। ইহা তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস। তোগলক যখন বাংলা দেশে ভ্রমণ করিতে গমন করেন তখন আমির খসরু তাঁহার অনুসঙ্গী হন। তোগলক প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু আমির খসরু তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় খবর পৌঁছিল যে খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়ার তিরোধান হইয়াছে। আমির খসরু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ণ-চিত্তে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার যে ধনসম্পত্তি ছিল তাহা তিনি খাজা নিজামুদ্দীনের নামে উৎসর্গ করেন। তৎপর তিনি শোক-প্রকাশক কৃষ্ণ বসন পরিধান করিলেন এবং খাজা সাহেবের সমাধিস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ছয়মাস পরে জেলকদ মাসে হিজরী ৭২৫ সনে তিনি পরলোক গমন করেন। খাজা নিজামুদ্দীন সাহেব উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে আমির খসরুকে যেন তাঁহার পার্শ্বে কবর দেওয়া হয়। লোকে তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু একজন বলিলেন যে তাঁহাদের দুইজনের জিয়ারত করিতে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইবে। সুলতান বাবরের অমাত্য মেহেদী খান তাঁহার কবর বাঁধাইয়া দেন এবং মোল্লা শাহাবুদ্দীন সা'মী তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ কবর গাত্রে খোদিত করিয়া দেন।*

شد "عدیم المثل" یک تاریخ او - و ان دگر شد "طوطی شکر مقال"

---

* The most famous of these writers was Amir Khasru, a Turk whose family had settled in the United Provinces for two or three generations and who lived in the fourteenth century during the reigns of several Afghan Sultans. He was a poet of first rank in Persian, and knew Sanskrit also. He was a musician and introduced many innovations in Indian music. He is also said to have invented the Sitar, the popular stringed instrument. He wrote on many subjects, Among these were religion,

philosophy, logic, language and grammar (Sanskrit), music, mathematics, science, and the mango fruit.

But his fame in India rests, above all, on his popular songs, written in the ordinary spoken dialect of Hindi. Wisely he did not choose the literary medium which would have been understood by a small coterie only; he went to the villager not only for his language but for his customs and ways of living. He sang of the different seasons, and each season had its own appropriate tune and words; he sang of life in various phases, of the coming of the bride, of separation from the beloved, of the rains when life springs a new from the parched earth. Those are still widely sung and may be heard in any village or town in northern and central India. Especially when the rainy season begins and in every village big swings are hung from branches of the mango or the pipal trees, and the village girls and boys gather together to celibrate the occasion.

Amir Khasru was the another also of innumerable riddles and conundrums which are very popular with children as grown ups. Even during his long life Khasru's songs and riddles has made him famous. That reputation has continued and grown. I do not know if there is any other instance anywhere of songs written six hundred years ago maintaining their popularity and their mass appeal and being still sung without any change of words. Pp. 146-147. [The Discovery of India by Jawaharlal Nehru, Edited with a foreword and comments by Robert. I. Crane. Doubleday & Company, Newyork, 1959.]

সালমান সাওজী

ইরাক-ই-আজমে সাওয়াহ একটি বিখ্যাত সুবাহ ছিল। আতশকাদার গ্রন্থকার বলেন এখন মাত্র কয়েকটি গ্রাম বাকী রহিয়াছে। সালমান এই স্থানেরই অধিবাসী ছিলেন। আরবীতে সম্বন্ধ বাচক পদে 'হ' 'জ' রূপে পরিবর্তিত হয়। এই জন্যই তাঁহাকে লোকে সাওজী বলে। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৭৬ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সমসাময়িক সুলতান তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিতেন। সোলেমানের পিতার নাম আলাউদ্দীন মুহম্মদ। তিনি বাদশাহী দরবারে রাজকর্মচারী ছিলেন। সোলেমানের শিক্ষা-দীক্ষা এই দৃষ্টি রাখিয়াই প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি হিসাব-বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই সময় চারিদিকে নানা অঞ্চলে নানা রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। জালায়ের নামক এক বংশ বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেন। এই বংশ ৮৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং চারজন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে। এই বংশের প্রথম রাজার নাম হুসন ইলকানী। তাঁহার পুত্র সুলতান আবেস জালায়ের অদম্য সাহস ও প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তিনি আজারবাইজান, ইরান, সুদান, শীরদান এবং মসুল প্রভৃতি বিজয় করিয়া আপন রাজ্যসীমা ও শাসন পরিধি বিস্তার করেন। তিনি ১৯ বৎসর পর্যন্ত বিশেষ শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করেন। তিনি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি অতি চমৎকার ছবি অঙ্কন করিতে পারিতেন। বড় বড় চিত্রকর তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হইতেন। বিখ্যাত চিত্রকর খাজা আবদুল মঈন তাঁহার নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। সঙ্গীত বিদ্যায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। তিনি ৭৭৬ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। খাজা সোলেমান তাঁহাদের উভয়ের দরবারে রাজকবি ছিলেন।

খাজা সোলেমান বাগদাদের রাজা হোসেন ইলকানীর খ্যাতির কথা শুনিয়া প্রথমে বাগদাদে আগমন করেন। তিনি রাজদরবারে প্রবেশ লাভ করেন। একদিন হোসেন এলকানী তীর-নিক্ষেপ অভ্যাস করিতেছিলেন, খাজা সোলেমানও তথায় উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিনি নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়া বাদশাহের নিকট পেশ করিলেন ঃ

چو دربار چاچی کمان رفت شاه - تو گفتی که در برج قوس است ماه

হোসেন তাঁহার আশ্চর্য রচনাশক্তি দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর-রূপে গ্রহণ করেন। সুলতান হোসেনের অন্তঃপুরে দিলশাদ খাতুন বিশেষ বুদ্ধিমতি ও ক্ষমতাশালিনী রমণী ছিলেন। সুলতান হোসেন নামমাত্র বাদশাহ ছিলেন, রাজ্য পরিচালনা দিলশাদ খাতুনই করিতেন। এই রমণী কবিতার বিশেষ পক্ষপাতিনী ও গুণগ্রাহিণী ছিলেন। এই জন্যই তিনি খাজা সোলেমানের বিশেষ সমাদর করিতেন এবং সোলেমান তাঁহার প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নামে কাসিদা রচনা করিতেন। সুলতান আবেসও বিশেষ-রূপে কাব্য রসিক ছিলেন। তিনি নিজেও কবিতা রচনা করিতেন। সুতরাং সোলেমান যে বারবার বিশেষ সম্মান ও সমাদর পাইবেন, তাহা আদৌ আশ্চর্যজনক নহে।

একবার সোলেমান সুলতান আবেসের আনন্দ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। মসলিস শেষ হইলে সোলেমান উঠিলেন। সুলতান ভৃত্যকে প্রদীপ লইয়া সোলেমানের সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। সোলেমানের ঘরে পৌঁছিলে ভৃত্য প্রদীপ তথায় রাখিয়াই প্রত্যাবর্তন করিল। পরদিন প্রাতে সে প্রদীপ আনিতে কবির গৃহে গমন করিল। প্রদীপের সঙ্গে সুবর্ণ থালা ছিল, প্রদীপ সমেত সুবর্ণ থালা ফেরত দিতে হইবে ভাবিয়া কবি বিশেষ হয়রান হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এই কবিতা লিখিয়া তাহা ভৃত্যের হস্তে অর্পণ করিলেন যেন তাহা সুলতানের হাতে দেওয়া হয় ঃ

شمع خود سوخت به زاری شب دوش و امروز
گر لگن می طلبد شاه زمن می سوزم

সুলতান হাসিয়া বলিলেন, 'কবিদের কাছ থেকে কেহ কোন জিনিস ফেরৎ পাইতে পারে?'

সোলেমান যখন বৃদ্ধ হইয়া যান তখন তিনি চারটি কবিতা রচনা করিয়া কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ মানসে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন:

بادشاها ! بنده در حضرت برسم عرضداشت

সুলতান এই চারটি কবিতা পাঠ করিয়া প্রথমটির পার্শ্বে লিখিলেন

هرچه تا غایت به نام او مقرر بوده است - همچنان باشد به نام او مقرر همچنان

দ্বিতীয় কবিতার উপর লিখিলেন

ده ایرین که در حدود رے است - بد هندش که التماس وے است

মোট কথা জায়গীর এবং মাহিনার সঙ্গে সঙ্গে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সোলেমান নির্জন বাস অবলম্বন করিয়া ধ্যান ধারণায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন সংসারের কোন কাজকর্মে লিপ্ত হইতেন না। দৌলতশাহের মতানুযায়ী তিনি ৭৬৯ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। কিন্তু মৌলভী গোলাম আলী আজাদ বলেন যে সোলেমানের দিবানের নোসখা ৭৯১ হিজরীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়। উহারই শেষে একটি ক্ষুদ্র কবিতা রহিয়াছে। এই কবিতা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ ক্ষুদ্র কবিতাটির রচয়িতা সোলেমানের সমসাময়িক ছিলেন।

مهمل ایت اعجاز پارسی سلمان - که کرد ناطقه پیش دمش به عجز قرار

ইহা হইতে ৭৭৮ হিজরী পাওয়া যায়।

নাসির বোখারী এই যুগের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি দার্শনিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। একবার তিনি হজব্রত সমাপন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে বাগদাদ পেঁাছেন। খাজা সোলেমানের নাম বিশ্ব বিজয়ী হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে নাসির বোখারী অভিলাষ করিলেন। একদিবস সোলেমান ইউফ্রেটীস নদীর তীরে ভ্রমণ

করিতেছিলেন। নাসির গিয়া তথায় উপনীত হইলেন। সোলেমান তাঁহার নামধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। নাসির কহিলেন যে তিনি কবি। সোলেমান তৎক্ষণাৎ বলিলেন :

دجله را امسال رفتارے عجب مستانه ایست

নাসির তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় পদ পূরণ করিলেন :

پائے در زنجیر وکف و بر لب مگر دیوانه ایست

সোলেমান তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন এবং কয়েক দিবস পর্যন্ত গৃহে অতিথিরূপে রাখিলেন।

উবায়েদ জাকানী তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ব্যঙ্গ কবি ছিলেন। একবার সোলেমান একটি নির্ঝরের তীরে বসিয়া ছিলেন। আমীরের মত জাঁকজমকের সহিত তাঁবু গাড়িয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ঘটনা-ক্রমে উবায়েদ জাকানী কোথাও হইতে আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। সোলেমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিতেছ?" উবায়েদ জাকানী বলিলেন 'কাকভীন হইতে।' সোলেমান বলিলেন, 'সোলেমানের কোন কবিতা যদি স্মরণ থাকে তবে শুনাও।' উবায়েদ এই কবিতা পড়িলেন ঃ

من خرا باتیم و باده پرست - در خرابات مغان عاشق ومست

সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন সোলেমান উচ্চ পদমর্যাদার লোক, এই কবিতা হয়ত তাঁহার রচিত নাও হইতে পারে। আশ্চর্য নহে যে, ইহা হয়ত তাঁহার স্ত্রীর রচিত কবিতা। সোলেমান অতিশয় ঘাবড়াইয়া গেলেন। আন্দাজে ধারণা করিলেন, হয়ত এই ব্যক্তি উবায়েদ জাকানী। তাঁহাকে শপথ দিয়া সত্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে তিনি উবায়েদ জাকানী। আরও বলিলেন, 'তুমি লোককে না দেখিয়াই ব্যঙ্গ কবিতা রচনা কর। ইহা উচিত নহে। আমি নিজে বাগদাদ হইতে আসিয়াছি যে তোমার ব্যঙ্গ কবিতার রস আস্বাদন করিব। তোমার সৌভাগ্য এই যে আমি ইচ্ছা করিয়া ব্যঙ্গ কবিতা রচনা পরিত্যাগ

করিয়াছি।' সোলেমান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। স্বয়ং তাঁহাকে অশ্বের উপর আরূঢ় করিলেন। নগদ অর্থ এবং বস্ত্র উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিলেন। তবু সোলেমান সর্বদা উবায়েদ জাকানীর ব্যঙ্গের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতেন।

একবার বাদশাহ তাঁহাকে একটি কৃষ্ণবর্ণের অশ্ব পুরস্কার দেন। কালো বর্ণের অশ্ব তাঁহার পছন্দ সই হয় না। উহা তিনি ফেরৎ পাঠাইয়া দেন এবং প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন যে অন্যবর্ণের অশ্ব প্রদত্ত হউক। আস্তাবলের দারোগা উহাও রাখিয়া দেন, এই সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন :

شاها ! مرا به اسپ موعود کرده بودی

একবার চোখের অসুখের জন্য রাজদরবারে যাইতে অসমর্থ হইয়া নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন :

خسروا خاک درگه تو مرا است

একবার তাঁহার পরিধানের বস্ত্রের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছিল। সম্রাটের নিকট নিম্নোদ্ধৃত কবিতা লিখিয়া পাঠান :

اے ز ما مستغنی و از امثال ما

বাদশাহ এই কবিতা পাঠ মাত্র নিজের দেহের মূল্যবান পোশাক খুলিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়া পাঠান :

هرچند ترا جامه ما پوشیدن

একবার পায়ের অসুখের জন্য তিনি রাজদরবারে যাইতে অক্ষম হন। নিম্নের কবিতা বাদশাহের নিকট লিখিয়া পাঠান :

بهر استقبال شاه از فرق و سر کردم قدم

সোলেমান পারস্য কবিতার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। খাজা হাফেজ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :

سر آمد فضلائے زمانه دانی کیست

সোলেমান কামাল ইসমাইল এবং জহীর ফারইয়াবীর প্রবর্তিত পন্থায় কাব্য রচনা করেন। অধিকাংশ কাসিদা তাঁহাদের রচনার উত্তর স্বরূপ রচিত হইয়াছিল। মৌলানা জামী তাঁহার "বাহরিস্তানে" বলেন, প্রাচীন কবিদের বিশেষ করিয়া কামালের সঙ্গে কবি সোলেমানের সাহিত্যিক দায়াদী সম্পর্ক রহিয়াছে। তিনি যে কাব্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করেন তৎসম্বন্ধে কেহ দ্বিমত নহে ও তাঁহার রচনার মনোহর ভঙ্গী নিম্নলিখিত বয়েতে ধৃত হইয়াছে ঃ

معنی نیک بود شاهد پاکیزه بدن

পারস্য কাব্য সাধনায় তাঁহার বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রাচীন এবং মধ্যযুগের মাঝখানে তাঁহার স্থান। প্রাচীন যুগের শেষ এবং মধ্যযুগের তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

সোলেমান কাসিদা মসনভী, গজল প্রভৃতি নানাবিধ কবিতা রচনা করেন। তাঁহার 'জমশীদ' ও 'খুরশীদ' প্রসিদ্ধ মসনভী কাব্য। যদিচ সুলেমান নানা ছন্দের কবিতা রচনা করেন তবে তন্মধ্যে কাসিদাতেই তাঁহার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। গজলে তিনি তাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করেন নাই।



শামসুদ্দীন হাফিজ (বাম) ও আবু ইসহাক (ডানে)

শামসুদ্দীন হাফিজ

হোমার, কালিদাস, সেক্সপীয়র ও হাফিজ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকুল শিরোমণি। জগৎ তাঁহাদের কাব্য মঞ্জুষার অপূর্ব প্রকাশলীলা ও অপরূপ মাধুর্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত। ইলিয়ড, শকুন্তলা, হ্যামলেট ও দিওয়ান-ই-হাফিজের সহিত পরিচিত নহে এমন কাব্যরসিক ও সাহিত্যমোদী নাই এবং এইগুলি যে বিশ্ব সাহিত্যের চিরন্তন দান তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আমরা যে অতি-মানুষের মনের সন্ধান পাই তাঁহাদের কথা জানিতে স্বতঃই ঔৎসুক্য উদিত হয়। তাঁহারা কি প্রকারে এই সকল বিশ্ববিমোহন গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা জানিতে একান্ত আগ্রহ জন্মে। কিন্তু ইতিহাস এই স্থানে সম্পূর্ণ চুপ করিয়া গিয়াছে। অতীতের অতলস্পর্শী ঘন অন্ধকার রাজ্যে তাহার আলো অস্পষ্ট ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। হোমার, কালিদাস প্রভৃতি চিরকালের জন্য নিগূঢ় রহস্যের বুকে সমাধিস্থ। যাঁহাদের রচনার যশোরশ্মিতে অতীত ও বর্তমানকে সমুদ্ভাসিত করিয়া কুহেলিকাময় ভবিষ্যতের দিকে সম্প্রসারিত, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য ও সুযোগ নাই, তাহা কি আফসোসের বিষয় নহে? হাফিজ সম্বন্ধে এত অলৌকিক কাহিনী, আজগুবী গল্প ও পরস্পর বিরোধী বর্ণনা প্রচলিত আছে যে তাহার মধ্য হইতে সত্যিকার ঐতিহাসিক ব্যক্তিটিকে খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই দুঃসাধ্য। বিশ্বাস্য প্রমাণপঞ্জীর এতই অভাব যে তাহা আমাদের মনকে স্বভাবতঃই পীড়িত করে।

হাফিজের পিতামহ পারস্য দেশের অন্তর্গত ইসপাহান প্রদেশের সরকার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বাহাউদ্দীন। তিনি তথায় ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে সম্পদশালী হন। বাহাউদ্দীন তিন পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ব্যবসায় চালাইবার

মত তাঁহাদের কাহারও ক্ষমতা ছিল না, কাজেই অতি অল্পদিন মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন এবং দেশ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া যান। হাফিজ তখন অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন। কাজেই তিনি তাঁহার মাতার অঞ্চলের নিধি হইয়াই রহিলেন। অর্থাভাবে তাঁহাদের দিন চলা অসম্ভব হইল। কাজেই তাঁহার মাতা তাঁহাকে পাড়ার জনৈক ব্যক্তির হস্তে তাঁহার ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। কিন্তু যাঁহার হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহার স্বভাব মন্দ ছিল। কাজেই হাফিজ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ময়দা পিষণের কার্য গ্রহণ করেন। দ্বিপ্রহর রাত্রি হইতে প্রভাত পর্যন্ত তিনি এই কার্যে ব্যাপৃত রহিতেন। তাঁহাদের বাটীর অনতিদূরেই একটি মকতব ছিল এবং পাড়ার সকল ছেলেমেয়ে তাহাতে অধ্যয়ন করিত। হাফিজ প্রায়ই মকতবের নিকট দিয়া যাওয়া-আসা করিতেন। ক্রমে তাঁহারও অধ্যয়ন করিবার স্পৃহা বলবতী হইল এবং তিনি মকতবে ভর্তি হইলেন। ময়দা পিষণ কার্য শেষ হইলে তিনি যাহা আয় করিতেন তাহা মাতার হস্তে দিতেন এবং অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিত উদ্বৃত আয় করিতেন তাহাই শিক্ষককে বেতন স্বরূপ প্রদান করিতেন। এই মকতবেই তিনি কোরআন শরিফ কণ্ঠস্থ করেন (সিরুল আযম, পৃষ্ঠা ২১২।২১৩; লিসানুল গায়েব পৃষ্ঠা ৪-৮)।

প্রাচীনকালে কবিদের অত্যন্ত সম্মান ছিল এবং যৎপরোনাস্তি সমাদর হইত। কবিকে সম্রাটগণও ভয় করিয়া চলিতেন, বিশেতঃ পারস্য এবং আরবের তীব্র ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপপূর্ণ কবিতার ভয়ে শক্তিশালী সুলতানগণও শঙ্কিত থাকিতেন।

হাফিজের সমাদরে তাঁহার গজল গীতির প্রসিদ্ধিই মূলীভূত কারণ। হাফিজ কোন দিনই নামের জন্য লালায়িত ছিলেন না, কিন্তু বসরা গোলাপের মত তাহার গজলের খ্যাতি দিগদিগন্ত আমোদিত করিয়া ফেলিয়াছিল। হাফিজের গজল লোকের এত প্রিয় হইয়া গিয়াছিল যে ইহা দ্রাক্ষালতা পরিবেষ্টিত ইরানের সীমা ছাড়াইয়া শস্যশ্যামলা বাঙালা দেশেও

আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার কবিতার জনপ্রিয়তার দিকে ইঙ্গিত করিয়াই তিনি বলিতেছেন:

যে শেরে হাফিজে শিরাজ মিগোইয়ান্দ ও মি রকসানাদ।
সেয়াহ চশমানে কাশমিরী ও তোরকানে সমর কান্দি॥
তাহারা হাফিজের গজল গান করে ও নৃত্য করে,
—কাশ্মীরের কালো-আঁখি সুন্দরী ও সমরখন্দের তুর্কী-তরুণী।

জন্মভূমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং সেই জন্যই বিদেশ গমনে নিরতিশয় অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু লোকখ্যাতি তাঁহাকে শান্তিতে বাস করিতে দিত না। বাগদাদের বাদশাহ সুলতান আহমদ বিন আবেস এক-জন সর্বগুণসমন্বিত পুরুষ ছিলেন এবং হাফিজের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি হাফিজকে বাগদাদে আনয়নের জন্য কয়েকবার সাদর আমন্ত্রণপত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রিয় রোকনাবাদের তীর ও পুষ্প সুশোভিত মুসাল্লা পরিত্যাগ করিয়া বেহেশতও পছন্দ করিতেন না। কাজেই সম্রাটের আহ্বানে কোন ফলই ফলিল না।

উম্মাদ বিন-মাহমুদ সুলতান কুতুবউদ্দীন ইস্পাহানের শাসনকর্তার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি হাফিজকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তিনিও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কবি তথায়ও গমন করেন নাই। হাফিজ তাঁহার গজল মধ্যে অনেক স্থানে তাঁহার নামও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার দিওয়ানে আসফের রাজত্ব কালের বর্ণনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সম্ভবত 'আসফের রাজত্ব'কাল উম্মাদ বিন-মাহমুদের সময় অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন:

—বান্দায়ে আসাফে আহমদ কে দার সোলতানাতাহ।
সুরাতে খাজেগি ও সিরাতে দরবিশানাস্ত॥

আমি সমসাময়িক আসফের সেবক—আসফ বাহিরে সম্রাট, প্রকৃতিতে দরবেশ।

দাক্ষিণাত্যে এই সময় বাহমনী বংশের সুলতান শাহ মাহমুদ সম্রাট ছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় কবিতা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার একটি কবিতার দুই ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আকেবাত দার সিনাহ কারে খুন ফাসেদ মি কোনাদ।
রেখাসাতে আয় দেল কে আজ এলমাশে নেশতার মি খোরাম॥

ভণ্ড শেষকালে হৃদয় রক্তরঞ্জিত করে দিল আমার, বিদায় গ্রহণ কর, কেননা হীরের দ্বারা জখম হইয়াছি।

তাঁহার রাজত্বকালে আরব ও আজমের কবিগণ দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া পুরস্কার ও পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করিতেন। সাধারণ এক কাসিদার পরিবর্তে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লাভ করিয়া গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হইতেন। যখন কবি সম্মান, গুণগ্রাহিতা ও বদান্যতায় অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তখন হাফিজও দাক্ষিণাত্যে গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

আল্লামা তফতজানীর ছাত্র এবং সম্রাটের দরবারে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, মীর ফজল আল্লাহ হাফিজের অভিলাষের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার আগমনের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া কিছু অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাফিজ অর্থ পাইয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তন্মধ্য হইতে কিছু দান করিলেন এবং অবশিষ্টাংশ লইয়া দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কথিত আছে তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন উদ্দেশ্যে সিরাজ হইতে বহির্গত হইয়া লার পর্যন্ত পেঁৗছিয়া তথায় তাঁহার এক বন্ধুগৃহে অবস্থান করেন। দৈবক্রমে সেই রাত্রিতে তাঁহার বন্ধুর সর্বস্ব দস্যু দ্বারা অপহৃত হয়। তদ্দর্শনে হাফিজ তাঁহার অবশিষ্ট অর্থ তাঁহাকে দান করেন।

খাজা জয়েন উদ্দীন হামদানী ও খাজা মোহাম্মদ কাজবানী বাণিজ্য-করণ উদ্দেশ্যে ভারতে আসিতেছিলেন। তাঁহারা হাফিজকে বলিলেন 'আমরা আপনার ব্যয় বহন করিতে সম্মত আছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সঙ্গে চলুন।' অন্য একবার ভ্রমণ কালে যদিও কোন কারণে তাঁহাদের উপর বিরক্ত ছিলেন, তথাপি দাক্ষিণাত্য আসিবার সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন বলিয়া ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। কথিত আছে যখন হাফিজ হরমুজে পেঁৗছিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে লইয়াযাইবার জন্য দাক্ষিণাত্যের সুলতানের

প্রেরিত একখানি মাহমুদ-শাহী জাহাজে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। রওয়ানা হইবার পূর্বেই ভয়ানক ঝড় তুফান আরম্ভ হয়। সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ উঠিল। তাঁহার রুগ্ন প্রকৃতির উপর ইহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কবি সাদীর কবিতা অবশ্য তাঁহার স্মরণপথে সেই সময়ে উদিত হইয়াছিল :

বদরিয়া দর মোনাফা বে শোমারাস্তা।
আগার খাহি সালামত বর কেনারাস্ত ॥

সাগরের ব্যবসায় খুব লাভজনক—যদি নিরাপদে কূলে পৌঁছিয়া যায়।

এইরূপ অবস্থা লইয়া দাক্ষিণাত্যে যাওয়া উচিত হইবে না বিবেচনা করিয়া জাহাজ হইতে নামিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং হরমুজবাসী বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া আসিবার ভাণ করিয়া জাহাজ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং সোজা সিরাজ প্রত্যাবর্তন করিলেন ও নিম্নলিখিত গজল লিখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন :

দমে বাগাম বসার রোরদানে জাহন ইয়াকসার
নামি আরজাদ
ব মায় ফরুশ দেলকে মাকোজিন বেহতর নামি আরজদ ॥

এই গজল দাক্ষিণাত্যে পৌঁছিলে সকলেই ভ্রমণের সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন এবং প্রাপ্তধন হারাইয়া যাওয়ার জন্য সকলেই আফসোস করিতে লাগিলেন। তৎপর সম্রাট এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করিয়া মোল্লা মোহাম্মদ কাসেম মেশহেদির হস্তে ন্যস্ত করিয়া হাফিজকে পাঠাইয়া দিলেন।

কথিত আছে বাঙালার শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দীন বিন সুলতান সেকেন্দারের তিনজন দাসী ছিল। তাহারা সুলতানের অতিশয় প্রিয় ছিল। তাহাদের একজনের নাম সরব, অন্যজনের নাম গুল ও তৃতীয় জনের নাম লালা ছিল।

সুলতান একদিন এক মেসরা কবিতার চরণ বলিলেন :

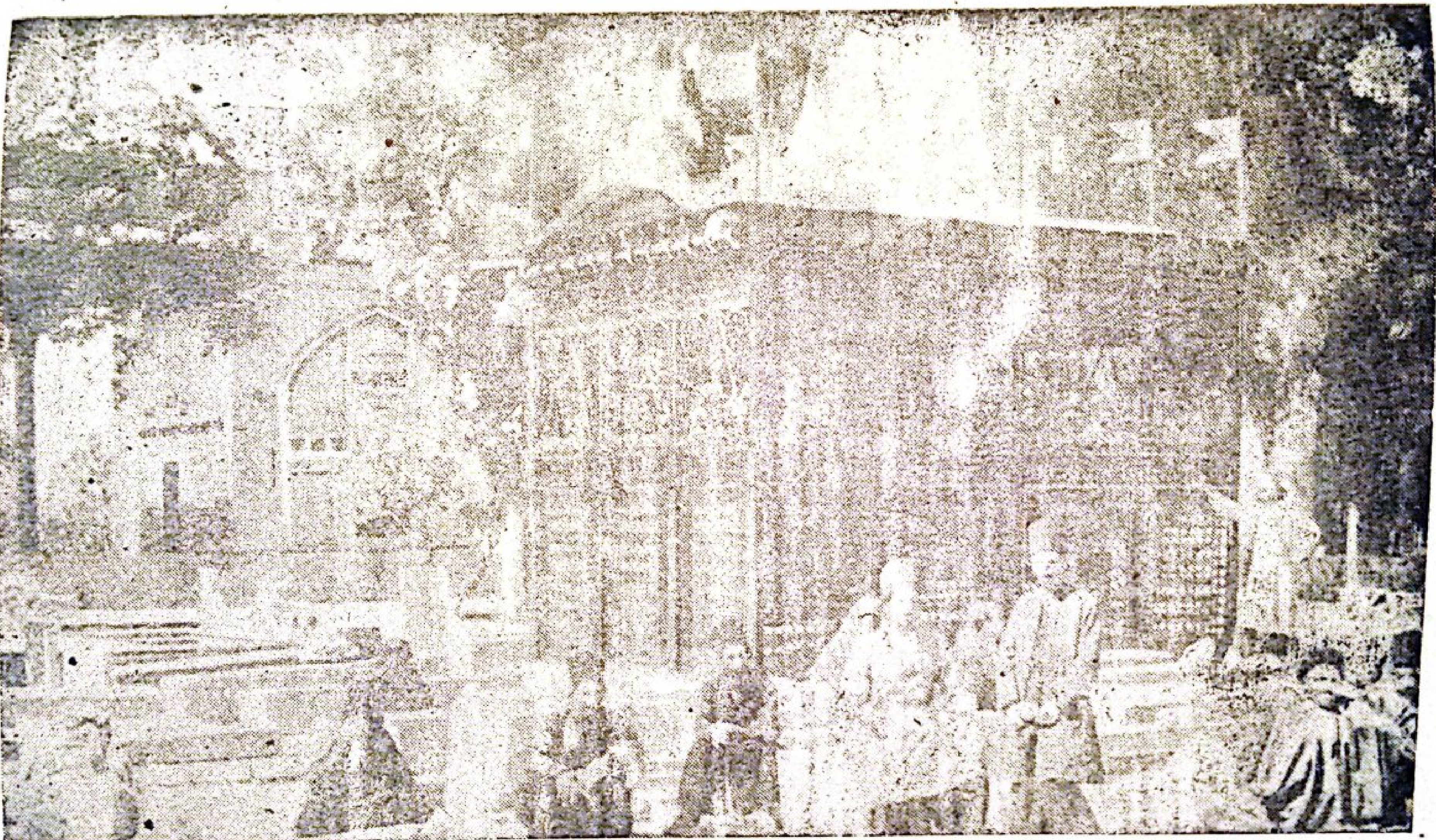
'সাকী হাদিসে সারবো গোলো লালা মি রওয়াদ'—কিন্তু দ্বিতীয় পদ পূরণ করিতে পারিলেন না। সভাকবিদিগকে ডাকিলেন, কিন্তু তাঁহাদের

কেহই সুলতানের মনপুতভাবে পদ মিলাইতে পারিলেন না। সুলতান এই মেসরা হাফিজের নিকট সিরাজে প্রেরণ করিয়া এই পদের উপর গজল লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ইয়াকুত নামীয় একজন ভৃত্যের দ্বারা কিছু টাকা এবং অন্যান্য উপহার হাফিজকে পাঠাইয়া দিলেন। যথাসময়ে হাফিজও উক্ত পদের উপর গজল লিখিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন :

সাকী হাদিসে সারবো গোলো লালা মি রওয়াদ।
ওইন বাহাস বা সালাসায় গোসালা মি রওয়াদ ॥
মায় যোর কে নও ওরূসে চেয়ান হদ্দে হোসেন ইয়াফত।
কার-ইন জামান যে ছোনয়াতে দেলাল মি রওয়াদ ॥
শক্কর শেতান শোওয়ান্দ হামা তুতিয়ানে হেন্দ।
জিন কান্দে আরপি কেব বাঙালা মি রওয়াদ ॥
ওয়ে মাকান বেবিন ও জামান দার সালুকে শের।
কান তেফলে ইয়াক শক রাসে ইয়াক সালা মি রওয়াদ ॥
আন চাশমে জাদুয়ানায়ে আবেদ ফেরব বেরিন।
কাশ কারওয়ানে সেহের যে দোম্বালা মি রওয়াদ ॥
আজ রাহ মারও আশওয়ায়ে দুনিয়া কে ইন।
আজুজ মেকারা মিনাশিনাদ ও মোহতালা মি রওয়াদ।
চু সামেরি মবাশ কে জর দিদ ও আব খারি।
মুসা বাহাস্ত ও আজ আয়ে গোসালা মি রওয়াদ।
বাদে বাহার মি ওয়াজাদ আজ গোলোস্তানে শাহ।
ও যে জালাবাদা দার কাদহে লালা মি রওয়াদ ॥
হাফিজ যে শওকে মজলেসে সোলতান গিয়াছোদ্দিন।
খামুশ মাশো কে কারে তু আজ লালা মি রওয়াদ ॥

হে সাকী সরব, গোলাব ও লালার কথা হইতেছে, এই তিন জন রঙ্গিনী সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে।

সুরা পান কর, কেননা বাগানের নূতন অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। এই সময় ঘটকের কাজ চলিতেছে।



হাফিজের মক্‌বরা

ভারতের সমস্ত তুতী পাখী পারস্য প্রেরিত এই ইক্ষু গ্রহণ করিয়া মিষ্টতা বিতরণ করিবে।

গজলের রচনা-পদ্ধতি ও তাহার প্রসার অবলোকন কর, এই এক রাত্রির শিশু এক বৎসরের পথ আজ অতিক্রম করিতেছে।

তাপস মন ভোলানো আনন্দপ্রদ চক্ষু দেখ যাহার পশ্চাতে যাদুকরের কারাভান আগমন করিতেছে।

সুগন্ধ মাখা প্রিয়তম গর্বভরে হাটিতেছে, বেলীর শুভ্র চিবুকে, পরাগে, তাহার সৌন্দর্য দর্শনে লজ্জায় রাত্রির শিশির জমিয়াছে।

পথ হইতে ভুলিয়া পৃথিবীর মোহে আবদ্ধ হইও না, কেননা এই প্রাচীন পৃথিবী চিরদিনই লোককে প্রতারণা ও পতিত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

সামিরীর মত হইও না, সে স্বর্ণ দেখিয়া নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য হজরত মুসা (আঃ)-কে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং স্বর্ণ গোবৎসের সন্ধানে ছুটিয়াছিল।

সম্রাটের বাগান হইতে বসন্ত বাতাস প্রবাহিত হইতেছে, এবং লালা ফুলের পানপাত্রে শিশির মদে পরিপূর্ণ হইতেছে।

হে হাফিজ সুলতান গিয়াসউদ্দীনের মজলিসে চুপ করিয়া থাকিও না, কেননা তোমার কার্য ক্রন্দনের মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে।

BIBLEOGRAPHY

(1) Literary History of Persia. Vol. II. Prof. E. G. Browne M. A. M. B.

(2) Persian Literature under Tartar Dominion by Prof. E. G. Browne M. A. M. B.

(3) Shirul Aeyam by Prof. Shibli Nomani.

(4) Hayat-i-Hafez by Muhammad Aslam.

(5) Hafeey Article in the Encyclopaedee Britanica.

জামী

জগৎ বিখ্যাত মুসলমান কবি মোল্লা আবদুর রহমান জামী খোরাসানের অন্তর্গত জাম নামক ক্ষুদ্র নগরীতে ১৪১১ খ্রীস্টাব্দে ৭ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। জামী পারস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি একাধারে কবি, পণ্ডিত এবং তত্ত্বদর্শী শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কবিতা ব্যতিরেকে যাহা হইতেছে তাঁহার খণ্ড কবিতার তিনটি দিওয়ান এবং সাতটি মসনবী। তিনি কোরআন, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঐশ্বরিক প্রেরিতত্ব, হাদিস তত্ত্বদর্শীদের জীবনী, আধ্যাত্মিকতা, আরবী ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, সঙ্গীত, এবং মুয়াম্মা ও অপরাপর বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন।' তুহ্‌ফা-ই-সমী নামক গ্রন্থে তাঁহার গ্রন্থসংখ্যা ৪৬ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন ইহা তাঁহার গ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকা বলিয়া বিবেচ্য করেন না। তাঁহার সমসাময়িকেরা তাঁহাকে সর্বোচ্চ সম্মান এবং ভক্তি করিতেন। শুধু স্বদেশীয় ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নহে পরন্তু বিদেশীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক সম্মানিত হইতেন। তুর্কীর সুলতান তাঁহাকে তাঁহার রাজদরবারে লইয়া যাইবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জামী অর্থের এবং সম্মানের প্রলোভনে আদৌ তথায় যান নাই। বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন যে, গুপ্ত ও ব্যক্ত বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ সমসাময়িক কেহ ছিলেন না। তিনি এত উচ্চ ছিলেন যে, তাঁহার কাহারও প্রশংসার প্রয়োজন হইত না। বাবর শুধু শুভাশীষ এবং সৌভাগ্যের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার নাম তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। সফাবী বংশীয় সম্রাট শাহ ইসমাইলের পুত্র শাহ মির্জা "তুহ্‌ফা-ই-সামী" নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শীর্ষদেশে জামীর নাম স্থাপন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতিভার মহার্ঘতা নিবন্ধন তাঁহার অবস্থার বা বিষয়ের বর্ণনার আদৌ কোন প্রয়োজন করে না। কেননা তাঁহার গুণাবলীর রশ্মিজাল পূর্ব হইতে পশ্চিমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে ; তাঁহার প্রচুর ও উত্তম সামগ্রীসমূহ, লোক

হইতে লোকান্তরে বিস্তৃত রহিয়াছে। দৌলত শাহ্ তাঁহার 'তাজকীরা' নামক গ্রন্থে—যাহা সমসাময়িক কবিদের বিবরণীতে পূর্ণ—তাহার শেষ অধ্যায়ে জামীকে মীর আলী শেরের পূর্বে স্থান দান করিয়াছেন এবং সাম মীরজার ন্যায় একই ধরনের কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন। মীর আলী শের তাঁহার "মজালিস্সুন নফায়েস" নামক গ্রন্থের সূচনায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার 'খামসাতুল মোতাহাই-য়ারিন' নামক গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে জামীর প্রশস্তিতে পূর্ণ। এম. বেলিন ঐ গ্রন্থের পূর্ণ বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের এইরূপ নামাকরণের হেতু এই যে, ইহা জামীর জীবনী ও বিবরণীতে পূর্ণ। এই গ্রন্থ পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত এবং তৎসঙ্গে একটি ভূমিকা ও উপসংহার সংযুক্ত। যথাক্রমে ইহাতে (১) জামীর উৎপত্তি, জন্ম, জীবনী এবং গ্রন্থকারের তাঁহার সঙ্গে পরিচয়ের বিবরণী; (২) গ্রন্থকার এবং জামীর সঙ্গে আলাপন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের অন্তরঙ্গতার পরিচয়ের বিবরণী; (৩) তাঁহাদের সঙ্গে পত্রালাপ যাহা জামীর গ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে; (৪) যে সকল গ্রন্থ জামী তাঁহার অনুরোধে এবং প্রেরণায় রচনা করেন; (৫) যে সকল পুস্তক এবং পুস্তিকা গ্রন্থকার জামীর নির্দেশক্রমে পাঠ করেন। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবনী তাঁহার বিখ্যাত শিষ্য লারের অধিবাসী আবদুল গফুর (মৃত্যু ডিসেম্বর ২৪, ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দে) কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে এবং তাঁহার কবরও তাঁহার গুরুর কবরের পার্শ্বে রহিয়াছে।

জামীর জীবনীর মোটামুটি বিবরণী ক্যাপ্টেন ন্যাসুলিস তাঁহার সম্পাদিত "নাহ্ফাতুল উনস" গ্রন্থের ভূমিকার মধ্যে চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জামী স্বয়ং জন্মের তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন। সেন্ট পিটার্সবার্গের প্রাচ্য ভাষা পরিষদ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের জামীর স্বাক্ষরযুক্ত সমগ্র গ্রন্থ বর্তমান রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে পরলোক-গত ব্যারন ভিক্টর রসেন এক বিশদ আলোচনা করিয়া জামীর জীবনীর ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা সুস্থির করিয়াছেন। জামীর সমসাময়িক গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাদিতেও তাঁহার জীবনী সম্পর্কে পূর্ণ

সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এমন কি বালক হিসাবেও জামী অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি গুরুজনের নিকট হইতে যাহা শিখিবার তাহা শিখিয়া অনতিবিলম্বে তর্কযুদ্ধে গুরুদিগকে তাঁহাদের অস্ত্রদ্বারা পরাজিত করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন লিস্ বলেন, "জামীকে কবি হিসাবে বিচার না করিয়া মাত্র পণ্ডিত হিসাবে বিচার করিলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তিনি অসাধারণ মনীষী ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ইহা ক্ষোভের বিষয় যে, তিনি আত্মম্ভরিতা ও অহমিকা হইতে মুক্ত ছিলেন না এবং তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যসেবীদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা পোষণ করিতেন।" অবশ্য ইহা তৎকালে সাহিত্যকদের একটি বিশেষ রীতি ছিল। তিনি তাঁহার পূর্বসূরীদের ঋণ আদৌ স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিলেন, 'আমি কোন গুরু পাই নাই যে তিনি আমার অপেক্ষা বড়। প্রত্যুত আমি নিশ্চিতভাবে দেখিয়াছি যে, আমি সকলকে তর্কে পরাজিত করিয়াছি। সুতরাং আমি গুরুর নিকট শিক্ষার্থীর কোন ঋণ কাহারও নিকট স্বীকার করি নাই। বস্তুতঃ আমি যদি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকি তবে তাহা আমার পিতার। তিনি আমাকে ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন।'

ইহা অপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় এই যে, এই কারণ বশতঃ তিনি ধনশালী এবং শক্তিমানদের আদৌ তোষামোদ করেন নাই। তৎকালে ইহা কবিদের একটি অমূল্য গুণ বলিতে হইবে। জামীর এই গুণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হোসেন ওয়েজ আল কাশিফীর পুত্র আলী জামীকে উল্লেখ করিয়া নিজামীর নিম্নোদ্ধৃত কবিতা প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহা অপর কাহারও প্রতি সার্থকভাবে প্রযোজ্য নহে :

چون بعد جوانی از بر تو - بدر کس نرفتم از درتو
همه بر درم فرستادی - من نهی خواستم تو میداری

'আমার যৌবন কালাবধি আমি তোমার
দ্বার ত্যাগ করি নাই,
অপরের দ্বারে দ্বারে ভাগ্যান্বেষণে যাই নাই।

তুমি সকলকে আমার দ্বারে পাঠাইয়াছ,
আমি ইহা চাহি নাই ; ইহা তোমার অনুগ্রহ বটে।'

জামী তাঁহার আধ্যাত্মিক গুরু এবং অপরাপর যাহারা তাঁহাকে আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিপূর্ণ ছিলেন। ন্যাস্‌লিসের জীবন আলেখ্যে ইহা বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও তিনি শক্তিশালী কাহাকেও তোষামোদ করেন নাই, তথাপি পারস্যের কবিদের মধ্যে কেহই তাঁহার জীবদ্দশায় তাদৃশ বহুবিস্তৃত এবং সুগভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারেন নাই। কিংবা বিরূপ অভিজ্ঞতা বা অদৃষ্টের নির্মম গঞ্জনা সমগ্র জীবনের মধ্যে ফেরদৌসী, নাসির, খসরু, আনোয়ারী, সাদী বা হাফিজের ন্যায় আদৌ সহ্য করিতে হয় নাই। একটি মাত্র বিরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল। ইহা হইতেও তিনি তাঁহাকে অচিরাৎ সহজে এবং সুকৌশলে মুক্ত করিয়াছিলেন। ১৪৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি হজব্রত উদযাপন করিয়া প্রত্যাগমন কালে বাগদাদে উপস্থিত হইলে দুষ্ট লোকেরা তাঁহার 'সিলসিলাতুল জাহাব' নামক কাব্য হইতে বিকৃত উদ্ধৃতি দ্বারা জামীকে হযরত আলীর বংশধরদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। যদিও তিনি হযরত আলীর পুত্র ইমাম হোসেনের শাহাদতের ক্ষেত্র পবিত্র কারবালা জেয়ারত করিবার অব্যবহিত পূর্বে হজরত ইমাম হোসেনের প্রশস্তিমূলক সুন্দর একটি কবিতা রচনা করেন। একটি বিশাল জনসভায় যাহাতে বাগদাদের প্রধান আলেম মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন জামী অনায়াসে বিপক্ষদলের আরোপিত দোষ খণ্ডন করিয়া নিজেকে মুক্ত করেন এবং বিরোধীদলের বিরুদ্ধে তিনি পরন্তু এই অভিযোগ আনয়ন করেন যে, যদি এই গ্রন্থ বিবরণে কোন ভয় থাকে তবে তাহা এই যে, খোরাসানের অধিবাসীরা আমার শিয়া মনোভাবের জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারে। আমি ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আমি ইহার জন্য শিয়াদের হস্তে লাঞ্ছিত হইব। এই ক্লেশকর ঘটনা তাঁহাকে পীড়া দেয়। ইহার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তিনি নিম্ন রচনায় একটি তিক্ত কবিতা রচনা করেন :

بکشای ساقیا بلب شط سر بعری - وز خاطرم کدورت بغدادیان بشوری

'হে সাকী সাতিল আরবের ধারে মদের ভাঁড়ের মুখ খোল এবং আমার স্মৃতি হইতে বাগদাদীদের নিপীড়ন ধুইয়া ফেল।'

যদিও জামী ধর্মভীরু ও সুফী ছিলেন, তথাপি জামীর জিহ্বা অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল এবং শ্লেষযুক্ত প্রত্যুত্তরে ভারী মজবুত ছিল। একদা তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত বারংবার নিম্নোদ্ধৃত কবিতা ছত্রদ্বয় পাঠ করিতেছিলেন :

بسکه در جان فگار و چشم بیدارم توی
هر که پیدا میشود از دور پندارم توی

'তুমি আমার দীর্ণ হৃদয়ে এবং নির্ঘুম চক্ষুতে রহিয়াছ যাহা কিছু দূরে দৃষ্ট হয়, আমি ভাবি উহা তুমিই।'

একজন ভক্তিহীন শ্রোতা ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, 'মনে করুন যদি গাধা হয়।' জামী প্রত্যুত্তর করিলেন, 'আমি মনে করি তুমিই উহা।'

অন্য একবার তিনি তাঁহার সমসাময়িক কবি সাগরী সম্বন্ধে কয়েকটি ছত্র রচনা করেন। সাগরী তাঁহার সমসাময়িক কবিদিগকে তাঁহার গ্রন্থ হইতে ভাবচুরির অপবাদ দেন।

যখন সাগরী রাগান্বিত হইয়া জামীকে এই কবিতার জন্য ভৎর্সনা করেন, তখন তিনি বলেন, 'ইহা আমার দোষ নহে আমি অন্যরূপ লিখিয়াছিলাম, কোন দুষ্ট ব্যক্তি তোমাকে জ্বালাতন করিবার জন্য নোক্তার পরিবর্তন করিয়াছে।

জামীর মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত আবজাদ সুবিখ্যাত :

و من دخله کان آمنا

এক্ষণে আমরা জামীর বহুসংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এইগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে : গদ্য এবং পদ্য। গদ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে, 'তোহফাতুল উনস্' (রচনা কাল ১৪৭৮ খ্রীস্টাব্দ); 'শওয়াহীদুন নবুয়ত' (রচনা কাল ১৪৮০

খ্রীস্টাব্দ); ইরাকীর লামায়াত টীকা যাহা 'আসিয়াতুল লামায়াত' (রচনা কাল ১৪৮১ খ্রীস্টাব্দ) নামে পরিচিত এবং 'লাওয়াহ'। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে মাত্র 'শওয়াহীদুন নবুয়ত এই পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। এই গ্রন্থখানি সাত অধ্যায়ে বিভক্ত, এতৎসঙ্গে ভূমিকা এবং উপসংহার যুক্ত রহিয়াছে। ইহার ভাষা অতীব সহজ ও প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আমাদের নবী করিম (স:) সম্বন্ধে ধারণার একটি সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সুবিখ্যাত সুফী শেখ মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী প্রণীত 'ফসুসুল হিকাম' নামক গ্রন্থের টীকা 'লাওয়ামী' (রচনা কাল ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দ) প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত তিনি তাঁহার শিষ্য শেখ সদ্রউদ্দীন অল কুনায়ভী বিরচিত— 'নসুসে'র টীকা রচনা করেন এবং ইহাই তাঁহার গ্রন্থ। ইহার নাম রাখেন 'নকদুন নসুস' (রচনা কাল ১৪৫৮—৫৯ খ্রীস্টাব্দ)। ইহা ছাড়া তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু পুস্তিকা রচনা করেন।

'বাহরিস্তান' তাঁহার গদ্য গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ শেখ সাদীর গুলিস্তান নামক গ্রন্থের অনুরূপ। 'বাহরিস্তানের' রচনা কাল ১৪৮৭ খ্রীস্টাব্দ। এই গ্রন্থ আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সুফী এবং দরবেশের ঘটনাবলী, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দার্শনিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের বাণী, তৃতীয় অধ্যায়ে নরপতির বিচার, চতুর্থ অধ্যায়ে বদান্যতা, পঞ্চম অধ্যায়ে প্রেম, ষষ্ঠ অধ্যায়ে হাসি তামাশা, সপ্তম অধ্যায়ে কবিদের সম্বন্ধে এবং অষ্টম অধ্যায়ে মূক প্রাণীদের সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা গদ্য এবং পদ্য মিশ্রিত রচনা, অনেক ক্ষেত্রে পদ্যের অংশ সুদীর্ঘ। এই গ্রন্থ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহার একখানি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রয়োজন।

যাহা হউক জামীর নাম কবি হিসাবে সুবিখ্যাত। এক্ষণে আমরা তাঁহার কাব্য গ্রন্থগুলির আলোচনা করিব। তাঁহার কাব্য সাতখানি গ্রন্থের সমষ্টি। ইহা মসনবী ছন্দের কাব্য এবং সকলগুলি একত্রে সাবা বা হপ্ত আওরঙ্গ নামে সুপরিচিত। তিনখানি স্বতন্ত্র দিওয়ান। ইহা

খণ্ড কবিতার সংগ্রহ। ইহাদের নাম ফাতিহাতুস্ শবাব, রচিত হয় ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে।

'সিলসিলাতুল ইকৃদ' রচিত হয় ১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে এবং 'খাতিমাতুল হায়াত' রচিত হয় ১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে, তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে ইহা সম্পূর্ণ হয়। হপ্ত আওরঙ্গ নিম্নলিখিত কাব্য সমষ্টি।

(১) সিলসিলাতুদ দাহাব—রচিত হয় ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে ; (২) সালানম ও আরসাল। (৩) তুহফাতুল আহরার ; (৪) সুবহ্তুল আবরার ; (৫) ইউসুফ ও জুলায়খা ; (৬) লায়লা-মজনু, (৭) খিরাদনামা-ই-সেকেন্দারী।

সিলসিলাতুদ দাহাব

'সিলসিলাতুদ দাহাব' বিভিন্ন দার্শনিক, নৈতিক এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে তদুপযোগী কাহিনী সম্বলিত গ্রন্থ। ইহা ৭২০০ চরণে সমাপ্ত। এই গ্রন্থও 'হপ্ত আওরঙ্গ'-এর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় তাদৃশ জনপ্রিয় নহে। এই গ্রন্থ সুলতান হুসায়নের নামে উৎসর্গীকৃত। এই উৎসর্গ কবিতাটি সুদীর্ঘ। ইহার প্রথম দুইছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

شاه سلطان حسین انکو بست - چرخ را عداش از تعدی

এই গ্রন্থের নমুনা স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত গল্প প্রদর্শিত হইল। এই কাহিনীতে একটি কবির বিপদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তিনি একজন রাজার প্রশস্তি রচনা করেন, এই প্রশস্তি অপর কাহারও দ্বারা প্রশংসিত হইল না, পরন্তু কাব্যাদর্শের সঙ্গে অপরিচিত একজন নিরক্ষর ব্যক্তিদ্বারা প্রশংসিত হইল।

'সিলসিলাতুদ দাহাব' তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে 'ইকদ নামায়' পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জামী যদিও সুফী ছিলেন তথাপি একজন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান ছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে

বিভিন্ন প্রকারের প্রেম এবং তাঁহার বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ রহিয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে নরপালদের সম্বন্ধে এবং ইহার শেষাংশে চিকিৎসকদের সম্বন্ধে গল্পাদি রহিয়াছে। চিকিৎসকগণের কাহিনীর মধ্যে দুইটি কাহিনী নিজামী উরজী সমরকন্দী প্রণীত 'চাহার মাকালার' চতুর্থ অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার একটিতে ইবনে সিনা নিজে কি প্রকারে বুয়াই যুবরাজের প্রেমপীড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন এবং অপরটিতে মানসিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে সামানীয় রাজদরবারে জনৈক দাসীর চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করিয়াছিলেন তাহার কৌতুহলপ্রদ কাহিনী রহিয়াছে।

সালমান ও আবসাল

'সালমান ও আবসাল' নামক রূপক পারস্য কাব্যখানি ইংরেজী পাঠকদের নিকট ফিড্‌জারেল্ডের ইংরেজী অনুবাদ দ্বারা জনসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে। গল্পের বাঁধন নিতান্তই যৎসামান্য, পাত্র-পাত্রী হইতেছেন—গ্রীসের রাজা, তাঁহার উপদেষ্টা জনৈক বিজ্ঞ পণ্ডিত, রাজপুত্র সৌম্যদর্শন এবং প্রাণপ্রিয় সালবান, তাঁহার প্রিয় দর্শন আয়া আবসাল এবং জোহরার, জোহরা স্বর্গীয় সৌন্দর্য যাহার দ্বারা সালমানের স্মৃতি হইতে আবসালের কথা মুছিয়া দেয়। এই গল্পের কতকটা অদ্ভুত অংশ হইতেছে এই যে, আবসাল বিনা মাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা কবির নারী বিদ্বেষ প্রমাণিত হয়, (যদিও স্বয়ং বিবাহিত ছিলেন) ও সুন্দরী আবসাল সালমান অপেক্ষা প্রায় বিশ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ। সালমান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা এবং রাজার উপদেষ্টারা নিরতিশয় অপ্রিয় আসক্তিতে তাঁহাকে টানিয়া লয়। কিন্তু দার্শনিক যাদুমন্ত্রের ফলে সালমান ও আবসালকে প্রার্থিত স্বর্গরাজ্যে বিতাড়িত করিয়া তথায় একটি চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রজ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে নিক্ষেপ করেন। আবসাল পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া গেল। ইহাতে সালমানের কোন ক্ষতি হইল না, পরন্তু সে পার্থিব কামনা বিমুক্ত হইয়া অধিকতর

উজ্জ্বল মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জ্বলন্ত চিতা হইতে বহির্গত হইল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিয়া রাজমুকুট ও সিংহাসন অর্পণ করিলেন। জামী তাঁহার কাব্যের উপসংহারে এই রূপকের নিগূঢ় অর্থ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এক অংশে প্রেমিক যুগল রাজার ভর্ৎসনা হইতে পালাইয়া গিয়া একটি আশ্চর্য দ্বীপে উপনীত হয় এবং তাঁহাদের মধুর প্রেমের ও সুখের দিনগুলি অতিবাহিত করিতে থাকেন।

তুহফাতুল আবরার

'তুহফাতুল আবরার' একটি উপদেশপ্রদ নৈতিক কাব্য। ইহাতে ধর্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ণ। ইহা স্তোত্র, (হামদ) হজরত মুহম্মদ প্রশস্তি, (নো'ত) ও আল্লার নিকট প্রার্থনা ব্যতিরেকে বিশটি নিবন্ধে পূর্ণ। ইহার শেষ নিবন্ধটি তাঁহার পুত্রের উদ্দেশে বিরচিত। তাঁহার পুত্র ইউসুফ জীয়াউদ্দীনের বয়স তখন চারি বৎসর মাত্র এবং কবির বয়ঃক্রম ষাট। সাধারণতঃ প্রত্যেক নিবন্ধই একটি বা ইহার অধিক কাহিনী দ্বারা সমাপ্ত। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় জামী বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ নিজামীর 'মখজনল আসরার' এবং আমীর খসরু দেহলবীর 'মাতলায়াওল আনোয়ার' নামক গ্রন্থদ্বয় দ্বারা অনুপ্রাণিত। অধ্যাপক ব্রাউন বলেন :

"The poem is on the whole dull and can not be regarded as a favourable specimen of Jami's work P. 527 (Browne Literary History of Persia III).

এই অংশ কবি তাঁহার পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া রচনা করিয়াছেন।

সুহবাতুল আবরার

'সুহবাতুল আবরার' উপদেশমূলক কাব্য। ধর্মতত্ত্ব, সুফীতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু অনুরূপ ইহাও একই প্রকারের সঙ্গতিহীন প্রত্যুত অধিক আকর্ষণহীন ছন্দে এবং

বস্তুতে পূর্ণ—এক অংশ ইব্রাহিম এবং বৃদ্ধ অগ্নি উপসাগরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহা সাদীর বুস্তানেও পাওয়া যাইবে।

ইউসুফ ও জোলায়খা

হপ্ত আওরঙ্গের পঞ্চম গ্রন্থ 'ইউসুফ ও জোলায়খা' কাব্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ ও মূল পাঠ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ কোরআন শরীফের প্রসিদ্ধ সুরা ইউসুফ (কোরআন, অধ্যায় ১২) অবলম্বনে বিরচিত। এই সুন্দর গল্পটি অবলম্বন করিয়া পারস্য ও তুরস্কে অসংখ্য রোমান্টিক কাব্য সৃষ্টি হইয়াছে। তুর্কী এবং পারস্য বিরচিত 'ইউসুফ জোলায়খা'র নামধেয় গ্রন্থাদির মধ্যে জামীর গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করে এবং ইহার উপরই তাঁহার সুখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত।

লায়লা মজনু

জামীর হপ্ত আওরঙ্গের ষষ্ঠ ও সপ্তম গ্রন্থ হইতেছে যথাক্রমে 'লায়লা মজনু' এবং 'খিরাদনামাই সেকেন্দারী'। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। কেম্ব্রীজের প্রতিটি কলেজের দুইখানি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে অধ্যাপক ই. জী. ব্রাউন 'লায়লা মজনু' হইতে দুইটি অংশ প্রকাশ করিয়াছেন [See Lit. Hist. of Persia. Vol. III Pp. 533-535]।

খিরাদনামাই সেকেন্দারী

অধ্যাপক ব্রাউন একটি অংশ খিরাদনামাই সেকেন্দারী হইতে তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জামী সাবা বা হপ্ত আওরঙ্গে নিজামীর খামসা অনুপ্রেরণা এবং আদর্শ স্বরূপ পাইয়াছিলেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক

অধ্যয়ন বিশেষ প্রয়োজন। অধ্যাপক ব্রাউন বলেন যে, একজন বিদেশীর পক্ষে অপর বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিচার সম্ভব নহে। এই জন্য বিখ্যাত হেকিম এবং লেখক আবুল ফজলের পুত্র তাঁহার সহকর্মী মির্জা বিহরুজকে এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে বলেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই এই বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা গেল।

মির্জা বিহরুজ বলেন, জামীর কবিতা নিজামীর কবিতার সমকক্ষ সম্ভবতঃ উত্তম কাব্যরূপ, মাধুর্য এবং সারল্যে জামীর কবিতা কৃত্রিম এবং কষ্টকল্পিত নহে। কিন্তু তাঁহার কবিতা ওজস্বিতায়, কবি কল্পনায় এবং ব্যঞ্জনায় খাটো। নিজামীর কবিতা উপভোগ ও আদর করিতে হইলে পারস্য ভাষায় গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। অপর পক্ষে জামীর কবিতা অনায়াসে সকলে অধ্যয়ন করিতে পারে। এই জন্যই জামীর খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, তুরস্ক এবং অপর দেশসমূহে, যথায় পারস্য ভাষা মাতৃভাষা নহে, বিশেষ সমাদৃত। নিজামীর গুণাবলী উচ্চাঙ্গের, শুধু দেশীয় ভাষা ও ইতিহাসে পরন্তু তদীয়কালের বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিশেষতঃ অঙ্ক-শাখার, যে প্রায়শঃ অনুরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে তাঁহার গ্রন্থ উপভোগ করা যায় না। সুপণ্ডিত পাঠক ব্যতীত নিজামীর কাব্যের মধ্যে যে গভীরতা ও সূক্ষ্মতা দৃষ্ট হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে না। জামীর কবিতার মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে না।

জামী যদিও সুফী ছিলেন তথাপি তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। কাজেই প্রাক ইসলামিক পারস্যের প্রতি আদৌ তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না, যাহা ফেরদৌসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি কতক পরিমাণে নিজামীরও উদ্দীপনা পাইয়াছিলেন। জামী নিজামীর নিকট ঋণ স্বীকারে কোন প্রকার কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই; বস্তুতঃ তিনি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহায় পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, যদিও এখানে সেখানে তিনি স্বীয় বক্তব্য প্রবেশ করাইয়াছিলেন। তিনি কেবল মাত্র নিজামীকে তাঁহার গ্রন্থাদির গ্রন্থ নামে, ছন্দে এবং বিভাগে নহে প্রত্যুত ক্ষুদ্রাদপি

ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ব্যাপারেও অনুসরণ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উভয় কবি তাহাদের স্ব স্ব সপ্তবর্ষ বয়স্ক পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, নিজামী তাঁহার পুত্রকে চিকিৎসা শাস্ত্র, জামী তাঁহার পুত্রকে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিতেছেন। এই উভয়েরই একই বিষয়ে সমান্তরলতা তাঁহাদের 'লায়লা মজনু' কাব্য বিরচনে সম্পূর্ণরূপে দেখা দিয়াছে।

জামীর খণ্ড কবিতা তিনটি স্বতন্ত্র দিওয়ানে সমাপ্ত। জামী সম্বন্ধে পৃথক একখানি গ্রন্থ রচিত হইলে তবে তাঁহার কাব্যের ও গজল সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করা সম্ভব। জামী শুধু যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন তাহা নহে, প্রত্যুত তিনি যে প্রভাব তাঁহার কাব্যের মাধ্যমে দেশসমুহে বিস্তারিত করিয়াছেন তাহা অপরিমিত।

জামীর উপর আরবী কবিদের বিশেষতঃ মুতানব্বী এবং ইবনুল আরবীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জামীর পূর্ববর্তী পারস্য কবি সাদী এবং হাফিজের প্রভাবও তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। 'নায় নামা' গ্রন্থে জালালুদ্দীন রুমীর মসনবীর বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। জামী সম্বন্ধে শেষ কথা স্বরূপ অধ্যাপক ই. জী. ব্রাউন বলেন:

To conclude and epitomize in one sentence this wholly inadequate account of one who, though I decline to regard him as the last great classical poet of Persia was certainly one of the most talented, versatile and prolific. In Jami the mystical and pantheistic thought of Persia may be said to find its most complete and vivid expression while though he may have been equalled, or even surpassed by others in each of the numerous realms of literature which he cultivited, no Persian poet or writer has been so successful in so many different fields, and the enthusiastic admira-

tion of his most eminent contemporary is justified by his prolific and many sided genius. P. 548. [Literary History of Persia vol. III. 1928.]

আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আলাওল বাংলা ভাষায় জামীর কতকগুলি কাব্যের অনুবাদ করিয়া আমাদের জন্য পাথেয় রাখিয়া গিয়াছেন।

ফৈজী

মৌলানা শিবলী বলেন 'পারস্য কবিতার ছয়শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে দুইজন কবি জন্মগ্রহণ করেন। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তাঁহাদের কবিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। একজন আমীর খসরু, অপর জন ফৈজী।' মির্জা সাহেবও ফৈজীর মত কবিতা রচনা করিতেন। একস্থানে বলেন :

این ان غزل که فیضی شیرین کلام گفت
در دیده ام خلیده و در دل نشسته

আলী নকী খাঁ কামরান ইরানের বিখ্যাত কবি। তিনি তিনশত ছত্রের একটি কবিতায় ফৈজীর প্রশস্তি রচনা করিয়া ফৈজীর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহাকে বলেন :

مرا افگند بر نظم امورم پر توفیقی
ابو الفیض ان گوین اکبر و شیخ و کبیر من
اگر هستم مجیر اندر سخن او هست خاقانی
و گر من مستجیر استان او مجیر من
کیم با او رسد در شاعری دعوا— همچشمی
که درین خانقا هم من مریدو او ست پیر من

দুঃখের বিষয় ফৈজীর কবি খ্যাতির সঙ্গে তাঁহার অসাধারণ গুণাবলী চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তিনি স্বয়ং দুঃখ করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন :

امروز نه شاعرم حکیمم - دانده حادث و قدیم

কিন্তু তাঁহার কবি প্রসিদ্ধি জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার অন্যান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার জন্য তিনি যে একজন হেকিম (=আচার্য) ছিলেন তাহা ভিত্তিশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার ধর্মীয় এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তার যে যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়

তাহাও মাত্র বদাউনীর সহানুভূতিশূন্য রচনার মারফৎ। তাঁহার সেই মিথ্যা এবং ভ্রান্তিপূর্ণ রচনার মধ্যেও সত্যকার পরিচয় ঝিকিমিকি করিতেছে।

ফৈজী আরবজাতি উদ্ভূত। ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন তাহাদের পূর্বপুরুষেরা। শেখ মুসা যিনি ফৈজীর উর্দ্ধতন পুরুষ ছিলেন, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তিনি পর্যটনে বহির্গত হন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সিন্ধু প্রদেশে আগমন করিয়া রেল নামক একটি গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন, এই স্থানেই বিবাহাদি নিষ্পন্ন করেন। তৎপর ফৈজীর পিতামহ শেখ খেজের দুই হাজার হিজরীতে পূর্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নাগর আগমন করেন। এই স্থানে এক আরবী পরিবারে বিবাহ করেন। তাহার ফলে শেখ মুবারক জন্মগ্রহণ করেন। ফৈজী এই বৃক্ষের অমৃতফল। শেখ মুবারক উচ্চ সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "মনবায়ুলা অয়না" নামক তফসীর কবিতার ন্যায় বিরাট আকারের তফসীর রচনা করেন। শের শাহের নিকট হইতে জায়গীর ও সম্মান প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেদিকে তিনি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে তাহার বিশদ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শেখ মুবারক নাগর হইতে গুজরাট গমন করেন। গুজরাট হইতে আগ্রা আগমন করেন এবং যমুনার তীরে মীর রফীউদ্দীন হোসেনীর প্রতিবেশী রূপে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এই স্থানেই এক সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ করেন। বিধাতা তাঁহাকে কয়েকজন সন্তান প্রদান করেন। তন্মধ্যে ৯৫৪ হিজরীতে তাঁহার প্রথম সন্তান ফৈজী জন্মগ্রহণ করেন। ফৈজী প্রাথমিক ও শেষ পাঠ পিতার নিকট হইতে গ্রহণ করেন।

বদাউনী বলেন, ফৈজী খাজা হাসিন মারভীর নিকট হইতে 'তরবীয়ত' প্রাপ্ত হন। খাজা হোসেন মারভী শেখ আলাদ্দৌলা সামনালীর বংশোদ্ভূত। 'মকুলা'তে আসামউদ্দীনের শিষ্য ছিলেন। 'দীনিয়াতে' শেখ ইবন হজরত মক্কীর নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ফৈজীর কবিতা রচনা, প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদিতে বেশ অসাধারণ দখল ছিল। আকবরের আদেশ অনুযায়ী তিনি "বত্রিশ সিংহাসন" পারস্য কবিতায় রচনা করেন।

৯৭৯ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। আবজদ হিসাবে তাঁহার মৃত্যু তারিখ পাওয়া যাইবে।

বদাউনী লিখেন নাই কোন্ কোন্ বিদ্যা ফৈজী তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব উহা কবিতা রচনা হইবে। যৌবনে তিনি সর্ববিদ্যায় পুর্ণ পারদর্শী হইয়া উঠেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুরদৃষ্টবশতঃ নানাবিধ বিপর্যয়ের মধ্যে নির্যাতিত হন।

শেখ মুবারক উদার প্রকৃতি এবং সর্ব-ভারতী হওয়ার নিবন্ধন ধর্মের বিশ্বাস কিঞ্চিৎ শিথিল ছিল। তিনি নিজে হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু শিয়া, সুন্নী, মুসলমান, কাফের ইত্যাদি সকলের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশিতেন। এই সময় 'মেহদবী' সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। জনসাধারণের মধ্যে রটনা হইয়াছিল যে তিনি রাফেজী, খোদী, নিরীশ্বরবাদী ইত্যাদি। আকবরের সিংহাসন আরোহণের চতুর্দশ বর্ষে অর্থাৎ ৯৭৭ হিজরীতে তিনি নিজের নির্জন সাধনা পরিত্যাগ করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে আসিলেন। আকবর এই সময় অবধি গোঁড়া মৌলবীগণের করতলগত ছিলেন।

তাঁহাদেরই একজন দ্বিপ্রহর রাত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া ফৈজীকে বলিলেন, 'বাদশাহের সভাসদবর্গ সকলেই আপনার বিরুদ্ধতা করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।' সুতরাং সুযুক্তি হইতেছে শেখ মুবারকের অন্যত্র কোথাও গিয়া আশ্রয় লওয়া। যখন এই বিপদ কাটিয়া যাইবে তখন নিজের ইচ্ছামত কাজ করা যাইবে। ফৈজী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং পিতার নিকট গমন করিলেন। দৃঢ়চিত্ততার সহিত শেখ মুবারক উত্তর করিলেন যে তিনি স্থান পরিবর্তন করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহেন, যাহা হইবার তাহা হইবে। কিন্তু ফৈজী এতাদৃশ উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া বলিলেন, 'আপনার ইচ্ছা হয় আপনি যাউন বা না যাউন আমি নিজেকে খুন করিয়া ফেলিব।'

পিতা পুত্রস্নেহে রাজী হইলেন। নিদ্রিত আবুল ফজলকে জাগাইলেন। তিন পিতা-পুত্রে রাস্তায় বাহির হইলেন। কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন এবং কোথায় আশ্রয় লইবেন কিছুই স্থির ছিল না। পথে পথে চলিতে ফৈজীর মনে এক বন্ধুর কথা স্মরণ হইল। তাঁহার ঘরে গিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা ইহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় ভয়াবহ সন্ত্রস্ততা লক্ষ্য করিলেন। সে স্থান হইতে বাহির হইয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। আবুল ফজল স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অভিমত দিলেন। কিন্তু ফৈজী মানা শুনিলেন না। এক ব্যক্তির নাম করিয়া বলিলেন যে তাঁহার গৃহে নিশ্চয় আশ্রয় পাওয়া যাইবে। শেষ পর্যন্ত তাঁহার গৃহে গিয়া পেঁাছিলেন। তিনি বিশেষ সমাদর ও আপ্যায়ন করিলেন। তথায় তাঁহারা দুইদিন অবস্থান করিলেন। ওদিকে বিরোধী দল আকবরকে দিয়া আদেশ করাইয়া লইয়াছিলেন যে শেখ মুবারকের সন্তানগণকে দরবারে হাজির হইতে হইবে। রাজার পাইক পেয়াদা শেখ মুবারকের গৃহে পেঁাছিল এবং চারিদিকে প্রহরী বসিয়া গেল। আবুল ফজলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল খয়ের গৃহে ছিল। তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বাদশাহের সম্মুখে হাজির করিল। শেখ মুবারকের শত্রুগণ আকবরকে বুঝাইবার সুযোগ পাইল যে যদি শেখ মুবারক অপরাধী না হইবেন তবে তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন কেন? আকবর প্রতিদ্বন্দ্বীদের অভিযোগের গুরুত্ব এবং আগ্রহ দর্শন করিলেন, তাঁহার চিত্তে দয়ার উদ্রেক হইল এবং সভাসদবর্গকে বলিলেন 'নির্জন ধ্যান প্রয়াসী ব্যক্তির প্রাণ লইয়া কি হইবে? শেখ মুবারক প্রায় পর্যটনে বাহির হইতেন। সম্ভবতঃ এবারও দেশ ভ্রমণে বাহিরে গিয়াছেন। তঁাহার মন্দাভাগ্য এই পুত্র আবুল খয়েরকে আবদ্ধ করিয়া কি ফল?' আবুল খয়েরকে মুক্তি দেওয়া হইল।

শত্রুরা সম্রাটের ছোট ছোট কথা চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিলঃ শেখ মুবারক ও ফৈজী রাজ-অপরাধী। কয়েকদিন পরে যে গৃহে তাঁহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই গৃহস্বামী বিরূপভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেখ মুবারকের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল যে গৃহস্বামী স্বয়ং না

তাঁহাদিগকে ধরাইয়া দেন। বিনা সম্বলে তাঁহারা এক রাত্রিতে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। ঘটনাক্রমে শেখ মুবারকের এক শিষ্যের সহিত রাস্তায় তাঁহাদের সাক্ষাৎকার ঘটিল। সে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া অতিথিরূপে গৃহে রাখিল। সেখানে গিয়াও শান্তি ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে এই শহর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত। ফৈজী পোষাক পরিবর্তন করিয়া বাহির হইলেন। পূর্বতন পরিচিত এক আমীরের গৃহে যাইয়া উপনীত হইলেন। আমীর তাঁহাদিগকে আতিথ্য এবং আশ্রয় দান গৌরবের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কয়েকজন তুর্কী যুবক সঙ্গে দিয়া শেখ মুবারককে আনিতে পাঠাইলেন। ফৈজী যাইয়া পিতা ও ভাইকে শুভ সংবাদ দিলেন। সকলেই বেশ পরিবর্তন করিয়া দুর্গম ও অপ্রধান রাস্তা দিয়া আমীরের গৃহে পৌছিলেন। দশ দিন পর্যন্ত তাঁহারা এই গৃহে আরামে রহিলেন। শত্রুরা আমীরকে রাজদরবারে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। নিরুপায় হইয়া তাঁহাদের এইস্থান হইতেও বাহির হইতে হইল। পথ চলিতে চলিতে একটি বাগান দৃষ্টিপথে পড়িল। সেইস্থানে বিশ্রামার্থ বসিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজচরের একদল যাহারা শেখ মুবারকের অনুসন্ধান করিতেছে এই বাগানের নিকট আসিয়া উপনীত হইল। উদ্বিগ্নচিত্তে এই স্থানও পরিত্যাগ করিতে হইল। রাস্তায় একজন মালী দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল। মালীর প্রভু বাহিরে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া শেখ মুবারকের নিকট অনুযোগ করিল 'আপনি কেন এই কাজ করিলেন।' সে তাঁহাকে চোরকুঠুরীতে নিয়া রাখিল এবং বলিল 'আপনি এখানে নিরুদ্বিগ্নভাবে আরামে থাকুন।' এক মাসের অধিক এইস্থানে রহিলেন।

আকবর এই সময় ফতেহপুর অবস্থান করিতেছিলেন। ফৈজী আগ্রা হইতে ফতেহপুর গেলেন, কোন উপায় পাওয়া যায় কিনা ঐ বিপদ হইতে উদ্ধারের। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন্দভাগ্য এখানেও তাঁহার

অনুসরণ করিতেছিল। ফৈজী যখন আপন মন্দভাগ্যের ও অবিচারের কথা বাদশাহের দরবারে পেশ করেন তখন একজন সাধুহৃদয় আমীর বাদ-শাহের অনুমতি ব্যতিরেকে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, 'এই অত্যাচারের কি শেষ আছে?' আকবর বলিলেন 'ভাল-কি?' আমীর ফৈজীর বিচার প্রার্থনা-পত্রের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করিলেন। আকবর বলিলেন, 'তোমার খবর আছে কি? আলেমবর্গ ফতোয়া তৈয়ার করিয়াছেন, যেখান হইতে হউক শেখ মুবারক এবং তাঁহার পুত্রকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে শাস্তি দিতে হইবে। আমি অবগত আছি শেখ মুবারক কোথায় অবস্থান করিতেছেন।' এই বলিয়া শেখ মুবারক যে চোরমহলে অবস্থান করিতেছিলেন উহার বর্ণনা প্রদান করিলেন।

ফৈজী এই বর্ণনা শুনিয়া বিষম অস্থির হইয়া পড়িলেন। রাতারাতি মরি-বাঁচি অবস্থায় হাঁটিতে হাঁটিতে পিতার সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সকলে বেশ পরিবর্তন করিলেন এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। আবুল ফজল ইহা চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, তাঁহারা একটি ভগ্ন গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। কেননা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে সম্রাট স্বভাবতঃই দয়াশীল। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে রাজধানীতে যাইয়া বাদশাহের দয়া প্রাপ্তির পথ দেখিতে হইবে। একজন আমীরের সঙ্গে পুরাতন পরিচিতি ছিল। তাঁহার নিকট যাওয়া হইল। তিনি বলিলেন, 'যদি প্রথমে আসিতেন বিষয় সহজে সমাধান করা যাইত। আপনি তো বাদশাহের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছেন। এইস্থানে অবস্থান কোন প্রকারেই সমীচীন নহে।' এই বলিয়া গাড়ী আনাইয়া তাহাতে তাঁহাদিগকে সমাসীন করিয়া এক গ্রামে প্রেরণ করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে সেই গ্রামে জমিদার তাঁহাদের পরিবারের পুরাতন শত্রু। মোট কথা তথা হইতে তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইল এবং তাঁহারা অপর একগ্রামে যাইয়া উপনীত হইলেন।

এখানেও এক ফ্যাসাদের সম্ভাবনা ঘটিল। নানা স্থানে ঘুরিতে ফিরিতে শেষ পর্যন্ত আগ্রায় এক বন্ধুর গৃহে পৌঁছিলেন। মাসেক অবধি এই স্থানে অবস্থান করিলেন। গৃহস্বামী উদার হৃদয় ও পূতচরিত্রের লোক ছিলেন। শেখ মুবারকের পক্ষে কতকগুলি লোক জুটিয়া গেল। আকবরের দরবারে সংবাদ পৌঁছিল। তিনি ৯৭৪ হিজরীতে সসম্মানে তাঁহাকে রাজদরবারে আহ্বান করিলেন। এই পর্যন্ত আবুল ফজল স্বাধীনতা প্রেমিক এবং নির্ভীক ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ বাদশাহী দরবারে যাইতে আদৌ স্বীকার করিলেন না। ফৈজী গমন করিয়া রাজানুগ্রহ প্রাপ্তিতে ধন্য হইলেন। তাঁহার আইন-ই-আকবরীতে এই বিষয়ে বর্ণনা করিতে যাইয়া আবুল ফজল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নলিখিত চতুষ্পদী লিখিয়াছেন :

ای شب نه کنی آن همه پرخاش که دوش - راز دل من چنان مکن فاش که دوش
دیدی چه دراز بود دوشنبه شبم - هان ای شب وصل ان چنان باش که باش که دوش

ফৈজী যে প্রকারে রাজদরবারে পৌঁছিলেন, বাদশাহ তাঁহাকে সে প্রকারে সমাদর করিলেন, প্রতিপক্ষীয়বর্গ যে ঈর্ষার দৃষ্টিতে সমস্ত বিষয়টি নিরীক্ষণ করিলেন, ইত্যাদি বিষয় একটি কাসিদাতে হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন :

سحر نو ید رسان قاصد سلیمانی - رسید همچو سعادت کشاده پیشانی

শেখ মুবারকের বংশধরগণের এই সমূহ বিপদ আপাততঃ ঘটাইবার কারণ কে এবং হেতু কি এবং কেই বা বাদশাহের কানভাঙ্গানি দিল। আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরীতে স্পষ্ট করিয়া কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই জন্য নিম্নে উহার বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

আকবরের প্রথম জীবনে দুই ব্যক্তি মজাহাবী ব্যাপারের জন্য অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। প্রথম জন হইতেছেন মখদুমুল মূলক এবং দ্বিতীয় জন শেখ আবদুন্নবী। মখদুমুলমুলকের নাম হইতেছে আবদুল্লাহ আনসারী, শেরশাহ তাঁহার রাজত্বকালে 'সদরুল ইসলাম' উপাধি প্রদান করেন। সেলিমশাহ তাঁহাকে আপনার সিংহাসন উপরে বসাইতেন। হুমায়ুন

তাঁহাকে শেখুল ইসলাম উপাধি প্রদান করেন। বৈরাম খাঁ তাঁহাকে বার্ষিক এক লাখ টাকা বৃত্তি দিতেন।

শেখ আবদুন্নবী শেখ আবদুল কুদ্দুস বাদাভীর বংশ উদ্ভূত। মজাহাবী বিষয়ে এবং তৎসংশ্লিষ্ট জায়গীরের বিধি ব্যবস্থা তাঁহার হস্তে আকবর সমর্পণ করেন। তিনি আকবরকে এতাদৃশ বশীভূত করিয়াছিলেন যে আকবর স্বয়ং তাঁহার গৃহে গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে হাদিস শিক্ষা করিতেন। তাঁহার পূত সংসর্গে আকবরের মজাহাবী ভাব এতদুর প্রবল হইয়াছিল যে তিনি স্বহস্তে মসজিদের ঝাড়ু দিতেন।

একবার আকবর জাফারান রঙে আপনার বসন রাঙান। আবদুন্নবী উহা দেখেন। ইহাতে তিনি এতদুর রাগান্বিত হইয়া যান যে লাঠি দিয়া তাঁহাকে আঘাত করেন। আকবরের ইহা বড়ই অপছন্দ হইল। প্রাসাদে গিয়া তাঁহার মাতা মরিয়ম মকানীর নিকট যাইয়া অনুযোগ করিলেন যে পূর্ণ দরবারের মধ্যে আমাকে অসম্মান করিলেন। মরিয়ম বলিলেন, 'বৎস মনে দুঃখ করিও না। আখেরে ইহাতে তুমি মুক্তি পাইবে। কিয়ামত পর্যন্ত ইহা প্রচার থাকিবে যে এক সামান্য ব্যাপারের জন্য বাদশাহের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, এবং বাদশাহ তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন।'

এই দুই মহাপুরুষ যে প্রকার ধৈর্যশীল ছিলেন, সেই প্রকার বর্বর স্বভাবের ছিলেন। ধৈর্যের আনুপাতিক দিক হইতে ইহার বিচারের কঠোর তুলাদণ্ডে নির্মমভাবে অত্যাচার আরম্ভ করেন। বহু লোককে তাঁহারা এই ভাবে কতল ও জখমের বিধান দেন। মখদুমুল মুলক এবং শেখ আবদুন্নবী আকবরকে বলেন যে শেখ মুবারক বেদাতী এবং তজ্জন্য তাঁহার সমুচিত শাস্তি পাওয়া উচিত। শেখ মুবারক তখন স্বীয় গৃহে ছিলেন না। সরকারী লোকে তাঁহার গৃহের মসজিদের মেম্বর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চলিয়া আসে।

একবার শেখ আবদুন্নবী কিংবা মখদুমুল মুলক (আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল স্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করেন নাই। মাত্র বলিয়াছেন

গোলমাল উৎসের অন্যতম)-এর সঙ্গে এই সম্পর্কীয় কঠিন বাহাস হয়, আবুল ফজল শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তর্ক দ্বারা তাঁহাকে পর্যুদস্ত করেন। এই সময় কিংবা ইহার কিছু পূর্বে ফৈজী একবার শেখ মুবারককে সঙ্গে করিয়া লইয়া শেখ আবদুন্নবীর নিকট গমন করেন এবং স্বীয় দুরদৃষ্টের কথা বর্ণনা করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁহাকে শিয়া এই বদনাম দিয়া বিশেষ অসম্মানের সহিত দ্বার হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। এই দুই মহাপুরুষই শেখ মুবারকের বংশের শনিগ্রহ স্বরূপ হন। তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহারাই রাজকীয় পরিবারবর্গের সম্মিলিত পাঁতি হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকীয় গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া চতুর্দিকে অন্বেষণ করাইয়াছিলেন। তাঁহারাই সর্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন যে শেখ মুবারকের বংশধরগণের কতল করিবার হুকুম বাদশাহ দিয়াছেন। শেখ মুবারক প্রথমে শেখ সলীম চিস্তীর সমীপে পেঁছিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার প্রার্থনা জানান। শেখ সলীম কিছু পাথেয় প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠান যে 'উপস্থিত আপনারা অন্যত্র গমন করুন।' এইস্থান হইতে নিরাশ্বাস হইয়া মীর্জা আবদুল আজীজের নিকট উপনীত হন। মীর্জা আজীজের মাতা আকবরের দুধমাতা ছিলেন। এইজন্য তিনি আকবরের নিকটাত্মীয় ছিলেন। আবুল ফজল 'আকবরনামা'য় লিখিয়াছেন যে একজন আমীর অপরাধপূর্ণ বিষয়ে মার্জনা প্রার্থনা করেন। তাহার অর্থ হইতেছে আমীর আবদুল আজীজ। মীর্জা আবদুল আজীজ দরবারের মধ্যে অতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করেন। ইহার প্রত্যুত্তরে আকবর মাত্র হাসিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন যে 'মীর্জা আবদুল আজীজ এবং আমার মধ্যে মাত্র দুধের স্রোতস্বতী রহিয়াছে অর্থাৎ তিনি আমার দুধভাই।' মীর্জা আবদুল আজীজই ফৈজীদিগকে রক্ষা করেন এবং আকবরের দরবারে পেঁছাইয়া দেন।

আকবর মখদুমুল মুলক এবং শেখ আবদুন্নবীর সংকীর্ণ চিন্তা প্রণালী দ্বারা স্বয়ং সংকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন এবং তিনি তাহাদিগের প্রভুত্ব উৎখাত করিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু আকবর স্বয়ং অশিক্ষিত ছিলেন।

এইজন্য মজাহাবী ফতোয়া ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু ফৈজী ও আবুল ফজল রাজদরবারে পেঁছানোর ফলে তাঁহার সেই ওজুহাত দূরীভূত হইল। তাঁহারা দুইভ্রাতা বিরোধী মৌলানাদ্বয়কে প্রতি পদেই পরাভূত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের যে অসাধারণ সম্ভ্রম ছিল তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

রাজদরবারে ফৈজীর প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। কিন্তু তিনি দরবারে কোন পদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি ভিষগ ছিলেন, গ্রন্থকার ছিলেন, কবি ছিলেন এবং এই সকল কার্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিতেন, শাহজাদাগণের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গেও তিনিও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কেননা আকবরের সিংহাসন আরোহণের ২৪শ বর্ষে শাহজাদা দানিয়েলের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। স্বল্পকাল মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার 'তুজুকে' বর্ণনা করিয়াছেন যে শাহজাদা দানিয়েল হিন্দী (ব্রজভাষা) ভাষার কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং স্বয়ং এই ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। সম্ভবতঃ ইহা ফৈজীর প্রভাবেরই ফল। এই সনেই আকবর ইমাম রূপে নিজেকে মসজিদের খোতবায় প্রকাশ করিলেন এবং ফৈজী এই খোতবা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

আকবরের সিংহাসন আরোহণের ২৫শ বর্ষে প্রকাশ্য ধর্মবিশ্বাসের চিহ্নস্বরূপ শাহজাদা দানিয়েলকে আজমীর শরীফে দরগাহ জিয়ারতের জন্য প্রেরণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গীরূপে ফৈজীকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

আকবর শেখ আবদুন্নবীর ক্ষমতা নষ্ট করিয়া সদারতের পদ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলেন। কেন না ৯৯০ হিজরীতে আগ্রা, কালঞ্জির এবং কালপীর সদারতের পদ ফৈজীকে অর্পিত হয়। আকবর ৯৯৩ হিজরীতে যখন ইউসুফজয়ী পাঠানদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন তখন ফৈজীও তৎসঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

৯৯৬ হিজরীতে আকবর ফৈজীকে রাজকবি পদবী প্রদান করেন। ঘটনাক্রমে ফৈজী ইহার দুই তিন দিন পুর্বে একটি কাসিদা রচনা করিয়াছিলেন।

آں روز که فیض علم کردند - مار ملک الکلام کردند

৯৯৭ হিজরীতে আকবর কাশ্মীর গমন করেন। ফৈজীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। 'কাশ্মীরিয়া' নামক কবিতা এই সফরের সময়ই রচিত হয়। তাহার দুই ছত্র এই :

هزار قافله شوق می کند شبگیر - که بار عیش کشاید به خطه کشمیر

আকবর তখন দাক্ষিণাত্যের অঞ্চলগুলি বিজয় করিতে মনস্থ করেন। ৯৯৯ হিজরীতে তিনি প্রত্যেকের নিকট সেফায়ত প্রেরণ করেন। খান্দেশের রাজা ছিলেন রাজা আলী খাঁন এবং ফৈজীকে তাঁহার নিকট নিযুক্ত করেন। অবশ্য ফৈজীর এই কার্য আদৌ মনঃপুত ছিল না। কিন্তু বাদশাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী কার্য করা ব্যতিরেকে কোন উপায় ছিল না। সেফারতের কাজ ফৈজী এতাদৃশ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে রাজা আলী খাঁ ইহা বাদশাহের দরবারে এত্তেলা দেন। ফৈজী বোরহানপুরে আকবরের দরবারে পৌঁছেন। সিংহাসনের উপরে শাহী তরবারি 'খেলায়াত' এবং শাহী ফরমান রক্ষিত ছিল। রাজা আলী খাঁ দূর হইতে পাদুকা শূন্য হইয়া সিংহাসনের নিকট আগমন করিয়া রাজকীয় জুতা উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সালাম করিলেন। ফৈজী শাহী ফরমান সসম্মানে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, 'বাদশাহ নামদার আপনার নামে ফরমান দিয়াছেন।' রাজা আলী খান ফরমান দুইহাতে লইয়া মস্তকোপরি রাখিলেন এবং তিনবার সেলাম করিলেন। এইভাবে খেলায়াত এবং তলোয়ার প্রদত্ত হইল। ফৈজী তাঁহার এই বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিয়াছেন। যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আহমদনগরে নিযামশাহের সঙ্গে মিলিত হন।

এই সফরে যদিচ সেফারতের ব্যবস্থা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তবুও রাজ্যের নানা স্থানের নানা জিনিস সম্বন্ধে আরজদাস্ত যে জীবন্ত বনর্ণাপূর্ণ থাকিত তাহা সত্যই আশ্চর্য। উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে রাস্তার কি প্রকার ব্যবস্থা রহিয়াছে, সরকারী কর্মচারীরা আপন আপন কর্ম কিভাবে সম্পাদন করিতেছেন, নগরে কি প্রকার দালান কোঠা

রহিয়াছে, জমিন কেমন এবং উহাতে কি কি জিনিস উৎপন্ন হয়, কোন্ কোন্ ফুল জন্মে ইত্যাদি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিতেন।

ইহা খাস ভারতবর্ষের বিবরণী, ইহা ব্যতীত অপর দেশের প্রয়োজনীয় ও সঠিক বিবরণী রিপোর্ট আকবরকে লিখিয়া পাঠাইতেন।

এই প্রকারে ইরান ও রুমের বিবরণী বিশেষ করিয়া যাহা রাজনীতির সম্বন্ধে, বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া চিঠি প্রেরণ করিতেন। ইহা ব্যতীত মালেক কবী এবং জহুরী সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। তাঁহার কবিতা হইতে উৎকৃষ্টগুলির চয়ন করিয়া পত্রমধ্যে স্থান দিয়াছেন। মাঝে মাঝে উপাদেয় বিবরণীতেও স্থান পাইয়াছে। মোটকথা এক বৎসর আট মাস চৌদ্দ দিবস তিনি ঐ অঞ্চলে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেফারতের কাজ বিশেষ কৃতিত্বের সহিত নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। ১০০১ হিজরীতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সঙ্গে ফৈজীর সম্বন্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন কবি এবং চিকিৎসক এবং এই বিষয়ের চর্চাতে তাঁহার প্রকৃতিগত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু এই যুগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার ইহা একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে আলেম ব্যক্তিকে যে-কোন কাজের ভার দেওয়া হউক সেই কাজই তিনি যোগ্যতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারিতেন।

আকবর ১০০৩ হিজরীতে প্রকাশ করেন যে নিজামীর খামসা (পাঁচটি কাব্যের সমষ্টি)রও একটি প্রত্যুত্তর রচনা করা হউক এবং 'নল দময়ন্তী' ইহাতে সূচনা হউক। চারিমাসের মধ্যে 'নলদময়ন্তী' রচনা করিয়া আকবরের নিকট উপস্থিত করেন।

এই সময়ই ফৈজীর ব্যারাম হয়। পীড়ার পূর্বে তিনি এই চতুষ্পদী রচনা করে।

دیدی که فلک چه زهره نیرنگی کرد - مرغ که از قفس شب آهنگی کرد
آن سینه که عالمے درو می گنجید - تانیم نفس بر آورم تنگی کرد

নিম্নের কবিতাটি সর্বদাই তিনি উচ্চারণ করিতেন:

گر همه عالم بهم آیند تنگ - به نه شود پائے یکے مور لنگ

হেকিম মিসরী তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে তাঁহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু মৃত্যুর কোন ঔষধ নাই। আকবরের নিকট তাঁহার অসুখের সংবাদ গেল। আকবর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। ফৈজী চক্ষু খুলিলেন এবং আকবরকে আদাব জানাইলেন। 'খোদা হাফেজ' বলিয়া আকবর উঠিয়া আসিলেন। আবুল ফজল শুশ্রূষার জন্য চারিদিনের ছুটি লইয়া আসেন।

অর্ধরাত্রে আকবরের নিকট সংবাদ গেল ফৈজীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তিনি আসিয়া মস্তকের উপর হাত রাখিলেন এবং বলিলেন, 'শেখজী' (আকবর ফৈজীকে ইহা বলিয়া ডাকিতেন) আমি হেকিম আলীকে আপনার চিকিৎসার জন্য লইয়া আসিয়াছি। আপনি কথা বলিতেছেন না কেন?' ফৈজী যখন কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না তখন মাথা হইতে পাগড়ী ফেলিয়া দিয়া আবুল ফজলকে সান্ত্বনা দিয়া চলিয়া আসিলেন। ১০০৪ হিজরীর সফর মাসে তাঁহার দেহান্তর ঘটিল।

আজকাল ফৈজীর পরিচয় স্বভাব-কবি হিসাবে জনসমাজে প্রচারিত। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণাবলী উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পরম শত্রু মোল্লা আবহুল কাদের বদাউনীর জবানীতে জানা যায়:

در فنون جزئیه از شعر و معما و عروض و قافیه و تاریخ و لغت و
طب و انشاء عدیل در روزگار نه داشت -

এইকালে এশিয়ার রাজদরবার সমূহে খোশামুদি ব্যতিরেকে কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু ফৈজী বিদ্যার আব্রু রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র চারিশতের মনসবদার ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল ফজল আড়াই হাজারী মনসবদার ছিলেন। 'মাসিরুল উমারা'র রচয়িতা ফৈজীর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবুও তিনি লিখিতেছেন:

پیش آمد و مصاحبت شیخ در پیشگاه خلافت به عنوان علم و کمال
بود زیاده بر چهار صدی منصب نیافت -

শেখ ফৈজী ছিলেন বিদ্যা শিক্ষার পরম রসিক। গ্রন্থের তাঁহার অতিশয় সখ ছিল। তাঁহার ব্যক্তিগত পাঠাগার সুবৃহৎ ছিল এবং ১০৯৬ খানি গ্রন্থ ছিল। অধিকাংশ গ্রন্থকারদের স্বহস্তে লিখিত কিংবা গ্রন্থকারের সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা লিখিত গ্রন্থসমূহ তিনি বহুমূল্য দিয়া সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার গ্রন্থাগারের গ্রন্থসমূহ তিন প্রকারে বিভক্ত ছিল, যথা চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতিষ বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা এবং তফসীর ইত্যাদি। বন্ধুবর্গকে তিনি গ্রন্থাদি সংগ্রহে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেন। একখাটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন :

از کتب حکمت باقسامها انچه بهم رسد بجهت فقیر بگیرند و بهر بهاے که باشد -

আজমীর অবস্থানকালে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে বলেন যে একজন লোকের নিকট মীর হাজরাহার হস্ত লিখিত সৈয়দ হরুভী রচিত একখানি কাব্য সংগ্রহ রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই লোকটির গৃহে উপনীত হইয়া গ্রন্থের জন্য তাগাদা শুরু করিলেন। আমীর খসরু রচিত 'তুগলকনামা' নামক গ্রন্থের এক খণ্ড সংগ্রহ করেন, কিন্তু উহার প্রথম ও শেষ অংশ অকেজো ছিল, সেই সম্বন্ধে এক বন্ধুকে লিখেন :

به یکے از خدمتگاران امر فرمایند که بهر خطے مسووه بجهت بنده مصحوب حاملان عریضه فرستند -

ফৈজী অতিশয় দানশীল ছিলেন। ইরানী কবি উরফী ভারতবর্ষে আগমন করিলে তাঁহার গৃহে অতিথিরূপে বহু দিন অবস্থান করেন। তাঁহার তফসীর সংক্রান্ত এক গ্রন্থের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

ফকির ও দরবেশদের মকবরাতে তিনি প্রায়ই গমন করিতেন। খাজা ফরিদুদ্দীন শকরগঞ্জের প্রতি বিশেষরূপে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার মাজার

দর্শনে যাইয়া নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন ঃ

سفر گزیده ترین نعمتے ست در عالم
ز بهر ذوق خدا دانی و خدا بینی
دریں سفر زپے طروف اولیاے عظام
که بوده اند شهان در لباس مسکینی
رسیده بهر طواف مزار گنج شکر
که کرده زیر سرش نه سپهر بالینی
بلے چوخوان کرم اهل نعمت ارانید
بروف مائده اخر کشند شیرینی

তিনি এক বন্ধুকে এই সম্পর্কে এক পত্র লিখেন।

কবিদের ঈর্ষা ও শত্রুতা সাধারণ চারিত্রিক গুণ। কিন্তু ফৈজী সমসাময়িক কবি ও ব্যক্তিবর্গের নামবিশেষ সম্মান ও আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করিতেন। বাদশার দরবারে তাঁহাদের জন্য সুপারিশ করিতেন। আকবরকে এক রিপোর্টে লিখেন—

তাঁহাদের কাব্য নকল করিয়া লইয়া আসেন।

উরফীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ফৈজীর বন্ধুর লিখিত এক পত্রে উরফী সম্বন্ধে অজস্র প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি অতিশয় সাধু ও নরম স্বভাবের লোক ছিলেন। মোল্লা আবদুল কাদের বদাউনীর সঙ্গে ফৈজীর বৈরিতা ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার সম্বন্ধে যে ভাষায় তাঁহার চারিত্রিক গুণের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়াবহ।

কিন্তু মোল্লা সাহেবের সহিত ফৈজীর সম্বন্ধ শিষ্য প্রকারের ছিল। মোল্লা বদাউনী যখন আকবরের দরবার হইতে বিতাড়িত হন ১০০০ হিজরীতে তখন তিনি আহমদ নগর হইতে এক পত্র আকবরকে লিখেন। উহাতে তিনি বদাউনীর গুণের অজস্র প্রশংসা করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চরিত্র

সম্বন্ধে দশ পৃষ্ঠা ভরিয়া লিখেন। পত্রশেষে বলেন, 'আমি স্বয়ং হুজুরের নিকট যাইয়া আমি তাঁহার বিষয়ে সুপারিশ করিতেছি। যদি ইহা না করিতাম তবে ন্যায়ের অপলাপ হইত। বদাউনীর গুণের উপযুক্ত সমাদর হওয়া দরকার।' এই পত্র নিজের গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বদাউনী এবং পীরবর্গ একবাক্যে ফৈজীকে ধর্মোদ্রোহী, ধর্মহীন, জিন্দিক এবং কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। বদাউনী ইহাও লিখিয়াছেন যে ফৈজী মরণের সময় কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করিয়াছেন এবং তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় নীল হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃত কথা এই যে ইহারা কেহই ফৈজীর গৌরবজনক পদ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যে সকল গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তা প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের নিকট জিন্দিকের মত বলিয়া ধারণা হইত। ফৈজীর মজহাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট মত তাঁহার ফার্সী দিবানে প্রচুর পরিমাণে ধৃত রহিয়াছে।

বদাউনী ও অন্যান্যরা বলেন ফৈজী দার্শনিক ভাষ্যে সুপণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং তাহার একটি গ্রন্থে এই কথা বলিয়াছেন।

ঐ সকলের সহিত উজ্জ্বল ও মুক্তবুদ্ধির লোক ছিলেন এবং তিনি জানিতেন যে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীগণ মজহারের যে মূর্তি প্রকাশ করেন, উহা কখনই ইসলামের প্রকৃত রূপ নহে। শিয়া-সুন্নীর ঝগড়া তিনি ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বলিয়া জানিতেন।

আকবরকে এক রিপোর্টে তিনি লিখিতেছেন যে, 'একজন উজবক তুর্কী একটু সূতা লইয়া ফিরিতেছিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিল উহা কি? সে উত্তর করিল আমার মাতা আমাকে দিয়াছেন, যেন আমি ইহা কোন রাফেজীর রক্ত দ্বারা রাঙ্গাইয়া লই। আমার কাফনের বুকের কাপড়ে ব্যবহৃত হইবে।' এই রিপোর্টে তিনি আরও লিখিতেছেন যে একজন বন্ধু এক হৌজের চারিধারে উপবেশন করিয়াছিল। একজন বলিল যে কাল স্বর্গীয় হৌজের চারিধারে চারি খলিফা উপবেশন করিবেন এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণকে স্বর্গীয় হৌজের জল পান করাইবেন। মাহমুদ সরাগ

নামক একজন শিয়া তথায় উপস্থিত ছিল। সে বলিল, 'কি বাজে কথা বলিতেছ? স্বর্গীয় হৌজ সুরক্ষিত রহিয়াছে এবং উহার সাকী হইতেছেন হযরত আলী।' ইহা বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ফৈজীর বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অভিযোগ এই যে তিনি আকবরকে লা-মজহাবী ও ধর্মবিশ্বাসহীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মিথ্যা অপবাদের মধ্যে মাত্র এইটুকু সত্য যে সমস্ত রাজ্যের মধ্যে এতদৃশ অত্যাচার ও বিপদ বিস্তার করিয়াছিল যে গয়ের মজহাবী লোকদিগকে কতল এবং গ্রেপ্তার করা হইতেছিল। স্বয়ং বদাউনী আপনার গ্রন্থে এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে বহুলোককে বেদাতী এবং রাফেজী হওয়ার অপরাধে শূলে দেওয়া হইয়াছে। আবহুন্নবী ও মখদুমূল মূলকের প্রভাব রাজ্যের উপর এতদৃশভাবে পড়িয়াছিল যে তাঁহাদের প্রভুত্ব বিনষ্ট করা কঠিন ছিল। ফৈজী এবং আবুল ফজল জ্ঞানসভা সৃষ্টি করেন।

ইহার পর ৯৮৭ হিজরীতে 'মজহাবনামা' প্রস্তুত করেন। উহার উদ্দেশ্য যে বাদশাহ আল্লাহর ছায়া মাত্র।

এই 'মজহাবনামা'র পাঠ শেখ মুবারক প্রস্তুত করেন এবং ফৈজী ও আবুল ফজল উহাতে দস্তখত করেন। সর্বাপেক্ষা মজার কথা এই যে মখদুমূল মূলক ও শেখ আবহুন্নবীকে উহাতে দস্তখত করিতে হয় এবং আকবর ইহা চাহেন যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞাপনের জন্য জুমার নামায পড়াইতে চাহেন। কেননা তাহা হইলে ইমামের পদ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। ফৈজীকে দিয়া এই খোতবা লিখাইয়া লন।

এই সকল কর্মের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলবীগণের প্রভুত্ব নষ্ট হইয়া গেল এবং আকবরও সুযোগ পাইলেন যে তিনি এবার উপযুক্ত এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন করিবেন, যাহার আশ্রয়ে মুসলমান, হিন্দু, ইহুদী, খ্রীস্টান সকলে আপন ইচ্ছামত স্ব স্ব ধর্মের কর্তব্যগুলি বিনাবাধায় সম্পন্ন করিতে পারিবে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনও এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করিছিলেন।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে আকবর এই ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তিনি অগ্নিপূজা এবং সূর্যোপাসনা পর্যন্ত করেন। কিন্তু এই

ব্যাপারে ফৈজীর দোষ কি? ফৈজীর পক্ষে যতদুর সম্ভব মজহাবী কাজকর্ম ঠিক করিয়াছিলেন। আকবরের আদেশানুযায়ী আবুল ফজল যখন বাইবেলের অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন, তখন ফৈজী একটি কবিতা পাঠ করেন।

ফৈজী ঐ ঘটনার পর তফসীর লিখেন। কিন্তু তিনি প্রচলিত পন্থা হইতে এক তিলও বিচ্যুত হন নাই। কেননা তফসীর রচনাকালে প্রতি পদে তিনি মুক্তবুদ্ধি প্রদর্শনের সুযোগ পাইতেন। বদাউনী বলিতেছেন যে ফৈজী ইসলামের আকায়েদের (=আচার) বিরুদ্ধবাদী কিন্তু তাঁহার তফসীরে আকায়েদের খেলাফ সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ মেরাজের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বহু মুসলমান পক্ষীয়ের মত যে হযরত মুহম্মদ (সঃ) সশরীরে আল্লার সমীপে যান নাই। প্রত্যুত ইহা মাত্র আত্মার ব্যাপার। কিন্তু ফৈজী আধ্যাত্মিক ব্যাপারে এই অর্থ গ্রহণে মেরাজ গ্রহণে রাজী হন।

সত্য ব্যাপার হইতেছে এই যে ফৈজীর স্বাধীন ধর্ম্মীয় মত সম্বন্ধে যাহা শুনা যায় তাহা তো বাচনিক কিন্তু, তাঁহার রচনার মধ্যে তো তাঁহাকে মসজিদের গোঁড়া মোল্লা বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়।

ফৈজী যদিচ কপট মৌলবীগণকে অত্যন্ত মন্দ বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু যাঁহারা যথার্থ পণ্ডিত তাঁহাদিগকে তিনি খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। দিল্লীর বহুপ্রসিদ্ধ আলেম আবদুল হকের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাকে ফতেহপুরে ডাকাইয়া আনিয়া বহুদিন পর্যন্ত অতিথিরূপে আপন গৃহে রাখেন। কিন্তু যখন রাজদরবারে মজহাবের বদনামী শুনিলেন তখন তিনি দিল্লী চলিয়া যান। ফৈজী তাঁহাকে বারংবার আসিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি আসিতে সম্মত হইলেন না। শেষে তিনি ফৈজীকে এক পত্রে লিখিলেন যে যেন তিনি আর তাঁহাকে কষ্ট দিতে না চাহেন, কিন্তু চিঠিপত্র লিখিতে যেন বিলম্ব না হয়।

বদাউনী বলেন যে এই সকল কথা ফৈজীর অত্যাচারের প্রকাশ বৈ আর কিছুরই নহে। আরও বলেন যে তিনি সভা গরম রাখিবার জন্য মৌলানাকে আহ্বান করিতেন।

আবুল ফজল আপন সন্তানদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। উহার সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত বিবরণী পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার আট ভাই সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে। চিঠিপত্রে আবুল ফজলকে আল্লামা আখু-ই—'পণ্ডিত ভাই', 'বাদশাভাই' এবং এমনভাবে লিখিতেন যে ভালবাসায় তাহা পাকা আঙ্গুরের মত টসটস করিত।

ফৈজী ৯৯৭ হিজরীতে আকবরের সঙ্গে পেশোয়ার গমন করেন। তথায় সংবাদ পৌঁছিল যে তাঁহার মাতা পীড়িত। সম্রাটের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া লাহোর আসিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, এই অবস্থায় যে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা মর্মস্পর্শী।

তাঁহার তিন বৎসরের এক পুত্র মারা যায়। তিনি হৃদয়দ্রাবী এক শোক-নামা রচনা করেন।

মোসারুল উমারা গ্রন্থকার বলিতেছেন যে ফৈজী একশত একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

উরফী

উরফীর প্রকৃত নাম মুহম্মদ। তাঁহার পিতার নাম জয়েন উদ্দীন। তিনি শিরাজে একটি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন।

উরফী কবিনাম গ্রহণের মধ্যে আরও একটি ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে। উরফী অতিশয় অহঙ্কারী এবং আত্মপ্রিয় ছিলেন। উরফী সর্বদাই নিজের আভিজাত্যের গর্ব করিতেন।

উরফীর শিক্ষা-দীক্ষা শিরাজ নগরীতে সমাপ্ত হইয়াছিল। 'মায়সিরল উমারা'র গ্রন্থকার শাহ নওয়াজ খাঁ লিখিয়াছেন যে 'তাজকিরায়-ই-বাহ রিস্তানে' লিখিত আছে যে উরফী উচ্চশিক্ষা ব্যতিরেকে চিত্র বিদ্যাও শিখিয়াছিলেন। উরফীর যখন জ্ঞানবুদ্ধি হইয়াছিল তখন সাফাভী বংশের গৌরবের দিন। শাহ্ তহ্‌মাসপ, এবং আব্বাসের বিদ্যোৎসাহের ফলে ইরান কলাবিদ্যার একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া কবি সমাদরের আর অন্ত ছিল না। বিভিন্ন কবি কাব্যকুঞ্জ ও একেবারে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী কবি উরফীও এই আনন্দ সভায় সাহ্লাদে যোগদান করেন। তরুণ বয়সেই তিনি প্রবীণ কবিদের সহিত কাব্যযুদ্ধে নিযুক্ত হইতেন। এই যুদ্ধে কাশানীর গজল বহুল সমাদৃত ছিল। উরফীও তাঁহার গজলের মত গজল রচনায় ব্যাপৃত হইলেন এবং সাধারণ 'মুশারায়' [কবিসভায়] নির্ভয়ে তাঁহার রচনা পাঠ করিতেন।

উরফীর কাব্য প্রতিভার সমাদর ইরানে আদৌ কিছু কম হয় নাই। কিন্তু ভারতের কোন সৌভাগ্যের জন্য তিনি ভারতে আগমণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে উরফী শাহজাদা সলিমের প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত হন। এই জন্যই তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাঁহার যথাসর্বস্ব



উরফী

হৃত হয়। ঐ সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত চতুষ্পদীটি রচনা করেন—

دو شنبه که برو برد بردوشم بود - زانو چو عروس تو در آغوشم بود
پوشیدنئے نه داشتم غیر از چشمم - چیزے که بزیر سر نهم گوشم بود

একালে হিন্দুস্থানে শত সহস্র আমীর ওমরাহ ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যে ফৈজীকে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। হয়তো বা কারণ এই হইবে যে তাঁহার দরবারে গমন সহজ সাধ্য, হয়তো বা কাব্য প্রতিভার সমাদর ফৈজী দ্বারা যাদৃশভাবে সম্ভব হইবে অন্যদ্বারা তাহা সুদুর পরাহত। উরফী ফতেহপুর সিক্রীতে ফৈজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে ফৈজী তাঁহার যথোপযুক্ত সমাদর করেন। পাঞ্জাব অভিযানে উরফী আটক অবধি তাঁহার অনুষঙ্গী ছিলেন এবং তাঁহারা যাবতীয় সামগ্রী, আহারাদি ফৈজীর নিকট হইতে পাইতেন। কিন্তু উরফীর অবিচলিত অহঙ্কারের জন্য বেশীদিন ফৈজীর নিকট থাকিতে পারিলেন না।

এই সময় আকবরের দরবার নবরত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। ইহাদের মধ্যে আবুল ফতাহ গিলানীর মাত্র হাজার মনসবদারী ছিল, কিন্তু তিনি নিজে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। উরফী ও তিনি একই দেশের অধিবাসী এবং একই মজহাবভুক্ত ছিলেন। এই কারণে উরফী তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, ইহা অবলম্বন করিয়াই তিনি একটি কাসিদা রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন। এই প্রথা ছিল তখন। উরফীর গর্ব চুরমার হইয়া গেল।

এই যুগে ভারতে গুণের সর্বত্র সমাদর হইত। উরফী ইতিপূর্বে আকবর বাদশাহ বা অন্য কাহারও সম্বন্ধে কাসিদা রচনা করেন নাই।

আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে অহঙ্কারী উরফী আবুল ফতাহের জীবিতকালে তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্বক অন্য কোথাও যান নাই। আবুল ফতাহ ৯৯৭ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরলোক গমনে উরফীর হৃদয়ে গভীর আঘাত লাগিয়াছিল।

আবুল ফতাহর মৃত্যুর পর উরফী খান খানানের দরবারে উপনীত হইলেন। রাজবংশ ব্যতিরেকে অপর কাহারও দুয়ারে তিনি মস্তক অবনত করেন নাই।

আকবরের সভাসদবর্গের মধ্যে খান খানান মনোহর পুষ্পমুকুটবৎ ছিলেন। এই যুগে ইনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি বীর ও সাহিত্যিকদিগকে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতেন। গুজরাট জয়ের সময় মাত্র দশ সহস্র সৈন্য দ্বারা চল্লিশ সহস্র সৈন্যকে পুর্যদস্ত করিয়া দেন। আবদুল বাকী নেওয়ান্দী তাঁহার এক বিস্তৃত জীবনী দুই খণ্ডে সমাপ্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে উরফীর বিবরণী রহিয়াছে।

খান খানানের দরবারে বড় বড় কবিরা অবস্থান করেন। নজিরী, নিশাপুরী, শকহেবী, ইস্পাহানী, আনিসী, জহুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। উরফীর কবিত্বশক্তি দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। যখন তিনি আকবরের রাজদরবারে যাইতেন তখন তিনি গতানুগতিক আদাব ও কুনিশ করিতেন না। নিজেই যথা ইচ্ছা অনুযায়ী আসন গ্রহণ করিতেন। মসার-ই-রহীমিতে এই বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

খান খানান তাঁহাকে অনুগ্রহ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। একবার তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি কাসিদা রচনায় পুরস্কার স্বরূপ সতের হাজার টাকা কবিকে দেন।

উরফী খান খানান ব্যতিরেকে অপর কোন রাজসভাসদের বা প্রধান ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কাসিদা রচনা করেন নাই। তবে স্বেচ্ছায় অথবা খান খানানের অনুরোধ ক্রমে সম্রাট আকবরের নামে কয়েকটি প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজদরবারে আবুল ফজল ও ফৈজীর প্রভাবের নিকট তাঁহার প্রশস্তি কবিতা ম্লান হইয়া যাইত। আবুল ফজল আকবরনামা এবং আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উরফীর যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু উহা এমনভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সে ভাবে উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত।

উরফীর অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার জন্য তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহার উপর নিতান্তই বিরক্ত ছিলেন।

একবার আকবরের সঙ্গে তিনি কাশ্মীর গিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কবিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে বাদশাহ আকবর একবার কোন উপলক্ষে তাঁহাকে একটি অশ্ব উপহার দেন। উরফী এই দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে অশ্ব সম্বন্ধে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেন :

شاهنشها حقیقت اسپی که داده
بشنوم ز لطف تا برسانم بعر عرض
هستم بر او سوار و بمعنی پیاده ام
گامے بطول می زدم اکنون زدم بعرض

খান খানান এবং বাদশাহ আকবর ব্যতীত অপর কাহারও অনুগ্রহ প্রার্থী উরফী হন নাই। কিন্তু শাহজাদা সেলিম উরফীর জীবন স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে তিনি প্রশস্তি কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দরবারে তিনি বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে যাইতেন এবং বন্ধু কুমারও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহশীল ছিলেন। উরফীর নিজের রচিত কবিতার মধ্যে ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন পাওয়া যায়।

তাজকেরা-ই-দাগিস্তানী প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে উরফীকে তাঁহার শত্রুরা বিষদ্বারা মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে উরফী শাহজাদা সেলিমেয় প্রতি প্রকাশ্য প্রণয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর ছিল।

তাজকেরা-ই-দাগিস্তানে লিখিত আছে যে তাঁহাকে লাহোরে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু তাঁহার কঙ্কাল লাহোর হইতে নজফে লইয়া পুনরায় সমাধিস্থ করা হয়। উরফীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই সফল হইয়াছিল।

بکاوش مژه از گور تا نجف بروم
اگر بهند هلاکم کنی و اگر به تتار

উরফীর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। একবার তিনি ফৈজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। ফৈজী কুকুর অতিশয় ভালবাসিতেন। কয়েকটি কুকুর শাবককে স্বর্ণ নির্মিত তাবিজ দিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া উরফী প্রশ্ন করিলেন, প্রভুপুত্রদের কি নাম? ফৈজী বলিলেন উরফী, অর্থাৎ সাধারণ নাম। উরফী বলিলেন مبارک باشد। মোবারক অর্থাৎ প্রশংসা। কিন্তু ইহার অপর অর্থ হইতেছে ইহাদের নাম মোবারক হউক। ফৈজীর পিতার নাম মোবারক ছিল।

মীর্জা সায়েব

মৌলানা শিবলী বলেন, 'ইরানী কাব্য-সাহিত্য গগনের শুকতারা রুদকী এবং মীর্জা সায়েব সন্ধ্যাতারা। রুদকীর পূর্বেও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সায়েবের পরেও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাদের সমকক্ষ কখনও হইতে পারেন নাই। শেষ যুগে অবশ্য কানী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বর্ণনাত্মক কবিতায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কবিতায় নূতনত্বের কোন চিহ্নই ছিল না। পূর্ব-সূরী ফররোকী এবং মনুচেহেরীর পন্থানুসরণ করিয়াই তিনি কাব্য সাধনায় লিপ্ত হন।

মীর্জা সায়েব মুগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর যুগের লোক। আবুতালিব কলিমও এই যুগের লোক এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও কবি। জাহাঙ্গীরের পরে আওরঙ্গজেব কবিতার সমাধির ব্যবস্থা করেন।

মীর্জা সায়েব বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাঁহার পিতা একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তেব্রিজ শহরে ভূমিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার লালন পালন ও শিক্ষা ইস্পাহানে হয়। এই জন্যই তাঁহাকে লোকে ইস্পাহান বা তেব্রিজের অধিবাসী বলিয়া অভিহিত করে। বাল্যকাল হইতেই তিনি যখন কবিতা চর্চা করিতেন তখন একটি লোক তাঁহাকে পরীক্ষার্থে একটি পদ বলিয়া পাদপূরণ করিতে বলেন। পদটি এই—

شمع گر خاموش باشد آتش از مینا گرفت

মীর্জা সায়েব তৎক্ষণাৎ ইহা বলিয়া তাঁহার পাদপূরণ করিলেন—

امشب از ساقی زبس گرم ست محفل مستوان
شمع گر خاموش باشد آتش از مینا گرفت

মীর্জা সায়েব পবিত্র মক্কা ও মদীনা দর্শন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে

মেশহেদও দর্শন করেন। এই সম্বন্ধে একটি কাসিদা রচনা করেন। উহার দুই ছত্র উদ্ধার করা গেল :

لله الحمد که بعد از سفر حج صائب
عهد خود تازه بسلطان خراسان کردم

মীর্জা সায়েবের কবিগুরু হাকিম রোকনা মসীহকানী এবং হাকিম সিকারী। হাকিম রোকনা একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন এবং পারস্যের অধিপতি শাহ্ আব্বাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার ভবনে আগমন করিতেন। কিন্তু কবি সায়েবের শত্রুরা শাহ আব্বাসের মন তাঁহার প্রতি বিষাক্ত করিয়া দেয়। ইহার ফলে তিনি রাজদরবারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া চলিয়া আসেন এবং নিম্নছত্র কবিতা লেখেন :

گر فلک یک صبحدم با من گر ان باشد سرش
شام بیرون میروم چون افتاب از کشورش

ইহার পর তিনি ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের দরবারে স্থান লাভ করেন। শাহজাহান যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তিনি قطع تاریخ লিখিয়া বার হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১০৪৬ হিজরীতে পবিত্র মেশহেদ দর্শন করিতে যান। শাহজাহান এই ভ্রমণের ব্যয়ার্থ পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। ১০৬১ হিজরীতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষে দানশীলতার সুখ্যাতিতে সারা ইরান গুর্জরিত ছিল ; ফলে সায়েবের হৃদয়েও আকাঙ্ক্ষা জাগে। তিনি স্বয়ং বলিতেছেন—

همچو عزم سفر هند که در هر دل هست
رقص سودائے تو در هیچ سرے نیست که نیست

পর্যটনের পাথেয় হিসাবে কাব্যশক্তি অন্য সকল সামগ্রী অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু তিনি উচ্চ ব্যবসায়ী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাই উক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া ব্যবসায় উপলক্ষে দিল্লী আগমন করেন। পরে শাহজাহানের দরবারে স্থান লাভ করেন। তিনি এক হাজারী পদবী

এবং মুস্তারাদ খান উপাধি রাজদরবার হইতে প্রাপ্ত হন। এই স্থানে জাফর খাঁর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে। তাঁহার সঙ্গে এতাদৃশ সৌহার্দ জন্মে যে পরবর্তীকালে জাফর খাঁ এবং সায়েবের নাম এক সংগে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

জাফর খাঁ সুবিখ্যাত রাজসভাসদ ছিলেন। তাঁহার পিতা খাজা আবুল হোসেন আকবর বাদশাহের সময় ইরান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান নিযুক্ত হন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে স্বীয় শাসন আমলে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। প্রধান মন্ত্রী বলিয়া তাঁহার রাজধানী হইতে দুরের প্রদেশের শাসন কার্য নির্বাহ করা অসম্ভব। এইজন্য তাঁহার পুত্র জাফর খাঁ পিতার স্থলে কাবুলের শাসন কার্য চালাইতে থাকেন। জাফর খাঁ অতিশয় দানশীল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি স্বয়ং কবিতাও রচনা করিতেন। তাঁহার কবি উপাধি আহ্সান। তিনি কবি সায়েবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কবিত্ব শক্তির উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন। কেননা তিনি স্বয়ং লিখিতেছেন ঃ

طرز یاران پیش احسن بعد از این مقبول نیست
تازه گوئیهای او از فیض طبع صائبا است

মীর্জা সায়েব জাফর খাঁর প্রশংসার বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। তিনি একটি প্রশস্তি কবিতায় বলিতেছেন ঃ

کلاه گوشه بخورشید و ماه می شکنم
به این غرور که مدحت گر ظفر خانم
ز نوبهار سخایش چو قطره ریزه شوم
قسم خورد بسر کلک ابر نیسانم
بلند بخت نهالا بهار تر بیتا
که از نسیم هوا داریت گلستانم

তাঁহার কবিতাসমূহ হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে তিনি জাফর খাঁর ফরমায়েশ অনুযায়ী সঙ্কলন করিয়াছিলেন এবং এই সকল কবিতা হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে জাফর খাঁ তাঁহার কবিতাসমূহের সমালোচনা করিতেন। এই প্রকারের আলোচনা কালে মীর্জা সায়েবের কবিতার দিন দিন প্রভূত উন্নতি হয়।

১০৩৯ হিজরীতে শাহজাহান দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করেন। জাফর খাঁ তাঁহার অনুষঙ্গী হন। মীর্জা সায়েব জাফর খাঁর সঙ্গে ছিলেন। বোরহানপুরে পৌঁছিলে তখনকার ধূলিসমাচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়া লিখেন :

توتیا ساز و غبار اگره و لاهور را
چشم من تا خاکمال گرد بدهانپور خورد

মীর্জা সায়েবের পিতা সায়েবকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। এই সময় ইরান হইতে ভারতবর্ষে আগমন তৎকালীন একটি মামুলী ঘটনা ছিল। ভারতবর্ষ এবং ইরান যেন একটি বাড়ীর দুইটি উঠান। এই স্নেহের বশীভূত হইয়া সায়েবের সত্তর বৎসর বয়স্ক পিতা ও তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের সাক্ষাৎকারের জন্য ভারতবর্ষে আসেন এবং তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া যাইবার বাসনা জানান। সায়েব নিরুপায় হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া জাফর খাঁকে নিম্নলিখিত কবিতায় এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন—

شش سال بیشتر رفت که از اصفهان بهند
افتاده است تو سن عزم مرا گذار
اورده است جذبه گستاخ شوق من
از اصفهان به اگره ولاهورش اشکبار

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় অর্থাৎ ১০৪১ হিজরীতে শাহজাহান দাক্ষিণাত্য হইতে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১০৪২ হিজরীর প্রথমভাগে জাফর খাঁ কাশ্মীরের শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হন। মীর্জা সায়েব জাফর খাঁর সঙ্গে কাশ্মীরে পৌঁছেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীর হইতে সায়েব তাঁহার পিতার সহিত

ইরানাভিমুখে যাত্রা করেন। সাফাবী বংশীয় সম্রাটেরা মীর্জা সায়েবের যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করেন। তিনিও তাহাদের প্রশংসা-সূচক উত্তম উত্তম কবিতা রচনা করেন। তৃতীয় আব্বাস বাদশাহ্ তাঁহাকে মালে-কুশশুয়ারা উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তাহার পরে সোলেমান সাফাবী সিংহাসনে আরোহণ করেন; মীর্জা সায়েব একটি কাসিদা রচনা করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত ছত্র দুইটি ছিল :

احاطه کرد خط ان افتاب تا بانرا
گرفت خیل پری درمیان سلیمان را

ইহাতে সোলেমান নিরতিশয় বিরক্ত ও দুঃখিত হন। কেননা তিনি فن خطوخیز ছিলেন। আর সারা জীবন সোলেমান তাঁহাকে ডাকেন নাই।

মীর্জা সায়েব যদিও জীবন শেষ পর্যন্ত ইরানের বাহির পদার্পণ করেন নাই তবুও ভারতবর্ষের দানশীলতা ও অনুগ্রহশীলতার কথা সর্বদা স্মরণ করিতেন। যখন জাফর খাঁ আলমগীরের রাজত্বের প্রথমে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন তখন মীর্জা সায়েব নিম্নলিখিত কবিতা লিখিয়া পাঠান :

دور ستان را احسان یاد کردن همت است
ورنه هر نخلے بپاے خود ثمر می افگند

জাফর খাঁ পাঁচ হাজার টাকা ইহার পরিবর্তে মীর্জা সায়েবকে প্রেরণ করেন এবং প্রায় পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের অন্যান্য সামগ্রীও পাঠান। ১০৮০ হিজরীতে তিনি ইস্পাহানে পরলোক গমন করেন। صائب وفات یافت হইতে তাঁহার মৃত্যু তারিখ পাওয়া যাইবে। স্বয়ং মীর্জা সায়েবের কবিতা হইতে উহা পাওয়া যায় :

در هیچ پرده نیست نباشد نواے تو
عالم پرست از تو د خالی ست جا ے تو

মীর্জা সায়েব স্বীয় কবরগাত্রে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। তদনুযায়ী মর্মর প্রস্তরে খোদিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

আমীর খসরু

মূল : ডক্টর ইউসুফ হোসন

আমীর খসরু তাঁর 'গুররাতুল কামাল' নামক দিওয়ানের ভূমিকাতে উল্লেখ করেন যে, তিনি কবিতার মাধ্যম হিসেবে হিন্দাভী বা দেহলভী ভাষা ব্যবহার করতেন। খসরুর হিন্দী শ্লোক ও ধাঁধাঁ এবং ফার্সী ও হিন্দীর সংমিশ্রণে রচিত কবিতায় আমরা তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের আভাস পাই। তিনি কেবল একজন সৃজন-কুশলী শিল্পীই ছিলেন না, কল্পনার ক্ষেত্রে তিনি নয়া পথেরও সন্ধান দান করেন। তিনি উর্দু ভাষা ও এর অন্তস্থিত মানবিকতার ভবিষ্যৎ বিকাশ সাধনের পথ প্রদর্শন করে তোলেন।

আমীর খসরু তাঁর মিশ্র গজলগুলোতে পর্যায়ক্রমে একটি অন্তর একটি ফার্সী ও হিন্দী উর্দু বা দেহলভী ভাষায় লিখিত চরণ ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে এ ভাষাকে রেখতা বলে অভিহিত করা হতে থাকে; রেখতা অর্থ কয়েক প্রকার জিনিসের সংমিশ্রণে প্রস্তুত নতুন কিছু। খসরু মিশ্র কবিতা লেখার যে ধরন প্রবর্তন করেন, অন্যদের দ্বারাও তা অনুসৃত হয়। এখানে কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো—

শাবানে হিজ্‌রাঁ দারাজ জুলয়া ও রোজ রেসালাত চু উমরে কোতা
সাকি পিয়ে কো জো মায় না দেখুঁতো ক্যায়াসে কাটু আন্দেরী রাতিয়া।

কখনো কখনো খসরু তাঁর ফার্সী শ্লোকে এমনি দক্ষতার সাথে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেছেন যে তাতে তার সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ একটি চতুষ্পদী কবিতায় তিনি দিল্লীর রাজপথে দধি বিক্রয়রতা গুজারী নাম্নী এক উদ্ভিন্ন যৌবনা কুমারীর জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেন :

গুজারী তো কি দার হুসনো লাতাফাতে চো মাহি
ই দেগে দহে বার সারে তো চতরে শাহি
আয,হার দো লাবাত শাহদ ও শকর মীরিজাদ
হর গাহ কি গায়ি কী দহি লেহু দহি।

খসরু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হিন্দাভী ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। তার তৃতীয় দিওয়ানের মুখবন্ধে নিজের লেখা সম্পর্কে তিনি বলেন: আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে হিন্দাভী ভাষায় রচিত কিছু সংখ্যক কবিতা বিতরণ করেছি, তবে এখানে আমি কেবল তার উল্লেখ মাত্রই করতে চাই। অতঃপর তিনি তাঁর এমন কবিতায় শ্লোক পেশ করেন যেগুলোকে ফার্সী বা হিন্দাভী উভয় কাতারভুক্ত ধরেই ব্যাখ্যা করা চলে।

আরি আরি হামা বা ইয়ারি আই
মারামারি বারাহে মরি আই।

নিম্নোক্ত কবিতাটিও একই শ্রেণীভুক্ত হতে পারে এবং এটিও খসরুর রচিত বলে কথিত আছে:

রাফ্‌তাম বে তামাশায় কানাবে জুই;
দিদাম বে লাবে আব জানে হিন্দু'ই
গুফতাম সালাম বাহি জুলফত চে বুয়াদ,
ফারিয়াদ বারা আওয়র্দি কে দুর দুর মুই।

খসরু নিজে জন্মগতভাবে ভারতীয় হবার কারণে এবং স্বরচিত হিন্দাভী কবিতার জন্যে গর্ববোধ করতেন। একস্থানে তিনি বলেন: 'আমি ভারতীয় তুর্কী, আমি হিন্দাভী ভাষাতেই আপনার জওয়াব দিতে পারি; আরবী কথায় বলার মতো মিসরী চিনির অধিকারী আমি নই।' গুররাতুল কামাল গ্রন্থে খসরু লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ৬৬।

অন্য এক ক্ষেত্রে তিনি বলেন, 'আমি একটি ভারতীয় তোতা আমার কাছে হিন্দীভীতেই কিছু জানতে চাও। কেননা সেটাই আমি সুমিষ্টভাবে বলতে পারি।' সম্ভবতঃ ফার্সী কবি উবায়েদ খসরু বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করায় তার জওয়াবেই খসরু এ কবিতাটি রচনা করেন; মুহাম্মদ তোগলক যুবরাজ থাকা কালে কবি উবায়েদ তাঁর দরবারে পারিষদ ছিলেন। খসরু মসনভী রচনার ব্যাপারে নিজেকে নিজামী গঞ্জভীর সমকক্ষ বলে দাবী করায় উবায়েদ তাঁর প্রতি শ্লেষোক্তি উচ্চারণ করে তাঁর কবিতাবলীকে 'নিজামীর পাত্রে পাকানো সুরুয়া এবং নাবালকের মুর্খতাপূর্ণ আত্মপ্রবঞ্চনা' বলে মন্তব্য করেন।

খসরুর হিন্দী কবিতা লোকপরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। আরাফাতুল আশেকীন গ্রন্থের প্রণেতা ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের দরবার পরিদর্শনকারী আওহাদী খসরুর হিন্দী কবিতার উল্লেখ করেন এবং তারও অনেক পরে মীর তকী মীর নিকাতুশ শুরা গ্রন্থে বলেন যে তার সময় পর্যন্ত দিল্লীতে খসরুর সঙ্গীত খুবই জনপ্রিয় ছিল।

অনেক লেখকের লেখাতেই একটি প্রাচীন লোককাহিনী বা কিংবদন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে বলা হয় যে, খসরু তাঁর আধ্যাত্মিক উস্তাদ নিজামুদ্দীন আওলীয়ার সমাধির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত বেদনাদায়ক কবিতাটি পাঠ করেন :

গোরি সোয় সেজ পর মুখপর ডালেকেস
চল খসরু ঘর আপনে রা ভাই চৌদেশ।

সুন্দর সে ঘুমিয়ে আছে শয্যাপরি। মুখের উপর তার কেশরাজি বিস্রস্ত। খসরু। এবার তুমি ঘরে চলো, চারিদিকে রাতের অাঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

কথিত আছে যে তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমার অন্তিম দিন আর দূরে নয়। কেননা শেখ আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না।' ব্যাপারটি এরূপ ঘটেছিল যে, এর কয়েকমাস পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং উস্তাদের সমাধির পাদদেশে সমাধিস্থ হন। কথিত আছে, শেখ নিজামুঁদ্দীন আউলিয়ারও বাসনা ছিল যে, খসরুকে যেন তাঁর সমাধির পার্শ্বে সমাধিস্থ করা যায়। তিনি বলেন যে আমার রহস্যাবলীর রক্ষক, তাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি জান্নাতেও প্রবেশ করবো না। শরিয়তের আইনসম্মত হলে তাকে আমি আমার সাথে একই কবরে দাফন করতে বলতাম যাতে আমরা দু'জন সব সময়ে থাকতে পারি।'

খসরুর রচনা বলে প্রচলিত কতিপয় হিন্দী কবিতার সত্যিকার রচয়িতা কে এ বিষয়ে সম্প্রতি ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেসব যুক্তি পেশ করা হয়েছে তা মোটেই গ্রহণীয় নয়। 'খালিক বারি,

সম্পর্কে শোরাণীর সমালোচনা হয়তো সঠিক হতে পারে, কিন্তু খসরুর বলে কথিত অন্য হিন্দী কবিতাগুলোর অন্তস্থিত মূল্য ও উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করে যে সেগুলো কেবল কোন মহান কুশলী কবির পক্ষেই রচনা করা সম্ভব। উহা লোকপরম্পরায় প্রচলিত কিংবদন্তীগুলোতে বিশ্বাসের পথে কোন বাধা জন্মায় না। খসরু যদি সেগুলো নাও লিখে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই অন্য কোন মহামনীষী সেগুলোর রচয়িতা।

খসরু তৎকালীন ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির এক বিরাট ব্যক্তিত্বশালী প্রতিনিধি। মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে তাঁর সর্বমুখী ব্যক্তিত্ব সমসাময়িকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয় হিসেবে ভাস্বর হয়ে আছে। বহুমুখী সাংস্কৃতিক সম্ভাবনায় এরূপ সমৃদ্ধ একটি যুগের তিনি একক প্রতিনিধি, এমনকি তাঁর কবিসুলভ ভাবনা কল্পনাও তৎকালে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রেরণা জোগায় এবং উহার প্রভাব সমকালীন সাংস্কৃতিক জীবনের গতি নির্দেশ করে।

খসরু তাঁর মসনভী 'নও সিফর'-এ উল্লেখ করেন যে, তাঁর সময়ে দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার কথ্যভাষা ছিল হিন্দাভী। 'এখন ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের নিজ নিজ কথ্য ভাষা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সিন্ধী, লাহোরী, কাশ্মীরী, কানারী, দ্বারসমুদ্রী, তিলান্দী, গুজারী, মেবারী, গৌড়ী, বাংলা ও অযোধ্যায়ীর নাম উল্লেখ করা যায়। দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সে ভাষাই চালু রয়েছে যা ভারতে প্রাচীন যুগ থেকেই প্রচলিত আছে এবং সর্বপ্রকার কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।'

উপরোক্ত বিবৃতি থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় যে, খসরুর সময় পর্যন্ত দিল্লীও তৎসন্নিহিত এলাকার কথ্যভাষা এমনি একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছিল যা সমকালীনদের চোখে স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। সেই সাথে এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে ভারতীয় ভাষাগুলোর তালিকা পেশের বেলাতে তিনি হরিয়ানী, ব্রীজ ও রাজস্থানী ভাষার নামোল্লেখ করেন নি। কারণ পূর্ণ অর্থে সেগুলো তখন ভাষার মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য ছিল না। খারী বুলী বা হিন্দাভী ভাষায়ই প্রতিবেশী কথ্যভাষাগুলো থেকে প্রচুর

উপাদান আত্মস্থ করে দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাধারণ ভাষায় রূপ নেয়। খসরুর ফার্সী মসনভী তুঘলকনামায় একটি বাক্যাংশ রয়েছে। এ থেকে তাঁর ব্যবহৃত হিন্দাভীর প্রকৃতি আন্দাজ করা যায়। বাক্যাংশটি হলো ঃ

হোয় হায় তীর মারা।
(হায় হায় সে তীর মারলো।)

পৌষ
মাহেনও ১৩৭৫ [অনুবাদে ফারুক মাহমুদ]

তালেব আমুলী

তালেব একজন খ্যাতনামা পারস্য কবি। মাজান্দারান প্রদেশের তিনি আমুল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি যথাযথ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। স্বয়ং তালেব তাঁহার একটি কবিতায় তাঁহার শিক্ষা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে ১৫ কি ১৬ বৎসর বয়সে তিনি তৎকালীন প্রচলিত নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। তাঁহার একটি কাসিদায় পাওয়া যায়ঃ

یابردومن پایۂ او عشراتم - واینک عدد فنم از آلاف زیاد است

এই যুগে মাজান্দারানের শাসনকর্তা ছিলেন মীর আবুল কাসেম। কবি তালেব আমুলী প্রথম যে কাসিদা রচনা করেন তাহা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হয়। এই কাসিদার এক অংশ নীচে উদ্ধৃত হইলঃ

سحر که غنچه کشاید گره زپیشانی - زند دم از دم عیسی نسیم بستانی
سحرکه طره پیچان مشک سامی نسیم - بطرف عارض گلبن کند پرشیانی

তিনি আমুল পরিত্যাগ করিয়া কাসানে গমন করেন। এইস্থানে তিনি বসবাস শুরু করেন এবং পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। মৌলানা শিবলী 'মায়খানা' নামক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, 'এই স্থানেই তাঁহার কাব্য সাধনায় স্ফূর্তি হয়। কাসানে কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়া তিনি মার্ভে গমন করেন। এই সময় আব্বাস সফবী ইরানের বাদশাহ ছিলেন। মার্ভের শাসনকর্তা ছিলেন মালরুশ খাঁ। তালেব আমুলী সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার দরবারে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার প্রশংসাগীতি রচনা করেন। দুই বৎসর তিনি মার্ভে অবস্থান করেন। মালরুশ খাঁ হয়ত তাঁহার সমাদরের কমতি করেন নাই, তথাপি তিনি হিন্দুস্থানে গমনের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। মালরুশ খাঁকে উদ্দেশ্য করিয়া একটি মসনভী রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহার জন্মভূমি দর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। গবর্ণর তাঁহাকে অনুমতি

দান করেন এই কবিতার এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

یکے بر حرف طالب گوش بکشاے - صدف را بر گہراغوش بکشاے

মোটকথা ইরানে তাঁহার কালো ভাগ্য রাখিয়া উপঢৌকন না লইয়া তিনি হিন্দুস্থান যাত্রা করেন।

মৌলানা শিবলী নোমানী বলেন 'মায়খানা'র লেখক তালেব আমুলীর সমসাময়িক এবং বন্ধু ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে কবি তালেব মার্ভ ত্যাগ করিয়া সোজা কান্দাহারে গমন করেন। ইহা তাঁহার একটি কাসিদায় প্রকাশ করিয়াছেন। মনে হয় তিনি হিন্দুস্থানে কয়েক বৎসর অবস্থান করিবার পর কান্দাহারে গমন করেন।

সময়ের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় তালেব আমুলী যখন হিন্দুস্থানে পৌছেন তখন সফলতা লাভ করেন নাই। এই কারণে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নানা বিখ্যাত স্থানে তিনি ভ্রমণ করেন। দিল্লী, লাহোর, মুলতান, সিরহিন্দ প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিবার বিবরণী তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। লাহোর তাঁহার বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। তাঁহার একটি কবিতায় লাহোরের প্রশংসা পাওয়া যায় :

گہا نم نیست کا ندر ہفت کشور
بود شہرے بہ آب وتاب لا ہور
میان بکشاد خوش واکش کہ در ہند
فراغت نیست جزء در خواب لاہور

লাহোর হইতে তিনি শাহ আবুল মুতালীর খেদমতে পেঁাছেন। তাঁহার একটি কবিতায় পাওয়া যায়।

کنم زان رومریدآسا شب وروز
کر امتہا بیاں در باب لاہور
کہ پیر و دستگیر و مرشد من
یکے قطب است از اقطاب لا ہور
خدا یا زندہ جاوید دارش
بہ آب خضر یعنی آب لا ہور

তিনি দেখিতে সুন্দর ছিলেন। লাহোরে ও দিল্লীতে তাঁহার বিস্তর বন্ধুবান্ধব ছিল। যখন তিনি হিন্দুস্তান ত্যাগ করিয়া কান্দাহার যাত্রা করেন তখন একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটির এক অংশ নীচে উদ্ধৃত হইল ঃ

نگاران لاهور و خوبان دهلی
بدل کرده بودند پیوند جانم
یکے چهره سودے بچشم رکابم
یکے بوسه دادے بزلف عنانم
فشاندی یکے دربغل یاسمینم
نهادے یکے در دهان برگ پانم

এই যুগে গাজীখান ভিকারী জাহাঙ্গীরের একজন প্রিয় সভাসদ ছিলেন। তাঁহার পিতা মীর্জা খান আকবরের রাজত্বের সময় খাট্টার শাসনকর্তা ছিলেন এবং সিন্ধু প্রদেশ তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ১০০৮ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইলে গাজীখান তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহাকে কান্দাহারের গবর্ণর নিযুক্ত করেন। গাজীখান গুণগ্রাহী ও দরিয়া দিল মানুষ ছিলেন। তাঁহার দরবারে গুণী ব্যক্তিগণের সমাবেশ ছিল। তন্মধ্যে উস্তাদ কিসবা খান, মুরশীদ বরওয়াজাদী, মীর নেয়ামতুল্লাহ্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইরান হইতে যাঁহারা ভাগ্যান্বেষণে হিন্দুস্তানে আসিতেন তাঁহাদের প্রথম আশ্রয়-স্থল ছিল তাঁহার দরবার। মীর্জাখান স্বয়ং একজন কবি ছিলেন। তাঁহার কবিনাম হইতেছে 'ভিকারী'। তাঁহার রচিত একটি দিবান প্রচলিত রহিয়াছে, ইহাতে পাঁচ হাজার কাসিদা পাওয়া যায়।

তাঁহার সুনাম শুনিয়াই তালেব আমুলী কান্দাহারে গিয়া পৌঁছেন। প্রথমেই একটি কাসিদা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার এই কবিতার এক অংশ এখানে দেওয়া হইল ঃ

یکی بلبل بی پر و بال شوقم
که محرومی از طوف گلزار دارم
درین خست آبادئی روی مالدن
نه سامان یک گام رفتار دارم

আগ্রা হইতে লাহোর ও মুলতান হইয়া তিনি কান্দাহারের পৌঁছেন। কেননা তখন বর্ষাকাল ছিল। রাস্তায় বহু কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। মুলতানে চার মাস অবস্থান করিতে হয়। গাজীখানকে উদ্দেশ করিয় লিখিত প্রথম কবিতায় পাওয়া যায় ঃ

تر اختلاطی باران برشگالی را
زمن مپرس که این قصه نیست پایانی
زاگره تا بخیابان گلشن لا هور
رفیق بودم با ابرهای بارانی

ফলকথা গাজীখান তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করেন। তালেব আমুলীকে খান বন্ধুগণের মধ্যে স্থান দান করেন। কবি তালেব তাঁহার প্রশংসাগীতি বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে রচনা করেন। তাঁহার দুই ছত্র এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ

تکلف نیست معشوق من ست او نیست ممدوحم
ازان این شعر عشق آمیز درمدحش سرائیدم

দুর্ভাগ্যক্রমে গাজীখান ১০২০ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। তাঁহার একজন গোলাম তাঁহাকে হত্যা করে। কবি তালেব আমুলী আবার আশ্রয়চ্যুত হইলেন। বাধ্য হইয়া পুনর্বার হিন্দুস্তানে প্রত্যাগমন করেন এবং আগ্রায় পৌঁছেন। খাজা কাসেম দিয়ানত খান তাঁহাকে সমাদর করেন ও আশ্রয়দান করেন। খাজা কাসেম জাহাঙ্গীরের একজন প্রিয় সভাসদ ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ খান ফিরোজ জঙ্গকে তালেব আমুলীর জন্য সুপারিশ করিয়া পত্র দেন। এই বৎসরই আবদুল্লাহ খান গুজরাটের গবর্ণর নিযুক্ত হন। আবদুল্লাহ্

খান কবি তালেবকে ডাকিয়া পাঠান। তালেব আমুলী এই ঘটনা সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করেন। তাহার এক অংশ নীচে উদ্ধৃত হইল :

صبارفتار پیکے در طلوع صبح نورانی
بگوشم زد صدائے رنگ چون بانگ سلیمانی

আবদুল্লাহ্ তালেবের অতিরিক্ত সমাদার করেন। ইনাম বখশিশ মাল-মাত্তা বেশুমার দান করেন। তালেবকে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আবদুল্লাহ্ খানের নিকট দরখাস্ত করেন। তাঁহার একটি কাসিদায় এই কথা পাওয়া যায় :

اسمان قدرا چو داری درخیال - عزم درگاه شهنشاه زمان

সম্ভবতঃ আবদুল্লাহ্ খানের দ্বারা তাঁহার এই আকাঙ্খা পূর্ণ হয় নাই। কাজেই অন্য পন্থা তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

শাহপুর তেহরানী একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে নূরজাহান বেগমের অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহার পিতা নূরজাহান বেগমের পিতার চাচা ছিলেন। তিনি সওদাগরী করিতেন তিনি প্রায়ই এতেমাদুদ্দৌলার ভবনে যাতায়াত করিতেন। কবি তালেব তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হন ও বন্ধুত্ব লাভ করেন। লাহোরে গমন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একটি গজলে এই বিষয়ে প্রকাশিত হইয়াছে :

به خسرو داشتم روے نیازے درسخن طالب
ازو درسوختم چون صنعت شاپوررا دیدم

সে যাহা হউক শাহপুরের বদৌলত এতেমাদুদ্দৌলার দরবারে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হন কবি তালেব আমুলী। 'মায়খানা'য় পাওয়া যায় যে এতেমাদুদ্দৌলা তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের দরবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। কেহ কেহ বলেন দিয়ানত খাঁ যিনি জাহাঙ্গীরের অন্তরঙ্গ সভাসদ ছিলেন। আবু তালিথকে রাজদরবারে লইয়া যান। তিনি তালেবের এতদৃশ প্রশংসা করেন যে জাহাঙ্গীর তালেবকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জাহাঙ্গীরের সামনে পেশ করেন। তালেব মুর্খতা

বশতঃ মকরীহ নামক এক প্রকার মদ ব্যবহার করিতে শুরু করেন যাহার ফলে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে সদয়বাক্য বলেন। কিন্তু তালেব নিশ্চয় প্রস্তর মূর্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। দিয়ানত খাঁর চিত্তে দুঃসহ অনুতাপের সৃষ্টি হইল। তালেব গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এই ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া ৪৭ ছত্রের একটি কবিতা লিখিয়া দিয়ামত খানের নিকট প্রেরণ করেন। নীচে এই কবিতার একটি অংশ উদ্ধৃত হইল :

چه لطفها که نمودی و می نمائی نیز
بهر غریب و مسافر علی الخصوص بمن
نخست آن که چو درغربتم نظر کردی
به مهر بردی از خاطرم هوائے و طن

এতেমাদুদ্দৌলা তাঁহাকে রাজকীয় শীলমোহরের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তালেব কাব্যচর্চা ব্যতীত অন্য কোন কাজের যোগ্য ছিলেন না। জান লাগাইয়া তিনি এই কাজ করিতেন না। ফলে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হইত। তিনি লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। শেষ পর্যন্ত একটি কাসিদা রচনা করিয়া এতেমাদুদ্দৌলার নিকট পেশ করেন যাহাতে তিনি এই কার্যভার হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এই কাসিদার কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

دوزهر است در ساغرم هردو قاتل
دوزخم است بر سینه ام هر دو کاری
یکی انکه بے خواهش نفس و کوشش
بروید شگفت این گل شرمساری
دگر آن که شد رنجه یارے که با من
زدے مو بمویش دم از دوستداری

এতেমাদুদ্দৌলা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট এই কথা পেশ করেন। জাহাঙ্গীর তালেব আমুলীকে সভাকবি দলভুক্ত করিয়া লইবার হুকুম দেন। ১০২৮ হিজরীতে তিনি রাজকবির মুকুট লাভ করেন। স্বয়ং জাহাঙ্গীর

তালেব আমুলীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি দেন। জাহাঙ্গীরের দরবারে তিনি বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির সঙ্গে শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। জাহাঙ্গীর বিশেষ কোন উক্তির জন্য তালেব আমুলীর উপর অসন্তুষ্ট হন। কয়েক দিবস কবি তাঁহার নিকট হাজির হন নাই। একটি কাসিদায় তালেব আমুলী তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করেন। তাহার কয়েকটি ছত্র এই :

به نسبت گهرم داده بودی از کف خویش
ترا زجود زیانے چنین هزار افتاد

তালেব আমুলী ১০৩৬ হিজরীতে পরলোকগমন করেন। অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

তালেব আমুলীর এক ভগ্নী ছিল। তাঁহার নাম সতিউন্নিসা ছিল। ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে এক অপার্থিব স্নেহ বন্ধন বিরাজিত ছিল। তালেব তাঁহাকে স্বীয় মাতৃবৎ বিবেচনা করিতেন। শুধু তালেবকে দেখিবার জন্য তিনি ইরান হইতে হিন্দুস্থান আগমন করেন এবং আগ্রায় পৌঁছেন। তালেব আমুলী তখন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। স্বীয় ভগ্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে জাহাঙ্গীরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন একটি কবিতায়। অধ্যাপক ই. জি. ব্রাইন এই কবিতাটি সম্পর্কে বলেন : Of love poem there are only.

সতিউন্নিসার বিবাহ হয় নাসিরা কাশীর সঙ্গে। নাসিরা কাশী ছিলেন কবি মীর্জা সায়েবের গুরু মসীহ কাশীর ভ্রাতা। তাঁহার মৃত্যুর পর সতিউন্নিসা শাহজাহানের স্ত্রী বেগম মমতাজ মহলের পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত হন। কারণ সতিউন্নিসা একজন উপযুক্তা ও বিচক্ষণ রমণী ছিলেন। তিনি সুভাষিণী, গৃহকার্যে সুনিপুণা ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। এইজন্য বেগম মমতাজ মহলের সীল মোহরের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ফার্সী বিদ্যায়ও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কেরায়াতে চমৎকার দক্ষ ছিলেন। এই কারণে তিনি জাহানারা বেগমের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত

হন। বেগম মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর রাজকীয় মহিলা মহলের প্রধানা অর্থাৎ মাদারুল মহাম নিযুক্ত হন।

তালেব আমুলীর পুত্র সন্তানের কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার দুই কন্যা ছিল। সতিউন্নিসা তাহাদিগকে মায়ের আদর যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আকিল খানের বিবাহ হয় এবং কনিষ্ঠার জিয়াউদ্দীন খানের সহিত। সতিউন্নিসা এই কনিষ্ঠা কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দুঃখের বিষয় ১০৫৬ হিজরীতে লাহোরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সতিউন্নিসা তাহার মৃত্যুতে অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। বাদশাহ শাহজাহান তাঁহার শোকে স্বয়ং সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং রাজকীয় মহলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। কিন্তু সতিউন্নিসা এই মৃত্যুতে হৃদয়ে এমন কঠিন আঘাত পাইয়াছিলেন যে তিনি হেরেম ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসেন এবং সেইদিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। শাহজাহান তাঁহার সৎকারের জন্য দশ হাজার মুদ্রার ব্যবস্থা করেন এবং লাশ সংরক্ষণ করিবার হুকুম দেন এবং ত্রিশ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে তাজমহলের পশ্চিম কোণে জলুয়াখানায় তাঁহার সমাধির ব্যবস্থা করেন। এক বৎসর পরে কবর তৈয়ারী হইলে লাহোর হইতে লাশ আনিয়া যথাস্থানে কবর দেওয়া হয় এবং মকবরার ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি গ্রাম দান করেন। এই গ্রামের বার্ষিক আয় ছিল ত্রিশ হাজার মুদ্রা।

'মায় কাদার' লেখক আবদুন্নবী আবু তালেবের সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। তিনি আবু তালেবের গুণের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। কবি তালেব আমুলী অত্যন্ত বন্ধুবৎসল বিশ্বস্ত ও মধুর স্বভাবের লোক ছিলেন।

নজিরী

ইরানী কবি নজিরীর প্রকৃত নাম মুহম্মদ হোসেন। নজিরী তাঁহার 'তখাল্লুস'। তাঁহার জন্মস্থান নিশাপুর। প্রথম জীবন হইতেই তিনি কবিখ্যাতি লাভ করেন। খোরাসানে তাঁহার কবিতার জনপ্রিয়তা অর্জনের পর তিনি কাশানে চলিয়া যান। কাশানে তখন হাতেম, মকসুদ খোরদা, সুজা, রেজায়ী প্রভৃতি প্রতিভাবান কবি বাস করিতেন।

এই সময় আবদুর রহমান খান খানানের দানশীলতার কাহিনী দুর দুরান্তে পৌঁছিয়াছিল। নজিরী তাঁহার দরবারে যোগদান করিতে মনস্থ করেন, তাহা তাঁহার 'দিবানে' মওজুদ রহিয়াছে। খুব সম্ভব ইহার রচনা কাল ৯৯২ হিজরী। কাসিদার ভূমিকায় খান খানানের গুজরাট বিজয়ের কাহিনী উল্লেখ করা হইয়াছে। গুজরাট জয়ের ফলেই তাঁহাকে খান খানান উপাধি প্রদান করা হয়।

সম্ভবতঃ খান খানানের সংসর্গের ফলেই নজিরীর খোশনাম সম্রাট আকবরের কর্ণে প্রবেশ করে। প্রথমে যখন তিনি আকবরের দরবারে পৌঁছেন, তখন জাহাঙ্গীরের এক পুত্রের জন্মোৎসব ছিল। নজিরী এই উপলক্ষে একটি কাসিদা রচনা করিয়া বাদশাহের সম্মুখে পেশ করেন। এই কাসিদার ভূমিকা স্বরূপ তিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে জাহাঙ্গীরের নবজাতকের নাম জানিতে পারা যায় না। তবে অনুমান হয় ইহা খসরুর জন্মোৎসব হইবে। খসরু ৯৯২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত কাসিদা হইতে ইহা জানিতে পারা যায় যে, রাজদরবারে তাঁহার কবি-খ্যাতির এবং রাজানুগ্রহের দরুন বহু শত্রুর সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কাসিদার শেষাংশে রহিয়াছে :

جماعتے زسفیہاں تیرہ طبع دنی
مدام درپیش افتادہ اند ہمچو وبال

এক দল দুষ্ট প্রকৃতির লোক সর্বদা আমার পথে কন্টক স্বরূপ হইয়া আছে। এই স্বল্প মুলধন সম্পন্ন সমালোচকদের বদ-তমিজির ফলে মুক্তা কাঁচে এবং সোনা মাটিতে পরিণত হইয়াছে। তোমার সুদৃষ্টির বলে, আমার কাব্য এক পলকেই আশু ধ্বংসের সম্ভাবনা হইতে উদ্ধার পাইবার যোগ্য। কবি নজিরী সম্রাট আকবরের প্রশংসাসূচক আরও অনেকগুলি কাসিদা রচনা করেন। সম্ভবতঃ এই কবিতাগুলি বাদশাহ্ দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এইজন্য দরবারে তিনি সম্মানজনক কোন পদবী প্রাপ্ত হন নাই। সেই কারণেই খান খানানের দরবারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল। নজিরী গুজরাটের আহমদাবাদে বাসস্থান নির্বাচন করেন।

কয়েক বৎসর পর তিনি হজব্রত উদযাপনের সংকল্প করেন, এবং এই অভিপ্রায়ে তিনি একটি কাসিদা রচনা করিয়া খান খানানের সম্মুখে পেশ করেন। এই কাসিদায় পাওয়া যায় :

ز هنر بخود نگنجم چو بہ خم مے مغانی
بدرد لباس بزتن چو بجو شدم معانی

মদ যেমন মদপাত্র উপচাইয়া পড়ে, আমার জ্ঞানও প্রাচুর্য্যের ফলে তেমনি আমার মধ্যে সামাই খাইতে চায় না। যখন ভিতরে ভাবের ঢেউ উঠে, তখন দেহস্থ জামা ছিন্ন হইয়া যায়।

এই কাসিদা কাব্যমণ্ডিত এবং ইহাতে তাঁহার হজ্ব যাত্রার বাসনার সাক্ষাৎ পাই :

همه عیش این جهانی بعنایت تو دیدم
چه عجب اگر بیابم زتوزاد آن جهانی

তোমার কৃপায় পৃথিবীর সমস্ত আয়েশ-আরাম উপভোগ করিয়াছি। যদি পরজগতের পাথেয়ও তুমিই যোগাও, তবে তাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে?

খান খানান আবদুর রহমান তাঁহার হজ্ব যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ফলে তিনি সুরাট হইতে জাহাজ যোগে মক্কা মোয়াজ্জমা অভিমুখে

যাত্রা করেন। রাস্তায় আরব বুদ্দুরা তাঁহার বিষয়-আশয় লুট করিয়া লইয়া যায়। সে যাহা হউক তিনি হজ্ব ও জেয়ারত উভয়ই নিষ্পন্ন করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন।

'মাসারে রহিমী' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই হজ্ব যাত্রার তারিখ ১০১২ হিজরীর সফর মাস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু নজিরী আকবর শাহের পুত্র শাহজাদা মুরাদের প্রশংসাসূচক যে কাসিদাটি রচনা করেন, তাহা মক্কা হইতে তাঁহার ফিরিবার পর গুজরাটের আহমদাবাদে রচিত হয়। ইহা সত্য যে, মুরাদ ১০০৭ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। সুতরাং মনে হয়, নজিরী ১০১২ হিজরীতে হজ্বব্রত সমাপ্ত করেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, 'মাসারে রহিমীর' লেখক এবং কবি নজিরী উভয়েই সমকালীন, অথচ তাঁহার লিখিত ইতিহাসে তারিখের এরূপ অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

হজ্ব হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শাহজাদা মুরাদের দরবারে যোগদান করেন। বাদশাহ আকবর শাহজাদা মুরাদকে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে যোগদান করিতে হুকুম করেন। মুরাদ সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ এলাকায় পড়িয়া রহিলেন। নজিরী শাহজাদা মুরাদের দরবারে দাক্ষিণাত্যে যাইবার জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক গুণগ্রাহী ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি নজিরীকে বলিলেন, 'আপনি ঠিক সময় মত আসিয়াছেন। সত্বরই হুজুরের 'যশন' হইবে। সুতরাং আপনি কাসিদা রচনা করিয়া উপস্থিত হন। ইহা শুনিয়া তিনি স্বয়ং মুরাদের নিকটে উপনীত হইতে ব্যস্ত হন।' দরবারের ঘরে গিয়া তিনি দরবারের শান-শাওকাত দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া কুর্ণিশ করিতে পর্যন্ত ভুলিয়া যান। নকীবেরা এই বেয়াদবীর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন যে, তিনি জীবনে এই প্রকার জাঁকজমকপূর্ণ দরবার কখনও দেখেন নাই; তাই হতবুদ্ধি হইয়া দরবারের কায়দা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার উল্লেখ তাঁহার এই কাসিদায় পাওয়া যায়—

دران بساط که برخود مرا شعور نبود
زدور دیده دانا دلے بمن افتاد ...

'ঐ পরিবেশে, যখন আমার কোন কাণ্ড-জ্ঞান পর্যন্ত বর্তমান ছিল না, তখন দুর হইতে এক বিজ্ঞজনের দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল।

তিনি স্নেহজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, হে মিলনসভার অলঙ্কার, এস, এস। তোমাকে মোবারকবাদ জানাই, সময়মতই তুমি আসিয়াছ।

নওরোজ উৎসবের আয়োজন সমাপ্ত, দরবার বসিয়াছে, তোমাকেও তোমার কার্যের বিকাশ প্রদর্শন করিতে হইবে।

ইহা বলিতে বলিতে তিনি আমার পানে ছুটিলেন। সাগর কর্তৃক বিন্দুর স্মরণে আক্ষেপের রব উঠিল।

শাহী আসনের দিকে আমি এমন দ্রুত ছুটিলাম যে, কয়েকবার হুঁচোট খাইয়া পড়িলাম।

যেহেতু অতিশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া দরবারে গিয়াছিলাম, তাই দরবারের আদব পদস্খলিত হইয়াছিল।

মোবারকবাদ জানাইবার কালে, শাহী দরবারের শান-শওকত আমাকে এতই অভিভূত করিয়াছিল যে, আমি কুর্নিশ প্রথা পালন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

দরবারের আদব যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায় আমাকে তিরস্কার করিয়া আওয়াজ আসিল যে, হে স্বভাবগত বর্বর। শাহী দরবারে তোমার অহঙ্কারের কি কারণ হইতে পারে? পবিত্র কাবায় গাফ্‌লতিই বা কেমন করিয়া হইতে পারে?

আমি উত্তরে বলিলাম, 'আমার অপরাধের সঙ্গত অজুহাত আছে— ইতিপুর্বে এমন শান-শওকতের দরবার আমি আর কখনও দেখি নাই।'

১০১৪ হিজরীতে আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীর গুণী এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। নজিরীর কবিখ্যাতি শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে দরবারে আহ্বান করেন। ১০১৯ হিজরীতে নজিরী তাঁহার দরবারে

পৌঁছেন এবং আনোয়ারীর উপর কাসিদা লিখিয়া তাঁহার সম্মুখে পেশ করেন।

নজিরী স্বয়ং জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রবেশের পূর্ণ বিবরণী নীচের এই কাসিদায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

ناگه درآمد زدرم بانگ که گویند
فرمان طلب آمده از شاه فلان را ...

'হঠাৎ আমার দ্বার দিয়া আওয়াজ আসিল যে, অমুক ব্যক্তিকে দরবারে হাজির হইবার জন্য শাহী ফরমান আসিয়াছে।

জুতা পাগড়ী ছাড়াই বাড়ী হইতে দৌড়াইলাম; কাবাও পরিলাম না এবং কমরবন্দও বাঁধিতে পারিলাম না।

কাসেদ এবং শহর ও রাজস্বের শাসনকর্তার নিকট লইয়া গেল। সব জায়গায় সুখবর পরিবেশক ও মুবারকবাদ প্রদানকারীদেরকে দেখিলাম।

যেমন সাধারণ লোক কোরআনকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে, আমিও তেমনি বন্ধুদের থেকে শাহীনামা গ্রহণ করিলাম।

প্রথমে ইহাকে চুম্বন করিয়া মাথার উপরে রাখিলাম। অতঃপর ইহা খুলিয়া আসল পত্রের উপর কপাল ঘসিলাম।

এখন আমার চোখের সুরমা ইহা অবলোকন করিলাম এবং তৃপ্তি উপভোগ করিলাম, ইহার ভাষা যেন মধু—ইহা পড়িলাম এবং লেহন করিলাম।

অনতিবিলম্বে শাহী লস্কর ও সামানের পশ্চাতে দৌড়াইলাম এবং পরিবারের লোকদের বিদায় দিলাম।

আজ তিনমাস যাবৎ আমি খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছি। অবশেষে আমি আমার উদ্দেশ্য লাভে সফলকাম হইয়াছি।

জোয়ার ও ভাটায় তুমি সাগরের মতো; আমি প্রবহমান ধনের অন্বেষণ করি।'

ইহাতে দেখা যায়, জাহাঙ্গীরের আহ্বানের পর নজিরী দৌড়াদৌড়িতে সময় অতিবাহিত করেন। কারণ এই সময় জাহাঙ্গীর শিকারে ব্যস্ত ছিলেন।

এই সময়ই নজিরী সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু তথাপি গোলামী এবং আকাঙ্খার পুর্ব অভ্যাস বশতঃই এই প্রকার ব্যবহার কোরআনের মত বাদশাহের সম্মান প্রদর্শন পরিত্যাগ করেন নাই।

সম্রাট জাহাঙ্গীর একবার এক ইমারতের গায়ে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একটি কবিতার ফরমায়েশ করেন। তখন নজিরী এই গজল লিখিয়া পেশ করেন :

ای خاک درت صندل سر گشته سران را
بادا مژه جاروب رهست تاجوران را

'তোমার দ্বারের ধূলা দিশাহারাদের চন্দনসম। তোমায় পথের ঝাড়ু বাদশাহদের চোখের ভ্রূ হউক।'

জাহাঙ্গীর তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ তিন হাজার টাকা প্রদান করেন।

'গোলজারে বোরহান' নামক গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে যে, নজিরী মৃত্যুর বার বৎসর পূর্বে নির্জন প্রকোষ্ঠবাসী হন। নজিরী ১০২১ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। ইহা হইতেই দেখা যায় যে, তিনি ১০০৭ হিজরীতে সংসার ত্যাগ করেন। দুই তিনটি গজলের হাশিয়ায় তিনি এই সংসার ত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সন্ন্যাস অবস্থায়ও তিনি আমীর ওমরাদের প্রশংসাগীতি রচনা করিতেন। এই সময়েরই রচিত একটি কবিতা :

چندی بغلط بتکده کردیم حرم را
وقت ست که از کعبه بر آریم صنم را

'বহুবার ভুলবশতঃ কাবাকে, মন্দিরে পরিণত করিয়াছি। কিন্তু এখন কাবা হইতে দেবদেবীদের বাহির করিয়া ফেলার সময় আসিয়াছে।'

পরিশেষে তাঁহার সংসারের জ্ঞান লাভের জন্য আকাঙ্খা জাগে। ১০০৪ হিজরীতে যখন তিনি খান খানানের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, তখন সেখানে শেখ গওসী মজ্জরীর সঙ্গে তাঁহার মোলাকাত

ঘটে। আনিস, শরীফকাসী, কাফি সবজাওয়ারী ও মৌল্লা বকায়া প্রভৃতি সফরে অনুষঙ্গী ছিলেন। যখন নজিরীর চিত্তে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের বাসনা জাগে, তখন তিনি প্রথমে শেখ গওসীর নিকট আরবী শিক্ষা লাভ করেন এবং খান খানানের নিকট আপনার দিবান সমর্পণ করিয়া পুনরায় গুজরাট প্রত্যাগমন করেন।

১০২৩ হিজরীতে গুজরাটে আহমদাবাদে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আপন গৃহের সন্নিকটে তিনি মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই স্থানেই তাঁহার সমাধি হয়। ইহা 'মাসারে রহিমী' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়। কিন্তু তাঁহার চরিতকারগণ তাঁহার মৃত্যুসন হিজরী ১০২১ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নজিরীর কবর যে মহল্লায় রহিয়াছে, তাহার নাম তাজপুরা। তাঁহার কবরের উপর একটি গম্বুজ রহিয়াছে।

নজিরী বহু দরবারে শামিল হইয়াছিলেন। তবে খান খানানের দরবারের সঙ্গেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। খান খানান আবদুর রহিম খান আকবরের দুগ্ধভ্রাতা খান-ই-আজমের ভগিনীকে বিবাহ করেন। এই সম্পর্কবশতঃই নজিরী খান-ই-আজমের প্রশস্তি রচনা করেন। আর আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতির প্রশস্তি রচনা করিবেন, ইহা ত স্বাভাবিক। তবে ইহা দেখা যায় যে, মুরাদের সঙ্গে নজিরীর অধিক আন্তরিক সৌহার্দ্য বর্তমান ছিল। তিনি এই শাহজাদার যে শোক-গীতি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে যথার্থ আন্তরিক আবেগের প্রকাশ রহিয়াছে।

ای بزم تیره رخ چوں از غوان کجا ست
وے رزم' ور همی' شه گیتی ستان کجا ست ...

'হে শ্রীহীন সভা আর্গোয়ানের মত অপরূপ লাল মুখখানা কোথায়? হে যুদ্ধ, হে বিশৃঙ্খলা, ভুবন বিজয়ী বাদশাহ্ কোথায়?

ছেজদার জন্য ব্যগ্রতা এবং শ্রদ্ধার আবেগ অনেকটা কম। ঐ সভাপতির গৌরব এবং দরবারের দৌরাত্ম্য কোথায়?

পত্র ও কলি ঝরিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া ফল ভক্ষণ করিবে? পত্র পল্লবে আবৃত ডাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নীড় কোথায় বাঁধিব?

এই শোকের দিনে কাহারও কণ্ঠে গীত ধ্বনিত হইতে পারে না। সর্বপ্রথম এই কাহিনী বর্ণনা কর। অসংখ্য লোক শোকে অভিভুত, কিন্তু ব্যাপার কি তাহা কেহই কিছু বলে না। কাব্য শোনার ধৈর্য এবং বর্ণনা করার ক্ষমতা কোথায়?

নিখিল-বিশ্ব ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন। এই মৃত্যু নরনারীর গভীর দুঃখের কারণ।

দুঃখের তুফান উঠিয়াছে পাত্রে, সুরাপাত্র হইতে সুরা দূরে নিক্ষেপ কর। সভা অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে, ঐ মুখের উপর হইতে পর্দা সরাইয়া দাও।

যে প্রদীপে নিখিল জগৎ আলোকিত ছিল, তাহা এখন নিভিয়া গিয়াছে। যাও এবং পতঙ্গকে ভস্ম আচ্ছাদিত কর।

তাঁহার সভায় শোকচক্রের কোন গৌরব নাই; এই চক্রকে গৃহ-অঙ্গন হইতে বহিষ্কার করিয়া দাও।

প্রেম রায়হানের মত উজ্জ্বল এবং যুঁই ফুলের মত স্নিগ্ধ। পুষ্প চয়ন কর এবং ঐ প্রাণপালক দেহের উপর বর্ষণ কর।

যে মাথার জন্য রাজমুকুট গর্ব করিত সে মাথা আর নাই। তোমরা মাথায় মাটি মাখ এবং টুপি মাথা হইতে ছুঁড়িয়া ফেল।

সবাই ওঠো। ঐ শবাধারের সামনে শোক প্রকাশ করিব, প্রাণের আবেগ নিবেদন করিব এবং তাঁহার বিদায়ের পর্ব শেষ করিব।'

নজিরী একবার খান খানানের নিকট নিবেদন করেন যে, লাখ টাকার স্তূপ করিলে কত বড় দেখা যায় তাহা দেখিবার খাহেশ তাঁহার হইয়াছে। খান খানান তদনুযায়ী এক লাখ টাকা আনিয়া স্তূপ করিতে আদেশ দেন। নজিরী বলিলেন যে, খোদার হাজার শোকর যে, আপনার অনুগ্রহে এক জায়গায় এক লাখ টাকা দেখিবার সৌভাগ্য হইল।

খান খানান আবদুর রহিম খান সেই এক লাখ টাকা নজিরীর গৃহে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন।

কবি নজিরী স্বর্ণ সংগ্রহে সুপটু ছিলেন। তিনি কাব্য রচনার সহিত তেজারতিও করিতেন। তখন কবিতার চর্চা সর্বত্র ছিল। এই জন্য তিনি রাজার হালে দিন গুজরান করিতেন। নজিরী ছিলেন আমীর ওমরাদের তালিকাভুক্ত। কিন্তু উরফী হইতে তাঁহার স্বভাব স্বতন্ত্র ছিল, নজিরী মরিতে মরিতেও প্রশস্তি রচনার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

নজিরী অন্যান্য কবি হইতে ধর্মীয় ব্যাপারে দৃঢ়মত ছিলেন। আকবরের দরবারে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইলেও তিনি রক্ষণশীল চিন্তা প্রকাশ করিতেন। শাহজাদা মুরাদের প্রশস্তিতে এই বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, তিনি তাহাতে আবুল ফজল এবং মোবারকের নাম ঈর্ষার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।

طبیعت همه ابنای دهر ملحد شد
ولے زفطنت تو بر طرف فتاد الحاد

'সমস্ত সমসাময়িক বিদ্বানগণের একটি অবাঞ্ছিত দল খ্যাতি ও ধনের মোহে এক নূতন ধর্ম আবিষ্কার করিয়াছেন।

কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হইবার পর এই নষ্ট চরিত্রের অবস্থা শাদ্দাদের বেহেস্ত ও অনুশোচনার প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।'

জাহাঙ্গীর এবং শাহ আব্বাস দুই জনই তামাক খাওয়া নিষেধ করিয়া দেন। এই সম্পর্কে নজিরীর কবিতায় এই পদটি পাওয়া যায়।

چھوٹتی نهیں ہے منه سے یه کافر لگی ہوئی
لوگ باز نهیں آتے تھے نظیری بهی

'এই প্রিয় দ্রব্যটি এমন করিয়া মুখে লাগিয়া আছে যে, মোটেই আলগা হইতে চায় না। অন্যান্য লোকেরাও ইহা ছাড়ে না, নজিরীও ছাড়ে না।'

নজিরী তাম্রকুটের প্রশংসায় একটি পুরা গজল রচনা করেন। ইহা তাঁহার এই দিবানে পাওয়া যায় :

نے سنبل تنبا کوے نہ آتش رخسارہ
دل بوے خامی می دهد بے داغ آتش پارہ...

'তামাকের সুগন্ধও নাই আর তার অভাবে গালের আগ্নেয় আভাও নেই। আগুনের ফুল্‌কীর তাপাভাবে মন উৎসাহহীন।

তামাক গাছ অবলোকন কর। এখন একজন সুফী তাপস। আপন গলিতেই ইহা দিশাহারা এবং আপন শহরেই বেশী চারিদিকে বিক্ষিপ্ত এবং দরবেশের ছিন্নবস্ত্রের মত ইহার এক একটি টুক্‌রা এক এক জায়গায় পড়িয়া আছে।'

সেই যুগে 'নজির' নামধেয় একজন কবি ছিলেন। নজিরী তাঁহাকে কবি নাম পরিবর্তন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। নজিরী এবং নজিরের মধ্যে মাত্র একটি অক্ষরের পার্থক্য। নজিরী নজিরকে তাঁহার কবি নাম পরিবর্তনের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা অর্পণ করেন ; ফলে নজির তাঁহার কবি নাম পরিবর্তন করিয়া ফেলেন।

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে নজিরীর সঙ্গে যাঁহাদের বিরোধিতা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে উরফী, জহুরী এবং মালেক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উরফী তো নজিরীকে কবিই বলিতে চাহিতেন না। নজিরী তাঁহার কাসিদায় উরফীকে গালাগালি করেন। জহুরী এবং কমী ১০২০ হিজরীতে নিজেদের কাব্য সংগ্রহ নজিরীর নিকট প্রেরণ করেন। নজিরী তাঁহাদের প্রত্যেকটি গজলের পরিবর্তে এক একটি গজল রচনা করেন। কিন্তু এই ঘটনার দুই এক বৎসরের মধ্যেই নজিরী মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং নজিরীর পক্ষে কি করিয়া জহুরী এবং কমীর সহস্র সহস্র গজলের প্রত্যেকটির প্রত্যুত্তর রচনা করা সম্ভব, তাহা ভাবিয়া মনে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় জাগে।

যাহা হউক নজিরীর কাব্যপ্রতিভা তাঁহার কাব্যের মধ্যে ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে।*

BIBLIOGRAPHY

1. Literary History of Persia, Vol. IV by Prof. E. G. Browne (Cambridge University Press).

2. Shirul Ajam by Prof. Shibli Nomani (Darul Musannafin, Ajamgarh).

---

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত ফার্সী কবিতার অনুবাদ ঢাকা কলেজের অধ্যাপক জালালউদ্দীন আহমদ এম. এ. সাহেবের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে।

লেখক।

কা'নী

উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইরানী কবি হইতেছেন কা'নী। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি শিরাজনগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম হবীব। এই নামই তিনি কবিনাম রূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম যুগের বহু কবিতায় এই কবিনাম তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি ও মীর্জা বিস্তামী (তাঁহার কবিনাম মিসকীন) হাসান আলী মীর্জা সুজাউস সুলতানের অধীনে নিযুক্ত হন। ইনি খুরাসান ও কেরমানের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি কা'নী ও ফরুখীর নাম তাঁহার দুই পুত্র ওখাতাই কা'নী এবং ফরুজোদ্দৌলার নাম অনুসারে যথাক্রমে কা'নী এবং ফরুখী রাখেন।

কা'নীর পিতা মীর্জা মুহম্মদ গুলশান কবি উপাধি গ্রহণ করিয়া কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার কিতাম-ই পরিশান গ্রন্থে তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধার সংগে উল্লেখ করিয়াছেন। 'তাঁহার তাজকিরা-ই দিলগুশা' নামক গ্রন্থ তাঁহার পিতা ও পুত্রের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

কা'নীর জীবন ঘটনা বৈচিত্র্যহীন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় শিরাজ নগরীতে অতিবাহিত করেন। অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে বসন্ত ঋতুতে নবাব মীর্জা হায়দার আলীর যে গৃহে কা'নী অবস্থান করিতেন তাহা দর্শন করেন। কা'নী জীবনের কিয়দংশ কেরমানেও যাপন করেন। জীবনের শেষভাগে যখন রাজকবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তেহরানে অবস্থান করিতেন। তেহরানে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার অন্যতম শেষ দুইটি কবিতা শগুবত নাসিরউদ্দীন শাহের গুপ্তঘাতকের হাত হইতে নিস্তার লাভ উপলক্ষে বিরচিত হয়।

কা'নীর কবিতা অতি সুললিত এবং ভাষার উপর তাঁহার অধিকার অসাধারণ কিন্তু রচনায় উচ্চ আদর্শ এবং সহনী নীতির সাক্ষাৎ মিলে না।

তিনি শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বড়লোকদের প্রশংসাই করেন নাই প্রত্যুত তাহাদের দুর্দিনে এবং পতনে তিনি বিষণ্ণ এবং কুরুচিপূর্ণ কবিতা রচনা করেন। তাঁহার বহু কাসিদায় হাজী মীর্জা আকাসীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। হাজী মীর্জা আকাসী মুহম্মদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পদচ্যুত হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত প্রধান মন্ত্রী মীর্জা তকী খান আমীরের প্রশংসা করিতে যাইয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন।

কা'নীর রচনা ইরানী ভাষায় পাঠ করিলে তাহার সৌন্দর্যাভিভূত হইতে হয়। পরলোকগত খান বাহাদুর অধ্যাপক আগা মুহম্মদ কাসেম সিরাজী তাঁহার গ্রন্থের একটি সংকলন প্রকাশ করেন (১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে)। উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ কবির ন্যায় তাঁহার সুখ্যাতি কাসিদা, মুসাম্মাৎ এবং তারকীববন্দ রচনায়। নীচে তাঁহার একটি গজল উদ্ধার করা গেল—

یارکی مراست رند ندله کو
شوخ دلربا خوب وخوش سوست
طرزهاش عبیر پیکرش خرید
عار غعتن بیمار طلعش بهشت
نقش بند روح گوئی از نخست
صورت دایش کشد درست
لعل پا ره را زاب خضر شست
پس نمود حل باشکر سرشت

রাজমাতার (মহদীউলা) প্রশস্তিসূচক কবিতাটিও সুন্দর—

بنفشه رسته از زمین بطرف خویبارها
و یا گسسته حورعین ززلف خویش تارها
سنگ اگر ندیده چه سان جهل شرارها
ببیر گهها لاله پین میان لاله زارها
که چون شرراه میجهد زسنگ کوهسارها

মীর্জা তকী আমীরই কবীরের প্রস্তাবগুলিও বেশ সুন্দর—

نسیم خلد میوزد مگر زجویبارها
که بوی مشک میرود هوای مرغزارها

কা'নী অপরাপর পারসিক কবিদের ন্যায় দুর্বোধ্য এবং উপমা প্রভৃতি গ্রহণ না করিয়া পরিচিত রীতিনীতি এবং সাধারণ সামগ্রী অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করেন। নিম্নে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল। ইহাতে নওরোজের বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে—

عید شد ساقی بیا در گردش اوز جام را
بشت پازن دور چرم گردش ایام را
هین ساغر بس جودای ترک مارا روز عید
گو نباشد هفت هین رنداه دور اشا مرا
خلق را برلب حدیث جامهٔ نو هست و من
از شراب کهنه میجویم لباب جام را
هر کس شکر نهد بر خوان و خواند دعا
من زلعل شکر بنت طالبم دشنام را
هم تنم راهست سیر و دانهٔ گندم بدست
مالیم من دانهٔ خال توسسم اقدام را

কা'নী ভাষার বৈশিষ্ট্য 'বৃদ্ধ ও শিশু' নামক কবিতায় চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে।

কা'নী তাঁহার সমসাময়িক ইয়াসমনকে জঘন্য কবিতায় গালাগালি করেন—

পরিশিষ্ট (ক)

দিবনে শামাসে তেব্রীজ

পারস্য ভাষায় কবি মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী ভূবন বিখ্যাত। তাঁহার মসনবী জগৎ প্রসিদ্ধ। মুসলমানেরা তাঁহার এই অমর কাব্যখানা আত্মার আশ্রয়স্থল স্বরূপ বিবেচনা করেন। তাঁহার গজলগুলি তাদৃশ সমাদর পাইবার ও জনপ্রিয় হইবার সুযোগ পায় নাই। তবে যাঁহারা রসিক তাঁহারা এই অপূর্ব রসঘন পদগুলির মধুর আস্বাদনে নিজেদিগকে ধন্য বিবেচনা করেন। তাঁহার পদসংখ্যা সাকুল্যে ৭৮৬, অন্ততঃ নওলকিশোর প্রেস দ্বারা প্রকাশিত দিবানে শামসে তেব্রীজে ধৃত হইয়াছে। তাঁহার গজলগুলির কোন ভাষ্য নাই এবং কোন সঠিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ডক্টর রেনল্ড. এ. নিকলসন তাঁহার সুবৃহৎ গজলের একটি সংকলন করেন। তিনি বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে ঐ গ্রন্থের মূলপাঠ প্রস্তুত করেন। মূলপাঠ এবং অনুবাদ কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশ করেন। ইহাতে মোট ৪৮টি গজল স্থান পাইয়াছে। বর্তমান লেখক ডক্টর নিকলসন সাহেবকৃত মূলপাঠ অবলম্বনে বর্তমান অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদে নিকলসন সাহেবের ইংরেজী অনুবাদের প্রভূত সাহায্য লওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের রসিক পাঠকবর্গ ইহা পাঠ করিয়া সুখী হইলে লেখক শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন।*

---

* বেঙ্গল স্টেট স্কলার মৌলবী আবদুল জব্বার এম. এস-সি., ডক্টর আর. এ. নিকলসন, চট্টগ্রামের শ্রীমতী কল্পনাদত্তের কনিষ্ঠা ভগ্নী মিস রমলা দত্ত বি. এ., মৌলবী হাসান আলী, হাওড়ার য়্যাডভোকেট মিঃ রফীক আহমদ বি. এল., 'এন্তেখাবে দেওয়ানে শামস তেব্রীজ' সম্পাদক মৌলবী আবদুল মালেক আরাভীর নিকট বিশেষ ঋণী। —মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

(ঠ)

(১) اگر تو عاشق عشقی راجویا
بگیر خنجر تیز و ببر گلوی حیا

(২) بدان که سد عظیم است درروش ناموس
حدیث بی غرضست این قبول کن بصفا

(৩) هزار گونه جنون از بر کردان مجنون
هزار شیدا بر آورد آن گزین شیدا

(৪) گهی قبا بدرید و گهی بکوه دوید
گهی ز زهر چشید و گهی گزید فنا

(৫) چو عنکبوت چنین صیدهای زفت گرفت
به بین که تا چه کند دام ربی الا علی

(৬) چو عشق چهره لیلی همی بدین ارزید
چگونه باشد اسرای بعبده لیلا

(৭) ندیده تو دواوین و یسه ورامین
نخوانده تو حکایات وامق و عذرا

(৮) تو جامه گرد کنی تاز آب تر نشود
هزارغوطه ترا خورد نیست در دریا

(৯) طریق عشق همه پستی آمد و مستی
که سیل پست رود کی رود بسوی علا

(১০) میان حلقهٔ عشاق چون نگین باشی
اگر تو حلقه بگو نگینی ای مولا

(১১) چنانکه حلقه بگوش است چرخ را این خاک
چنان که حلقه بگوش است روح را اعضا

(১)

১। যদি তুমি প্রেমের হও প্রেমিক এবং কর প্রেমের সন্ধান তবে লও তুমি তীক্ষ্ণ তরবার এবং লজ্জার কাট গলা।

২। জানিও সুনাম এই পথের মহাবিঘ্ন। এই কথা স্বার্থ নিরক্ষেপ, শুদ্ধচিত্তে ইহা গ্রহণ করিও।

৩। সেই পাগল সহস্ররূপে পাগলামি প্রকাশ করে। সেই নির্বাচিত ব্যক্তি সহস্র ছলনা প্রকাশ করে।

৪। এই সে জামা বিদীর্ণ করিল এবং এই সে পর্বতের উপর দৌড়াইল। এই সে বিষ ভক্ষণ করিল এবং এই সে মৃত্যু আলিঙ্গন করিল।

৫। কেননা মাকড়সা এতাদৃশ বৃহৎ শিকার ধৃত করিল, দেখ আমার উত্তম প্রভুর জাল কি প্রকারে করিবে?

৬। যখন লায়লার চেহারার এত মূল্য, 'তিনি তাঁহার সেবককে রজনীতে লইলেন' তাঁহার মুল্য কেমন হইবে?

৭। তুমি ওয়ায়েস ও রামীনের কাব্য কাহিনী দেখ নাই? তুমি ওয়ামকে ও আবদার ঘটনা পাঠ কর নাই?

৮। তুমি তো তোমার জামা সঙ্কুচিত করিতেছ, যেন জলে না ভিজে, সহস্র চুবানি মহাসমুদ্রে তোমাকে খাইতে হইবে।

৯। প্রেমের পথ নিম্নতা ও উন্মত্ততা পরিপূর্ণ, কেননা জলের ধারা নিম্নগ, উচ্চগ হবে কি প্রকারে?

১০। প্রেমিকের চক্রে তুমি 'নগীনা' সদৃশ্য হইবে, যদি 'তুমি নগীনা'র বশীভূত হও, হে মহাশয়।

১১। যেমন ধরিত্রী আকাশের সঙ্গে সংযুক্ত, যেমন দেহ আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত।

১২। এস, বল মাটি এই সুযোগের দ্বারা কি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কত অনুগ্রহই না জ্ঞান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি প্রদর্শন করিয়াছেন?

(১২) بیا بگوچه زبان کرد خاک ازین پیوند
چه لطفها که نکرد دست عقل با اجزا

(১৩) دهل بزیر گلیم ای پسر نشاید زد
علم بزن چو دلیران میانهٔ صحرا

(১৪) بگوش جان بشنو از غیر او مشتقان
هزار غلغله در جوف گنبد خضرا

(১৫) چو بر کشاید بند قبا زمستی عشق
تو های وهوی فلک بین و حیرت جوزا

(১৬) چه اضطراب که بالا وزیر عالم راست
زعشق کوست منزه ز زیر از بالا

(১৭) چو افتاب برآید کجا بماند شب
رسید عیش عنایت کجا بماند عنا

(১৮) خموش کردم ای جان جان جان تو بگو
که ذره ذره زشوق رخ تو شد گویا

(২)

(১) کناری ندارد بیابان ما
قراری ندارد دل وجان ما

(২) جهان درجهان نقش صورت گرفت
کدامست ازین نقشها آن ما

(৩) چو در ره ببینی بریده سری
که غلطان رود سوی میدان ما

(৪) ازو پرس ازو پرس اسرار دل
کزو بشنوی سر پنهان ما

(৫) چه بودی که یک گوش پیدا شدی
حریف زبانهای مرغان ما

(৬) چه بودی که یک مرغ پران شدی
پر و طوق سر سلیمان ما

১৩। কম্বলের নীচে হে পুত্র ঢোল বাজান উচিত নয়, তোমার ধ্বজা বীরপুরুষের মত মরুভূর মধ্যে স্থাপিত কর।

১৪। আত্মার কর্ণদ্বারা অসংখ্য শব্দ শ্রবণ কর, সবুজ গম্বুজের শূন্যের মধ্যে প্রেমিকের বিষণ্ণ গভীর বিলাপ উদ্ভূত।

১৫। যখন তোমার জামার বন্ধনী কর উন্মুক্ত, প্রেমের প্রমত্ততার দ্বারা তুমি আকাশে বিজয় এবং জওজার বিভ্রান্ততা দর্শন কর।

১৬। পৃথিবী, উচ্চ এবং নীচ, কত দুর্দশাগ্রস্ত, প্রেমের দ্বারা উচ্চ ও নীচ হইতে যাহা শুদ্ধীকৃত।

১৭। যখন আকাশে উঠে সূর্য তখন থাকে কোথায় রজনী? যখন প্রাচুর্যের আনন্দ আসে, তখন কোথায় থাকে বিলম্বিত দুর্দশা।

১৮। আমি চুপ করিলাম। তুমি কথা বল, হে প্রাণের প্রাণ, যাহার আনন্দের কামনা হইতে প্রতি তন্ত্রী বাচাল হইয়াছে।

(২)

১। আমাদের মরুভূমির নাই প্রান্ত, আমাদের হৃদয়ের এবং আত্মার নাই শান্তি।

২। ভুবনের মধ্যে ভুবন মূর্তির আকার গ্রহণ করিয়াছে, এই সকল মূর্তির মধ্যে কোন্‌টি আমাদের?

৩। যখন তুমি পথের মধ্যে ছিন্নমস্তক দেখিতে পাও, যাহা আমাদের প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

৪। তাহার নিকট হইতে জিজ্ঞাসা কর, হৃদয়ের গুপ্ত কথা। কেননা তাহার নিকট হইতেই তুমি জানিতে পারিবে গোপন রহস্য।

৫। কেমন হইবে যদি একটি কর্ণ আমাদের আত্মার ভাষার সঙ্গে পরিচিত থাকে?

৬। কেমন হইবে যদি একটি পাখী উড্ডীয়মান হয়, আমাদের সোলায়মানের রহস্যের কথা লইয়া।

(৭) چه گویم چه دانم که این داستان
فزونست از حد وامکان ما

(৮) چگو نه زنم دم که هر دم بدم
پریشان تر است این پریشان ما

(৯) چه کبکان چه بازان بهم می پرند
میان هوای کهستان ما

(১০) میان هوای که هفتم هو است
که دراوج انست کیوان ما

(১১) نه هفت آسمان کان نه عرش است زیر
از آن سوی عرش است جولان ما

(১২) چه جائی هواهای عرش و فلک
بگذار و صلست سیران ما

(১৩) ازین داستان بگذر از ما مپرس
که درهم شکستست دستان ما

(১৪) صلاح الحق و دین نماید ترا
جمال شهنشاه سلطان ما

(৩)

(১) دوش من پیغام کردم سوی تو استاره را
گفتمش خدمت رسان از من تو آن مه پاره را

(২) سجده کردم گفتم آن خدمت بدان خرشید بر
کو بتابش زر کند مر سنگهائی خاره را

(৩) سینهٔ خود باز کردم زخمها بنمودش
گفتمش از من خبر کن دلبرخون خواره را

৭। কি আমি বলিব ? কি চিন্তা করিব ? কেননা এই কাহিনী আমাদের সীমার এবং অস্তিত্বের দুরতিক্রমণীয়।

৮। কি প্রকারে চুপ করিয়া থাকি, যখন প্রতি মুহূর্তে আমাদের দুশ্চিন্তা অধিকতর দুশ্চিন্তিত হইতেছে।

৯। তিতির এবং বাজপক্ষী একত্র উড়িতেছে, আমাদের পর্বত প্রদেশে বায়ুর মধ্যে।

১০। বায়ুর মধ্যে যাহা হইতেছে, বায়ুমণ্ডলের সপ্তম স্বর তাহার শীর্ষদেশে আমাদের শনি অবস্থিত।

১১। সপ্ত আকাশ কি আরশের নিম্নে নহে ? আরশকে অতিক্রম করিয়া আমাদের পরিক্রমা।

১২। আরশের এবং আকাশের প্রতি আকাঙ্ক্ষার কি স্থান আছে ? আমাদের পর্যটন হইতেছে মিলনের গোলাপ-কুঞ্জে।

১৩। এই কাহিনী পরিত্যাগ কর। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও না, কেননা আমাদের কাহিনী অসমাপ্ত।

১৪। সালাহুল হক ও দীন তোমার নিকট বলিবে। রাজার রাজা আমাদের রাজার সৌন্দর্য।

(৩)

১। গতকল্য আমি তারার নিকট তোমার উদ্দেশ্যে সংবাদ পাঠাইয়া বলিয়াছি 'সেই চন্দ্রমুখীর নিকট আমার সেবার কথা বলিও।'

২। আমি প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলাম যে আমার সেই পরিচর্যা সূর্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিও, যাহার অগ্নিতে পুড়িয়া কঠিন প্রস্তর সুবর্ণে পরিণত হয়।

৩। আমার বক্ষ উন্মুক্ত করিলাম, আমার ক্ষতগুলি প্রদর্শন করিলাম। বলিলাম, 'আমার খবর তাহাকে দিও—রক্তলোলুপ প্রিয়তমকে।'

(৪) سو بسو گشتم که تا طفل دلم ساکن شود
طفل خسپد چون بجنباند کسی گهواره را

(৫) طفل دل را شیر ده مارا ز گریه اش وا رهان
ائی ترا چاره کرده هردم صد چومن بے چاره را

(৬) شهر وصلت بوده است اخر ز اول - ائے دل
چند داری در غریبی این دل آواره را

(৭) من خمش کردم لیکن از پی دفع خمار
ساقیا سر مست گردان نرگس خماره را

(৪)

(১) داؤد گفت ائی پادشا چون بے نیازی تو ز ما
حکمت چه بود آخر بگو در خلقت هردو سرا

(২) حق گفتش آئی مرد زمان گنجی بدم من در نهان
جستم که تا پید شود ان شود آن گنج احسان وعطا

(৩) آئینهٔ کردم عیان رویش دل و پشتش جهان
پشتش شود بهتر ز رو گر تو ندانی روی را

(৪) چون کاه جفت گل بود آئینه کی مقبل بود
چون که جدا کردی زگل آئینه گردد با صفا

(৫) شیره نه گردد می اگر در خم نجوشد مدتی
خواهی که دل روشن شود اندک عمل باید ترا

(৬) جانی که بیرون شد ز تن گوید بدو سلطان من
زین سان که رفتی آمدی اثار کو ز آلای ما

(৭) مشهور آمد این که مس از کیمیا زد میشود
این کیمیای ناد رهٔ گر دست من را کیمیا

৪। ইতস্তত: এদিক ওদিক আন্দোলিত হইলাম, যেন আমার হৃদয়-রূপ শিশু শান্ত হইতে পারে, যেমন শিশু শান্তিতে নিদ্রা যায় দোলনা আন্দোলিত করিলে।

৫। আমার হৃদয় শিশুকে দাও পয়োধর, ইহার ক্রন্দন হইতে আমাদিগকে বাঁচাও, ওগো, তুমিও প্রতি মুহূর্তে আমার মত অসহায় শতজনকে সহায় দান করিতেছ।

৬। হৃদয়ের স্বদেশভূমি, সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত তোমার মিলনের নগরী, আর কতকাল এই পরিত্যক্ত হৃদয়কে প্রবাসী রাখিবে?

৭। আমি চুপ করিলাম, শুধু মাত্র মাথাধরার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য, পাগল কর আমার পাণ্ডুর আঁখিকে।

(৪)

১। দায়ুদ বলিলেন, 'হে প্রভু, তোমার যখন আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, বল দুইটি জগৎ সৃষ্টির মধ্যে কি বুদ্ধি রহিয়াছে?'

২। ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন 'হে নশ্বর মানুষ, আমি গুপ্তরত্ন ছিলাম। আমার চেষ্টা হইল, যাহাতে স্নেহ, প্রেম এবং বদান্যতা প্রকাশ হয়।'

৩। আমি দর্পণ প্রদর্শন করিলাম, ইহার মুখ, হৃদয়, ইহার পৃষ্ঠ পৃথিবী—ইহার পৃষ্ঠ ইহার মুখ অপেক্ষা ভাল,—যদি ইহার মুখ তোমার অজ্ঞাত থাকে।

৪। যখন খড় কর্দমের সহিত মিশ্রিত দর্পণ কি প্রকারে সফলকাম হইবে? যখন তুমি কর্দম হইতে খড় পৃথক কর, দর্পণ পরিষ্কার হয়।

৫। আংগুর রস পরিণত হয় না। যদি না ইহা মদ্যভাণ্ডে খামির হয়, গেঁজে যায়, যদি তোমার হৃদয় সমুজ্জ্বল দেখিতে চাও তাহা হইলে তোমাকে একটু কষ্ট করিতে হইবে।

৬। যে আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, আমার রাজাধিরাজ ইহাকে বলে, যেমনভাবে আসিয়াছিলে তেমনভাবে চলিয়া গেলে, আমার অনুগ্রহের চিহ্ন কোথায়।

৭। ইহা বিখ্যাত যে রসায়নের বলে তাম্র স্বর্ণে পরিণত হয়, আমাদের তাম্র এই সুদুর্লভ রসায়নদ্বারা সম্পৃক্ত।

(৮) نه تاج خواهد نه قبا این افتاب از فیض حق
زو هست صد کارا کله وز بهر ده عریان قبا

(৯) بهر تواضع بر خری بنشست عیسی ائی سپر
ورنه سواری کی کند برپشت خر باد صبا

(১০) ای روح اندر جست وجو سر ساز همچون آب جو
وی عقل بهر آن بقا دائم برو راه فنا

(১১) چند ان همی کن یاد حق کز خود فراموشت شود
تامحو درمدعو شوی بی زیب داعی ودعا

(৫)

(১) چمنی که تا قیامت گل او بهار بادا
صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا

(২) ز پگاه میر خوبان بشکاری خرامد
که بتیر غمزه او دل ما شکار بادا

(৩) بدو چشم من زچشمش چه پیا میها ست هردم
که دو چشمم از پیا مش خوش و پر خمار بادا

(৪) درزاهدی شکستم بدعا نمود نفرین
که برو که روزگارت همه بیقرار بادا

(৫) نه قرار ماند نه دل بدعای او زیاری
که بخون ماست تشنه که خداش یار بادا

(৬) تن من بماه ماند که زعشق می گدازد
دل من چون چنگ زهره که گسسته تا بادا

(৭) بگداز ماه منگر بگسستگی زهره
تو حلاوت غمش بین که یکی هزار بادا

৮। আল্লার অনুগ্রহের জন্য এই স্বর্ণ রাজমুকুট বা রাজপরিচ্ছদ চাহে না, তিনি শত নেড়ার টুপী, দশজন নেংটার বসন স্বরূপ।

৯। হে বৎস! সুনীচতার জন্য হজরত ঈসা অশ্বতরের উপর আরূঢ়, নতুবা কি প্রকারে মলয়-বায়ু অশ্বতরের উপর আরোহণ করে।

১০। হে আত্মা! তোমার মস্তককে স্রোতস্বতীর জলের ন্যায় অনুসন্ধানশীল ও সচেষ্ট কর। হে বুদ্ধিমত্তা। চিরন্তন জীবন লাভের জন্য সতত নির্বাণের পথে চল।

১১। আল্লাহকে স্মরণ কর যে পর্যন্ত না অহং বিস্মৃত হও। তাহা হইলে আহ্বানিতের মধ্যে বিলয় পাইতে পার, আহ্বান এবং আহ্বান-কারীর সংশয় ব্যতিরেকে।

(৫)

১। একটি বাগান: ইহার গোলাপ কিয়ামত পর্যন্ত পুষ্পিত থাকুক। একটি পুত্তলী, দুইটি জগৎ যেন তাহার সৌন্দর্যের উপর দৌড়ান হউক।

২। সুন্দরের রাজা প্রভাতে সগর্বে মৃগয়ায় যাইতেছে, আমাদের হৃদয় যেন তাহার চক্ষুবাণের মৃগয়ায় পরিণত হয়।

৩। তাঁহার নয়ন হইতে নিরন্তর কী যে বাণী আমার নিকট আসিতেছে। আমার দুইটি নয়ন যেন উৎফুল্ল এবং উন্মুক্ত হইতে পারে তাহার বাণীর দ্বারা।

৪। আমি এক সন্ন্যাসীর গৃহদ্বার ভাঙ্গিলাম, এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন 'যাও, সারাজীবন শান্তিহীন হও।'

৫। শান্তি না হৃদয়ে রহিয়াছে সেই বন্ধুর আশীর্বাদের জন্য যে বন্ধু আমাদের রক্তলোলুপ, খোদা তাহার মঙ্গল করুন।

৬। আমার তনু তাহার প্রেমের জন্য চন্দ্রের ন্যায়। ইহার তার ছিন্ন হউক।

৭। শীর্ণ চন্দ্রের কিংবা জোহরার ভগ্নবীণার দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। তাহার বেদনার মধুরতার দিকে লক্ষ্য কর, ইহা সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাউক।

(৮) چه عروسیست در جان که جهان ز عکس رویش
چو دو دست او عروسان تر و پر نگار بادا
(৯) بعذار جسم منگر که بپوشد و بریزد
بعذار جان نگر که خوش و خوش گوار بادا
(১০) تن تیره همچو زاغی وجهان تن ز مستان
که برغم این دو ناخوش مگر ابدا بهار بادا
(১১) که قوام این دو تا خوش بچهار عنصر آمد
که قوام بندگانت بجز این چهار بادا

(৬)

(১) ای که بهنگام درد راحت جانی مرا
ای که بتلخی فقر گنج روانی مرا
(২) آنچه نبر دست وهم انچه ندیدست فهم
از تو بجان میرسد قبله از الی مرا
(৩) از کرمت من بناز می نگرم دربقا
گر نفریبد شها دولت فانی مرا
(৪) نعمت آن کس که او مژدهٔ تو آرد او
گر چه نخوانی بود به ز آغانی مرا
(৫) در ر کعات نماز هست خیال توشده
واجب و لازم چنانک سبع مثانی مرا
(৬) در گنه کافران رحم و شفاعت تراست
مهتری و سرور سنگ دلانی مرا
(৭) گر کرم لایزال عرضه کند ملکها
پیش نهد هر چه هست گنج نهانی مرا

৮। অন্তর মধ্যে কী বধূ রহিয়াছে। তাহার আননের ঔজ্জ্বল্যে—পৃথিবী নববধূর হস্তের ন্যায় নবীন ও রঙ্গীন হউক।

৯। দৈহিক চিবুকের যাহা পচিয়া এবং নষ্ট হইয়া যায় তাহার দিকে দৃষ্টি দিও না। আধ্যাত্মিক চিবুকের—যাহা মধুর এবং উপাদেয় হউক—সে দিকে দৃষ্টিপাত কর।

১০। কৃষ্ণদেহ বায়স তুল্য এবং দেহের পৃথিবী শীত ঋতু। আঃ! এই দুইটি অসোয়াস্তিকর সামগ্রী সত্ত্বেও চিরবসন্ত বিরাজ করুক।

১১। কেননা এই দুইটি বিরক্তিকর, চারিটি পদার্থ দ্বারা জীবিত; তোমার দাসদের জীবিকা এই চারিটি ব্যতিরেকে অপর কিছু হউক।

(৬)

১। ওগো তুমি আমার শক্তি। দুঃখের দুর্দিনে, ওগো তুমি হৃদয়ের ধন-ভাণ্ডার রিক্ততার—তিক্ততায়।

২। কল্পনা যাহা ধারণা করিতে পারে নাই, বুদ্ধি যাহা দর্শন করে নাই, তাহা তোমার নিকট হইতে আমার আত্মার নিকট আগমন করে। কাজেই আমি তোমাকে পূজা করি।

৩। তোমার অনুগ্রহে আমি অনন্তরের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত করি। হে রাজাধিরাজ ধ্বংসশীল জাঁকজমক যাহা আমাকে পথভ্রান্ত করে তাহা ব্যতিরেকে।

৪। তাঁহার অনুগ্রহ যিনি তোমার আনন্দ সংবাদ আনয়ন করে তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকেও,—আমার কর্ণে সঙ্গীতের চেয়েও মধুর।

৫। ষষ্টাঙ্গ প্রণামে তোমার চিন্তা, হে প্রভু, আমার কর্তব্যও অপরিহার্য সপ্ত সুরার ন্যায়।

৬। কাফেরের পাপ এবং পাপমোচন তোমার কাছে; আমার পথে তুমি পাষাণ হৃদয়ের প্রধান ও নায়ক।

৭। যদি চিরন্তন বদান্য আমাকে রাজ্যসমূহ দান কর, গুপ্ত ভাণ্ডার যাহা আছে তাহা আমার সম্মুখে স্থাপিত কর।

(৮) سجده کنم من زجان روی نهم من بخاک
گویم ازینها همه عشق فلانی مرا

(৯) عمر ابد پیش من هست زمان وصال
زانکه نگنجد در او هیچ زمانی مرا

(১০) عمر او نیست وصل شربت صافی در آن
بی تو چه کار آیدم رنج اوانی مرا

(১১) بیست هزار آرزو بود مرا پیش ازین
در هوسش نماند هیچ امانی مرا

(১২) آز مدد لطف او آیمن گشتم از آنک
گوید سلطان غیب جان جهانی مرا

(১৩) گوهر معنی اوست پرشده جان و دلم
او سگ کو گفت ونیست ثالث و ثانی مرا

(১৪) وقت وصالش بروح جسم نکرد التفات
گرچه مجرد زتن گشت عیانی مرا

(১৫) پیر شدم از غمش لیک چو تبریز را
نام بری باز گشت جمله جوانی مرا

(৯)

(১) باز امد آن مهی که ندیدش فلک بخواب
آورد آتشی که نمیرد بهیچ آب

(২) بنگر بخانهٔ تن و بنگر بجان من
از جام عشق او شده این مست وآن خراب

(৩) میر شراب خانه چو شد یا دلم حریف
خونم شراب گشت ز عشق و دلم کباب

(৪) چون دیده پر شود زخیالش ندا رسد
کاحسنت ای پیاله و شاباش ای شراب

৮। আমি সর্বান্তঃকরণে প্রণতি করিব। আমার আনন ধূলায় লুণ্ঠিত করিব এবং আমি বলিব 'ইহা অপেক্ষা অমুকের ভালবাসা আমাকে দাও।'

৯। চিরন্তন জীবন, আমার মনে হয়, মিলনের সময়; কেননা সময় আমার পক্ষে, তখন তথায় সীমাহীন।

১০। জীবন পাত্র স্বরূপ, মিলন তাহার মধ্যে পরিষ্কার সুপেয়, তোমার বিনা পাত্রের দুঃখে আমার কি আসে যায়।

১১। ইহার পূর্বে আমার বিংশতি সহস্র কামনা ছিল, তাহার আকাঙ্খায়, আমার নিরাপদের কথা বর্তমান ছিল না।

১২। তাঁহার অনুগ্রহের সাহায্যে আমি নিরাপদ হইলাম, কেননা অদৃশ্য অধিপতি বলিলেন আমাকে 'তুমি পৃথিবীর আত্মা।'

১৩। 'সে' অর্থের সার আমার হৃদয় এবং পরিপূর্ণ করিয়াছে। আঃ রাস্তার কুকুর ডাকিল, আমার দ্বিতীয় বা তৃতীয় নাই।

১৪। দেহ তাঁহার সঙ্গে মিলনের জন্য আত্মার প্রতি কোন মনোযোগী হয় নাই। যদিও অশরীরী তবুও সে আমার দৃষ্ট হইল।

১৫। তাহার যাতনায় আমি বুড়া হইলাম, কিন্তু যখন তাব্রিজ, তুমি আমার নাম কর, আমার সমস্ত যৌবন ফিরিয়া আসে।

(৭)

১। সেই চন্দ্র প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, যাহা আকাশে স্বপ্নেও কখন দেখে নাই, এবং অগ্নিও আনিয়াছে যাহা কোন জল নিভাইতে পারে না।

২। দেহ ঘর দর্শন কর এবং আমার আত্মা দর্শন কর, প্রেমের পেয়ালায় ইহা উন্মত্ত এবং উহা ধ্বংস ('বিরান') করিয়াছে।

৩। মদশালার মালিক যখন আমার হৃদয় সহচর হইলেন, আমার ঘর হইল সুরা এবং হৃদয় হইল কাবাব।

৪। তাঁহার চিন্তায় হৃদয় যখন কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়, একটি বাণী আসে, বেশ করিয়াছে পেয়ালা, সাবাস্ সুরা।

(৫) چنگال عشق از بن واز بیخ برکند
هر خانه کاندر اوفتد از عشق آفتاب

(৬) دریای عشق را چو دید ناگهان
از من بجست دروی گفتا مرا بیاب

(৭) خرشید روی مفخر تبریز شمس دین
اندر پیش روان شده دلهای چون سحاب

(৮)

(১) مرد خدامست بود بی شرب
مرد خداسیر بود بی کباب

(২) مرد خد واله و حیران بود
مرد خدا را نبود خورد و خواب

(৩) مرد خدا شاه بود زیر دلق
مرد خدا گنج بود در خراب

(৪) مرد خد نیست زباد و زخاک
مرد خدا نیست نار وز آب

(৫) مر دخدا بحر بود در بی کران
مرد خدا بارد در بی سحاب

(৬) مرد خدا دارد صد ماه و چرخ
مرد خدا دارد صد آفتاب

(৭) مرد خدا عالم از حق بود
مرد خدا نیست فقیه از کباب

(৮) مردخدا زآن سوی کفرست ودین
مرد خدا راچه خطا و صواب

(৯) مرد خدا گشت سوار از عدم
مرد خدا آمد عالی رکاب

৫। প্রেমের নখর, মূল এবং শাখ ছিন্ন করিয়া ফেলে সূর্য কিরণ যাহা প্রেম হইতে প্রতি ঘরে পড়ে।

৬। যখন আমার প্রেমের সাগর দর্শন করিলাম, হঠাৎ আমাকে ত্যাগ করিল এবং লম্ফ দিয়া বলিল, 'আমাকে বের কর।'

৭। তাব্রিজের গৌরব, শামসুদ্দীনের বদন সূর্যস্বরূপ তাঁহার পথে মেঘ স্বরূপ হৃদয়সমূহ ভ্রমণ করিতেছে।

(৮)

১। আল্লাহর-মানুষ সুরা বিনা প্রমত্ত।
আল্লাহর মানুষ কাবাব বিনা পূর্ণ উদর।

২। আল্লাহর মানুষ উন্মত্ত এবং উদভ্রান্ত
আল্লাহর মানুষে আহার বা নিদ্রা নাই।

৩। আল্লাহর মানুষ নেংটী পরিয়াও রাজা।
আল্লাহর মানুষ একটি রত্নভাণ্ডার স্বরূপ বিনষ্ট স্থানেও।

৪। আল্লাহর মানুষ মাটির ও বাতাসের তৈরী নয়
আল্লাহর মানুষ অগ্নি ও জলের তৈরী নয়।

৫। আল্লাহর মানুষ একটি সীমাহীন সমুদ্র।
আল্লাহর মানুষ মুক্তা বৃষ্টি করে মেঘ ব্যতিরেকে।

৬। আল্লাহর মানুষের আছে শত চন্দ্র এবং আকাশ।
আল্লাহর মানুষের আছে শত সূর্য।

৭। আল্লার মানুষ সত্য দ্বারা জ্ঞানী হয়
আল্লাহর মানুষ গ্রন্থপাঠে পণ্ডিত হয় না।

৮। আল্লাহর মানুষ ধৈর্যহীনতা এবং ধৈর্যপূর্ণতার বাহিরে।
আল্লাহর মানুষের নিকট পাপ এবং পুণ্য এক প্রকার।

৯। আল্লাহর মানুষ আকাশের আরোহী।
আল্লাহর মানুষ মহা জাঁক জমকের সঙ্গে অভ্যর্থিত।

(৯)

(১০) مرد اخد هست نهان شمس دین
مردخدارا تو بجوی و بیاب

(৯)

(১) هر نفس آواز عشق میرسد از چپ وراست
ما بفلک می رویم عزم تماشا کراست

(২) ما بفلک بوده ایم یار ملک بوده ایم
باز هم آن جارویم خواجه که آن شهر ماست

(৩) خود زفلک بر تریم وزملک افزون تریم
زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست

(৪) عالم خاک از کجا گوهر پاک از کجا
گرچه فرود آمدیم باز دویم این چه جاست

(৫) بخت جوان یارما دادن جان کار ما
قافله سالار ما فخر جهان مصطفی ست

(৬) بوے خوش این نسیم از شکن زلف اوست
شعشعهٔ این خیال از رخ چون والضحی است

(৭) از رخ او مه شگافت دیدن او بر نتافت
ماه چنین بخت یافت اوکه کمینهٔ گداست

(৮) در دل ما در نگر هر دم شق قمر
کز نظر آن نظر چشم تو زآن سو چر است

(৯) آمد موج الست کشتی قالب شکست
باز چو کشتی شکست نوبت وصل لقاست

(১০) خلق چو مرغا بیان زاده ز دریای جان
کی کند اینجا مقام مرغ کزین بحر ست

১০। আল্লাহর মানুষ গুপ্তবাহন শামসুদ্দিন
আল্লাহর মানুষ সন্ধান করিয়া বাহির কর।

(৯)

১। প্রতিমুহূর্তে প্রেমের কণ্ঠস্বর শুনিতেছি দক্ষিণে ও বামে, আমরা স্বর্গলোকের যাত্রী, তামাশা দেখিবার মন কাহার রহিয়াছে।

২। আমরা স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলাম, আমরা ফেরেস্তাগণের বন্ধু হইয়াছিলাম। আবার সেই রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে দাও, হে স্বামী, কেন নাই আমাদের স্বদেশ।

৩। আমরা স্বর্গলোকের চেয়েও উত্তম এবং ফেরেস্তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, আমরা কেন এই দুইটি অতিক্রম করিব না? আমাদের গন্তব্য স্থান ভূমা।

৪। কোথায় মাটির পৃথিবী আর কোথায় পবিত্র পদার্থ। যদিও আমরা নামিয়া আসিয়াছি, সত্বর ফেরা যাউক ইহা কি প্রকার স্থান।

৫। নবীন সৌভাগ্য আমাদের বন্ধু, জীবন ত্যাগ আমাদের কর্ম, আমাদের যাত্রীদলের দলপতি বিশ্বগৌরব মুস্তফা।

৬। এই মলয়ের মধুর সৌগন্ধ্য তাঁহার কেশগুচ্ছ হইতে; এই চিন্তার ঔজ্জ্বল্য নবারুণের ন্যায় ভাস্বর চিবুক হইতে।

৭। তাঁহার চিবুক দ্বারা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইল, চন্দ্র তাঁহার দর্শন সহ্য করিতে পারিল না এতাদৃশ সৌভাগ্য চন্দ্রের হইল। সে একজন সাধারণ ভিখারিণী।

৮। আমাদের হৃদয়ে নিরন্তর চন্দ্রদ্বিখণ্ডীকরণ চলিতেছে, কেন সেই দৃশ্যের দৃশ্য তোমার নয়ন ঝলসিয়া দেয়?

৯। বারংবার 'আমি কি নহে' তরঙ্গাভিঘাত দেহের তরী নষ্ট ধ্বংস করিয়া ফেলে, যখন তরী বিনষ্ট হয় তখনই মিলনের প্রাপ্তি ঘটে।

১০। মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, জলচর প্রাণীর ন্যায়। প্রাণসমুদ্র হইতে সেই সমুদ্র হইতে উঠিয়া কেন পাখী এই স্থানে তাহার বাসা তৈয়ার করিবে?

(১০)

(১১) بلکه بدریا دریم جمله در او حاضریم
ورنه ز دریای جان موج پیاپی چراست

(১২) نوبت وصل لقاست نوبت حسن بقاست
نوبت لطف و عطاست بحر صفا در صفاست

(১৩) موج عطا شد پدید غرش دریا رسید
صبح سعادت دمید صبح نه نور خداست

(১৪) صورت تصویر کیست این شه این میر کیست
این خرد پیر کیست این شه این همه روپو شهاست

(১৫) چاره روپوشها هست چنین چو شها
چشمهٔ این نو شها در سرو چشم شماست

(১৬) درسر خود هیچ لیک هست شمارا دوسر
این سر خاک از زمین وان سر پاک از سماست

(১৭) ای بس سرهای پاک ریخته در زیر خاک
تاتو بدانی که سر زان سر دیگر بپاست

(১৮) آن سر اصلی نهان وین سر فرعی عیان
زانکه پس از این جهان عالم بی منتهاست

(১৯) مشک ببند ای سقا می ببر از خم ما
کوزه ادراکها تنگ تر از تنگناست

(২০) از سوے تبریز تافت شمس حق و گفتمش
نور تو هم متصل باهمه وهم جداست

(১০)

(১) چه گو هری که کسیرا بکف بهای تو نیست
جهان چه دارد در کف که آن عطای تو نیست

১১। না, আমরা সমুদ্রের রত্ন সমুদ্রেই বাস করিব; নতুবা কেন সমুদ্রের তরঙ্গ একটির পর একটি আসে?

১২। এখন হইতেছে মিলনের প্রাপ্তির সময়, এখন চিরন্তন সৌন্দর্যের সময়, এখন হইতেছে অনুগ্রহ এবং দানের সময়। ইহা হইতেছে পরিষ্কার মহা জলধি।

১৩। অনুগ্রহের জোয়ার আসিতেছে। সাগরের কম্বু নিনাদ পৌঁছিয়াছে। আশীর্বাদের প্রভাত দেখা দিয়াছে। প্রভাত? ইহা আল্লাহর আলো।

১৪। এই রঙ্গীন চিত্রমূর্তি কাহার? ইঁনি কোন রাজাধিরাজ? এবং ইঁনি কোন যুবরাজ? ইঁনি কোন রাজ প্রধান? ইহা সকল যবনিকা সমাচ্ছাদিত।

১৫। এই প্রেমটার ঔষধ হইতেছে, এতাদৃশ উন্মাদনা। তোমার এই পানীয়ের উৎস তোমার আঁখি এবং তোমার মস্তক।

১৬। মস্তকের মধ্যে কিছুই নাই, কিন্তু তোমার দুইটি মস্তক রহিয়াছে। এই মস্তক মৃণ্ময় ও পার্থিব এবং সেই পবিত্র মস্তক স্বর্গীয়।

১৭। ওগো বহু অপবিত্র মস্তক মাটির নীচে মিশ্রিত করিয়াছে, তবে তুমি জানিতে পারিবে এই মস্তক অপর উপর নির্ভর করে।

১৮। সেই মৌলিক মস্তক গুপ্ত, এই সৃষ্ট মস্তক প্রকাশিত। যেমন এই জগতের পশ্চাতে অনন্ত জগৎ রহিয়াছে।

১৯। মশকের মুখ বন্ধ কর। ওগো সাকী, সুরা গ্রহণ কর, আমাদের সুরাপাত্র হইতে। বোধের পাত্র একটি সরু 'পাশ' অপেক্ষা সূক্ষ্মতর।

২০। তেব্রিজের নিকট হইতে সত্যের সূর্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমি তাহাকে বলিলাম, 'তোমার আলো সকল জিনিসের সঙ্গে সংযুক্ত কিন্তু সমস্ত জিনিস হইতে পৃথক।'

(১০)

১। তুমি কেমন মুক্তা যে কাহার হাতে তোমার মূল্য নাই। পৃথিবীতে কি আছে যাহা তোমার অনুগ্রহ অদ্ভুত নয়?

(১১)

(২) سزای آنکه زید بی رخ تو زان بتراست
سزای بنده مده گرچه او سزای تو نیست

(৩) میان موج حوادث هر آنکه افتادست
باشنا نرهد چو نکه اشنای تو نیست

(৪) بقا ندارد عالم و گر بقا دارد
فناش گیر چو او محرم بقا ی تونیست

(৫) چه فرخ است شهی کاو رخ ترا ما تست
چه خوش لقا بود آنکس که بی لقا ی تو نیست

(৬) نثار پای تو خواهم بهر دمی دل و جان
که خاک بر سر جانی که خاک پا ی تو نیست

(৭) مبارکست هوای تو بر همه مرغان
چه نا مبارک مرغی که در هوای تو نیست

(৮) ز زخم تو نگریزم که سخت خام بود
دلی که سو ختهٔ اتش بلای تو نیست

(৯) کرانه نیست ثنا و ثنا گران ترا
کدام ذره که سر گشته و ثنا ی تو نیست

(১০) نظیر آنکه نظامی بنظم میگوید
جفا مکن که مرا طاقت جفا ی تو نیست

(১১) جمال و مفخر افاق شمس تبریزی
کدام شاه که از جان و دل گدای تونیست

(১২)

(১) جانا جمال روح بسی خوب وبا فرست
لیکن جمال و حسن تو بود چیز دیگر ست

(২) ای آنکه سالها صفت روح میکنی
بنما ی یک صفت که بذاتش برابر ست

২। তাহা অপেক্ষা শাস্তি আর কি আছে যে তোমার আনন হইতে দুরে বাস করে? তোমার ভৃত্যকে শাস্তি দিও না, যদিচ সে তোমার অনুপযুক্ত।

৩। যে ঘটনার তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। সন্তরণ করিয়া নিষ্কৃতি পায় না, যেহেতু যে তোমার বন্ধু নহে।

৪। পৃথিবীর চিরস্থায়িত্ব নাই এবং যদি থাকিত ইহা নশ্বর। কেননা সে তোমার চিরস্থায়িত্বের সঙ্গে অপরিচিত।

৫। তোমার চরণে হৃদয় ও প্রাণ নিরন্তর নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক। সেই আত্মার মস্তক ধূলায় লুটুক, যে মস্তকে তোমার পদরেণু নাই।

৬। কত সুখী সেই সম্রাট যাহার সঙ্গী আপনার 'কাক'? কত মনোহর সেই সাহচর্য যেখানে তোমার অভাব নাই।

৭। শুভাশীর্বাদ! সে সকল পাখীরই তোমার আকাঙ্ক্ষা, কত অপেয়া সে পাখী যে তোমাকে কামনা করে না।

৮। আমি তোমার আঘাত হইতে দুরে পালাইব না। কেননা যে হৃদয় দুঃখাগ্নিতে না পড়িয়াছে তাহা অতিশয় কাঁচা থাকে।

৯। তোমার প্রশংসা ও প্রশংসাকারীর কোন সীমা-পরিসীমা নাই, কোন্ অনুগ্রহ তোমার প্রেমে উন্মাদ নহে?

১০। তাহার ন্যায় যাহার সম্বন্ধে জামী কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন, অত্যাচার করিও না, আমি তোমার অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না।

১১। শামস তেব্রিজ, সৌন্দর্য ও গরবের দিকচক্রবাল; হৃদয় ও প্রাণ লইয়া কোন্ রাজা না তোমার ভিখারী?

(১১)

১। ওগো প্রিয়তম, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য অতীব মনোহর ও গৌরবময় কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ও কমনীয়তা অপর সামগ্রী।

২। ওগো তুমি যে বহুবর্ষ আত্মার বর্ণনা করিয়াছ, আমাকে একটি গুণ প্রদর্শন কর যাহা তাঁহার গুণের সমকক্ষ।

(৩) در دیده می فزاید نور از خیال او
با این همه به پیش وصالش مکدر ست

(৪) ماندم دهان باز ز تعظیم آن جمال
هر لحظه بر زبان دل الله اکبر ست

(৫) دل یافت دیده که مقیم هوای تست
اوخ که آن هوا چه دل و دیده پرور ست

(৬) چا کر نواز یست که کردست عشق تو
ورنه کجا دلی که بان عشق در خور ست

(৭) هر دل که او شبخفت شبی در هوای تو
چون روز روشنست هوا زو منور ست

(৮) هر کس که بی مراد شد او چون مرید تست
بی صورت مراد مرادش میسر ست

(৯) هر دوزخی که سوخت درین عشق ودر فتاد
در کوثر او فتاد که عشق تو کوثرست

(১০) پایم نمی رسد بزمین از امید وصل
هر چند در فراق تو ام دست برسر ست

(১১) غمگین مشو دلا تو ازین ظلم دشمنان
و اندیشه کن درین که دلاور داور ست

(১২) از روی زعفرن من ارشاد شد عدد
این روی زعفران من از وزد احمر ست

(১৩) چون برتر ست خوبی معشوقم از صفت
دردم چه فربه است و مدیحم چه لاغرست

(১৪) آری که قاعد ست که رنجو زار زا
هر چند رنج بیش بود ناله کمتر ست

৩। চক্ষুতে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় তাঁহার কল্পনায়; কিন্তু তাঁহার মিলন সময়ে ইহা নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

৪। আমি হা করিয়া আছি, তাঁহার সৌন্দর্যের শ্রদ্ধার্পণে, 'আল্লাহ মহান' রহিয়াছে আমার হৃদয়ের জিহ্বায় প্রতিমুহূর্ত।

৫। হৃদয় একটি চক্ষু পাইয়াছে নিরন্তর তোমার আকাঙ্খায়, আহা! সে আকাঙ্খায় হৃদয় এবং চক্ষুকে কত আহার্য দেয়।

৬। সেবক, তোমার প্রেম করিয়াছে। নতুবা সেই প্রেমের উপযুক্ত হৃদয় কোথায়?

৭। প্রত্যেক হৃদয় যাহা একরাত্রি তোমার বাতাসে নিদ্রা গিয়াছে, উজ্জ্বল দিবসের ন্যায়, ইহা দ্বারা বাতাস আলোকময় হয়।

৮। প্রত্যেকে যে উদ্দেশ্যবিহীন সে তোমার শিষ্য, তাহার উদ্দেশ্য সফল হয়। উদ্দেশ্যের আকার ব্যতিরেকে।

৯। প্রত্যেক নারী যে এই অগ্নিতে পুড়িয়াছে এবং সে 'কৌসরে' পড়িয়াছে, কেননা তোমার প্রেমই 'কৌসর'।

১০। মিলনের আশায় আমার পদ আর মাটিতে থাকিতেছে না। তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হই, তখন আমার হস্ত মস্তকে ন্যস্ত রহে।

১১। চিন্তান্বিত হইও না, হে হৃদয়! শত্রুর এই অত্যাচার এবং ইহাই ভাবিও সে প্রেমাস্পদ বিচারক।

১২। আমার এই কৃশবদন দেখিয়া যদি আমার শত্রু আহ্লাদিত হয়। আমার এই কৃশবদন রক্ত গোলাপ উদ্ভূত।

১৩। যখন আমার প্রিয়তমের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়, তখন আমার দুঃখ কত মাংসল এবং আমার প্রশংসা কত কৃশ।

১৪। হাঁ, ইহাই নিয়ম, দরিদ্র পীড়িত হতভাগ্যের জন্য যে তাহার যন্ত্রণা যতই তীক্ষ্ণ কাতরাণী তত কম।

(১৫) همچون قمر بتافت ز تبریز شمس دین
نی خود قمر چه باشد کان روی اقمر ست

(২২)

(১) هر نقش را که دیدی جنس زلامکانست
گر نقش رفت غم نیست اصلش جاودان ست

(২) هر صورتی که دیدی هر نکته که شنیدی
بد دل مشو که رفت ان زیرا نه آن چنا نست

(৩) چون اصل چشمه باقیست فرعش همیشه ساقیست
چون هر دوبی زوالند از چه ترا فغا نیست

(৪) جانرا چو چشمهٔ وان وین صنعها چو جو ها
تاچشمه هست باقی جوها ازو روا نست

(৫) غم را برون کن از سر وبن اب جوهمی خور
از فوت اب مندیش کین آب بی کرانست

(৬) زان دم که امدستی اندر جهان هستی
پیشت که تا برستی بنهاده نردبان ست

(৭) اول جماد بودی اخر نبات گشتی
انگه شدی تو حیوان این بر تو چون نها نست

(৮) گشتی از ان پس انسان باعلم و عقل وایمان
بنگر چه کل شد آن تن کو جزو خاک دانست

(৯) زانسان چو سیر کردی بے شک فرشته گردی
بی این زمین ازان پس جایت بر آسما نست

(১০) باز از فرشتگی هم بگزر برو در ان یم
تا قطره تو بحر می گردد که صد عمانست

১৫। শামসুদ্দীন চন্দ্রের ন্যায় তেব্রিজ হইতে আলোক বিকীর্ণ করে না। চন্দ্র কি? কেননা ইহা চন্দ্রের বহুগুণ প্রকাশক।

(১২)

১। যে প্রত্যেক মূর্তি দেখ, উহার প্রতিকৃতি 'লা' মকানে রহিয়াছে। যদি প্রতিমূর্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, কোন ভাবনা নাই, কেন না মূল চিরন্তন।

২। প্রত্যেক সুন্দর মূর্তি যাহা দেখিয়াছে, প্রত্যেক গভীর বাণী যাহা শুনিয়াছ, মনঃক্ষুণ্ণ হইও না যে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেন না তাহা হইতে পারে না।

৩। যেমন উৎসমুখ চিরন্তন, ইহার শাখা-প্রশাখা নিরন্তন জলদান করে, কারণ যখন দুইটি বন্ধ হইতে পারে না, কেন দুঃখ করিতেছে?

৪। আত্মাকে উৎস স্বরূপ মনে করে এবং এই সৃষ্ট পদার্থসমূহ নদী স্বরূপ, যতদিন উৎস প্রবাহিত থাকে ততদিন নদী চলিষ্ণু থাকে।

৫। মাথা হইতে চিন্তা দূর কর এবং এই নদীর জল পান করিতে থাক, এই জলের অভাব হইবে ভাবিও না, কেননা এই জল অন্তহীন।

৬। যে মুহূর্তে তুমি এই অস্তিত্বের জগতে আসিয়াছ, সেই মুহূর্তেই একটি সই তোমার সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে যেন তুমি পালাইয়া যাইতে পার।

৭। প্রথমে তুমি খনিজ ছিলে, পরে তুমি জড়ে পরিণত হইলে, তৎপরে তুমি প্রাণী হইলে, ইহা তোমার নিকটে কি প্রকারে অপরিজ্ঞাত থাকিবে।

৮। পরে তুমি মানুষ হইলে, বুদ্ধি বিবেক এবং বিশ্বাস লইয়া নিরীক্ষণ কর, দেহ, যাহা ধূলির অংশ বিশেষ, কি নিখুঁত হইয়াছে?

৯। যখন তুমি মানব হইতে ভ্রমণ করিবে, নিঃসন্দেহে তুমি দেখ দেবতা হইবে। তাহার পরে যখন এই পৃথিবীর কাজ শেষ করিয়াছে, তোমার আসন স্বর্গলোকে।

১০। পরে দেবত্ব অতিক্রম কর সেই মহাসাগরে প্রবেশ কর, যেন তোমার জলবিন্দু সমুদ্রে পরিণত হইতে পারে যাহা হইতেছে শত ওমান সাগর।

بگذر ازین ولد تو میگو ز جان احد تو (১১)
گر پیر گشت جسمت چه غم چو جان جوانست

(১৩)

آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست (১)
نا بوده به که بودن او غیر عار نیست

در عشق مست باش که عشق است هرچه هست (২)
بی کار و بار عشق بر یار بار نیست

گویند عشق چیست بگو ترک اختیار (৩)
هر کاو ز اختیار نرست اختیار نیست

عاشق شهنشهیست دو عالم برو نثار (৪)
هیچ التفات شاه بسوی نثار نیست

عشق است و عاشق است که باقی ست تاابد (৫)
دل جز برین منه که بجز مستعار نیست

تا کی کنار گیری معشوق مرده را (৬)
جان را کنار گیر که او را کنار نیست

آن کز بهار زاد بمیرد گه خزان (৭)
گلزار عشق را مدد از نو بهار نیست

آن گل که از بهار بود خار یار او ست (৮)
و آن می که از عصیر بود بے خمار نیست

نظاره گر مباش درین راه منتظر (৯)
والله که هیچ مرگ بترز انتظار نیست

بر نقد قلب زن تو اگر قلب نیستی (১০)
این نکته گوش دار گرت گوشوار نیست

بر اسپ تن ملرز سبکتر پیاده شو (১১)
پرش دهد خدائے که برتن سوار نیست

اندیشها رها کن و دلساده شو تمام (১২)
چون روے آینه که بنقش و نگار نیست

১১। পরিত্যাগ কর, হে পুত্র, বল সর্বদা 'এক' কায়মনোবাক্যে। যদি তোমার দেহ জীর্ণ হয়, তবে দুঃখ কি, যখন তোমার আত্মা নবীন রহে।

(১৩)

১। ইহা ভাল হইত যদি সেই আত্মা, যাহা প্রকৃত প্রেম, বসন স্বরূপ গ্রহণ না করে, না থাকিত, ইহার অস্তিত্ব লজ্জা বৈ নয়।

২। প্রেমে প্রমত্ত হও, কেননা সকল জিনিসের মধ্যে প্রেমই মাত্র বাঁচে। প্রেমের বেসাতি ব্যতিরেকে, প্রিয়তমের সান্নিধ্যে প্রবেশ সম্ভব নয়।

৩। তাহারা বলে প্রেম কি ? বল বাসনার নির্মল সাধন। যে বাসনা বিমুক্ত হয় নাই তাহার কোন বাসনাই নাই।

৪। প্রেমিক সম্রাট : দুইটি জগৎ তাহার চরণ প্রান্তে রহে সম্রাট তাহার পদতলে যাহা অবস্থিত তাহার দিকে আদৌ দৃষ্টি দেন না।

৫। মাত্র প্রেম এবং প্রেমিকই চিরজীবী, অপর কোন সামগ্রীতে ইহা ব্যতিরেকে হৃদয় স্থাপিত করিও না, ইহা মাত্র ঋণকৃত।

৬। কত কাল আর মৃত প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিবে, আত্মাকে আলিঙ্গন কর : যাহা কিছুরই সীমাবদ্ধ নহে।

৭। যাহা বসন্তে জন্মে, তাহা হেমন্তে মরে, প্রেমের গোলাপ বীজের জন্য নববসন্তের আদৌ প্রয়োজন করে না।

৮। কন্টক হয়, তাহার সঙ্গী যে গোলাপ বসন্তে প্রস্ফুটিত হয় এবং সুরা যাহা আঙ্গুর রসে তৈরি হয়, মাথাধরা মাথা ঘুরানী হইতে মুক্ত নয়।

৯। এই পথে হইও না, উন্মুখ প্রতীক্ষাকারী, আত্মার কসম, প্রতীক্ষা অপেক্ষা অধম মৃত্যু আর কিছুই নাই।

১০। তোমার হৃদয় খাঁটী মুদ্রার উপর স্থাপন কর। যদি তুমি খাঁটী হও।

১১। এই গভীর বাণী কান পাতিয়া শোন, যদি তোমার কর্ণকুণ্ডলের অভাব থাকে।

১২। দেহ-অশ্বের উপর থাকিয়া কম্পিত হইও না, কিন্তু পদব্রজ অধিকতর দ্রুত হও ; আল্লাহ্ তাহাকে পাখা দেন যে দেহের উপর আরূঢ় নয়।

(১৩) چون ساده شد ز نقش همه نقشها دروست
زان ساده‌روی ر وی کسی شرم سار نیست

(১৪) آئینهٔ ساده خواهی خود را درو نگر
کورا زراست گوئی شرم وحذار نیست

(১৫) چون روی آهنی ز تمیز این صفا بیافت
تاروی دل چه باید کورا غبار نیست

(১৬) لیکن میان آهن ودل این تفاوتست
کین راز دار آمدوآن رازدار نیست

(১৪)

(১) گفتا که کیست بردر گفتم کمین غلامت
گفتا چه کار داری گفتم مها سلامت

(২) گفتا که چند رانی گفتم که تا بخوانی
گفتا که چند جرشی گفتم که تا قیامت

(৩) دعوی عشق کردم سوگندها بخوردم
کز عشق یاوه کردم‌من ملکت وشها مت

(৪) گفتا برای دعوی قاضی گواه خواهد
گفتم گواه اشکم زردی رخ علامت

(৫) گفتا گواه جرحست تر دامن ست چشمت
گفتم بغر عدلت عدلند بی غر امت

(৬) گفتا چه عزم داری گفتم وفا و یاری
گفتا ز من چه خواهی گفتم که لطف عامت

(৭) گفتا که بود همره گفتم خیالت ای شه
گفتا که خواندت اینجا گفتم که بوی جامت

১৩। ভাবনাসমূহ দূর কর। এবং পূর্ণরূপে হৃদয় পরিষ্কার রাখ: দর্পণের মুখের ন্যায় মূর্তি এবং ছবিহীন।

১৪। যখন ইহা মূর্তিশূন্য থাকে, তখন ইহা সর্বপ্রকারের মূর্তি ধারণ করে, কাহারও মুখ লজ্জায় পূর্ণ হয় না, সেই নির্মলমুখীর জন্য।

১৫। যদি নির্মল দর্পণ চাহ, তবে নিজেকে তন্মধ্যে দৃষ্টি কর, কেন না ইহা সত্য লজ্জিত বা ভীত হয় না।

১৬। ইস্পাত-মসৃণ-বদন তাহার নির্মাল্য প্রাপ্ত হইল এই বিবেচনা দ্বারা তখন হৃদয়ের আননের কি প্রয়োজন রহিয়াছে তাহার কোন ধূলা নাই।

(১৪)

১। সে বলিল, 'কে দ্বারদেশে?' আমি বলিলাম, 'তোমার অধম সেবক।' সে বলিল, 'তোমার কি কাজ?' আমি বলিলাম, 'তোমায় সালাম জানাইতে।'

২। সে বলিল, 'কত কাল তুমি আঘাত করিবে?' আমি বলিলাম, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ডাক।'

৩। আমি ভালবাসার দাবী করলাম, আমি শপথ করলাম, প্রেমের জন্য আমি সাম্রাজ্য এবং রাজশক্তি হারাইয়াছি।

৪। সে বলিল,—'জজ যে কোন অধিকারের ব্যাপারে স্বাক্ষী চান।' আমি বলিলাম,—'অশ্রুজল আমার সাক্ষী, বদনের পাণ্ডুরতা আমার চিহ্ন।'

৫। সে বলিল, 'স্বাক্ষী সত্য নহে, তোমার চক্ষু পাপপূর্ণ।' আমি বলিলাম, 'তোমার ন্যায়বিচারের মহিমায়, তাহারা খাঁটি এবং পাপশূন্য।'

৬। সে বলিল, 'কি চাও?' আমি বলিলাম, 'বিশ্বস্ততা এবং বন্ধুতা।' সে বলিল, 'আমার নিকট হইতে কি ইচ্ছা কর?' আমি বলিলাম 'তোমার বিশ্বজনীন অনুগ্রহ।'

৭। সে বলিল, 'কে তোমার সঙ্গী ছিল।' আমি বললাম, 'হে রাজন, তোমার চিন্তা।' সে বলিল, 'কে তোমাকে এখানে আনিয়াছে?' আমি বলিলাম, 'তোমার পেয়ালার সৌগন্ধ।'

(৮) گفتا کجا ست خوشتر گفتم که قصر قیصر
گفتا چه دیدی آنجا گفتم که صد کرامت

(৯) گفتا چراست خالی گفتم ز بیم رهزن
گفتا که کیست رهزن گفتم که این ملامت

(১০) گفتا کجاست ایمن گفتم بزهد و تقوی
گفتا که زهد چه بود گفتم ره سلامت

(১১) گفتا کجاست آفت گفتم بکوی عشقت
گفتا که چونی انجا گفتم در استقامت

(১২) بسیارت ازمودم اما نبود سودم
مَنْ جَرَّبَ الْمُجَرَّبَ حَلَّتْ بِهِ النَّدامَة

(১৩) خاموش گر بگویم من نکتها ی اورا
از خویشتن برآئی نه در کشد نه بامت

(১৫)

(১) این خانه که پیوسته درو بانگ چغانست
از خواجه بپرسید که این خانه چه خانست

(২) این صورت بت چیست گر این خانهٔ کعبست
وین نور خدا چیست گراین دیر مغانست

(৩) گنجیست درین خانه که در کون نگنجد
این خانه و این خواجه همه فعل و بهانست

(৪) بر خانه منه دست که این خانه طلسمست
باخواجه مگوئید که او مست شبانست

(৫) خاك و خس این خانه همه مشک عبیر ست
بام ودر این نه همه بیت و ترانست

৮। সে বলিল, 'কোথায় মনোরম লাগে।' আমি বলিলাম, 'শাহান-শাহের প্রাসাদে।' সে বলিল, 'শত অলৌকিক কাজ।'

৯। 'কেন ইহা জনহীন?' আমি বলিলাম, 'তস্করের ভয়ের জন্য।' সে বলিল, 'তস্কর কে?' আমি বলিলাম, 'এই বদনাম।'

১০। সে বলিল, 'কোথায় নিরাপদ?' আমি বলিলাম, 'সংযম ও নিষ্ঠায়।' সে বলিল 'সংযম কি?' আমি বলিলাম, 'মুক্তির পথ।'

১১। সে বলিল, 'বিষাদ কোথায়?' আমি বলিলাম, 'তোমার প্রেমের কুঞ্জগলিতে।' সে বলিল, 'সেখানে কি কর?' আমি বলিলাম, 'অবিচলতায়।'

১২। আমি তোমাকে বহুকাল পরখ করিলাম, কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তাহার উপর অনুতাপ অবতীর্ণ হয় যে পরীক্ষা করে পূর্ব পরীক্ষিতজনকে।

১৩। চুপ কর। যদি আমি তাহার গুপ্ত রহস্য উদঘাটন করি, তবে তুমি আত্মহারা হইয়া যাইবে। না দ্বার, না বাতায়ন তোমার বাধা দিতে পারিবে।

(১৫)

১। এই গৃহ যাহাতে নিরন্তর বীণার ধ্বনি হইতেছে। গৃহকর্তার নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছে এই গৃহ কি?

২। এই পুত্তল মূর্তির এক অর্থ? এই গৃহই কাজ নাকি? এই আলোর কি অর্থ, ইহাই কি অগ্নি উপাসনাকারীর মন্দির?

৩। এই গৃহের মধ্যে একটি রত্ন রহিয়াছে যাহা সমগ্র বিশ্ব ধারণ করিতে পারে না, এই গৃহ এবং গৃহস্বামী সকলই অভিনয় এবং ছলনা।

৪। এই গৃহের উপর হস্ত রাখিও না, কেননা এই গৃহ আশ্চর্য যাদুময়, গৃহস্বামীর সহিত কথা বলিও না কেননা তিনি রজনীর সুরাপানে প্রমত্ত।

৫। এই গৃহের ধূলা এবং আবর্জনা সমস্তই মৃগনাভি এবং সৌগন্ধ, এই গৃহের ছাদ এবং দ্বার সকলই কবিতা এবং ছন্দ।

(৬) فی الجمله هر آنکس که درین خانه رهی یافت
سلطان زمینست و سلیمان زمانست

(৭) ای خواجه یکی سر تو ازین بام فرو کن
کاندر رخ خوب تو ز اقبال نشانست

(৮) سوگند بجان تو که جز دیدن رویت
گر ملک زمینست فسونست و فسانست

(৯) حیران شده بستان که چه برگ وچه شکوفست
واله شده مرغان که چه دامست و چه دانست

(১০) این خواجهٔ چرخست که چون زهره و ماهست
وین خانهٔ عشقست که بی حد و کرانست

(১১) چون آینهٔ جان نقش تو دردل بگرفتست
در دل سر زلف تو فرو رفته چوشانست

(১২) در حضرت یوسف که زنان دست بریدند
ای جان تو بمن آی که جانان بمیانست

(১৩) مستند همه خانه کسی را خبری نیست
ازهرکه در آید که فلانست و فلانست

(১৪) سرمست بدو بر منشین خانه در ازود
تاریک بود آنکه ورا جائی ستانست

(১৫) مستان خدا گر چه هزارند یکی اند
مستان هوا گرچه یکانست دوگانست

(১৬) در بیشهٔ شیران رو و از زخم میندیش
کاندیشه و ترس این همه اشکال زنانست

(১৭) کانجا نبود زخم همه رحمت و مهرست
لیکن پس در وهم تو مانند فغانست

৬। মোটকথা যে কেহ এই গৃহে পথ পাইয়াছে, সে পৃথিবীর অধীশ্বর এবং তৎকালের সুলেমান সদৃশ।

৭। হে প্রভু একবার মস্তক এই ছাদ হইতে নীচু কর, কেননা তোমার সুন্দর আননে সৌভাগ্যের চিহ্ন রহিয়াছে।

৮। তোমার আত্মার কসম সে তোমার অদর্শন ব্যতীত, সমস্ত যদিচ ইহা মাটির পৃথিবী, অলীক এবং কাহিনী সদৃশ।

৯। বাগান হয়রান হইয়াছে, জানিবে কোনটি পত্র এবং কোনটি মঞ্জরী, পাখীকুল বিভ্রান্ত হইয়াছে জানিবে কোনটি জাল কোনটি আধার।

১০। ইনিই হইতেছেন আকাশের প্রভু যিনি 'জোহরা' এবং চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহাই হইতেছে প্রেমের মন্দির, যাহার নাই কোন সীমা বা শেষ।

১১। দর্পণের ন্যায় আত্মা তোমার প্রতিকৃতি ইহার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, তোমার কেশের অগ্রভাগ, হৃদয়ে চিরুণীর ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছে।

১২। মেমন স্ত্রীলোকেরা ইউসুফের উপস্থিতিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল, আমার নিকট আইস, হে প্রাণ, কেননা প্রিয়তম আমাদের মধ্যে আগমন করিয়াছেন।

১৩। সমস্ত বাড়ী মাতাল, কাহারও জানা নাই যাহার গৃহে প্রবেশ করিতেছে যে সে অমুক বা অমুক।

১৪। প্রমত্ত হইয়া দ্বারে বসিয়া থাকিও না, গৃহমধ্যে সত্বর প্রবেশ কর সে অন্ধকারে রহিয়াছে, যাহার স্থান চৌকাঠে।

১৫। যাহারা আল্লাহর বাতুল, তাহারা সহস্র হইলেও তাহারা এক, যাহারা বাসনার তৃষ্ণার্ত, এক হইলেও তাহারা দুই।

১৬। যাও সিংহের বনানীতে এবং ক্ষতের ভাবনা করিও না, কেননা ভয় এবং ভাবনা এই সকল স্ত্রীলোকের কল্পনা।

১৭। যেখানে ক্ষত নাই, সকলই দয়া এবং প্রেম। কিন্তু তোমার ভাবনা কপাটের পিছনের কীলকের ন্যায়।

(১৮) دربیشه بزن آتش و خاموش کن ای دل
درکش تو زبان زانکه زبان تو زیانست

(১৬)

(১) بنمائی رخ که باغ و گلستانم آرزو ست
بگشای لب که قند فراوام آرزو ست

(২) ای آفتاب رخ بنمائی از نقاب ابر
کان چهره مشعشع تابانم آرزوست

(৩) بشنیدم ارهوائی تو آواز طبل باز
باز آمدم از که ساعد سلطانم آرزوست

(৪) گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو
آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست

(৫) و آن دفع گفتنت که برون شو بخانه نیست
وآن ناز و کبرو تندی دربانم آرزوست

(৬) ای باد خوش که از چمن دوست می وزی
بر من بوز که مژده ریحانم ارزوست

(৭) ان نان و آب چرخ چو سیلیست بی وفا
من ماهی نهنگم و عمانم ارزوست

(৮) یعقوب وار و اسفاها همی زنم
دیدار خوب یوسف کنعانم ارزوست

(৯) بلله که شهر بی تو مراحبس می شود
اوارگی کوه و بیابانم ارزوست

(১০) یک دست جام باده و یک دست زلف یار
رقصی چنین میانهٔ میدانم ارزوست

(১১) زین همرهان ست عناصر دلم گرفت
شیر خدا و رستم دستانم ارزوست

১৮। বনে অগ্নি প্রদান কর এবং চুপ করিয়া থাক, হে প্রাণ, জিহ্বাকে সম্বরণ কর, কেননা তোমার জিহ্বা অপকারী।

(১৬)

১। তোমার মুখ প্রদর্শন কর। কেননা আমি ফল বাগান এবং ফুল বাগান চাই, তোমার ওষ্ঠ খোল, কেননা আমি প্রচুর চিনি চাই।

২। হে সূর্য, দেখাও তোমার মুখ মেঘের অন্তরাল হইতে। কেননা আমি চাই উজ্জল জ্যোতির্ময় আনন।

৩। তোমার ভালবাসার নিবন্ধনে তোমার জন্য আমি 'বাজ' বাদ্যের শব্দ শুনিতেছি, কেননা সম্রাটের বাহুর প্রার্থনা করি।

৪। তুমি ছল করিয়া বলিলে, 'বিরক্ত করিও না, বেরোও' আমি তোমার ঐ কথার প্রার্থী 'আঃ আমাকে বিরক্ত করিও না।'

৫। এবং তোমার শেষকরণ 'চলিয়া যাও, সে গৃহে নাই' এবং দ্বারবানের বড় মানুষী দম্ভ এবং রূঢ়তা।

৬। ওগো মধুর মলয় বাতাস, বন্ধুর ফুল বাগান হইতে প্রবাহিত আমার উপরে প্রবাহিত হও, কেননা আমি 'রায়হান' (পারিজাত') পুষ্পের সুসংবাদ চাহি।

৭। ভাগ্যের অন্নজলে বিশ্বাসঘাতক বন্যার ন্যায়, আমি সুবৃহৎ মীন, ওমান সাগরের প্রার্থী।

৮। আমি ইয়াকুবের মত বিলাপ করিতেছি, আমি কেনানবাসী ইউসুফের সুন্দর মুখপ্রার্থী।

৯। আল্লাহর শপথ তোমা ব্যতিরেকে নগরী কারাগার, পর্বত এবং মরুভুমি পর্যটন করিতে চাই।

১০। একহস্তে মদের পেয়ালা, অপর হস্তে প্রিয়তমার অলকগুচ্ছ; এই প্রকার নৃত্য এই বাজারে আমার কামনা।

১১। আমার হৃদয় এই সকল দুর্বল চিত্ত শহর-বন্দর দ্বারা পীড়িত। আমি আল্লাহর সিংহ এবং জালের পুত্র রস্তমের প্রার্থনা করি।

(১২) در دست هر که هست ز خوبی قراضها ست
ان معدن ملاحت وان کانم ارزوست

(১৩) هر چند مفلس نپذیرم عقیق خرد
کان عقیق نادر ارزانم ارزوست

(১৪) زین خلق پر شکایت گریانم و ملول
ان هاى وهوى وزار اى مستانم ارزوست

(১৫) جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او
ان نور روى موسى عمرانم ارزوست

(১৬) گفتند یافت نیست بسى جسته ایم ما
چیزى که یافت مى نشود انم ارزوست

(১৭) گویا ترم زبلبل و اما ز رشک عام
مهریست بر زبانم و افغانم ارزوست

(১৮) دى شیخ با چراغ همى گشت گرد شهر
کز دیو ودد ملولم وانسانم و ارزوست

(১৯) خود کار من گذشت زهر از و ارزو
از کون و از مکان سوى ارکانم ارزوست

(২০) پنهان ز دیدها و همه دیدها ازو
ان آشکار صنعت پنهانم آرزوست

(২১) گوشم شنید قصهٔ ایمان و مست شد
گوقسم و جسم و صورت ایمانم آرزوت

(২২) من خود رباب عشقم ربابى است
و ست و کنار و نغمهٔ عثمانم ارزو ست

(২৩) میگوید آن رباب که هر دم زاشتیاق
ان لطفهاى رحمت رحمانم رزوست

১২। যাহা জীবনযুক্ত তাহাদের প্রত্যেকে সৌন্দর্যের স্ফুলিঙ্গের অধিকারী; আমি সেই হীরক খনি এক অনুপম সৌন্দর্যের ভাণ্ডারের প্রার্থী।

১৩। যদিচ আমি দেউলিয়া, ক্ষুদ্র 'আকীক' আমি গ্রহণ করিব না, আমার কামনা অমূল্য প্রোজ্জ্বল, আকীকের খনির বাসনা।

১৪। আমি লোকের বিষয়ে বিরক্ত, ক্রন্দনশীল এবং শ্রান্ত; আমার আকাঙ্ক্ষা মাতালদের ক্রন্দন।

১৫। আমার হৃদয় ফেরাউনের অত্যাচারে নিপীড়িত, আমার অভিলাষ ইমরানের পুত্র মুসার আননের ঔজ্জ্বল্য।

১৬। তাহারা বলিল, 'তাহাকে পাওয়া যাইবে না। আমরা বহু খুঁজিয়াছি।' যে জিনিস পাওয়া যাইবে না, তাহা আমার প্রার্থনা।

১৭। আমি বুলবুল অপেক্ষাও অধিকতর মুখর। কিন্তু ইতর শত্রুর জন্য আমার জিহ্বার উপর শিলমোহর রহিয়াছে, যদিও আমি গোঙ-রাইতে চাই।

১৮। গতকল্য আচার্য একটি প্রদীপ লইয়া নগরের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, চীৎকার করিতেছিলেন, 'আমি শয়তান এবং পশুর দ্বারা আমি শ্রান্ত, আমি মানুষ চাই।'

১৯। আমার অবস্থা সকল ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা অতিক্রম করিয়াছে, আমি স্থান ও অস্তিত্ব হইতে তত্ত্বে যাইতে যাই।

২০। সে আমাদের দৃষ্টি হইতে গুপ্ত এবং সমস্ত জিনিস তাহার নিকট হইতে গুপ্ত; আমি সেই গুপ্তজনকে যাহার কর্ম প্রকট—চাই।

২১। আমার কর্ণ বিশ্বাসের কথা শ্রবণ করিয়া প্রমত্ত হইয়াছিল, বল বিশ্বাসের অঙ্গ দেহ এবং আকৃতি আমার কামনা।

২২। আমি প্রেমের বীণা; প্রেম আমার বীণা; আমি ওসমানের হস্ত, বক্ষ এবং সঙ্গীতের প্রার্থী।

২৩। সেই বীণা বলিতেছে—'প্রতিমুহূর্ত প্রাণপণে দয়াময়ের দয়ার অনুগ্রহ কামনা করি।'

(২৪) ای مطرب ظریف تو باقی این غزل
زین سان همی شمار که ز بن سالم ارزوست
(২৫) بنمای شمس مفخر تبریز شرق عشق
من هدهدم حضور سلیمانم ارزوست

(১৭)

(১) من آن روز بودم که سما نبود
نشان از وجود مسما نبود
(২) زما شد مسما و اسما پدید
دران روز کانجا من و ما نبود
(৩) نشان گشت مظهر سر زلف یار
هنوز ان سر زلف زیبا نبود
(৪) چلیپا و نصرانیان سر بسر
بپیودم اندر چلیپا نبود
(৫) به بتخانه رفتم بدیدم نهن
درو هیچ رنگی هویدا نبود
(৬) بکوه هرا رفتم و قندهار
بدیدم دران زیر و بالا نبود
(৭) بعمدا شدم بر سر کوه قاف
دران جای جز جای عنقا نبود
(৮) بکعبه کشیدم عنان طلب
دران مقصد پیر و برنا نبود
(৯) بپرسیدم از ابن سیناش حال
بر اندازه این سینا نبود
(১০) سوی منظر قاب قوسین شدم
دران بارگاه معلا نبود

২৪। ওগো চতুর চারণ, এই ভাবে এই গানের অবশিষ্টাংশ কর ; কেননা এই ভাবে আমার কামনা।

২৫। দেখাও, সূর্য, যাহা তেব্রিজের গৌরব। প্রেমের সূর্যোদয় আমি হুদ, সুলেমানের উপস্থিতি আমার বাসনা।

(১৭)

১। আমি সেইদিন ছিলাম, যেদিন নাম ছিল না, কিংবা জীবনের কোন চিহ্ন ছিল না যাহার নাম ছিল।

২। আমার দ্বারা নাম এবং নামীয় জিনিসের প্রকাশ হইয়াছে সেই দিবসে যখন 'আমি' এবং আমরা ছিল না।

৩। একটি চিহ্নের জন্য প্রিয়তমের কেশগুচ্ছ ঐশীবাণীর কেন্দ্র ছিল ; তথাপি সেই সুন্দর কেশগুচ্ছ ছিল না।

৪। ক্রুশ এবং খ্রীস্টানদের আগা-গোড়া আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি ক্রুশের উপর ছিলেন না।

৫। আমি মূর্তি মন্দিরে গিয়াছিলাম, প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরেও কোন চিহ্নই তথা দৃষ্ট হইল না।

৬। আমি হীরা ও কান্দাহারের পর্বতসমূহে গিয়াছিলাম, আমি দেখিলাম, তিনি পর্বতে এবং সমতলে নাই।

৭। দৃঢ়সংকল্প লইয়া কুকাফের চূড়ায় গিয়াছিলাম। সেই স্থানে কেবল আনবা পাখীর বাসা রহিয়াছে।

৮। আমি অনুসন্ধানের রশ্মি কাবাভিমুখে করিলাম। তিনি সেই যুবক ও বৃদ্ধের আশ্রয় স্থলে নাই।

৯। আমি ইবনে সিনাকে তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম তিনি ইবনে সিনার বোধের মধ্যে নাই।

১০। আমি 'দুই ধনুকের দূরত্বের' ঘটনাস্থলে গিয়াছিলাম তিনি মহিমান্বিত সভায় ছিলেন না।

(১১) نگه کردم اندر دل خویشتن
دران جاش دیدم دیگر جا نبود

(১২) بجز شمس تبریز پاکیزه جان
کسی مست و مخمور و شیدا نبود

(১৮)

(১) جان پیش تو هر ساعت می ریزد و می روید
وز بهر یکی جان کس چون باتو سخن گوید

(২) هر جای نهی پای از خاک بروید سر
از بهر یکی سر کس دست از تو کجا شوید

(৩) روزی که بپرد جان از لذت بوی تو
جان داند و جان داند کز دوست چه می بوید

(৪) یکدم که خمار تو از مغز شود کمتر
صد نوحه برآرد سر هر موی همی مؤید

(৫) من خانه تهی کردم کز رخت بپردازم
می کاهم تا عشقت افزاید و فزوید

(৬) از بهر چنین سودی جان باختن اولی تر
خامش که همان ارزد ای خواجه که می جوید

(৯) جانم زهی عشقت شمس الحق تبریزی
بی پائی چو کشتیها در بحر همی پوید

(১৯)

(১) بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد
وز چرخ بزیر آمد و برما نگران شد

১১। আমি আমার অন্তরে লক্ষ্য করিলাম, তাঁহাকে তথায় দেখিলাম তিনি অন্য কোথায়ও নাই।

১২। শুদ্ধচিত্ত শামসে তেব্রিজ ব্যতিরেকে অপর কেহ মাতাল, উন্মত্ত এবং বেহুশ হন নাই।

(১৮)

১। তোমার সম্মুখে আত্মা প্রতি ঘণ্টায় হ্রাস এবং বৃদ্ধি হইতেছে এবং একজনের আত্মার জন্য তোমার নিকট কি প্রকারে ওকালতী করিবে।

২। যেখানেই তুমি পদ স্থাপন কর। মাটির নীচে হইতে একটি মাথা বাহিরিয়া আসে; একটি মস্তকের জন্য কেন তোমার সঙ্গে কেহ সম্পর্ক ছিন্ন করিবে।

৩। যে দিন আত্মা তোমার সুঘ্রাণের দ্বারা বিমোহিত হইয়া যাত্রা করে, আত্মা জানে, প্রিয়তমের কি সৌগন্ধ।

৪। যেই মাত্র তোমার ধূম মস্তিষ্ক হইতে চলিয়া যায় মস্তক শত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে, প্রত্যেক কেশ বিলাপ করে।

৫। আমি গৃহ খালি করিয়াছি, আসবাবপত্র দূরে সরাইতে; আমি হ্রাস পাইতেছি, যেন তোমার প্রেমের বৃদ্ধি ও প্রবল হইতে পারে।

৬। তাদৃশ মহতী লাভের সম্ভাবনায় আত্মা বাজী রাখা উত্তম; চুপ কর; কেননা, হে প্রভু ইহার উপযুক্ত যাহা সন্ধান করা যাইতেছে।

৭। আমার আত্মা তোমার প্রেমানুসরণে।। হে শামসুল হক তেব্রিজী সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছে, পদহীন হওয়া সত্ত্বেও জাহাজের ন্যায়।

(১৯)

১। প্রভাত কালে একটি চন্দ্র আকাশে দৃষ্ট হইল, আকাশ হইতে নামিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

(২) چون باز که بر پاید مرغ بگه صید
بر بود مرا ان مه وبر چرخ روان شد

(৩) در خود چو نظر کردم خودرا بندیدم
زیراکه در ان مه تنم از لطف چون جان شد

(৪) در جان چو سفر کردم جز ماه ندیدم
تاسر تجلی ازل جمله بیان شد

(৫) نه چرخ فلک جمله در ان ماه فرو شد
کشتی وجودم همه در بحر نهان شد

(৬) آن بحر بزد موج و خرد باز بر امد
وآوازه در افکند چنین گشت و چنان شد

(৭) ان بحر کفی کرد بهر پاره از آن کف
نقشی زفلان آمد و جسمی ز فلان شد

(৮) هر پاره کف جسم کزان بحر نشان یافت
در حال گدازید و درین بحر روان شد

(৯) بی دولت مخدومی شمس الحق تبریز
نی ماه توان دیدن نی بحر توان شد

(১০)

(১) بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد
ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد

(২) چه نقشها که ببازد چه حیلها که بسازد
بنقش حاضر باشد زراه جان بگریزد

২। যেমন একটি বাজপাখী শিকার সময়ে একটি পাখীর প্রতি ছোঁ মারে সেই চন্দ্র আমাকে ছোঁ মারিয়া লইল এবং আকাশপথে যাত্রা করিল।

৩। যখন নিজের দিকে দৃষ্টি করিলাম আর আমার নিজেকে দেখিতে পাইলাম না, কেননা সেই চন্দ্রের মধ্যে, আমার দেহ লাবণ্যে আত্মার মত হইল।

৪। যখন আমি আত্মার মধ্যে ভ্রমণ করিলাম সেই চন্দ্র ব্যতিরেকে কিছুই দেখিলাম না, যে পর্যন্ত না চিরন্তন জ্যোতিস্বরূপ আমার নিকট প্রকট হইল।

৫। আকাশের নবগ্রহ সেই চন্দ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল, আমার জীবন তরী সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত হইল।

৬। সমুদ্র তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং পুনর্বার প্রভা দেখা গেল এবং একটি শব্দ শ্রুত হইল ; সুতরাং ইহা ঘটিল ; এবং এইরূপে পড়িল।

৭। সমুদ্রে ফেনা হইল, এবং প্রতি ফেন-চূর্ণে কিছু মূর্তি দেখা গেল এবং কিছু রূপ পরিগ্রহ করিল।

৮। দেহের প্রতি ফেন-চূর্ণে যাহা সমুদ্র হইতে চিহ্ন পাইয়াছিল তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল এবং সেই সমুদ্রে প্রাণে পরিণত হইল।

৯। শামস্থল হক তেব্রিজের প্রভুত্ব শক্তি ব্যতিরেকে কেহ চন্দ্র দেখিতে পারে না, কিংবা সমুদ্র হইতে পারে না।

(২০)

১। তাঁহার অনুগ্রহের বসন প্রান্ত ধর, কেননা সে সহসা পলাইয়া যাইবে। তীরের ন্যায় তাঁহাকে ধরিও না কেন না সে ধনুক হইতে পলাইয়া যাইবে।

২। কত মন ভুলানো মূর্তি সে গ্রহণ করে, কত ছল সে আবিষ্কার করে। যদি সে মূর্তিতে প্রকাশ হয়, তবে সে আত্মা পলাইয়া যায়।

(৩) در آسمانش بجوئی چوه مه درآب بتابد
در آب چونکه در آئی باسمان بگریزد

(৪) زلامکانش بجوئی نشان دهد بمکانت
چو در مکانش بجوئی بلامکان بگریزد

(৫) چو تیر می برود از چو مرغ کمانت
یقین بدان که یقین وار از گمان بگریزد

(৬) از این و آن بگریزم ز ترس نی ز ملولی
که آن نگار لطیفم از این و ان بگریزد

(৭) گریز پای چو با دم ز عشقِ گل چو صباام
گای ز بیم خزالی ز بوستان بگریزد

(৮) چنان گریزد نامش چو قصد گفتن بیند
که گفت نیز نتابی که آن فلان بگریزد

(৯) چنان گریزد از تو که گر نویسی نقشش
ز لوح نقش بپرود ز دل نشان بگریزد

(২১)

(১) بتی کو زهره ومه را همه شب شیوه اموزد
دو چشم او بجا دوئی دو چشم چرخ بر دوزد

(২) شما دلها نگه دارید من بارے مسلمانان
چنان آمیختم با او که دل بامن نیامیزد

(৩) نخست از عشق اوزادم باخر دل بد و دادم
جو میوه زاید از شاخی بدان شاخ اندر او بزد

৩। যদি আকাশে সন্ধান কর তবে সে জলের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় কিরণ বিকিরণ করে। যখন তুমি জলের নিকট আসিবে, সে আকাশে পলাইয়া যাইবে। যদি তুমি তাহাকে শূন্যে (লামাকানে) খোঁজ, তবে তাহাকে স্থানে পাইবে।

৪। যখন তুমি তাহাকে স্থলে খুঁজিবে, তখন সে শূন্যে (লামাকানে) পলাইয়া যাইবে।

৫। তীর যেমন ধনুক হইতে বেগে বাহির হয়, তোমার কল্পনার পক্ষীর ন্যায়; তেমনি জানিও সত্য নিশ্চয়ই অবাস্তব হইতে পলাইয়া যাইবে।

৬। আমি ইহা ও উহা হইতে পলাইয়া যাইব শ্রান্তির জন্য নহে। পরন্ত ভয়ের জন্য সে সুন্দর ইহা এবং উহা হইতে পলাইয়া যাইবে।

৭। আমি বায়ুর ন্যায় পলায়নশীল। প্রেমের গোলাপ পুষ্প হইতে আমি মলয় বাতাসের ন্যায়, গোলাপফুল হেমন্তের ভয়ে বাগান হইতে পলাইবে।

৮। তাঁহার নাম পলাইয়া যাইবে। যখন ইহা দেখিবে যে কথা বলার চেষ্টা হইতেছে; যেন তুমি বলিবার সুযোগও না পাও, 'অমুক পলাইয়া গেল।'

৯। সে তোমার নিকট হইতে পলাইয়া যাইবে, যদি তুমি তাহার চিত্র অঙ্কন কর। চিত্র ক্যানভাস হইতে পলাইয়া যাইবে, চিত্ত হইতে চিহ্ন মুছিয়া যাইবে।

(২১)

১। সৌন্দর্য পুত্তলী যাহা সারা রজনী জোহরা এবং চন্দ্রকে প্রেমছল শিখায়, যাহার দুই চক্ষুর বাহু দ্বারা স্বর্গের দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

২। তোমাদের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমি তা' যাহা ঘটুক হে মুসলিম, তাহার সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া রহিয়াছি যে কোন হৃদয়ই আমার সহিত মিশিয়া যা হয় নাই।

৩। আমি প্রথমে তাহার প্রেম হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছি। আমি অবশেষে তাহাকে আমার হৃদয় দান করিয়াছিলাম।

(৪) سر زلفش همی گوید هلا روبر رسن بازی
رخ شمعش همی گوید کجا پروانه تا سوزد

(৫) برای آن رسن بازی دلا زو باش چنبر شو
در افکن خویش براتش چو شمع او بر افروزد

(৬) چو ذوق سوختن دیدی دگر لشکیبی از اتش
اگر اب حیات اید ترا از اتش نیفگیزد

(২২)

(১) گفت کسی خواجه سنائی بمرد
مرگ چنین خوجه نه کار یست خرد

(২) کاه نبود او که ببادی پرید
اب نبود او که بسرما فشرد

(৩) شانه نبود او که بموئی شکست
دانه نبود او که زمینش فسرد

(৪) گنج زری بود درین خاکدان
کو دو جهان را بجوی می شمرد

(৫) قالب خاکی سوی خاکی فگند
جان و خرد سوی سموات برد

(৬) صاف بر آمیخته بادرد دمی
بر سر خم رفت و جدا گشت درد

(৭) جان دوم را که ندانند خلق
و الله گویم که بجانان سپرد

(৮) در سفر افتند بهم آے عزیز
مروزی و رازی و رومی و کرد

(৯) خانهٔ خود باز رود هریکی
اطلس کی باشد همتای مرد

৪। তাহার কেশদামের অগ্রভাগ বলিতেছে, 'ওগো তুমি রজ্জু নৃত্য করিতে থাক'— তাহার গণ্ড প্রদীপ বলিতেছে 'কোথায় পতঙ্গ যে পুড়িবে।'

৫। সেই রজ্জুর উপর রজ্জু নৃত্যের জন্য, হে হৃদয়, সত্যের হও। বলয় হও; নিজেকে শিখায় নিক্ষেপ কর। যখন তাহার প্রদীপ প্রোজ্জ্বল হয়।

৬। তখন তুমি পুত্তলির আনন্দ অবগত হইবে, তখন শিখা ব্যতিরেকে অপর কিছু সহ্য করিবে না। যদি জীবনামৃত তোমার নিকট আসে, ইহা তোমার শিখা হইতে সরাইবে না।

(২২)

১। জনৈক ব্যক্তি বলিল, 'উস্তাদ সানায়ী মরিয়াছেন', এই প্রকার উস্তাদের মৃত্যু সামান্য ব্যাপার নহে।

২। তিনি খড়—কুটা ছিলেন না যে বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেন, তিনি জল ছিলেন না যে শীতে জমিয়া যাইবেন।

৩। তিনি চিরুণী ছিলেন না যে, একটি চুলে ভাঙ্গিয়া যাইবেন। তিনি বীজ ছিলেন যে রাঙা মাটি নষ্ট করিয়া ফেলিবেন।

৪। তিনি স্বর্ণভাণ্ডার ছিলেন এই আবর্জনা স্থানে। তিনি দুইটি জগতকে যবদানার তুল্য মনে করিতেন।

৫। মাটির আকৃতি মাটিতে নিক্ষেপ করিলেন, আত্মা ও জ্ঞান লইয়া তিনি স্বর্গে উড়িলেন।

৬। খাঁটী মৃতসঞ্জীবনী মদের গাঁদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভাঁড়ের মুখের উপর আসিল এবং গাঁদ বিচ্ছিন্ন হইল।

৭। দ্বিতীয় আত্মা যাহা ইতরেরা জানে না। আল্লাহর কসম তিনি প্রিয়তমের নিকট সপ্ন সমর্পণ করিলেন।

৮। সেই প্রবাসে, হে প্রিয়বন্ধু সাক্ষাৎকার ঘটিল, মার্ভ এবং রায়ের অধিবাসী, রুমী এবং কুর্দীর।

৯। প্রত্যেকে তাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। একজন বৃদ্ধ কি প্রকারে যুবকদের সঙ্গী হইবে।

(১০) خامش کن چون نقط ایرا ملک
نام تو از دفتر گفتن سترد

(২৩)

(১) لطفی نماند کان صنم خوش لقا نکرد
مارا چه جرم گر کرمش باشما نکرد
(২) تشنیع می زنی که جفا کرد ان نگار
خوبی که دید در دو جهان که جفا نکرد
(৩) عشقش شکر نیست اگر او شکر نداد
حسنش همه وفاست اگر او وفا نکرد
(৪) بنمائی خانه که ازو نیست پر چراغ
بنمای صفه که رخش پر صفا نکرد
(৫) چون روح در نظاره فنا گشت این بگفت
نظاره جمال خدا جز خدا نکرد
(৬) این چشم و آن چراغ دو نور ند هریکی
چون این بهم رسید کسی شان جدا نکرد
(৭) هرایک ازین مثال یانست و مغلطه
حق جز بر شکل نور رخش والضحی نکرد
(৮) خیاط روزگار ببالائی هیچ کس
پیر اهنی ندوخت که اورا قبا نکرد
(৯) خورشید رومی مفخر افاق شمس دین
بر فانئی نتافت که اورا بقا نکرد

(২৪)

(১) بروز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا دل درین جهان باشد

১০। কম্পাসের বিন্দুর ন্যায় চুপ থাক, কেন রাজা তোমার নাম ৰসনের দফতর হইতে মুছিয়া দিয়াছেন।

(২৩)

১। এমন অনুগ্রহ ছিল না, যাহা সেই চন্দ্রানন দান করেন নাই। আমাদের কি দোষ যদি তাঁহার অনুগ্রহ হইতে তুমি বঞ্চিত হও।

২। তুমি কুৎসা করিতেছ, কেন না, সেই যাদুকর তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছে, এই দুই জগতে সুন্দরকে কে দেখিয়াছে যে অত্যাচার করে নাই।

৩। তাঁহার প্রেম ইক্ষুদণ্ড, যদিচ তাঁহাকে চিনি নাই; তাঁহার সৌন্দর্য পূর্ণ বিশ্বাস, যদি তাঁহার বিশ্বাস নাই।

৪। একটি গৃহ প্রদর্শন কর, যাহা তাঁহার প্রদীপে আলোকিত নয়, একটি বারান্দা প্রদর্শন কর, তাঁহার আনন সৌন্দর্যে পূর্ণ করে নাই।

৫। যখন প্রাণ চিন্তায় নিমজ্জিত হইল, তখন ইহা বলিল আল্লাহর ব্যতিরেকে কেহ আল্লাহর সৌন্দর্য সম্বন্ধে চিন্তা করে নাই।

৬। এই চক্ষু এবং প্রদীপ দুইটি আলো, প্রত্যেক পৃথক যখন তাহারা একত্রে আসিল, কেহ পার্থক্য করিতে পারিল না।

৭। এই উপমার প্রত্যেকটি টীকা এবং ভুল; আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করিলেন, 'প্রভাত ঔজ্জ্বল্যের শপথ' তাহার আননের আলোকের ঈর্ষায়।

৮। অদৃষ্ট দর্জী কখনও কাহারও মাপানুযায়ী জামা তৈয়ারী করে নাই, কিন্তু ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছে।

৯। শামসুদ্দীনের আননের সৌন্দর্য, দিকচক্রবালের গৌরব, কোন নশ্বর সামগ্রীর উপর আলো দান করেন নাই, যাহাকে তিনি অবিনশ্বর করিয়াছেন।

(২৪)

১। যখন মৃত্যুর দিনে আমায় খাটুলীতে করিয়া লইয়া যাইবে, ভাবিও না যে আমায় হৃদয় এই পৃথিবীতে রহিয়াছে।

(২) برائی من مگری و مگو دریغ دریغ ،
بدام دیو در افتی دریغ آن باشد

(৩) جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد

(৪) مرا بگور سپاری مگو وداع وداع
که گور پرده جمعیت جنان باشد

(৫) فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر
غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد

(৬) ترا غروب نماید ولی شروق بود
لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد

(৭) کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست
چرا بدانهٔ انسانت این گمان باشد

(৮) کدام دلو فروشد که پر برون نامد
ز چاه یوسف جانرا چرا فغان باشد

(৯) دهان ببند ازین سو و زان طرف بگشای
که های و هوی تو درجولا مکان باشد

(২৫)

(১) ببین نگر که توئی مؤنس من اندر گور
در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور

(২) سلام من شنوی در لحد خبر شودت
که هیچ وقت نبودی زچشم من مستور

(৩) منم چو عقل و خرد در درون سینهٔ تو
بوقت لذت و شادی بوقت رنج و ضرور

২। আমার জন্য ক্রন্দন করিও না, এবং বিলাপ করিয়া বলিও না 'আহা, আহা, তুমি শয়তানের জালে নিপতিত হইবে (অর্থাৎ দুঃখে)।

৩। যখন আমার জানাযা দেখিবে, তখন বলিও না 'বিদীর্ণ হইয়াছে', সব সময় আমার মিলন ও সাক্ষাৎ হইবে।

৪। যখন আমাকে কবরে রাখিবে, তখন বলিও না 'বিদায়' 'বিদায়,' কেননা কবর হইতেছে একটি পর্দা যাহা স্বর্গ সম্মিলন অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে।

৫। যখন অবতরণ দেখিলে, পুনরুত্থান কর। চন্দ্র ও সূর্যের অস্তগমন ক্ষতিজনক হইবে।

৬। তোমার নিকট ইহা অস্ত বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু ইহা উদয়; কবর যদিচ কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হয় তথাপি ইহা আত্মার মুক্তি।

৭। কোন বীজ মাটির নিম্নে উপ্ত হইলে পরে অঙ্কুরিত হয় নাই? কেন তোমার এই সন্দেহ মানুষের বেলায়।

৮। বালতি নীচে যাইয়া জলপুর্ণ হইয়া আসে নাই? আত্মার ইউসুফ কেন কূপের দুঃখ বরণ করিতেছে?

৯। তোমার মুখ এই দিকে বন্ধ কর, অপর দিকে খোল, তোমার বিজয় গীতি স্থানশূন্য বাতাসে নীত হইবে।

(২৫)

১। আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, কেননা তুমি আমার গোরের সঙ্গী, সেই রজনীতে যখন তুমি দোকান এবং বাসস্থান অতিক্রম করিয়া যাইবে।

২। তুমি কবরের মধ্যে আমার অভিবাদন শুনিতে পাইবে ইহা তুমি জানিতে পারিবে যে তুমি আমার চক্ষু হইতে কখনও লুক্কায়িত ছিলে না।

৩। আমি তোমার বক্ষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান, আনন্দ ও আহ্লাদের সময়, দুঃখ এবং বিপদের সময়।

(৪) شب غریب چو آواز آشنا شنوی
رهی ز ضربت مار و جهی ز وحشت مور

(৫) خمار عشق در آرد بگور تو تحفه
شراب و شاهد و شمع و کباب و نقل بخور

(৬) در آن زمان که چراغ خرد بگیرانند
چه هائی هو که بر آید ز مردگان قبور

(৭) زهای و هوی شود خیره خاك گورستان
زبانگ طبل قیامت ز طمطراق نشور

(৮) کفن دریده گرفته دو گوش خود از بیم
دماغ و گوش چه باشد به پیش نفخهٔ صور

(৯) تو چشم خویش نگه دار تا غلط نکنی
که تایکی بودت عین ناظر و منظور

(১০) بهر طرف نگری صورت مرا بینی
اگر بخود نگری یا بسوی آن شر و شور

(১১) ز احولے بگریز و دو چشم نیکو کن
که چشم بد بود آن لحظه از جمالم دور

(১২) بصورت بشرم هان و هان و غلط نکنی
که روح سخت لطیفست و عشق سخت غیور

(১৩) چه جای صورت اگر خود نمد شود صد تو
شعاع آینه جان عالم آورد بظهور

(১৪) بجای لقمه و پول ار خدا جستندی
نشسته بر لب خندق ندیدی یک کور

(১৫) بشهر ما او چو غماز خانه بکشادی
دهان ببسته و غماز باش همچون نور

৪। ওগো, অপরিচিত রজনী যখন তুমি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিবে, বিষধর সর্পের দংশন হইতে বাঁচিলে, পিপীলিকার ভয় হইতে বাঁচিলে।

৫। প্রেমের প্রমত্ততা তোমার, প্রদীপ, কাবাব, মিষ্ট সামগ্রী এবং ধূপধুনা।

৬। সেই সময় যখন জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জলিত হইবে, কি জয়োল্লাস উত্থিত হইবে, কবরের মৃত লোকদিগের মধ্যে হইতে।

৭। তাহাদের চীৎকারে গোরস্তানের মাটি হতবুদ্ধি হইয়া যাইবে। কিয়ামতের শিঙ্গার ধ্বনির দ্বারা, মৃত অবস্থা হইতে উত্থানের জাঁক-জমকের দ্বারা।

৮। তাহাদের কাফন ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, ভয়ে তাহাদের দুই কর্ণ শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিবে. তূর্য নিনাদের নিকট মস্তিক এবং কর্ণ কি?

৯। নিজের চক্ষুর দিকে দৃষ্টি রাখ, যেন তুমি ভুল না কর। যেন তোমার নিকট দ্রষ্টা এবং দৃষ্টের অস্তিত্ব এক হইতে পারে।

১০। যে দিকেই তুমি দৃষ্টিপাত কর না কেন, আমার মূর্তি তুমি দেখিবে। নিজের দিকে দৃষ্টি কর কিংবা সেই জনতা ধ্বনির দিকে।

১১। ভ্রান্ত দৃষ্টি পরিহার কর। স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে নিয়োগ কর কেননা সেই মুহূর্তে দুষ্ট চক্ষু আমার সৌন্দর্য হইতে বহুদূরে রহিবে।

১২। ওগো সতর্ক হও, যেন তুমি মানব মূর্তিতে ভুল না কর। কেননা আত্মা অতীব সূক্ষ্ম এবং প্রেম-ঈর্ষা-পূর্ণ।

১৩। রূপের কোথায় স্থান যদি শত পরতের হয় বস্ত্র? আত্মার আয়নার রশ্মিমালা জগতকে প্রকাশ করিল।

১৪। যদি তাহারা এক গ্রাস অন্ন এবং কড়ির পরিবর্তে আল্লার সন্ধান করিতে, তুমি একজন অন্ধকে গর্তের ধারে উপবিষ্ট দেখিতে না।

১৫। যখন তুমি আঁধারে নগরীতে প্রেম দৃষ্টির বিপণি খুলিয়াছে, প্রেম-দৃষ্টি বিকিকিনি কর, আলোয় মত্ত বদ্ধওষ্ঠ যুক্ত হইয়া।

(১৬) خموش کردم و از غیر اهل بنهفتم
خود آهل جمله توئی راز شد ز من مستور

(১৭) بیا بجالب مشرق چو شمس تبریزی
ببین تو کو کبه فتح ورایت منصور

(২৬)

(১) از کنار خویش یابم هر دمی من بوی یار
چون نگیرم خویشتن را هر شبی اندر کنار

(২) دوش باغ عشق بودم آین هوس بر سردوید
مهر او از دیده سر بر زد روان شد جویبار

(৩) هر گل خندان که روید از لب خندان او
رسته بود از خار هستی جسته بوداز ذوالفقار

(৪) هر درختی و گیاهی درچمن رقصان شده
لیک اندر چشم عامه بسته بود و بر قرار

(৫) ناگهان اندر رسید از یک طرف آن سر و ما
تا که بخود گشت باغ ودست بر هم زد چنار

(৬) رو چو اتش می چو اتش عشق اتش هر سه خوش
جان ز اتشها ی برهم در فغان این القرار

(৭) در جهان و حدت شه ین عددرا گنج نیست
وین عدد هست از ضرورت در جهان پنج و چار

(৮) صد هزاران سیب شیرین بشمری در دست خویش
گریکی خواهی که گردد جمله را درهم فشار

(৯) بی شمار حرفها این نطق در دل بین که چیست
ساده رنگی هست شکلی امده از اصل کار

(১০) شمس تبریز نشته شاهوار و پیش او
شعر من صفها زده چون بندگان اختیار

১৬। চুপ করিলাম অনুপযুক্তের নিকট হইতে গোপন করিলাম তুমিই মাত্র উপযুক্ত। রহস্য আবার গুপ্ত অনুদঘাটিত রহিল।

১৭। একা তেব্রিজের সূর্যের ন্যায় পূর্ব দিক হইতে বিজয়ের তারকা এবং বিজয়ীর ধ্বজা দর্শন কর।

(২৬)

১। নিজের বক্ষদেশ হইতে নিরন্তর প্রিয়তমের মধুর সুঘ্রাণ পাইতেছি কেন প্রতি রজনী আমার নিজেকে বক্ষে গ্রহণ করিব না?

২। কাল আমি প্রেমের বাগানে ছিলাম এই কামনা আমার মস্তকে প্রবেশ করিল; তাহার সূর্য আমার চক্ষু হইতে জন্ম নিল, (অশ্রু) নদী প্রবাহিত হইল।

৩। প্রত্যেক প্রফুল্লিত গোলাপ যাহা তাহার হাসির ওষ্ঠ হইতে জন্মায়, সত্তার কণ্টকের হাত লইতে পারিয়াছে। জুলফিকরকে এড়াইয়াছে।

৪। প্রতি বৃক্ষ এবং তৃণ মাঠে নৃত্য করে। কিন্তু ইতর জনের বক্ষে তাহা আবদ্ধ এবং স্থির।

৫। অকস্মাৎ একদিকে আবার দেবদার (=প্রিয়া) দেখা দিল যেন বাগান অসম্বৃৎ হইল এবং (শাল) বৃক্ষ হাততালি দিল।

৬। আনন অগ্নিতুল্য, শরাব অগ্নিতুল্য, প্রেম অগ্নিযুক্ত, তিনটিই আনন্দযুক্ত। আত্মা মিশ্রিত অগ্নির হেতু। 'কোথায় পালাইব' বলিয়া বিলাপ করিতেছি।

৭। খোদায়ী একত্বের জগতে বহুবচনের কোন স্থান নেই; কিন্তু বহুবচন পাঁচ এবং চারের জগতে নিশ্চয়ই রহিয়াছে।

৮। তোমার হস্তে সাত আপেল গণনা করা যাইতে পারে, যদি তুমি তাহাদিগকে একে পরিণত করিতে চাও, তবে সকলগুলিকে একত্রে চূর্ণ কর।

৯। লক্ষ্য কর অধরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, হৃদয়ের ভাষ্য কি? শুভ্রবর্ণ কর্মোৎসাহ হইতে প্রাপ্ত।

১০। শামস-ই-তেব্রিজ রাজ সমারোহে উপবিষ্ট এবং তাঁহার সমীপে আমার কবিতারাজি অনুগত্য ভৃতের মত।

(২৭)

(১) درخت اگر متحرک بدی بپا و بپر
نه رنج اره کشیدی نه زخمهای تبر
(২) ور آفتاب نرفتی بپر و پا هر شب
جهان چگونه منور شدی بگاه سحر
(৩) وز آب تلخ نرفتی ز بحر سوی افق
کجا حیات گلستان شدی بسیل و مطر
(৪) چو قطره از وطن خویش رفت وباز آمد
مصادف صدفی گشت وشد یکی گوهر
(৫) نه یوسفی بسفر رفت از پدر گریان
نه در سفر بسعادت رسید و ملک و ظفر
(৬) نه مصطفی بسفر رفت جانب یثرب
بیافت سلطنت و گشت شاه صد کشور
(৭) و گر تو پائی نداری سفر گزین در خویش
چو کان لعل پذیرا شو از شعاع اثر
(৮) ز خویشتن سفری کن بخویش ای خواجه
که از چنین سفری گشت خاک معدن زر
(৯) ز تلخی و ترشی رو بسوی شیرنی
چنانک رست ز تلخی هزار گونه ثمر
(১০) ز شمس مفخر تبریز این عجائب بین
از آنکه هرشجر از نور شمس یابد فر

(২৮)

(১) بانگ زدن نیم شبن کیست درین خانهٔ دل
گفت منم کزرخ من شد مه و خرشید خجل

(২৭)

১। যদি বৃক্ষ পদদ্বারা চলিতে এবং ডানা দ্বারা উড়িতে পারিত, তাহা হইলে ইহা কখনো করাতের কষ্ট বা কুঠারের আঘাত সহ্য করিত না।

২। যদি সূর্য প্রতি রজনীতে পদ এবং পাখা দ্বারা পরিচালিত না হইত, তবে পৃথিবী কি প্রকারে প্রভাত বেলা আলোকিত হইত।

৩। যদি সমুদ্রের লোনা জল আকাশে না যাইত তবে কি প্রকারে নদী এবং বৃষ্টির জল আপনাকে সজীব করিত?

৪। যখন কিছু স্বীয় স্বদেশ হইতে প্রবাসী হইল এবং প্রত্যাবৃত্ত হইল, তখন শুক্তির বুকে মুক্তা হইল।

৫। ইউসুফ কি তাঁহার পিতার নিকট হইতে কাঁদিতে বিদেশে গিয়াছিলেন না? তিনি কি প্রবাস হইতে ফিরিবার সময় সৌভাগ্যবাহ্ন জয়মাল্য পরিয়াছিলেন?

৬। মোস্তফা কি মদীনার দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন না? রাজদণ্ড এবং শত রাজ্যের প্রভু হইয়াছিলেন।

৭। যদিচ তোমার পদ নাই পর্যটন করিয়া যাইবার মনিখনির ন্যায় সূর্যরশ্মি হইতে চিহ্ন গ্রহণ কর।

৮। নিজের মধ্য হইতে নিজের মধ্যে যাত্রা কর। হে প্রভু! কেমন অনুরূপ পর্যটন দ্বারা পৃথিবী স্বর্ণখনিতে পরিণত হয়?

৯। তিক্ততা এবং অম্লতা পরিশেষে মিষ্টতায় পরিণত হয়, যেমন বিস্বাদ মাটিতে সহস্র রকমের ফল জন্মে।

১০। তেব্রিজের গৌরব সূর্যের নিকট হইতে লক্ষ্য কর এই সহস্র অলৌকিক কর্ম। কেননা প্রত্যেক বৃক্ষ সৌন্দর্য লাভ করে সূর্যের কিরণ দ্বারা।

(২৮)

১। আমি নিশীথ রাত্রিতে চীৎকার করিয়া বলিলাম 'হৃদয় গৃহে কে রহিয়াছে?' সে বলিল 'আমি সেই যাহার আনন দ্বারা চন্দ্র এবং সূর্য লজ্জিত।'

(২) گفت که این خانهٔ دل پر همه نقشست چرا
گفتم کین عکس تواست ای رخ تو شمع چگل

(৩) گفت که این نقش دگر چیست پر از خون جگر
گفتم کین نقش من خسته دل وپای بگل

(৪) بستم من گردن جان بردم پیشش بنشان
مجرم عشقست مکن مجرم خود را تو بحل

(৫) داد سر رشته بمن رشتهٔ پر فتنه وفن
گفت بکش تا بکشم هم بکش و هم مگسل

(৬) تافت از آن خرگه جان صورت ترکم به از آن
دست ببر دم سوی او دست مرا زو که بهل

(৭) گفتم تو همچو فلان ترش شدی گفت بدان
من ترش مصلحتم نه ترش کینه و غل

(৮) هر که در اید که منم بر سرشاخش بزنم
کین حرم عشق بود آے حیوان نیست اغل

(৯) هست صلاح دل و دید صورت ان ترک یقین
چشم فر و مال و ببین صورت دل صورت دل

(২৯)

(১) چگرنه بر نپرد جان چون از جناب جلال
خطاب لطف چون شکر بجان رسد که تعال

২। সে বলিল, 'এই হৃদয় গৃহ কেন নানা মূর্তি দ্বারা পূর্ণ হয়।' আমি বলিলাম, 'ইহা আমার মূর্তি হৃদয় পীড়িত এবং পথ কর্দম নিমজ্জিত।'

৩। সে বলিল, 'আমার হৃদয়ের রক্তে রঙ্গীন অপর মূর্তিটি কি?' আমি বলিলাম, 'ইহা আমার মূর্তি হৃদয় পীড়িত এবং পথ কর্দম নিমজ্জিত।'

৪। আমার আত্মার স্কন্ধ বাধিয়া তাহার নিকট উপঢৌকন স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছে। ইহার প্রেমের সঙ্গী অন্তরঙ্গজন। নিজের অন্তরঙ্গজনকে উৎসর্গ করিও না।

৫। তিনি আমাকে সূতার এক অংশ দিয়া তোলেন। ইহা একটি সূতা যাহা বিপদ এবং চাতুরীপূর্ণ। সে বলিল টান যেন আমি টানিতে পারি এবং টানিবার সময় যেন ভাঙ্গিয়া না ফেল।

৬। আত্মার পট্টাবাস হইতে আমার প্রিয়তমের মূর্তি অধিকতর মনোহর হইয়া প্রকাশিত হইল; আমার হাত তাহার দিকে প্রসারিত করিলাম 'যেতে দাও' বলিয়া আমার হস্তে আঘাত করিলেন।

৭। আমি বলিলাম, 'তুমি অমুকের মত রূঢ়' সে বলিল, 'জানিও আমি যে রূঢ় তাহা মঙ্গলের জন্য হিংসা ও ঈর্ষার জন্য নহে।'

৮। যে কেহ 'এই আমি' বলিয়া প্রবেশ করে, আমি তাহার ভ্রূর উপর আঘাত করি, কেননা ইহা হইতেছে প্রেমের মন্দির। হে মূঢ় ইহা জানোয়ারের খোয়াড় নহে।

৯। নিঃসন্দেহে সালাহ-ই-দীল ও দীন সেই সুন্দরীর মূর্তি তোমার চক্ষু পাকলিয়া ফেল অন্তঃকরণের মূর্তি দর্শন করে হৃদয়ের মূর্তি।

(২৯)

১। আত্মা কেন উঠিয়া যায় না যখন মহিমান্বিত পুরুষের নিকট হইতে মধুর বাণীর অনুগ্রহ ইহার নিকট আসে এবং বলে 'উঠ'।

(২) در اب چون نجهد زود ماهی از خشکی
چو بانگ موج بگوشش رسد ز بحر زلال

(৩) چرا ز صید نپرد بسوی سلطان باز
چون بشنود خبر ارجعی ز طبل و دوال

(৪) چرا چو ذره نیاید برقص هر صوفی
در افتاب بقا تا رهاندش ززوال

(৫) چنان لطافت و خوبی و حسن و جان بخشی
کسی ازو بشکیبد زهی شقا و ضلال

(৬) بپر بپر هله ای مرغ سوی معدن خویش
که از قفس برهیدی و باز شد پر و بال

(৭) از اب شور سفر کن بسوی آب حیات
رجوع کن بسوی صدر جان ز صف نعال

(৮) برو برو تو که ما نیز می رسیم ای جان
ازین جهان جدائی بدان جهان وصال

(৯) چو کودکان هله تا چند ما بعالم خاک
کنیم دامن خود پر ز خاک و سنگ و سفال

(১০) ز خاک دست بداریم و برسما پریم
ز کودکی بگریزیم سوی بزم رجال

(১১) ببین که قالب خاکی چه در جوالت کرد
جوالرا بشکاف و بر آر سر ز جوال

(১২) بدست راست بگیر از هوا تو این نامه
نه کودکی که ندانی یمین خود ز شمال

(১৩) بگفت پیک خرد را خدا که پا بر گیر
بگفت دست اجل را که گوش حرص بمال

২। মীন কেন সত্বর শুষ্কভূমি হইতে লম্ফ দিয়া জলে পড়িবে না ও যখন তরঙ্গের ধ্বনি তাহার কর্ণে পৌঁছে শীতল সমুদ্র হইতে।

৩। বাজ কেন শিকার হইতে রাজার নিকট উড়িয়া আসিবে না? যখন ইহা শ্রবণ করে ঢোল এবং ঢোল কাঠি হইতে 'প্রত্যাবর্তন কর।'

৪। কেন প্রত্যেক সুফী অণু পরমাণুর মত নৃত্য করিতে শুরু করিবে না চিরন্তনতার সূর্যে যেন ইহা তাহাকে ধ্বংস হইতে মুক্তি দেয়।

৫। এতাদৃশ অনুগ্রহ এবং সৌন্দর্য এবং কমনীয়তা এবং জীবন দান কী দুঃখের এবং ভ্রান্ত, যেদিকে তাহা হইতে দুরে যায়।

৬। উড়িয়া যাও, উড়িয়া যাও হে পাখী, তোমার জন্মভূমিতে, কেননা তুমি পিঞ্জরমুক্ত হইয়াছ এবং তোমার পক্ষ বিস্তৃত।

৭। তিক্ত ধারা হইতে যাত্রা কর, জীবন ধারার দিকে, দরদালান হইতে আত্মার রাজবাগানে প্রত্যাবর্তন কর।

৮। সত্বর কর, সত্বর কর, কেন না আমরাও হে আত্মা সত্বর আসিতেছি। এই বিপদের জগৎ হইতে মিলনের জগতে।

৯। কতকাল আমরা বালকগণের ন্যায় এই নশ্বর জগতে কোঁচাপূর্ণ করিব ধূলাবালি, খোলামকুচি এবং কঙ্করে?

১০। মাটির পৃথিবী পরিত্যাগ করিব এবং স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইব, ছেলেমিই পরিহার করিয়া মানুষের সভায় যাইব।

১১। লক্ষ্য কর যে মাটির দেহ তোমাকে কি প্রকারে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছে। এই বাহ্য বস্ত্র ছিন্ন কর এবং স্বীয় শির উন্নত কর।

১২। প্রেমের এই পত্র তোমার দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর। তুমি আর কচি খোকা নহ, যে তুমি দক্ষিণ এবং বামে পার্থক্য করিতে পার না।

১৩। জ্ঞানের বার্তাবহকে আল্লাহ্ বলিয়াছেন 'আর্ত, মৃত্যুর হস্তকে বলিয়াছিলেন 'পার্থিব বাসনার কর্ণ মর্দন কর।'

(১৪) ندا رسید روان را روان شو اندر غیب
منال و گنج بگیر و دگر ز رنج منال
(১৫) تو کن ندا و تو آوازه ده که سلطانی
تراست لطف جواب و تراست علم سوال

(৩৩)

(১) من از عالم ترا تنها گزینم
روا داری که من غمگین نشینم
(২) دل من چون قلم اندر کف تست
ز تست ارشاد مانم ور حزینم
(৩) بجز آنچه تو خواهی من چه خواهم
بجز آنچه نمائی من چه بینم
(৪) گه از من خار رویانی گهی گل
گهی گل بویم و گه خار چینم
(৫) مرا گر تو چنان داری چنانم
مرا گر تو چنین خواهی چنینم
(৬) در آن خمی که دلرا رنگ بخشی
که باشم من چه باشد مهر و کینم
(৭) تو بردی اول. و آخر تو باشی
تو به کن اخرم از اولینم
(৮) چو تو پنهان شدی از اهل کفرم
چو تو پیدا شوی از اهل دینم
(৯) بجز چیزی که دادی من چه دارم
چه می جوئی ز جیب و آستینم

১৪। আত্মার নিকট আকাশ বাণী হইল, 'অদৃশ্য জগতে বিলীন হইয়া যাও ; লক্ষ্য এবং রত্ন লও এবং বেদনার জন্য দুঃখ করিও না।'

১৫। ফুকারিয়া বল যে তুমি সম্রাট, তোমারই উত্তর দিবার এবং প্রশ্ন করিবার সৌভাগ্য।

(৩০)

১। সমগ্র বিশ্বে মাত্র তোমাকেই নির্বাচিত করিয়াছি ; তুমি কি আমাকে ব্যথিত চিত্তে বসিয়া থাকিতে দিবে ?

২। আমার হৃদয় তোমার হাতের কলম সদৃশ, আমি যদি বিষাদিত কিংবা প্রফুল্লিত হই। তাহার কারণ তুমিই।

৩। তোমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে আমি কি ইচ্ছা করিব ; তুমি তাহা প্রদর্শন কর তাহা ব্যতিরেকে আমি কি দর্শন করিব ?

৪। তুমি আমা হইতে কথা ও কণ্টক আবার কখনও বা পুষ্প উৎপন্ন কর। এই আমি পুষ্পের সুগন্ধি আঘ্রাণ করিতেছি, তাহার পরমুহূর্তে আবার কণ্টক তুলিতেছি।

৫। তুমি আমাকে যেমন দেখ, আমি তেমনই আছি। যদি তুমি আমাকে এই রকম দেখ, তবে এই রকমই আছি।

৬। সেই পাত্রের সাহায্যে তুমি আমাকে কর রঙ্গীন, কে আমি, আমার প্রেম ও ঘৃণা কি ?

৭। তুমিই আদি, তুমিই অন্ত হইবে, আমার শেষ আমার সূচনা অপেক্ষা সুন্দর।

৮। যখন তুমি অপ্রকট হও, তখন আমি অবিশ্বাসীদলের, যখন তুমি প্রকট হও, তখন আমি বিশ্বাসীদলের।

৯। আমার কিছুই নাই, তুমি যাহা দান করিয়াছ তাহা ব্যতিরেকে আমার বক্ষ ও অন্তর হইতে কি সন্ধান কর।

(৩১)

(১) چه تدبیر آی مسلمانان که من خود رانمی‌دانم
نه ترسا نه یهودم من نه گبرم نه مسلمانم

(২) نه شرقیم نه غربیم نه بریم نه بحریم
نه از کان طبیعیم نه از افلاک گردانم

(৩) نه از خاکم نه از ابم نه از بادم نه از آتش
نه از عرشم نه از فرشم نه از کونم نه از کانم

(৪) نه از هندم نه از چینم نه بلغار و سقسینم
نه از ملک عراقینم نه از خاک خراسانم

(৫) نه از دنیی نه از عقبی نه از جنت نه از دوزخ
نه از ادم نه از حوا نه از فردوس و رضوانم

(৬) مکانم لامکان باشد نشانم بی نشان باشد
نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانانم

(৭) دوئی از خود بدر کردم یکی دیدم دو عالم را
یکی جویم یکی دانم یکی بینم یکی خوانم

(৮) هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن
بجز یا هو و یامن هو کسی دیگر نمیدانم

(৯) ز جام عشق سر مستم دو عالم رفته از دستم
بجز زلدی و قلاشی نباشد هیچ سامانم

(১০) اگر در عمر خود روزی دمی بی تو بر آورد م
از آن وقت و از آن ساعت از عمر خود پشیمانم

(১১) اگر دستم دهد روزی دمی باتو درین خلوت
دو عالم زیر پای آرم همی دستی بر افشانم

(১২) الا ای شمس تبریزی چنین مستم درین عالم
که جز مستی و قلاشی نباشد هیچ دستانم

(৩১)

১। হে মুসলমানগণ, কি করা যায়? কেননা আমি যে আমাকে চিনি না আমি খ্রীস্টান নই, ইহুদী নই, অগ্নিপূজারী নই, মুসলমান নই।

২। আমি না পূর্বের না পশ্চিমের, না স্থলের না সমুদ্রের, না আমি প্রকৃতির না গোলাকৃতি আকাশের।

৩। আমি না পৃথিবীর না জলের, না বায়ুর না অগ্নির, আমি না আল্লার সিংহাসনের, না ধূলির, না অস্তিত্বের, না সমগ্রতার।

৪। আমি না ভারতবর্ষের, না চীনের, না বুলগেরিয়ার, না সাকসীনের; আমি না ইরাক রাজ্যের, না খোরাসান প্রদেশের।

৫। আমি না ইহলোকের, না পরলোকের, না স্বর্গের, না নরকের, আমি না আদমের, না হাওয়ার, না ফেরদৌসের না রেজওয়ানের।

৬। আমার স্থান স্থানহীন, আমার চিহ্ন চিহ্নহীন, ইহা না দেহ না আত্মা, কেননা আমি প্রিয়তমের আত্মস্থ সমুদ্ভূত।

৭। আমি দ্বিত্ব পরিহার করিয়াছি। আমি দুই জগৎ দেখিয়াছি এবং আমি একজনকে সন্ধান করি, একজনকে জানি, একজনকে দেখি, একজনকে ডাকি।

৮। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত, 'ইয়াহু' এবং 'ইয়া মানহু' ব্যতিরেকে তৎপর কাহাকে জানি না।

৯। প্রেমের পেয়ালা দ্বারা আমি মাতাল হইয়াছি। দুইটি জগৎ আমার দৃষ্টের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। প্রমত্ততা এবং মাতলামী ব্যতিরেকে আর আমার কোন কাজ নাই।

১০। যদি আমার জীবনে একমুহূর্ত তোমার ব্যতিরেকে কাটাই তাহা হইলে সেই সময় এবং সেই ঘটনা হইতে আমার জীবনের জন্য অনুশোচনা।

১১। যদি এই পৃথিবীতে একমুহূর্ত তোমার সঙ্গলাভ করি, তাহা হইলে উভয় জগৎ পদদলিত করিব, আমি চিরকাল বিজয় নৃত্য করিব।

১২। হে শামস-ই-তেব্রিজ, আমি জগতে এতাদৃশ প্রমত্ত হইয়াছি, যে প্রমত্ততা এবং মাতলামী ব্যতিরেকে কোন কথা বলিবার নাই।

(৩২)

(১) اندر دو کون جانا بی تو طرب ندیدم
دیدم بسی عجائب جون تو عجب ندیدم

(২) گویند سوز آتش باشد نصیب کافر
محروم از آتش تو جز بو لهب ندیدم

(৩) من بر دریچه دل بس گوش جان نهادم
چندان سخن شنیدم اما دو لب ندیدم

(৪) بر بنده ناگهانی کردی نثار رحمت
جز لطف بی حد تو انرا سبب ندیدم

(৫) ای ساقی گزیده مانندت آی دو دیده
اندر عجم نیامد اندر عرب ندیدم

(৬) چندان بریز باده کز خود شوم پیاده
کاندر خودی و هستی غیر تعب ندیدم

(৭) ای شیر و ای شکر تو ای شمس و ای قمر تو
ای مادر و پدر تو جز تو نسب ندیدم

(৮) ای عشق ای تماهی ای مطرب الاهی
هم پشت و هم پناهی کفوت لقب ندیدم

(৯) پولاد پارهائم اهن ربا ست عشقت
اصل همه طلب تو در خود طلب ندیدم

(১০) بخاموش ای برادر فضل و ادب رها کن
تاتو ادب نخواندی جز تو ادب ندیدم

(৩৩)

(১) مفم ان نیاز مندی که بتو نیاز دارم
غم چون تو نازنینی بهزار ناز دارم

(৩২)

১। কোন সুখ নাই দুই জগতে তোমা ব্যতিরেকে হে প্রিয়তম। অনেক আশ্চর্য দেখিয়াছি তোমার মত আশ্চর্য দেখি নাই।

২। লোকে বলে কাফেরদের ভাগ্যে প্রজ্বলিত নরকাগ্নি রহিয়াছে; আমি কাহাকেও দেখি নাই আবু লাহাব ব্যতিরেকে এই অগ্নি হইতে মুক্ত।

৩। প্রায়শঃ আমি অন্তরের বাতায়নে আধ্যাত্মিককর্ণ নিযুক্ত করিয়াছি। আমি অনেক আলাপ আলোচনা শুনিয়াছি কিন্তু দুইটি দেখি নাই।

৪। হঠাৎ তোমার সেবককে অপর্যাপ্ত অনুগ্রহ করিলেন। আমি ইহার কারণই দেখি নাই; তোমার অপরিসীম দয়া ব্যতিরেকে।

৫। হে নির্বাচিত সাকী, হে আমার নয়নের মনি। তোমার মত কাহাকেও আরবে কিংবা ইরানে দেখিলাম না।

৬। সুরা ঢাল যে পর্যন্ত না আমি আমা হইতে পর্যটন করি। কেননা, আমিত্বে এবং অস্তিত্বে আমি কেবল শ্রান্তি অনুভব করিলাম।

৭। ওগো তুমি দুগ্ধ ও ফিরনি, ওগো তুমি চন্দ্র এবং সূর্য, ওগো তুমি মাতা ও পিতা। আমি তুমি ব্যতিরেকে কেহ আত্মীয় জানি না।

৮। হে অবিনশ্বর প্রেম, ওগো ঐশ্বরিকবাদক তুমি অবস্থান এবং আশ্রয় স্বরূপ; তোমার নামের সমান নাম আমি কোথাও দেখিলাম না।

৯। আমরা ইস্পাতের টুকরাসমূহ, এবং তোমার প্রেম চুম্বক। তুমি সকল অনুপ্রেরণার উৎস স্বরূপ, আমার নিজের মধ্যে কাহাকেও দেখি নাই।

১০। চুপ কর, হে ভ্রাতঃ, বিদ্যা এবং সংস্কৃতি ফেলিয়া দাও, যে পর্যন্ত না তুমি সংস্কৃতির কথা বল, তুমি ব্যতিরেকে আমি কোন সংস্কৃতি জানি না।

(৩৩)

১। আমি সেই যন্ত্রণাকারী যে তোমার নিকট যন্ত্রণা করিয়াছে, যে যন্ত্রণা তোমার ন্যায় যাদুকারিণীর প্রভাব আবার হৃদয়ে হৃদয়ে সমগ্ররূপে বিস্তার করিয়াছে।

(২) تو نی آفتاب چشمم بجمال تست روشن
گر از تو باز گیرم بکه چشم باز دارم

(৩) بجفا نمودن تو وفات بر نکردم
بوفا نمودن خود ز جفات باز دارم

(৪) گله کردم از تو گفتی که باز چاره خود
منم ان که در غم الحق دل چاره‌ساز دارم

(৫) غم دل بتو نگویم که تر ملال گیرد
کنم این حدیث کوته غم دراز دارم

(৩৪)

(১) صورت گر نقاشم هر لحظه بتی سازم
وآنگه همه بتها در پیش تو بگدازم

(২) صد نقش بر انگیزم با روح در امیزم
چون نقش ترا بینم در اتش اندازم

(৩) تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری
یا انکه کنی ویران هر خانه که برسازم

(৪) جان ریخته شد با تو آمیخته شد باتو
چون بوی تو دارد جان جانرا هله بنوازم

(৫) هر خون که ز من رود با خاک تو می گوید
با مهر تو هم رنگم با عشق تو انبازم

২। তুমিই আমার নয়নের সূর্য যে তোমার সৌন্দর্যে প্রোজ্জ্বল। আমি যদি তোমার দিক হইতে আমার আঁখি ফিরাই, তবে আমি আবার কাহার দিকে দৃষ্টি করিব ?

৩। তোমার নিষ্ঠুর অত্যাচারের জন্য আমি তোমার প্রতি আস্থাহীন হইব না ; নিজের প্রতি আস্থাবান থাকিয়া আমি তোমাকে তোমার নিষ্ঠুরতা হইতে বিরত রাখিব।

৪। আমি তোমার সম্বন্ধে অভিযোগ করিলাম, তুমি বলিলে, 'নিজে প্রতিকার কর।' আমি সেইব্যক্তি যাহার হৃদয় খোদায়ী বেদনার প্রতিষেধক।

৫। আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের দুঃখের কথা বলিব না, কেননা ইহা তোমাকে পরিশ্রান্ত করিয়া তুলিবে। আমি এই সংক্ষিপ্ত করিব, কেননা আমার দুঃখ অন্তহীন।

(৩৪)

১। আমি শিল্পী, প্রকৃতির অঙ্কনকারী, প্রতি মুহূর্তে আমি একটি সৌন্দর্যময় মূর্তি প্রস্তুত করি এবং তোমার সম্মুখে সকলগুলি শূন্যে মিলিয়া গিয়াছে।

২। আমি শত মূর্তি মনে করিলাম, তাহাদিগকে প্রাণবান করিলাম, তখন আমি তোমার মূর্তি দর্শন করিলাম তাহাদিগকে আমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলাম।

৩। তুমি কি মদশালার সাকী অথবা যে অপ্রমত্ত তাহার শত্রু, অথবা তুমিই কি সেই ব্যক্তি যে আমার নিমিত্ত প্রত্যেক গৃহ বিনষ্ট করে।

৪। তোমার মধ্যে প্রাণ বিহীন হইয়া গিয়াছে, তোমার মধ্যে প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে। হ্যাঁ আমি নিশ্চয়ই প্রাণকে রক্ষা করিব, ইহাতে তোমার অন্ধ রহিয়াছে।

৫। প্রতি রক্তবিন্দু যাহা আমা হইতে ক্ষরিত হয়, তোমার মুক্তি-কারক বলিতেছে, আমি তোমার প্রেমের সমরঙ্গী, আমি তোমার স্নেহের অংশীদারী।

(৬) در خانهٔ اب وگل بی تست خراب این دل
یا خانه در آ ای جان یا خانه پپردازم

(৩৫)

(১) عشق است در اسمان پریدن
صد پرده بهر نفس دریدن
(২) اول نفس از نفس گسستن
اخر قدم از قدم پر یدن
(৩) ندیدهٔ گرفتن این جهان را
مر دیده خویش را ندیدن
(৪) گفتم که دلا مبارکت باد
در حلقهٔ عاشقان رسیدن
(৫) زان سوی نظر نظاره کردن
در کوچهٔ سینها دویدن
(৬) ای جان ز کجا رسیدت این دم
ای دل زکجاست این طپیدن
(৭) ای مرغ بگو زبان مرغان
من دانم رمز تو شنیدن
(৮) دل گفت بکارخانه بودم
تا خانه آب و گل پزیدن
(৯) از خانهٔ صنع می پریدم
تا خانهٔ صنع افریدن
(১০) چون پای نماند می کشیدند
چون گو یم صورتی کشیدن

৬। এই জল ও কাদার ঘরে, তোমা ব্যতিরেকে হৃদয় নির্জন। ওগো প্রিয়তম, এই ঘরে প্রবেশ কর, আমি ইহা দেখিয়া যাইব।

(৩৫)

১। প্রেম হইতেছে আকাশ অভিমুখে উড্ডীয়মান হওয়া, প্রতি মুহূর্তে শত যবনিকা ছিন্ন করা।

২। প্রথম মুহূর্তে জীবনবাসনা ত্যাগ করা, শেষ ভাগে, পদবিনা চলা।

৩। এই জগতকে অদৃশ্য বিবেচনা করা, যাহা দৃশ্যমান তাহাকে দর্শন না করা।

৪। 'হে হৃদয়' আমি বলিলাম' তোমার মঙ্গল হউক যে তুমি প্রেমের দলে মিশিয়াছ।

৫। দৃষ্টির অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, বক্ষস্থলের বন্ধুরতা ভেদ করা।

৬। হে প্রাণ, কোথা হইতে তোমার নিঃশ্বাস আসিয়াছে, হে হৃদয় কোথা হইতে এই স্পন্দন।

৭। হে পাখী! পাখীদের ভাষায় কথা বল, আমি তোমার গুপ্ত রহস্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

৮। আত্মা উত্তর করিল, আমি (খোদয়ী) কারখানায় ছিলাম যখন জল ও কাদার গৃহ অগ্নিতে পুড়াইয়া তৈরি হইতেছিল।

৯। আমি (জড়) কারখানা হইতে উড়িয়া যাইতেছিলাম, যখন কারখানা প্রস্তুত হইতেছিল।

১০। যখন আমি আর বাধা দিতে পারিলাম না, তখন তাহারা আমাকে টানিয়া আনিয়া একটি বর্তুলের রূপ দিল।

(৩৬)

(১) ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچست از جهان
در گوش جانم می رسد طبل رحیل از آسمان

(২) نک ساربان بر خاسته قطارها اراسته
از ما حلالی خواسته چه خفته اید ای کاروان

(৩) این بانگها از پیش و پس بانگ رحیل ست و جرس
هر لحظهٔ انفس و نفس سر می کشد در لامکان

(৪) زین شمعهائے سرنگون زین پردهائے نیلگون
خلقی عجب آمد برون تا غیبها گردد عیان

(৫) زین چرخ دولابی ترا آمد گران خوابی ترا
فریاد ازین عمر سبکی زنهار ازین خواب گران

(৬) ای دل سوی دلدار شو ای یار سوی یار شو
ای پاسبان بیدار شو خفته نشاید پاسبان

(৭) هر سوی بانگ و مشغلهٔ هر کوی شمع و مشعله
کامشب جهان حامله زاید جهان جاودان

(৮) تو گل بدی و دل شدی جاهل بدی عاقل شدی
ان کو کشیدت این چنین ان سو کشاند ان چنان

(৯) اندر کشا کشهای او نوشست ناخوشهائی او
ابست اتشهائی او بروی مکن رورا گران

(৩৬)

১। হে প্রেমিকগণ, হে প্রেমিকগণ এক্ষণে সংসার পরিত্যাগের সময় সমুপস্থিত ; যাহার বাদ্যধ্বনি স্বর্গ হইতে আমার আধ্যাত্মিক কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।

২। দেখ, পরিচালক উঠিয়াছে। এবং উষ্ট্রসূত্র প্রস্তুত করিয়াছে এবং আমাদের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাঁহাকে মুক্ত করিতে। এই দোষারোপ হইতে—হে যাত্রীদল কেন তোমরা নিদ্রিত।

৩। সম্মুখে এবং পশ্চাতে যে শব্দ হইতেছে, উহা যাত্রার গোলমাল এবং উষ্ট্রে ঘণ্টা ধ্বনি। প্রতি মুহূর্তে একটি আত্মা এবং একটি প্রাণ শূন্যে যাত্রা করিতেছে।

৪। এই সকল উল্টন করা প্রদীপ (তারকা) হইতে এই সকল নীলবর্ণ পর্দাসমুহ হইতে, আশ্চার্য লোকসমূহ আগমন করিয়াছে যেন রহস্যসমুহ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

৫। গভীর নিদ্রা তোমাকে অভিভূত করিল, গোলাকার গোলক হইতে, পরিতাপ এই জীবন যাহা এত লঘু, সতর্ক হও এই নিদ্রা সম্বন্ধে যাহা এত গুরু।

৬। হে আত্মা ; প্রিয়তমকে সন্ধান কর, হে বন্ধু বন্ধুকে তালাশ কর ; হে প্রহরী, জাগ্রত থাকিও, প্রহরীর অনুচিত নিদ্রা।

৭। প্রত্যেক দিকে সোর গোল হইতেছে, প্রত্যেক রাস্তায় আলো এবং মশাল রহিয়াছে, কেননা অদ্য রজনী শ্বাশত জগতের জন্মদান করিতেছে।

৮। তুমি মৃত্তিকা দিলে, প্রাণ হইলে অজ্ঞ দিলে প্রজ্ঞা পাইলে ; যে তোমাকে এতদুর পর্যন্ত পরিচালিত করিয়াছেন তিনি তোমাকে আরও দূরে লইয়া যাইবেন।

৯। সেই যন্ত্রণাগুলি কতই মধুর যাহা তোমাকে পাইতে হয় যখন যে তোমাকে তাহার নিকটে টানিয়া কোমলভাবে পায় তাহার শিখা জলব্য ; তাহার উপর ভ্রুকুটি করিও না।

(১০) در جان پشتن کار او تو به شکستن کار او
از حیلهٔ بسیار او این ذرها لرزان دلان

(১১) ای ریش خند رخنه چه یعنی مهم سالار ده
تا کی جهی گردن بنه ورنی کشندت چون کمان

(১২) تخم دغل می کاشتی افسوس هامی داشتی
حق را عدم پنداشتی اکنون ببین این قلتبان

(১৩) ای خر بکاه اولی تری دیگ سیاه اولی تری
در قعر چاه اولی تری ای ننگ خان و خاندان

(১৪) درمن کسی دیگر بود کین چشمها از وی جهد
گر آب سوزانی کند ز اتش بود اینرا بدان

(১৫) در کف ندارم سنگ من با کس ندارم جنگ من
بر کس نگیرم تنگ من زیرا خوشم چون گلستان

(১৬) پس چشم من ز آن سر بود وز عالم دیگر بود
این سو جهان سو جهان بنشسته من بر آستان

(১৭) بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود
این رمز گفتن بس بود دیگر مگو در کش زبان

(৩৭)

(১) بشنیده ام که عزم سفر می کنی مکن
مهر حریف و یار دیگر می کنی مکن

১০। প্রাণে উপবেশন করা তাহার কার্য, তৌবা ভঙ্গ করা তাহার কর্ম ; তাহার বহুবিধ কৌশল দ্বারা এই পরমাণুগুলিকে তাহাদের অন্তরস্থল পর্যন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে।

১১। হে উপহাসাস্পদ ক্রীড়াপুত্তলিকা তোমার শর্ত হইতে তুমি দিতেছ, যেন বলিতেছ, আমি জমিদার কতদিন তাহার লজ্জা দিবে? নিজেকে অবনমিত কর নতুবা তাহারা তোমাকে ধনুকের ন্যায় বাঁধন করিত।

১২। তুমি প্রবঞ্চনার বীজ বপন করিয়াছ, তুমি উপহাসে ব্যাপৃত, তুমি আল্লাহকে অস্তিত্বহীন বলিয়াছ। এখন দেখ হে দুষ্ক্রিয়াকারী।

১৩। হে গর্দভ ঘাসের বেলায় উভয়; তুমি একটি ভেগ, তুমি উৎকৃষ্ট মসীবর্ণ; কূপের তলদেশে তুমি শ্রেষ্ঠ, হে তোমার গৃহের এবং বংশের কলঙ্ক।

১৪। আমাদের মধ্যে অপর একজন রহিয়াছে। যাহার দ্বারা আমার চক্ষুদ্বয় জৌলুসযুক্ত ; জল যদি ফোস্কা ফেলায় তবে ইহা আগুনের ধারাই হয়, উত্তমরূপে একবার কর।

১৫। আমার হারে কোন প্রস্তর নাই, আমার কাহারও সংগে ঝগড়া নাই ; আমি কাহারও সহিত কঠোরতা করি না ; কেননা আমি গোলাপের কেয়ারীর ন্যায় মধুর।

১৬। আমার চক্ষু তাহা হইলে, সেই মূল হইতে এবং অপর বিশ্ব হইতে ; এই একটি জগৎ ; ঐ অপর একটি জগৎ ; আমি চৌকাঠের উপর তলিয়া আছি।

১৭। চৌকাঠের উপর তাহারাই উপবিষ্ট যাহাদের হইতেছে নিস্তব্ধতা ; এই বার্তা ভাষণই ; আর বলিও না ; জিহ্বা সম্বরণ কর।

(৩৭)

১। আমি শুনিলাম পর্যটনে মনস্থ করিয়াছে ; তদ্রূপ করিও না। তুমি নবীন বন্ধু এবং সঙ্গীকে ভালবাসিতেছ ; উহা করিও না।

(২) تو در جهان غریبی و غربت اندیده
قصد کدام خسته جگر می کنی مکن

(৩) از ماه مدزد خویش و به بیگانگان مرو
دزدیده سوی غیر نظر می کنی مکن

(৪) ای مه که چرخ زیر و زبر از برائے تست
مارا خراب و زیر و زبر می کنی مکن

(৫) کو عهد وکو و ثیقه که با ماتو کرده
از قول عهد خویش عبر می کنی مکن

(৬) چه وعده می دهی وچه سوگند می خوری
سوگند و عشوه را چه سپر می کنی مکن

(৭) ای بر تر از وجود و عدم پایگاه تو
این لحظه از وجود گذر می کنی مکن

(৮) ای دوزخ و بهشت غلامان امر تو
برما بهشت همچو سفر می کنی مکن

(৯) اندر شکرستان تو از زهر ایمنم
آن زهر را حریف شکر می کنی مکن

(১০) جانم چو کوره پر آتش است انگرد
روی من از فراق چو زر می کنی مکن

(১১) چون روی در کشی تو شود مه زغم سیه
قصد کسوف قرص قمر می کنی مکن

(১২) ما خشک لب شویم چو تو خشک اوری
چشم مرا باشک چه تر می کنی مکن

২। যদি পৃথিবীতে তুমি অপরিচিত তবুও অপরিচিতি তোমার অজানিত ; কোন হৃদয় ভার নিপীড়িত হতভাগ্যের উপর চেষ্টা করিতেছ ? উহা করিও না।

৩। আমার নিকট হইতে তোমাকে চুরি করিয়া লইও না, অপরিচিতির নিকট যাইও না। অপরের দিকে চুরি করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ, উহা করিও না।

৪। ওগো চন্দ্র যাহার জন্য গগনমণ্ডল বিহ্বল হইয়াছে। আমাকে তুমি উদ্‌ভ্রান্ত এবং মোহাচ্ছন্ন করিয়াছ, অনুরূপ করিও না।

৫। কোথায় প্রতিজ্ঞা এবং কোথায় চুক্তি যাহা আমাদের সঙ্গে করিয়াছিলে ; কেন তোমার বাক্য এবং প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইতেছ ? তাহা করিও না।

৬। কেন অঙ্গীকার করিয়াছিলে ? এবং কেন প্রতিবাদ করিতেছ ? কেন প্রেমকলা এবং প্রতিজ্ঞার ঢাল তৈরি করিতেছ ? উহা করিও না।

৭। ওগো যাহার অস্তিত্ব এবং সন অস্তিত্বের অতীত ; এই মুহূর্তে অস্তিত্ব পরিত্যাগ করিতেছ ; উহা করিও না।

৮। ওগো তুমি স্বর্গ ও নরক যাহার আজীবন ; তুমি স্বর্গকে নরকাগ্নির ন্যায় করিতেছ। উহা করিও না।

৯। তোমার ইক্ষুক্ষেত্র হইতে আমি বিষ পাইলাম। তুমি বিষ চিনির সহিত সংমিশ্রিত করিয়াছ। উহা করিও না।

১০। আমার আত্মা গন্‌গনে হাপরের ন্যায়, তবুও ইহাতে তোমার হইল না ; তোমার বিরহ দ্বারা আমার বদনকে স্বর্ণের ন্যায় করিতেছ। উহা করিও না।

১১। যখন তুমি তোমার আসন সরাইয়া লও, চন্দ্র দুঃখে কৃষ্ণবর্ণ হয়, তুমি চন্দ্র জ্যোতিষ্কের চন্দ্র গ্রহণের অভিলাষ করিতেছ ; উহা করিও না।

১২। আমাদের জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসে, যখন তুমি তৃষ্ণা আনয়ন কর ; কেন তুমি আমার চক্ষু সিক্ত করিতেছ, অশ্রুজলেও উহা করিও না।

(১৩) چون طاقت عقیلهٔ عشاق نیست
پس عقل را چه خیره لگر می کنی مکن

(১৪) حلوا نمی دهی تو برلجور از احتما
ز لجور خویش را تو بتر می کنی مکن

(১৫) چشم حرام خوارهٔ من دزد حسن تست
ای جان سزای دزد بصر میکنی مکن

(১৬) سر در کش ای رفیق که هنگام گفت نیست
دروی سری عشق چه سر می کنی مکن

(১৭) خیر از جمال مفخر تبریز شمس دین
گر ز آنکه بر دو کون نظر می کنی مکن

(৩৮)

(১) خنک آن دم که نشستیم در ایوان من و تو
بدو نقش و بدو صورت بیکی جان من و تو

(২) رنگ باغ ودم مرغان بدهد آب حیات
آن زمانی که در آئیم ببتان من و تو

(৩) اختران فلک ایند بنظاره ما
مه خود را بنمائیم بایشان من و تو

(৪) من‌وتو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق
خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو

(৫) طوطیان فلکی جمله جگر خوار شوند
در مقامی که بخندیم بر آن سان من و تو

(৬) این‌عجبتر که من و تو بیکی کنج این جا
هم در این دم بعراقیم و خراسان من و تو

(১৩) چون طاقت عقیلهٔ عشاق نیست
پس عقل را چه خیره نگر می کنی مکن

(১৪) حلوا نمی دهی تو برلجور از احتما
ز لجور خویش را تو بتر می کنی مکن

(১৫) چشم حرام خوآره من دزد حسن تست
ای جان سزای دزد بصر میکنی مکن

(১৬) سر در کش ای رفیق که هنگام گفت نیست
دربی سری عشق چه سر می کنی مکن

(১৭) غیر از جمال مفخر تبریز شمس دین
گر ز آنکه بر دو کون نظر می کنی مکن

(৩৮)

(১) خنک آن دم که نشستیم در ایوان من و تو
بدو نقش و بدو صورت بیکی جان من و تو

(২) ز نگ باغ ودم مرغان بدهد آب حیات
آن زمانی که در آئیم ببتان من و تو

(৩) اختران فلک ایند بنظاره ما
مه خود را بنمائییم بایشان من و تو

(৪) من وتو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق
خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو

(৫) طوطیان فلکی جمله جگر خوار شوند
در مقامی که بخندیم بر آن سان من و تو

(৬) این عجبتر که من و تو بیکی کنج این جا
هم در این دم بعراقیم و خراسان من و تو

১৩। যেহেতু তোমার প্রেমিকগণের মুক্তবুদ্ধির প্রখরতা সহ্য করিতে পার না; কেন তুমি প্রাণের চক্ষুকে ঝলসাইয়া দিতেছ? উহা করিও না।

১৪। তুমি তাহাকে যে মিষ্টসামগ্রীর লোভ সম্বরণ করিতে পারে না মিষ্টসামগ্রী দাও না; তুমি তোমার রোগীকে খারাপ করিয়া তুলিতেছ; উহা করিও না।

১৫। আমার 'ব্রাত্য' আঁখি তোমার সৌন্দর্যে তস্কর। ওগো প্রিয়তম আমার চৌর্যদৃষ্টির শাস্তি বিধান কর। উহা করিও না।

১৬। প্রত্যাহার কর; বন্ধু ইহা বাক্য ব্যবহারের সময় নয়, প্রেমের বিহ্বলতা কেন তুমি অনধিকারে প্রবেশ কর; উহা করিও না।

১৭। তেব্রিজের গৌরব শামসুদ্দীনের সৌন্দর্য ব্যতিরেকে, যদি তুমি তদনুরূপভাবে দুই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; উহা করিও না।

(৩৮)

১। সেই মুহূর্তে যখন আমরা রাজপ্রাসাদে উপবিষ্ট ছিলাম, তুমি এবং আমি, দুইটি রূপ এবং দুইটি মূর্তি কিন্তু এক আত্মা। তুমি এবং আমি।

২। বাগানের এবং পাখীর কূজন, অমৃত বর্ষণ করিতেছে। সেই সময় আমরা যখন বাগানে আসিলাম, তুমি এবং আমি।

৩। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ আমাদের দর্শনের জন্য আসিবে, আমরা তাহাদিগকে স্বয়ং চন্দ্রকে দর্শন করাইব। তুমি এবং আমি।

৪। তুমি আর আমি নৈর্ব্যক্তিক। দিব্যোন্মাদে নিমজ্জিত হইব। আনন্দিত বিরক্তিকর গণ্ডগোল বিযুক্ত হইয়া তুমি আর আমি।

৫। লোকের রঙ্গীন পক্ষবান পক্ষীকুল নিজেদের হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করিবে; সেই স্থানে যেখানে আমরা এমনভাবে হাসিব, তুমি আর আমি।

৬। ইহা পরমাশ্চর্য যে তুমি এবং আমি একই কোণায় বসিয়া এই সময় উভয়ে ইরাকে এবং খোরাসানে, তুমি এবং আমি।

(৩৯)

(১) رفتم بکوی خواجه و گفتم که خواجه کو
گفتا که خواجه عاشق و مستست کو بکو

(২) گفتم فریضه دارم و آخر اشان دهید
من دوستدار خواجه ام آخر نیم عدو

(৩) گفتند خواجه عاشق آن باغبان شد ست
اورا بباغها تو بجو یا کنار جو

(৪) مستان و عاشقان پی دلدار خود روند
هر کس که گشت عاشق رو دست از و بشو

(৫) ما هی که آب دید نپاید بخاک دان
عاشق کجا بماند در دور رنگ وبو

(৬) برف فسرده کو رخ آن افتاب دید
خرشید پاک خوردش اگر هست تو بتو

(৭) خاصه کسی که عاشق سلطان ما بود
سلطان بی نظیر و فادار و قند خو

(৮) آن کیمیای بی حد و بی عد و بی قیاس
بر هر مسی که بر زد زر شد بارجعوا

(৯) در خواب ز عالم و از شش جهت گریز
تا چند گول گردی و آواره سو بسو

(১০) ناچار می بر لذت باری باختیار
تا پیش شاه با شدت اعزاز و آب رو

(১১) گر ز آنکه درمیانه نبودی سر حری
عیسیت کشف کردی اسرار مو بمو

(১২) بستم ره دهان و گشادم ره نهان
رستم بیک نفیه ز سودای گفت و گو

(৩৯)

১। আমি প্রভুর গৃহে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম 'প্রভু কোথায়' সে বলিল প্রভু প্রেমমগ্ন, প্রমত্ত এবং দেশ-বিদেশে বেড়ায় ঘুরে।

২। আমি বলিলাম, আমার একটি কর্তব্য রহিয়াছে। আমাকে তাহার সন্ধান বল। আমি প্রভুর বন্ধু না প্রকৃতই আমি তাহার শত্রু নই।

৩। লোকে বলিল, প্রভু মালীর সঙ্গে প্রেমে পড়িয়াছেন। তাঁহাকে কুঞ্জে দিবো নদী তীরে খোঁজ।

৪। প্রেমিক প্রেমাস্পদের অনুসরণ করে। যদি কেহ প্রেমে পড়িয়া থাকে, যাও তাহার দিক হইতে হাত উঠাইয়া নাও।

৫। মীন যাহা পানির খবর জানিয়াছে সে কখনও ভূমিতে আসে না; প্রেমিক কি প্রকারে গন্ধ ও বর্ণের আবেষ্টনীতে অপেক্ষা করিবে।

৬। জমাট বরফ যাহা সূর্যের মুখ অদূরে দেখিয়াছে, সূর্যের দ্বারা গিলিত হয়। যদিচ স্তরের পর স্তর থাকে।

৭। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি আমাদের রাজা-রাজের প্রেমিক রাজা অনুপম, বিশ্বস্ত এবং মিষ্ট স্বভাবের।

৮। সেই দ্বারা যাহা কেহ গণনা কিংবা অনুসরণ করিতে পারে না, তাম্র স্পর্শমাত্র পরিণত হয়। প্রত্যাবর্তন হয়।

৯। ঘুমাইয়া সংসার কাটাও এবং ছয় স্তর হইতে পলায়ন কর। আর কবকান তুমি তোমার মূঢ়তা এবং মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবে।

১০। নিশ্চিতরূপে তাহারা তোমাকে অবশেষে, তোমার সম্মতি ক্রমে যেন রাজাধিরাজের সম্মুখে আনিবার সম্মান এবং সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারে।

১১। তোমাদের সহবাসে অনধিকারী প্রবেশ না করিতে, তবে যীশুখ্রীস্ট তোমাদিগকে রহস্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতেন।

১২। জিহ্বার পথ বন্ধ করিয়াছি গুপ্ত পথ উদ্‌ঘাটন করিলাম। দুর্বৃত্তের মধ্যে ভাষণের আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হইলাম।

(৪০)

(১) در خانهٔ دل ای جان این کیست ایستاده
بر جای شه که باشد جز شاه و شاهزاده

(২) کر ده بدست اشارت کز من بگو چه خواهی
مخمور می چه خواهد جز نقل و جام باده

(৩) نقلی ز دل معلق جامی ز نور مطلق
در خلوت هو الحق بزم ابد نهاده

(৪) ای بس دغل فرو شان در بزم باده نو شان
هش دار تا نیفتی ای مرد نرم ساده

(৫) در حلقه قلاشی ز نهار تا نباشی
چون غنچه چشم بسته چون گل دهان کشاده

(৬) چون آینه است عالم نقش کمال عشقت
ای مردان که دید ست جز وی ز کل زیاده

(৭) چون سبزه شو پیاده زیرا درین گلستان
دلبر چو گل سوارست باقی همه پیاده

(৮) هم تیغ هم کشنده هم کشته هم کشنده
هم جمله عقل کشته هم عقل باد داده

(৯) آن شه صلاح دین است کو پای دار بادا
دست عطاش دائم در گردنم قلاده

(৪১)

(১) دیدم نگار خود را می گرد خانه
بر داشته ربابی می زد یکی ترانه

(২) باز خمهٔ چو آتش می زد ترانهٔ خوش
مست و خراب و دلکش از باده شبانه

(৪০)

১। হে আমার আত্মা, আমার হৃদয় মন্দিরে অবস্থান করিতেছ ? রাজাধিরাজ এবং রাজপুত্র ব্যতিরেকে রাজসিংহাসনে কে উপবেশন করিবেন ?

২। হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া আমাকে বলিলেন 'বল আমার নিকট প্রার্থনা কর।' মাতাল ব্যক্তি মিষ্টসামগ্রী এবং এক বাটি মদ ব্যতিরেকে যাত্রা করে ?

৩। نقل মিষ্টসামগ্রী আত্মা সমুদ্ভূত আদিম আলোর এক বাটি আলো। হুয়ালহকের [সেই সত্যের] নিভৃতে একটি চিরন্তন সমারোহ বৎসরের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

৪। সুরাপায়ীদের মহোৎসবে কত চোর ছয়াবোর থাকে। সতর্ক হও, যেন তুমি নিপতিত না হও, হে সহজ সরল লোক।

৫। সাবধান, ধর্মভ্রষ্টদের দলে থাকিও না, কুঁড়ির মত চক্ষু বন্ধ রাখ, পুষ্পের ন্যায় মুখ খোলা রাখিও।

৬। একটি মুকুর সদৃশ হে লোকেরা, তোমরা কি অংশ সমগ্রের অপেক্ষা বৃহৎ দেখিয়াছ ?

৭। পদাতিক হইয়া যাও তৃণের ন্যায়, কেননা এই বাগানে প্রিয়তম ; গোলাপের ন্যায়, আশ্বারূঢ় হইয়া আছে, অপর সকলে পদব্রজে।

৮। তিনি তরবারী এবং তরবারীধারী উভয়ই, তিনি হত্যাকারী এবং হত্যাকৃত উভয়ই। তিনি সমস্তবুদ্ধি এবং সকলকে দান করিয়াছেন।

৯। রাজা সালাউদ্দীন, তিনি চিরজীবী বর্জন, তাঁহার দানে মুক্ত হস্ত চিরকাল আমার কণ্ঠের মালা হউক।

(৪১)

১। আমি দেখিলাম আমার প্রিয়তম ঘরের চারিপাশে ঘুরিতেছে, হস্তে তাহার একতারা (রাবার) লইয়া একটি গান করিতেছে।

২। অগ্নিতুল্য স্বর্ণ দ্বারা একটি মনোহর সুর বাজাইতেছে মাতাল, প্রমত্ত এবং হৃদয়গ্রাহী রজনীর পানোৎসব হইবে।

(৩) در پرده عراقی می زد بنام ساقی
مقصود باده بودش ساقی بدش بهانه

(৪) ساقی ماه روئی در دست او سبوئی
از گوشهٔ در آمد بنهاد در میانه

(৫) پر کرد جام اول ز آن باده مشعل
در آب هیچ دیدی کاتش زند زبانه

(৬) بر کف نهاد آنرا از بهر عاشقان را
آنکه بکرد سجده بوسید آستانه

(৭) بستد نگار از وی اندر کشید آن می
شد شعلها ازآن پی برزو و سر دوانه

(৮) می دید حسن خود رامی گفت چشم بدرا
نه بود و نه بیاید چون من درین زمانه

(৯) شمس الحق جهانم معشوق عاشقانم
هردم بود بپیشم جان و روان روانه

(৪২)

(১) هم رنگ جماعت شو تا لذت جان بینی
در کوی خرابات آتا دردکشان بینی

(২) در کش قدح سودا هل تا نشوی رسوا
بر بند دو چشم سر تا چشم نهان بینی

(৩) بکشائی دو دست خودگر میل کنارستت
بشکن بت خاکی را تا روی بتان بینی

৩। সে সাকীকে ইরাকী সুরে আহ্বান করিতেছে। তাহার উদ্দেশ্যে সুরা, সাকী মাত্র একটি বাহানা।

৪। সুন্দর সাকী হাতে মদের পাত্র, কুজো লইয়া এক কোণা হইতে আসিল এবং মধ্যস্থলে উহা স্থাপন করিল।

৫। সে প্রথম পেয়ালা উজ্জ্বল মদিরাপূর্ণ করিল—তুমি কখনও জালের উপর আগুন লাগিতে দেখিয়াছ?

৬। প্রেমিকদের জন্য সে ইহা এক হাত হইতে অন্য হাতে দিল। তৎপর সে নমস্কার করিল। দ্বারকে চুম্বন করিল।

৭। আমার প্রিয়তম তাহার নিকট হইতে পাইয়াছে এবং সুরাটুকু নিঃশেষে পান করিল। মুহূর্তের মধ্যে তাহার মস্তকে এবং মুখে অগ্নির শিখা প্রকট হইল।

৮। ইতিমধ্যে স্বীয় সৌন্দর্য দর্শন করিল এবং দুষ্ট চক্ষুকে বলিল, 'বর্তমান যুগে আমার মত সুন্দর কেহ হয় নাই এবং হইবে না কেহ।'

৯। আমি জগতের ঐশ্বরিক সূর্য; আমি প্রেমিকের প্রিয়তম মদ এবং প্রাণ ক্রমাগত আমার সন্মুখে চলিতেছে।

(৪২)

১। চক্রের জমাতের সমকক্ষী—হইত। তাহা হইলে তুমি আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। পানশালার গলিতে প্রবেশ কর তাহা হইলেই তুমি সুরা কন্যার সাক্ষাৎ পাইবে।

২। আকাঙ্ক্ষার পেয়ালাকে শূন্য কর, যেন তোমাকে লজ্জিত না হইতে হয়; চক্ষুদ্বয় মস্তকে বন্ধ করিয়া রাখ যেন তুমি গুপ্ত চক্ষুর সাক্ষাৎ পাও।

৩। দুই হস্ত উন্মুক্ত কর। যদি তুমি আলিঙ্গন প্রয়াসী, মৃন্ময় মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেল যেন তুমি সুন্দরের আনন্দ দর্শন করিতে পার।

(৪) از بهر عجوزی را چندین چه کشی کابین
وز بهر سه نان تاکی شمشیر و سنان بینی

(৫) شب یار همی گردد خشخاش مخورامشب
بر بند دهان از خور تا طعم دهان بینی

(৬) لک ساقی بی جوری در مجلس او دوری
در دور در آینشین تاکی دووان بینی

(৭) این جاست ربا بنگر جائی ده و صد بستان
گرگی و سگی کم کن تا مهر شبان بینی

(৮) گفتی که فلانی را ببرید ز من دشمن
رو ترک فلانی کن با هست فلانی بینی

(৯) اندیشه مکن الا از خالق اندیشه
اندیشهٔ جان بهتر کاندیشه نان بینی

(১০) با وسعت ارض الله در حبس چه خسپیدی
ز اندیشه گره کم زن تا شرح جنان بینی

(১১) خاموش شو از گفتن تا گفت بری باری
از جان و جهان بگذر تا جان جهان بینی

(৪৩)

(১) خبریست تو رسیده تو مگر خبر نداری
جگر حسود خون شد تو مگر جگر نداری

(২) قمریست رو نموده پر نور بر کشوده
دل و چشم دام بستان ز کسی اگر نداری

৪। কেন একটি বৃদ্ধার জন্য তুমি এমন কঠিন 'কাবিন' বহন করিতেছ এবং কতকাল তিনটি রুটির জন্য তুমি তরবারী ও বর্শার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে।

৫। সর্বদা যামিনীতে প্রিয়তম প্রত্যাবর্তন করে। আজ রাত্রে আফিম খাইও না। আহার্যের বিরুদ্ধে তোমার মুখ বন্ধ কর, যেন তুমি মুখের মিষ্টত্ব আস্বাদন করিতে পার।

৬। দেখ সাকী অত্যাচারী নয় এবং তাহার বৈঠকে একটি চক্র রহিয়াছে, চক্রে প্রবেশ কর কতকাল (চক্রের) ঘূর্ণন নিরীক্ষণ করিবে?

৭। দেখ এখনো এই স্থানে একটি লাভজনক সওদা; এক জীবন দান কর এবং শত জীবন লাভ কর; কুকুর এবং নেকড়ের তুল্য ব্যবহার কম কর যেন তুমি মেষ পালকের ভালবাসা পাইতে পার।

৮। তুমি বলিলে 'আমার শত্রু অমুক ব্যক্তি আমার নিকট হইতে গিয়াছে যাও, সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ কর যেন তুমি তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধ্যান করিতে পার।

৯। চিন্তার স্রষ্টা ব্যতিরেকে অপর কিছুরই চিন্তা করিও না। আত্মার ভাবনা অন্নের চিন্তা অনুভবের অপেক্ষা উত্তম।

১০। কেন, যখন আল্লার জগৎ এত বিশাল, তুমি কাবারক্ষে নিদ্রিত হইয়া পড়িতেছ? জটিল চিন্তা পরিহার কর যেন তুমি স্বর্গে ইহার ভাষ্য দেখিতে পার।

১১। চুপ কর, ভাষণ হইতে যেন পরলোকে তুমিই বাকশক্তি লাভ করিতে পার। জীবন এবং জগৎ বার্জ্জান কর যেন তুমি জগতের জীবন সন্দর্শন করিতে পার।

(৪৩)

১। জ্ঞান নূতন লাভ হইয়াছে; সম্ভবতঃ তোমার কোন জ্ঞানই সে সম্বন্ধে নাই। ঈর্ষার হৃদয় হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতেছে সম্ভবতঃ তোমার কোন হৃদয়ই নাই।

২। চন্দ্র তাহার আপন প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহার সমুজ্জ্বল পক্ষ উন্মুক্ত করিয়াছে। প্রাণ এবং চক্ষু অপরের নিকট হইতে ঋণ কর, যদি তোমার তাহা না থাকে।

(৩) رسد از کمان پنهان شب و روز تیر پران
بسیار جان شیرین چه کنی سپر نداری

(৪) مس هستیت چو موسی نه ز کیمیاش ز رشد
چه غمست اگر چو قارون بجوال زر نداری

(৫) بدرون تست مصری که توئی شکر ستانش
چه غمست آگر ز بیرون مدد شکر نداری

(৬) شده غلام صورت بمثال بت پرستان
تو چو یوسفی و لیکن سوی خود نظر نداری

(৭) بخدا جمال خود را چو در آینه به بینی
بت خویش هم تو باشی بکسی گذر نداری

(৮) خردا نه ظالمی تو که ورا چو ماه گوئی
زچه روش ماه گوئی تو مگر بصر نداری

(৯) سر تست چون چراغی بگرفته شش فتیله
همه شش ز چیست روشن اگر آن شرر نداری

(১০) تن تست همچو اشتر که رود بکعبهٔ دل
زخری بحج نرفتی نه از آن که خر نداری

(১১) تو بکعبه گر نرفتی بکشاندت سعادت
مگریز ای فضولی که ز حق مفر نداری

(৪৪)

(১) دلا چه بستهٔ این خاکدان پر گذرانی
ازین حظیره برون پر که مرغ عالم جانی

৩। দিবারাত্র পক্ষবান তীরের ন্যায় গুপ্ত ধনুক হইতে আসে ; নিজের মধুর জীবন সমর্পণ কর। কি করিবে ? তোমার কান ঢাল নাই।

৪। তোমার অস্তিত্ব তাম্র মুদ্রার ন্যায় পরিবর্তিত হয় নাই স্বর্ণে তাহার স্বর্ণ মন্দির দ্বারা ? যদি কারুনের (কুবেরের) ন্যায় তোমার থলিয়াতে স্বর্ণ নাই।

৫। তোমার মধ্যেই মিশর রহিয়াছে এবং তুমি ইহার ইক্ষুবন। দুঃখ কি যদি বাহির হইতে তোমার চিনি প্রাপ্তি না ঘটে।

৬। তুমি মূর্তির দাসে পরিণত হইয়াছ, মূর্তি পূজারীদের মত। তুমি যদিচ ইউসুফের ন্যায় এবং তবুও তোমার নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর না।

৭। আল্লাহ্‌র শপথ যখন তুমি তোমার সৌন্দর্য মুকুরের দর্শন কর, তুমি তোমার নিজের মূর্তি হইবে। অপরের নিকট তোমাকে যাইতে হইবে না।

৮। হে প্রজ্ঞা, তুমি কি তাহাকে চন্দ্রতুল্য আখ্যায়িত করায় অবিচারক নও, তাহা হইলে কেন তাহাকে চন্দ্র বল ? সম্ভবতঃ তোমার কোন দৃষ্টিশক্তি নাই।

৯। তোমার মস্তক একটি প্রদীপের ন্যায় ছয়টি শলিতাযুক্ত ; সেই ছয়টি কি প্রকারে প্রজ্বলিত হইবে যদি না তোমার সেই শিখা থাকে।

১০। তোমার দেহ একটি উষ্ট্র সদৃশ যাহা কাবা অভিমুখী যাইতেছে। গর্দভের স্বভাববশতঃ তুমি হজ্বে যাইতেছ না। তোমার গর্দভ নাই তাহা নহে।

১১। যদি তুমি কাবা না যাইয়া থাক, তবে সৌভাগ্য তোমাকে কোথায় লইয়া যাইবে। পলাইয়া যাইও না। হে ফাজিল কেননা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোথাও আশ্রয় নাই।

(৪৪)

১। হে হৃদয়, কেন তুমি এই পৃথিবীর বন্দী হইয়াছ যাহা দ্রুত পরিবর্তনশীল এই খাঁচা হইতে পলায়ন কর, কেননা। তুমি আধ্যাত্মিক জগতের পাখী।

(২) تو یار خلوت نازی مقیم پرده رازی
قرارگاه چه سازی درین نشیمن فانی

(৩) بحال خود نظری کن برون برو سفری کن
ز حبس عالم صورت بمرغزار معانی

(৪) تو مرغ عالم قدسی ندیم مجلس انسی
دریغ باشد اگر تو درین مقام بمانی

(৫) همی رسد ز سموات هر صباح ندایت
که ره بری بنشانه چو گرد ره بنشانی

(৬) براه کعبه وصالش ببین بهر بن خاری
هزار کشتهٔ شوقند داده جان بجوانی

(৭) هزار خسته درین ره فروشدند و نیامد
ز بوی وصل نسیمی زکوی دوست نشانی

(৮) بیاد بزم و صالش در آرزوی جمالش
فتاده بیخبرانند ز آن شراب که دانی

(৯) چه خوش بود که ببویش بر آستانهٔ کویش
برای دیدن رویش شبی بروز رسانی

(১০) حواس جثه خود را بنور جان تو برافروز
حواس پنج نماز است و دل چو شمع مثالی

(১১) فرو خورد مه و خورشید وقطب هفت فلک را
سهیل جان چو بر آید ز سوی رکن یمانی

(১২) مجو سعادت و دولت درین جهان که نیابی
ز بندگیش طلب کن سعادت دو جهانی

(১৩) حدیث عشق رها کن که این ره گذارنست
تو بندگی خدا کن بهر قدر که توانی

২। তুমি অন্তরঙ্গ প্রিয় বন্ধু তুমি সর্বদা গুপ্ত যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছ। কেহ এই নশ্বর স্থানে তোমার বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছে।

৩।. তোমার নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর, বাহির হও এবং যাত্রা কর রূপের জগতের বন্দীশালা হইতে অপরূপের প্রান্তরে।

৪। তুমি দেবলোকের পক্ষী প্রেমের বৈঠকের কর্ম সচিব, যদি তুমি এই স্থানে অবস্থান কর তবে দুঃখের বিষয় হইবে।

৫। প্রতি প্রত্যুষে স্বর্গ হইতে আকাশবাণীর নিকট পৌঁছে যখন 'তুমি পথের ধূলা মাখ তখন তুমি গন্তব্য স্থানের পথ লাভ কর।'

৬। মিলনের কাবার পথে দেখ প্রতি কণ্টক গুল্মে, সহস্র কামনা দ্বারা যাহারা ধীরভাবে নিজেদের জীবন দান করিয়াছে।

৭। সহস্র ক্ষতবিক্ষত হইয়া এই পথে নিপতিত হইয়াছে যাহাদের নিকট মিলনের সৌন্দর্যের মলয় পবন নাই এবং নাই বন্ধুর নৈকট্যের কোন চিহ্ন।

৮। মিলনের মহোৎসবের স্মৃতির জন্য তাহার সৌন্দর্যের অভিলাষ তাহারা বিহ্বল হইয়া নিপতিত হইয়াছে সুরা দ্বারা যাহা তুমি জান।

৯। কি মধুর আশায় তাহার আবাসেব দ্বারপ্রান্তে উপবেশন, তাহার মুখ দর্শন করিবার জন্য ? রজনীকে দিবায় পরিণত করিতে ?

১০। রাত্রির ইন্দ্রিয়কে আত্মার আলোর দ্বারা প্রজ্জ্বোল কর। ইন্দ্রিয় পাঁচ তারের নামাজ হইতে হৃদয় শান্ত মুক্ত।

১১। চন্দ্র এবং সূর্য এবং সপ্ত জ্যোতিষ্কের অক্ষরেখা হইল আত্মার শুকতারা যখন ইহা দক্ষিণ কোণে উদয় হয়।

১২। সুখ ও সৌভাগ্য এই সংসারে খুঁজিও না কেননা তুমি কখনও ইহা পাইবে না। তাহার সেবা দ্বারা উভয় জগতের আনন্দ সন্ধান কর।

১৩। প্রেমের গল্প দূরে সরাইয়া রাখ। যাহা যাত্রীদল বলে, আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী তাহার সাধনা কর।

(১৪) زشمس مفخر تبریز جو سعادت عقبی
که اوست شمس معارف به پیشگاه معالی

(৪৫)

(১) بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری
چو مابجمله جهان خود کجاست دلداری
(২) بیا بیا و بهر سوی روزگار مبر
که نیست نقد ترا پیش غیر بازاری
(৩) تو همچو وادی خشکی و ما چو بارانی
تو همچو شهر خرابی و ما چو معماری
(৪) بغیر خدمت ما که مشارق شادیست
ندید خلق و نه بیند ز شادی آثاری
(৫) هزار صورت جنبان بخواب می بینی
چو خواب رفت نبینی ز خلق دیاری
(৬) ببند چشم کز و بر کشای چشم خرد
که نفس همچو خر افتاد و حرص افساری
(৭) ز باغ عشق طلب کن عقیده شیرین
که طبع سرکه فروشست و غوزه افشاری
(৮) بیا بجالب دار الشفای خالق خویش
کز آن طبیب ندارد گریز بیماری
(৯) جهان مثال تن بی سرست بی ان شاه
به هیچ گرد چنان سر مثال دستاری
(১০) اگر سیاه نه آینه مده از دست
که روح آینهٔ تست جسم زنگاری

১৪। সূর্যের নিকট হইতে যিনি তেব্রিজের গৌরব ভবিষ্যতের সুখ। কেননা তিনি হইতেছেন একটি সূর্য। সর্বপ্রকার জ্ঞানের অধিকারী। আধ্যাত্মিক সিংহাসনে।

(৪৫)

১। আইস, আইস, কেননা তুমি আমার মত অপর বন্ধু পাইবে না। আমার মত বন্ধু সত্যই পৃথিবীতে আর কোথায় আছে?

২। আইস আইস ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া তোমার জীবন অতিবাহিত করিও না। কেননা আমা ব্যতীত অপর কোন বাজারে তোমার মুদ্রা প্রচলিত নহে।

৩। তুমি শুষ্ক উপত্যকা সদৃশ এবং বারিপাত সদৃশ তুমি বিরান নগরী সদৃশ এবং আমি তোমার স্থপতি।

৪। আমার পরিচর্যা ব্যতিরেকে যাহা আনন্দের সূর্যোদয়, মানুষ কখনও আনন্দের চিহ্ন পায় নাই এবং পাইবে না।

৫। তুমি স্বপ্নে সহস্র চলন্ত মূর্তি দর্শন কর। যখন স্বপ্ন ভঙ্গ হয় তখন তুমি তাহার একটিরও সাক্ষাৎ পাও না।

৬। বন্ধ কর সেই চক্ষুদ্বয় যাহা অলীক দর্শন করে এবং প্রজ্ঞার চক্ষুদ্বয় উন্মীলন কর কেননা ইন্দ্রিয় গর্দভের মত এবং কুবাসনা তাহার নাকানী রশি।

৭। প্রেমের বাগান হইতে মধুর পানীয় সন্ধান কর। কেননা প্রবৃত্তি সর্ববিক্রেতা এবং অপরিপক্ক আঙ্গুর পেষণকারী।

৮। তোমার স্বীয় স্রষ্টার হাসপাতালে আইস। কোন রোগীরই সেই রাজ্য অবহেলা করিলে চলে না।

৯। পৃথিবী সেই রাজাধিরাজ ব্যতিরেকে মস্তকহীন দেহের ন্যায়; নিজেকে ভাঁজ কর, শিরস্ত্রারণের ন্যায় ঐ মস্তকের চতুর্দিকে।

১০। যে পর্যন্ত না তুমি কৃষ্ণবর্ণ হও তোমার হস্ত হইতে আয়না দিও না। আত্মা তোমার আয়না এবং তোমার দেহ মরিচা।

(১১) کجاست تاجر مسعود مشتری طالع
که گر مدار منش باشم وخر یداری

(১২) بیا و فکرت من کن که فکرلت دادم
چو لعل می خری از کان من بخر باری

(১৩) بیا و جانب آلکس برو که پایت داد
بدو فکر بدو دیده ذاد دیداری

(১৪) دو کف بشادی او زن که کف زبهر ویست
که نیست شادی او را غمی و تیماری

(১৫) تو بی دو گوش شنوبی زبان بگو با او
که ایست گفتا زبان بی خلاف وازاری

(৪৩)

(১) دو رخ عشق اگر تا بصفت مرد شوی
پیش مردان منشین گزد مشان سرد شوی

(২) از رخ عشق بجو چیز دیگر جز صورت
گاه انست که با همره همدرد شوی

(৩) چون گلوخی بصفت تو بهوابر لشوی
بهوابر شوی ار بشکنی و گرد شوی

(৪) اگر نشکنی آن کت بسرشت او شکند
تو چولکه مرگت شکند کی گهر فرد شوی

(৫) برگ چون زرد شود بیخ ترش سبز کند
تو فغان می کنی از عشق کز و زرد شوی

(৬) ور بیائی بسر ای درست دران مجلس ما
جای تو صدر بود در همه بر خورد شوی

১১। কোথায় সৌভাগ্যশালী সওদাগর। বৃহস্পতি যাহার অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে। যেন আমি তাহার সহিত ব্যবসায় করিতে পারি এবং তাহার সামগ্রী ক্রয় করিতে পারি।

১২। আইস আমার সম্বন্ধে চিন্তা কর যে তোমাকে বুদ্ধি শক্তি দিয়াছে; কেননা তুমি আমার খনি হইতে এক গর্দভ-ভার মুক্তা ক্রয় করিতে পার।

১৩। আইস এবং যে তোমাকে পথ দিয়াছে তাহার দিকে অগ্রসর হও। তন্ময় হইয়া তাহার দিকে নিরীক্ষণ কর যে তোমাকে চক্ষু দান করিয়াছে।

১৪। তাহার আনন্দে তোমার হাত তালি দাও, যাহার সমুদ্র হইতে তোমার হস্ত উদ্ভূত। কেননা তাহার আনন্দে কোন দুঃখ বা বেদনা নাই।

১৫। কর্ণ বিনা শ্রবণ কর, জিহ্বা বিনা তাহার সহিত কথা বল, কেননা জিহ্বার ভাষণ অপরাধ এবং ক্ষতি ভিন্ন নয়।

(৪৬)

১। প্রেমের আননে দৃষ্টি কর। যেন প্রকৃত মানুষ হইতে পার, কঠিন হইয়া বলিও না। কেননা তাহাদের নিশ্বাসের দ্বারা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

২। প্রেমের বদন হইতে সৌন্দর্য ব্যতিরেকে অপর কিছু সন্ধান কর। ইহা উপযুক্ত সময় যে তুমি ব্যথার ব্যথীর সঙ্গী হইবে।

৩। কেননা তুমি প্রকৃতই মাটির ঢেলা, তুমি গগনচারী হইবে না, তুমি আকাশে উঠিবে না, যদি ভাঙ্গিয়া ধূলায় পরিণত হও।

৪। যদি তুমি না ভাঙ্গ, তবে যিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন তিনি তোমাকে ভাঙ্গিবেন। যখন মৃত্যু তোমাকে ধ্বংস করিবে, তুমি কি প্রকারে স্বতন্ত্র পদার্থে পরিণত হইবে।

৫। যখন পত্রদল হলুদ বর্ণ হইয়া যায় তখন নূতন পাতা গজায়, তুমি প্রেম সম্বন্ধে অনুযোগ করিতেছ যে, ইহার জন্য তুমি পাণ্ডুর হইয়াছ।

৬। এবং ওগো বন্ধু যদি তুমি আমাদের চক্রে শীর্ষ দেশে উপনীত হও তোমাদের আসন হইবে সিংহাসন। তোমার সকল জিনিসে তোমার সকল আশা সফল হউক।

(৭) ور بمالی تو درین خاک بسی سال دگر
جابجا بر گذری چون عدد گرد شوی

(৮) شمس تبریز گرت دو کلف خویش کشد
چون ز زندان بر هی باز در آن گردد شوی

(৪৭)

(১) چو بشهر تو رسیدم تو زمن گوشه گزیدی
چو ز شهر تو برفتم بوداعم نددیدی

(২) تو اگر لطف گزینی و اگر بر سر کینی
همه آسایش جانی همه آرایش عیدی

(৩) سبب غیرت تست آن که نهانی و اگر نه
همچو خورشید نهالی و زهر ذره پدیدی

(৪) تو اگر گوشه بگیری نه جگر گوشهٔ میری
وا گر پرده دری تو همه را پرده دریدی

(৫) دل کفر از تو مشوش سر ایمان به میت خوش
همه را هوش ربودی همه را گوش کشیدی

(৬) همه گلها گرودی همه سرها گر و می
تو همین را و همان راز کف مرگ خریدی

(৭) چو وفا نبود در گل چه روی تو سوی هر گل
همه بر تست تو کل که عمادی و عمیدی

(৮) اگر از چهره یوسف نفری کف ببریدند
تو دو صد یوسف جان را زدل و عقل بریدی

(৯) ز پلیدی و ز خوبی تو گنی صورت شخصی
که گریزد بدو فرسنگ وی از بوی پلیدی

৭। কিন্তু যদি আরো অধিক বর্ষ এই পৃথিবীতে অবস্থান কর তুমি স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছ। সতরঞ্চীর গুটির ন্যায় হইবে।

৮। যদি শাম্‌স তেব্রিজ তোমাকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন তুমি কারাগার হইতে মুক্তি পাইবে। সেই চক্রে উপনীত হইবে।

(৪৭)

১। তোমার শহরে উপনীত হইলাম। তুমি আমা হইতে পৃথক কোণে আশ্রয় হইলে যখন তোমার শহর হইতে চলিয়া গেলাম। তুমি আমাকে দেখিলে না। এবং বলিলে না, 'বিদায়'।

২। দয়ালু হইতে পছন্দ কর কিংবা ক্রুদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর। তুমি সমস্ত আত্মার আরাম। তুমি সমস্ত মহোৎসবের শোভা।

৩। তোমার ঈর্ষার কারণ যে তুমি গুপ্ত অথবা অন্যবিধ প্রত্যেক অণুদ্বারা তুমি প্রকটিত। তুমি গুপ্ত সূর্যের ন্যায়।

৪। যদি তুমি নির্জনে বাস কর, তুমি কি রাজপুত্রের আনন্দ সঙ্গী নও। যদি তুমি পর্দা ছিন্ন কর তুমি সকলের পর্দা ছিন্ন কর।

৫। তোমার দ্বারা অবিশ্বাসী চিত্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়, তোমার মদিরা দ্বারা বিশ্বাসীদের মস্তক প্রমত্ত হইয়া যায়।

৬। সমস্ত গোলাপ শীত ঋতুর শিকার, সমস্ত মস্তক সুরার শিকার, উভয়ই এই সকল এবং ঐ সকল তুমি ক্রয় কর।

৭। যখন গোলাপের নিকট বিশ্বস্ততা নাই কেন তুবি গোলাপের নৈকট্য প্রার্থী হইবে? কেবল তোমার উপরই নির্ভর করা যায়। তুমি আশ্রয় ও সাহায্য স্থান।

৮। যদিচ কয়েকজন মাত্র ইউসুফের জন্য আঙ্গুল কাটিয়াছিল, তুমি দুইশত আধ্যাত্মিক ইউসুফের জ্ঞান এবং প্রাণ হরণ করিয়াছ।

৯। তুমি মানুষের মূর্তি সুন্দর এবং কুৎসিত সামগ্রী দ্বারা তৈয়ার করিয়াছ, যেন তুমি কুৎসিতের দুর্গন্ধ হইবে, ছয় মাইল দূরে পালাইয়া যাইতে পার।

(১০) کنیش طمعه خاکی که شود سبزه پاکی
بر هد او ز نجاست چو درو روح دمیدی

(১১) هله ای دل بسما رو بچرا گاه خدا رو
بچرا گاه ستوران چو یکی چند چریدی

(১২) تو همه طمع بر ان نه که بر آن نیست امیدت
که ز نومیدی اول تو بدین سوی رسیدی

(১৩) تو خمش کن که خداوند سخن بخش بگوید
که هم او ساخت در و قفل وهم او کرد کلیدی

(৪৮)

(১) بعاقبت بپریدی و در نهان رفتی
عجب عجب بکدامین راه از جهان رفتی

(২) بسی زدی پر و بال و قفص درا شکستی
هوا گرفتی و سوی جهان جان رفتی

(৩) تو باز خاص بدی در وثاق پیر زنی
چو طبل باز شنیدی بلا مکان رفتی

(৪) بدی تو بلبل مستی میانهٔ جغدان
رسید بوی گلستان بگلستان [رفتی

(৫) بسی خمار کشیدی ازین خمیر فرش
بعاقبت بخرابسات جاودان رفتی

(৬) پی نشانهٔ دولت چو تیز راست] شدی
بد آن نشاله چو تیری ازین کمان رفتی

(৭) نشا نهای کثرت داد این جهان چون غول
نشان گذاشتی و سوی بی نشان رفتی

১০। তুমি তাহাকে এক মুষ্টি ধূলি হইতে তৈয়ার করিয়াছ যেন সে পবিত্র ওষধিতে পরিণত হয়। সে মালিন্য হইতে মুক্ত, যখন তুমি আত্মায় প্রবেশ করাইয়া দিলে।

১১। আইস, হে হৃদয়, নন্দনাভিমুখী হও। ঐশ্বরিক চারণ ভূমিতে যাত্রা কর কেননা তুমি গোচারণ ভূমিতে চরিয়া বেড়াইতেছ।

১২। তোমার সকল আশা তাহার উপর স্থাপন কর যাহা হইতে তোমার কোন আশা নাই। কেননা তুমি এতদুর পর্যন্ত আদিম আশাহীনতা হইতে আগমন করিয়াছ।

১৩। চুপ কর, যে প্রভু তোমাকে ভাষা দান করিয়াছেন তিনি কথা বলিতে পারেন। কেননা যেমন তিনি দ্বার এবং কুলুপ প্রস্তুত করিয়াছেন; তিনি একটি ছোরানীও বানাইয়াছেন।

(৪৮)

১। অবশেষে তুমি যাত্রা করিলে এবং অদৃশ্যে চলিয়া গেলে। ইহা প্রায় আশ্চর্য, কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া তুমি পৃথিবী হইতে গেলে।

২। তুমি প্রবল বেগে তোমার পক্ষ ও পালক নাড়িলে এবং তোমার খাঁচা ভাঙ্গিয়া আকাশে উড়িলে এবং আত্মা লোকের দিকে যাত্রা করিলে।

৩। তুমি বিশিষ্ট বাজপাখী, একটি বৃদ্ধা দ্বারা বন্দীশালায় রক্ষিত ছিলে, যখন তুমি ঢাকের বাদ্য শুনিলে তখন তুমি শূন্যে উড়িলে।

৪। তুমি প্রেমোন্মাদ বুলবুল ছিলে, পেচকের দলে গোলাপ বাগানের সুঘ্রাণ তোমার নিকট পৌঁছিল এবং তুমি গোলাপ বাগানে গমন করিলে।

৫। তুমি ভারী মাথা ধরায় ভুগিতেছ, এই তিক্ত উচ্ছলন হইতেঃ অবশেষে তুমি শাশ্বত মদশালায় গেলে।

৬। তীরের ন্যায় সরলভাবে তুমি আনন্দকে লক্ষ্যস্থল করিলে; তুমি এক তীরের ন্যায় দ্রুতগতিতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিলে এই ধনুক হইতে।

৭। এই পৃথিবী তোমাকে মিথ্যা সন্ধান সমূহ প্রদান করিয়াছে দানবের ন্যায় তুমি সেই সন্ধান সমূহের প্রতি দৃকপাত করিলে না; কিন্তু তুমি সেই খানে গেলে যেখানের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

(৮) تو تاج راچه کنی چونکه آفتاب شدی
کمر چرا طلبی چونکه از میان رفتی

(৯) دو چشم گشته شنیدم که سوی جان نگری
چرا بجان نگری چون بجان جان رفتی

(১০) دلا چه نادره مرغی که در شکار شکور
تو با دو پر چو سپر جانب سنان رفتی

(১১) گل از خزان بگریزد عجب چه شوخ گلی
که پیش باد خزانی خزان خزان رفتی

(১২) ز آسمان تو چو باران بهام عالم خاک
بهر سو ی بدو یده بناو دان رفتی

(১৩) خموش باش تو از رنج گفت وگو ی مخسب
که در پناه چنان یار مهربان رفتی

৮। কেননা তুমি এক্ষণে সূর্য ; কেন তুমি মুকুট পরিধান কর। তুমি কেন মেখলা যাচ্না কর ; কেননা তুমি মধ্যস্থল হইয়া গিয়াছ।

৯। আমি শুনিয়াছি যে তুমি তোমার আত্মার উপর দৃষ্টিপাত কর। কেননা আত্মার আত্মায় পৌঁছিয়াছ।

১০। হে হৃদয়, তুমি আশ্চর্য পক্ষী, কেননা তুমি ঐশ্বরিক পুরস্কারের শিকারার্থী ; তুমি পক্ষদ্বয় দ্বারা উড্ডীয়মান হইলে, শুলাগ্রের দিকে প্রধাবিত হইলে ঢালের ন্যায়।

১১। গোলাপ দল শরৎ ঋতু হইতে পলায়ন করে। ওঃ তুমি কি আশ্চর্য গোলাপ যে ধীরে সুস্থে বেড়াইতে বেড়াইতে শরৎ বাতাসের উপস্থিতিতে গেলে।

১২। বৃষ্টির ন্যায় আকাশ হইতে পড়িয়া মাটির পৃথিবীর ছাদের উপর তুমি প্রত্যেক দিকে দৌড়াইলে, যে পর্যন্ত না তুমি পয়ঃপ্রণালী দ্বারা পলায়ন করিলে।

১৩। চুপ কর এবং বচনের বেদনা হইতে বিমুক্ত হও। ঘুম পাড়িও না, কেননা তুমি তদৃশ স্নেহশীল বন্ধুর আশ্রয় পাইয়াছ।

পরিশিষ্ট (খ)

অধ্যাপক ব্রাউন ও পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস

Then last of all, there was Edward Granvile Browne, 'Persian Browne,' we used to call him, who at that time had just become world-famous in literary circles through his book, 'A Year amongst the Persians'. So brilliant was he as a linguist, that I have heard him carry on four conversations at once at the High Table in for different languages with perfect ease and without a pause for a word. His room in college, in the Ivy court, used to be our 'rendezvous,' late into the night, while he told us about the East. The debt I owe to his friendship can never be repaid. He turned my face towards India and made the Eastern world a living reality to me. No one is Combridge understood the spirit of Islam as he did. The admiration, at its highest point, that I have always retained for the Muslim Faith, had its early beginning in my friendship with this profound Arabic and Persian scholar.

Mr. C. F. Andrews in the Convocation Address of the University of Calcutta. 1938.

East and West will never meet বলিয়া ইংরেজ কবি ধূয়া ধরিয়াছেন। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, কাজেই 'পূর্ব ও পশ্চিমের অসম্ভব দূরত্ব উতরাইয়া সে মিলিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের উপর এবং জগতের আদিম সভ্যতা ও কাল্‌চারের সহিত নবীন সভ্যতা ও কাল্‌চারের সমন্বয়ের উপরই, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে।*

---

* Vide Creative unity by Dr. Rabindranath Tagore. (Macmillan and Co.) pp. 108—109. Ibid. P. 110.



ই. জি. ব্রাউন

যাঁহারা এই মিলন সেতুর সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারাই বাস্তবিক ভবিষ্যৎ জগৎ ও মানবজাতির অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া যাইতেছেন। কেহ বা মানব সেবা দ্বারা, কেহ বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান দ্বারা, কেহ বা সাহিত্য-ইতিহাসের সমালোচনা দ্বারা এই কার্য সমাধা করিতেছেন। অধ্যাপক ই. জী. ব্রাউন সাহেব পারস্যবাসীদের সাহিত্যের ইতিহাস, সভ্যতার ধারা, কাল্‌চারের সৌন্দর্য এত সুন্দর, এত হৃদয়গ্রাহী ও এত ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লোকচক্ষুর সামনে ধরিয়াছেন যে, তাহাতে একটি জাতির সমগ্র পরিচয় উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পারস্য জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস একাধারে এত সুষ্ঠু করিয়া সশ্রদ্ধায় কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। অধ্যাপক ব্রাউনের সমস্ত পুস্তকের key note মূলমন্ত্র যেন ভালবাসা ও শ্রদ্ধাজনিত গভীর অধ্যয়ন।

ইতিহাস অনেক ইয়োরোপীয়ানই লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশের মনই প্রাচীর প্রতি বিমুখ ও অবজ্ঞা-উদ্ভূত গোপন বিদ্বেষপূর্ণ। এই জন্য তাঁহারা প্রায়ই অবিচার করিয়াছেন তথা বিরোধের সূচনা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্য ভবিষ্যৎ জগতের নিকট তাঁহাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে। হয়ত কোন জাতির দোষত্রুটি আছে, তাহা লইয়া উহাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা উচিত নহে। প্রত্যুত যিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক তিনি সকল বিদ্রূপ, সকল বিদ্বেষ সকল পূর্ব-সংস্কারের অতীত হইয়া সশ্রদ্ধায় এই মহান ব্রত সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন। অধ্যাপক ব্রাউন ঠিক এই ভাবেই তাঁহার গৌরবজনক কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া যেমন তাঁহার গভীর গবেষণা ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয় তেমনি পারস্য সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় ও অপরূপ রহস্যপূর্ণ বিবরণগুলি

Mankind must realise a unity, wider in range, deeper in sentiment, stronger in power the ever before Ibid. P. 171.

আরব্যোপন্যাসের ন্যায় কৌতুহপ্রদ ও আনন্দদায়ক বলিয়া প্রতিভাত হয়। তিনি যেখানে জাতির দুর্বলতা বা ভুলের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, গুণগ্রাহী ও হৃদয়বান একনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের ন্যায় অঙ্গুলী সঙ্কেতে উহা দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে স্কুল মাস্টারের ঔদ্ধত্য বা বিচারকের আত্মম্ভরিতা নাই। এই সমস্তের জন্যই উহা বিরোধ সৃষ্টি না করিয়া ভবিষ্যতের দিকে মিলনসেতু সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

অধ্যাপক ব্রাউনের পারস্য সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিধির বিশেষ ইঙ্গিত বলিয়াই মনে হয় এবং এই গুরুদায়িত্ব তিনি অতি সুচারুরূপেই সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কৃতিত্বের সহিত এম. বি. পাশ করেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছানুযায়ী ডাক্তারী অধ্যয়ন করেন। ডাক্তারী পড়িবার সময়ই তিনি এক গ্রীষ্মাবকাশ তুরস্কে অতিবাহিত করেন। তুরস্কের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ তিনি তুর্কী ভাষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। শিক্ষক অভাবে অতি কষ্টে নানাবিধা অসুবিধা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তিনি তুর্কী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন।

বীর তুর্কী জাতির প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। যখন বলকান যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ বিশেষতঃ ইংলণ্ড, বিপন্ন তুর্কী জাতির বিরুদ্ধে যোগদানের সংকল্প করিল তখন অধ্যাপক ব্রাউন সাহেবের তুর্কীর প্রতি গুপ্তটান প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি ইংলণ্ডের এই সংকল্পের প্রতিবাদ করিয়া সাময়িক পত্রিকাসমূহে সুযুক্তিপূর্ণ তীব্র পত্র প্রকাশ করেন। ফলে, এই রাজনৈতিক মতানৈক্যের জন্য অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি তাহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্বীয় মত পোষণ করিতে থাকেন। ইহা বলিলে তাঁহার মানসিক বলের যথেষ্ট প্রমাণ হইবে যে তৎকালীন সমস্ত রাজনৈতিক দলই 'ইয়োরোপের পীড়িত মানুষটিকে' তাঁহাদের হাসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দিবার মতলব অাঁটিতেছিলেন।*

---

* Glodstone emerging from retirement, denounced 'the unspeakable Turk' in a flaming pamphlet. He demanded that England should cease to support Government which

শুধু ইংলণ্ড নহে সমগ্র ইয়োরোপ-আমেরিকা এই একই উদ্দেশ্য দ্বারা বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। বাহিরের দিক্ হইতে এই প্রকার বাধা ও নানা উত্তেজনা নিবন্ধন তাঁহার মন তুরস্কের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

অনেক প্রাচ্যবিদই তাঁহাকে পারস্য ভাষা অনুশীলনে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন 'যাঁহারা পারস্য, সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচ্যভাষা অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কোন সহানুভূতি নাই বা চাকুরী-বাকুরীতেও তাঁহাদের বিশেষ কোন সুবিধা হয় না।' যাহা হউক তিনি পারস্য ভাষাশিক্ষায় শীঘ্রই অগ্রসর হন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে ইহার আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে তিনি ডাক্তারী পরীক্ষা দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এবং অনবসর জীবনে যে মূল্যবান অবসর সময়টুকু পাইতেছিলেন উহা বিশ্রাম সুখে অতিবাহিত না করিয়া অতি কঠোর পরিশ্রম সহকারে উচ্চস্তরের পারস্য পুস্তকসমূহ অতীব আনন্দের সহিত পাঠ করিতেছিলেন। ডাক্তার ব্রাউন সাহেব অত্যন্ত ভাবপ্রবণ মানুষ ছিলেন। মানুষের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইত। পাশাপাশি অসংখ্য আমোদ-প্রমোদ ও নিরবছিন্ন দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে Sceptic করিয়া তুলিয়াছিল। প্রচলিত খ্রীস্ট ধর্মে তাঁহার ততদূর আস্তা ছিল না। যখন তাঁহার হৃদয় সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ, যখন তিনি দিশাহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি পারস্যের সুফী কবি মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর বাঁশীর সুর, প্রেমিক কবি হাফিজের গজলের স্বর শুনিতে পান। বসন্তের মাতাল বাতাস যেন হাফিজের গজলের সুর, আর প্রভাতের স্নিগ্ধ মলয় বাতাস যেন রুমীর বাঁশীর গান। হাফিজ হইতে রুমী

---

was an affront to the laws of God, and urged that the Turks be expelled from Europe 'bag and baggage.' The public opinion of Europe was roused. P. 547. (Vide Modern European History. By C. D. Hazen. London, 1919)

[ইহা হইতেছে ইংলণ্ডের পুর্বতন মনোভাব। তৎপরে বলকান যুদ্ধ ঘটে। দ্রষ্টব্য প্রস্তুত পৃষ্ঠা ৫৯০—৬০৬।]

তাঁহার অধিক প্রিয় হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে তিনি সুফীবাদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। সুফীবাদ অনুশীলনের ফলে তাঁহার ধর্মমত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি আর পূর্বের ন্যায় sceptic রহিলেন না, এই সুফীবাদের সোনার কাঠি তাঁহার ভিতরকার সত্যিকার মানুষকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। সুফীবাদ প্রেমের ধর্ম, সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের মধ্যে প্রেমের মধুর সম্বন্ধ বর্তমান। প্রেমের রাজ্যে কোন হিংসা নাই, কোন ভেদাভেদ বিচার নাই, শুধু প্রেমের পূতমন্ত্র সকলকে একই ভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে। রুমী সুফীবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি; তাঁহার 'মসনভী' পারস্য ভাষার কোরআন বলিয়া অভিহিত। কাজেই ইহার অধ্যয়নে তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে optimist আশাবাদী হইয়া পড়ে। আসল কথা তিনি মানসিক শান্তি ও সাম্যভাব ফিরাইয়া পান।

যাহা হউক, তিনি যখন স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার সংকল্প করিতেছিলেন এমন সময় অযাচিতরূপে ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার প্রিয় কলেজ হইতে ফেলো হইবার জন্য তাঁহার ডাক পড়ে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই তিনি এম. এ. ডিগ্রী গ্রহণ করেন। কাজেই তিনি সাতিশয় পুলকিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কেম্ব্রিজ গমন করেন এবং 'প্রেমব্রোক ফেলোশিপ' প্রাপ্ত হন।

তাহার পর তিনি পারস্য ভ্রমণের সংকল্প করেন। তাঁহার সংকল্পের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক হইলেন। দুই বন্ধু পারস্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কতকটা স্থলপথে কতকটা জলপথে ভ্রমণ করিয়া পারস্যে উপনীত হন এবং তথাকার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করেন। অধ্যাপক ব্রাউন তাঁহার যে পারস্য ভ্রমণ কাহিনী A Year amongst the Persians* লিখিয়াছেন তাহা অনেক অর্থপূর্ণ। তিনি পারস্যবাসীদের সহিত পারস্য বেশভূষায় মিশিয়াছেন। পারস্য পোশাকে তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখায়। পারস্য সামাজিক জীবন, তাহাদের

---

* A Year amongst the Persians. pp. 650 –XXII by Prof. E. G. Browne, M. A. M. B. F. B. A. 1917. (Cambridge University Press.)

আচার-ব্যবহার প্রভৃতি অতি গূঢ়ভাবে তাঁহার জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং এই সব কথা তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা আধুনিক পারস্য সম্বন্ধে কিছু জানিতে উৎসুক তাঁহারা অধ্যাপক ব্রাউন সাহেবের এই মূল্যবান ভ্রমণ কাহিনীতে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।'* এই ভ্রমণ পুস্তকে তাঁহার প্রিয় সুফীবাদ সম্বন্ধে এক অধ্যায় রহিয়াছে। ইহাতে তিনি সুফীবাদ সম্বন্ধে এমন অনেক নূতন সন্ধান দিয়াছেন। যাহা এই পর্যন্ত প্রতীচ্য জগতে অজ্ঞাত ছিল। এইজন্য এই অধ্যায় প্রাচ্য-বিদ পণ্ডিতগণের নিকট অনেক কাঁচা মালমশলার আধার বলিয়া খুব আদর পাইয়াছে। সমগ্র ভ্রমণ কাহিনীটি যেন ছবির মত সুন্দর ও বর্ণনাভঙ্গী অতি প্রাঞ্জল ও সরস, ফলে সকলেরই উপভোগ্য। যে পুস্তকের জন্য তাঁহার খ্যাতি, তাঁহার আজীবন সাধনার ধন A Literary History of Persia, 2 vols. পারস্য সাহিত্যের এত সুন্দর, সুষ্ঠু ও মূল্যবান ইতিহাস ইংরেজী ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই।+ পারস্য সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে অধ্যাপক ব্রাউনের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। তিনি পারস্য ভাষায় লিখিত প্রায় সমস্ত পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসগুলি কতক মুদ্রিত, কতক পাণ্ডুলিপি এবং পারস্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই ইতিহাস আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী, জার্মানী ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পারস্য ইতিহাসসমূহ যে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। যখন তাঁহার এই পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস

---

* Literary History of Persia vol. I. P. 512. A Literary History of Persia Vol. II. P. 568. by Prof. E. G. Browne. M. A. M. B. F. B. A. (T. Fisher Union London.) (তিনি পরে Literary History of Persia Vols. III & IV রচনা করেন।)।

+[জাপানে পারস্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আধুনিক পারস্যের চমৎকার চিত্র হইতে বিধৃত হইয়াছে]।

অধ্যয়ন করা যায় তখন ধীরে ধীরে অতীতের অস্ফুট অন্ধকার হইতে একটি জাতির সত্তা ও স্বরূপ যেন চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠে। ব্যাবিলন সভ্যতার অবসানের পর হইতে কি করিয়া মিদিয়ান সভ্যতা বিকশিত হইল, অতি প্রাচীন আসিরিয়ান লেখমালা হইতে কি করিয়া পারসী অক্ষরের সৃষ্টি হইল, কি করিয়া পারস্য জাতি কবিতা লিখিতে শিখিল সমস্ত তথ্য অতি সুনিপুণ তুলিকায় তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার পর মুসলমানদের আগমন ও পারস্যবিজয় তৎসঙ্গে পারস্যবাসীদের দ্বারা মুসলমান ধর্মগ্রহণ, পারস্যবাসীগণের ও আরবী ভাষায় ইতিহাস দর্শন রচনা, তৎপরে প্রতিক্রিয়ার ফলে খাঁটী পারস্য সাহিত্যের পুরুজ্জীবন। ফেরদৌসীর শাহনামা, ওমর খইয়ামের রুবাইয়াত, সাদির গুলিস্তাঁ-বুস্তাঁ, নেজামীর লায়লা-মজনু, রুমীর মসনভী ইত্যাদির ইতিহাস; মুসলমান আব্বাসীয় খলিফাদের স্বর্ণযুগের সম্পদ ও শান্তিপূর্ণ শাসন কথা অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

অধ্যাপক ব্রাউন শুধু পারস্য ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন না প্রত্যুত আরবী ভাষাতেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আরবী ভাষারই অধ্যাপক ছিলেন। আরবী ও পারসী পরস্পর পরস্পরের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত (যেমন বাঙলা ও সংস্কৃত)। কাজেই পারস্য সাহিত্য আলোচনায় তাঁহার মত সুধী পণ্ডিতেরই প্রয়োজন ছিল। তাঁহার এই ইতিহাস মানবের চিরন্তন দানের অন্যতম সামগ্রী, তাবারী, ইবন-খালদুনের আরবী ইতিহাস বা গিবন মোমসেনের ইতিহাসের ন্যায় এই ইতিহাস বিশ্বমানবের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত। অতীতের অন্ধকার রাজ্য হইতে উদ্ধার সাধন করিয়া অধ্যাপক ব্রাউন সাহেব পারস্য জাতির ও সাহিত্যের যে আলোকবর্তিকা জ্বালাইয়া রাখিয়া গেলেন উহা মানব যাত্রীদলের চিরকাল পথ প্রদর্শন করিবে।

পুনশ্চ. ই. জী. ব্রাউন ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকসমুহের অসম্পূর্ণ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১. Persian Revolution
২. Arabian Medicine
৩. Press and Poetry of Modern Persia
৪. Materials for the Study of Babi Religion

ইরানের কবি

২য় খণ্ড

উৎসর্গ

প্রমথ চৌধুরী

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

স্মরণে

বাবা ফোগানী

বাবা ফোগানী একজন পারস্য কবি ছিলেন। তিনি বিখ্যাত কবি জামীর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু বৎসর ১৫১৬ কিংবা ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ। তিনি সিরাজের অধিবাসী ছিলেন। শামী মির্জা বলেন তিনি ব্যবসায়ে কামার ছিলেন। চাকু, ছুরি প্রভৃতি তৈরি করিতেন। কবিতা রচনারও অভ্যাস ছিল। তিনি সিরাজ নগরী ত্যাগ করিয়া হিরাটে গমন করেন। আশা করিতেছিলেন তাঁহার কাব্য সাধনার সমাদর হইবে। হিরাটে তখন সুলতান হুমন মির্জা রাজত্ব করিতেন। তিনি স্বয়ং একজন কাব্যের সমজদার ছিলেন। ফোগানী সিরাজী কাব্য ক্ষেত্রে নবীন রীতির প্রচলন করেন। তাঁহার নব্য ভঙ্গী অনেকেরই মনঃপুত হয় না। (মাইকেলের মত) তাঁহার রীতি উপহাস্পদ বিবেচিত হয়। কাহার কাব্যের অপকৃষ্টতা সম্পর্কে কিছু বলিতে হইলে লোকে ফোগানীর কবিতার সঙ্গে তুলনা করিত বা 'ফোগানীয়া' বলিত।

এই সময় কবি জীবিত ছিলেন। ফোগানী সিরাজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তিনি ফোগানীর নয়া রচনা ভঙ্গী আদৌ পছন্দ করেন না। মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি তেব্রিজে গমন করেন। তখন সুলতান ইয়াকুব রাজত্ব করিতেন। তিনি ফোগানী সিরাজীর যৎপরোনাস্তি সমাদর করেন। ফোগানী সিরাজী তাঁহার প্রশস্তিমূলক কাসিদা রচনা করিয়া উপহার দেন। এই কাসিদা ফোগানীর কাব্য সংগ্রহে (=দেওয়ানে ফাগানীতে) পাওয়া যাইবে। সুলতান ইয়াকুব ফোগানী সিরাজীকে কাব্যের পিতা বা বাবা-ই-শের উপাধি প্রদান করেন। এই জন্য তিনি বাবা ফোগানী সিরাজী পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে পরিচিত। সুলতান ইয়াকুবের মৃত্যুর পর তিনি বৈরুদে বসবাস করেন।

তিনি অতিশয় সুরাশক্ত ছিলেন। অনেক সময় শরাব্‌খানাতেই রাত্রি যাপন করিতেন। এই জন্য বৈরুদের গর্ভণর তাঁহার জন্য শরাব ও কাবাব বরাদ্দ করিয়া দেন। শেষ জীবনে ফোগানী সিরাজী তওবা করেন ও

দরবেশের খেলকা গ্রহণ করেন এবং শিয়া ধর্ম কেন্দ্র মেশহেদে মোরাকেদা মোশাহেদায় লিপ্ত হন। মৌলানা শিবলী বলেন তিনি ৯২৫ হিজরীতে পরলোকগমন করেন। ছুরি, কাঁচি তৈরি করিত বলিয়া প্রথম জীবনে তিনি বাকা কবি নাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ইহা পরিবর্তন করিয়া ফোগানী রাখেন এবং এই কবি নামেই জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত।

এক যুদ্ধ বিগ্রহের হাঙ্গামায় তাঁহার সংগৃহীত ও সংরক্ষিত দেওয়ান নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার ভ্রাতাকে পত্রযোগে ডাকাইয়া আনিয়া নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া দেওয়ান-ই-ফোগানী তৈরি করা হয়।

অনেক খ্যাতনামা কবি তাঁহাকে তৎকালে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। অধ্যাপক ব্রাউন তাঁহার কবিতার বিশেষ প্রশংসা করেন নাই। মৌলানা শিবলীই তাঁহার কবিতার বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। ফোগানী সিরাজী একজন শিয়া ছিলেন। হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করিয়া যে কাসিদা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এই শিয়া মনোভাব প্রবল ভাবে ধরা পড়িয়াছে।

অধ্যাপক রুবেন লেভী তাঁহার সম্পর্কে বলেন His particular merit in the fact that he ventured. P. 89.

পারস্য কবি আসাদী-তুসী

আসাদী তুসী একজন প্রাচীন পারস্য কবি। তাঁহার জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না। তিনি ফেরদৌসীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ফেরেদৌসীর পরে পরলোকগমন করেন। অধ্যাপক আর. লেভী তাঁহার মৃত্যু সন ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১০৪১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আসাদী তুসীর প্রকৃত নাম হইতেছে আলী বিন আহম্মেদ। তাঁহার কবি নাম হইতেছে আবুনসর। তাঁহার বংশ পরম্পরায় ইরানের বাদশাহের সঙ্গে মিলিয়া যায়।

বিদ্যা শিক্ষার পর তিনি ইরাক ভ্রমণ করেন এবং ওলিমুয়ীদের রাজ-দরবারে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন। ইরাক হইতে তিনি আজারবাইজানে গমন করেন। এই স্থানের রইস আবু দলক কবকবরী ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী একজন গুণী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আসাদী তুসীকে বলেন যে ফেরদৌসী শাহ্‌নামা রচনা করিয়া পারস্যকে জিন্দা করিয়াছেন। তুমি ফেরদৌসীর একই গ্রামের অধিবাসী। তুমিও কবি, ফেরদৌসীও কবি। তুমি কিছু স্মৃতি চিহ্ন রাখিয়া যাও। তাঁহার উপদেশানুযায়ী গর আসপের কাহিনী কবিতাকারে গ্রথিত করিয়া তাঁহার কাব্য শক্তির প্রমাণ দেন। সমস্ত কাহিনী এই কবিতার ভূমিকায় বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেন। তাঁহার নিজের উক্তিতেই ইহা পাওয়া যায়। দৌলত শাহ তাঁহার তাজকেরাতে নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার একটি হইতেছে যে ফেরদৌসী মরণশয্যায় আসাদী তুসীকে অসমাপ্ত শাহ্‌নামা পূর্ণাঙ্গ করিবার অনুরোধ করেন এবং আসাদী তুসী এক রাত্রিতে শাহ্‌নামার অসমাপ্ত চার হাজার কবিতা সংযোজন করেন। অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন তাঁহার পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে এবং অধ্যাপক শিবলী নোমানী তাঁহার শিয়রুল আজম গ্রন্থে দৌলতশাহ বর্ণিত কাহিনী অসত্য ও অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

আসাদী তুসীর পুত্র আসাদী তুসীর সঙ্গে অনেকেই তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন। আসাদী তুসীর পুত্র আসাদী তুসী একজন খ্যাত-

নামা সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচিত পারস্য অভিধান একখানি মূল্যবান গ্রন্থ কেননা তাঁহার গ্রন্থে অনেক বিস্মৃত কবির কবিতা শব্দার্থ প্রকাশের জন্য উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ভিয়েনায় তাঁহার স্বহস্ত লিখিত প্রাচীনতম পারস্য পাণ্ডুলিপির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আসাদী তুসী কাসিদা রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। কাসিদার মধ্যে মোনাজেরার রচনার পথিকৃৎ ছিলেন। এই ধরনের কবিতা রচনায় তাঁহার বিশিষ্টতা সর্বজন স্বীকৃত।

তাঁহার মোনাজেরা জাতীয় কবিতা সম্পর্কে অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন বলেন :

Asad's chief claim to distinction rests on the fact, that he developed and perfected if he did not invent ; the species of poem entitled. Munadhare or strife poems and Dr. Ethe who has gone deeply into the matter ; has embodied the results of his erudition and industry and in an adirable monograph published in the Acts of the Fifth. International Conference of orientalists at Berlin in 1882 and entitled in Library P. 149. (Literary History of Persia, vol. I. London. 1920)

মোনাজেরা বা দ্বন্দ্ব জাতীয় কবিতার বিষয় বস্তু সম্পর্কে আর. লেভী বলেন——Munazera——which serves as introductions to elogies, and in which imaginary characters vie with each other to describing the perfection of the object of praise. (P. 24 [Persian Literature by R. Levy—London, 1928.]

রাজা বাদশাহদের দরবারে যে পারস্য কবিতা বিকশিত হইয়াছিল তাহা অধিকাংশই প্রাণহীন। কেননা তাহাতে পৃষ্ঠপোষকের ও গুণ-গানই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সে যাহা হউক অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন আসাদী তুসীর মোনাজেরা জাতীয় একটি সুদীর্ঘ কবিতা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার "পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে" প্রকাশ করিয়াছেন। এই অনুবাদ পাঠ করিলে আসাদীর কাব্য প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মৌলানা শিবলী নোমানী ও তাঁহার মোনাজেরা কবিতার

ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আসাদী রচিত পাঁচটি মোনাজেরা কবিতার নাম উল্লেখ করা যাইতেছে : (১) আরব ও পার্শী (২) স্বর্গ ও পৃথিবী (৩) বর্শা ও তীর (৪) দিবা ও রাত্রি এবং (৫) মুসলিম ও অগ্নিপূজারী।

আসাদী তুসী একজন স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। সত্য ভাষণ তাঁহার কাব্যের অলঙ্কার ছিল। তিনি আরব ও পার্শী কবিতায় আরববাসী ও পারস্য-বাসীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আরবদের প্রসংশা থাকায় গজনীর বাদশা সুলতান মাহমুদ আসাদীর উপর অসন্তুষ্ট হন।

মৌলনা শিবলী বলেন "শাহ্‌নামা" ও "সেকেন্দার নামা'র" মধ্যবর্তী কাহিনী হইতেছে গরাসপের কাহিনী।

কবি নেজামী "সেকেন্দার নামা" রচনার সময় গরাসপের কাব্য সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করেন। তিনি আরও বলেন যদিচ আসাদী তুসী ফেরদৌসীর সমসাময়িক ছিলেন তত্রাচ পরবর্তী কবি নিজামীর রচনার সঙ্গে উপমা ও রচনারীতির উৎকর্ষতার দিক হইতে সমধর্মী। (আসাদীর) একটি কবিতা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

یکے بود سردار دنیا و دین - گران مایه دستور شاه زمین
به من گفت فردوسی پاک مغز - بداداست داد سخنهاے نغز
به شهنامه گیتی بیاراست است - وزان نامه نام نکو خواست است
تو هم شهری اورا دهم پیشهٔ - چو اودر سخن چابک اندیشهٔ
از ان همرهان نامهٔ باستان - به نظم ار خرم یکے داستان
۱۷۷—۱۷۸

چنان تنگ دور هم یکے بود - که رفتن دران کار اندیشه بود
درختاش سر در کشیده بسر - چو خط دبیران یک اندر دگر
همه شاخها تا به چرخ کبود - بهم در شده تنگ چون تارو پود
تو گفتی سپاهی است در جنگ سخت - وزو هست کر دود گوهر درخت
کمان شاخها شان همه گرز بار - سپر برگها و سنان اوک خار
نتابیده انداز روی از چرخ هور - زتنگی رهش بوست رفتے زمور
۱۷۹—۱۸۰

ইবনে ইয়ামীন

ইবনে ইয়ামীন একজন বিখ্যাত পারস্য কবি। তিনি ১২৮৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আমীর ইয়ামীনুদ্দীন। তাঁহারা তুর্কীস্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তুর্কীস্থান ত্যাগ করিয়া খোরাসানে আগমন করেন এবং জায়গা জমি ক্রয় করিয়া বসবাস করিতে শুরু করেন। খোরাসানের এই গ্রামের নাম কারমুয়াদী, বর্তমানে কার-মুইয়াদী বা কারমুইয়ান্দী পরিচিত। এই স্থানেই সম্ভবতঃ কবি ইয়ামীন জন্ম গ্রহণ করেন।

খোরাসানে সুলতান মুহম্মদ খোদা বান্দার রাজত্বকালে ইবনে আমীনের পিতা কারমুয়াদীতে আগমন করেন। এই সময় আল কাতুই বংশের প্রাধান্যের কাল। আলাউদ্দীন মাহমুদ এই সময় রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ইবনে ইয়ামীনের পিতার সৌহার্দ্য ছিল। তিনি কবির পিতার গুণগ্রাহী ছিলেন। ইবনে ইয়ামীনের আমীর ইয়ামীনুদ্দীন একজন কবি ছিলেন। তাঁহার একটি চতুষ্পদী কবিতা ছত্র নিম্নে বর্ণিত হইল।

দারমযে এতাবে বু কসমুন,
ও জেগরদেশে বোজগার খুন পরওয়ারহুন
চশমে চুঁ কেনারায়ে সোরাহী হামা অশেক
জানে চুঁ মিয়ানায়ে পেয়ালা হামা খুন।

ইবনে ইয়ামী তাঁহার পিতার নিকট হইতেই শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হন। কাব্য সাধনায়ও তাঁহার নিকট হইতে হাতে খড়ি হয়।

উপরের রুবায়ীর মত ইবনে ইয়ামীনের একটি রুবাই রহিয়াছে।

دارم زعتاب فلک بو قلمون - وز گردش روزگار خسر پروردون
چشمے چو کناره صراحی همه اشک - جائے چو میانه پیاله همه خون
شعر العجم — ۲۹۸

دارم ز جفای فلک آئینه گون - بر آن دلے که سنگ ازو گردد خون
روزے به هزارغم به شب روز ارم - تاخود فلک از پرده چه ارد بیرون

তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ইবনে ইয়ামীন বেশ কিছু ভূসম্পত্তি ও কবি খ্যাতি লাভ করেন। কালক্রমে তিনি সরবাদর রাজদরবারে রাজকবি হিসাবে প্রবেশ লাভ করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সরবাদর বংশীয় ওজিহুদ্দীন মাহমুদ ও কুর্তবংশের মুইজুদ্দীন মুহম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। ভাগ্যক্রমে তিনি কুর্তবংশীয় বাদশাহ মুইজুদ্দীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া প্রশস্তি কবিতা রচনা করেন। পূর্বোক্ত যুদ্ধেই কবি ইয়ামীনের সমগ্র কাব্য সংগ্রহ বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি বহু কবিতা রচনা করেন। ইদানীং সৈয়দ নফিসী তাঁহার রচিত পাঁচ হাজার বয়েতের একটি কাব্য সংগ্রহ সম্পাদনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। জনৈক বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে মকাতায়াত বা সংক্ষিপ্ত কবিতার একটি মূল্যবান সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার ই. এইচ. রডওয়েল ইবনে ইয়ামীনের একশত পারস্য কবিতার পাঠ ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি ওমর খাইয়াম ও ইবনে ইয়ামীনের মকাতায়াত ও রুবাইয়াতের তুলনামূলক আলোচনা করেন। এই আলোচনাকালে তিনি বলেন :

Both the poets lived in the same district of Khorasan to a good old age ; both breathe literary atmosphere in which they lived, both of them were Arabic scholars, but neither of them is in the first rank of Persian poets ; both of them looked with wonder and astonishment environment both of them exposed themselves in language which can easily be understood by common and unlearned people. P. 311.

[Classical Persian Literature, A. J. Arberry. London. 1958]

রডওয়েল সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ইবনে ইয়ামীনের কবিতা পাঠ করেন। তাঁহার ফলশ্রুতি রূপেই তাঁহার কৃত ইংরেজী অনুবাদ আমরা পাই। রডওয়েলের মতে ইবনে ইয়ামীনের মধ্যে মরমিয়াবাদের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ই. জি. ব্রাউন তাঁহার একটি মরমিয়া কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীর অনুবাদ কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

সে যাহা হউক গজল অপেক্ষা মকাতায়াত রচনাতেই তাঁহার দক্ষতা অধিক পরিলক্ষিত হয়।

আবু তালিব কলিম

আবু তালিব কলিম একজন খ্যাতনামা পারস্য কবি। তিনি পারস্যের হামাদান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দুস্থানের কাশ্মীরে পরলোকগমন করেন। যৌবনে তিনি সিরাজ নগরীতে গমন করিয়া বিদ্যা অর্জন করেন। দীর্ঘকাল তিনি কাসানে অবস্থান করেন। এই জন্য অনেকে তাঁহাকে কাসানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে তিনি হিন্দুস্থানে আগমন করেন। শাহ নওয়াজ খাঁ সাফাভী ইবনে রুস্তম সকাচী জাহাঙ্গীরের একজন বিখ্যাত আমীর ছিলেন। কবি কলিম নওয়াজ খাঁর দরবারে প্রবেশ করেন। কিন্তু ১০২৮ হিজরীতে তিনি স্বদেশে চলিয়া যান। হিন্দুস্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রাক্কালে তাঁহার মনঃদুঃখ ব্যক্ত করেন একটি কবিতায়। এই কবিতার কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জে শত্তকে হিন্দ জান সান যশম হসরয়ত
রকতার দারম (পৃঃ ২০৫) (Shibli)

এই মানসিক অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে স্বদেশ ভাল লাগিবে কি করিয়া। দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তিনি পুনরায় হিন্দুস্থানে প্রত্যাগমন করেন। হিন্দুস্থানে ফিরিবার পর তিনি মীর 'জুমলা শাহরেস্তানীর' আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর স্বহস্তে পত্র লিখিয়া মীরজুমলাকে ইস্পাহান হইতে ডাকিয়া আনেন। তিনি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করিবার পর এক হাজারী মসবদারী প্রাপ্ত হন। মীরজুমলা বাদশা শাহজাহানের সময় পাঁচ হাজারী মসবী পদ পর্যন্ত পৌঁছেন। যদি আবু তালিব কলিমের কাব্য সৌকর্য্য উচ্চস্তরেই না হইবে তবে কি প্রকারে বাদশাহ তাঁহার কবিতা খাসভাবে সমাদর করিলেন?

কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্ব না আসা পর্যন্ত তাঁহার সৌভাগ্য সূর্যের উদয় ঘটে নাই। ইহার কারণ তৎসময়ে রাজদরবারে রাজ কবি ছিলেন তালেব আমুলী কিন্তু তাঁহার সামনে আবু তালিব কলিমের কাব্য প্রভা

সমুজ্জল ছিল না। কেহই এই পরিপ্রেক্ষিতে আবু তালিব কলিমের নাম দরবারে বলিতে সাহসী হইতেন না। ১০২৮ হিজরীতে তালেব আমুলী রাজকবি রূপে মর্যাদা প্রাপ্ত হন। এবং এই বৎসরই আবু তালিব কলিম পারস্যে প্রত্যাগমন করেন। দুষ্ট লোকেরা ইহা হইতে ধারণা করিতে পারে যে আবু তালিব কলিম রাজকবি তালেব আমুলীর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া হিন্দুস্থান ত্যাগ করেন।

আবু তালিব কলিমের সিদ্ধির পথে আরও একটি বাধা ছিল। তাহা হইতেছে নুরজাহান বেগমের বিরুদ্ধতা। নূরজাহান বেগম আবু তালিব কলিমের কবিতার দোষ-ত্রুটি বাহির করিতে তৎপর ছিলেন। একবার আবু তালিব কলিম একটি কবিতা রচনা করিয়া বলেন যে ইহা দোষ-ত্রুটি মুক্ত। ইহাতে কাহারও হাত চালাইবার জায়গা নাই। এই কবিতা নুরজাহান বেগমের নিকট প্রেরিত হয়। কবিতটি এই ঃ

ز شرم آب شدم کاب را شکستی نیست ۔
بحیرتم که مرا روزگار چوں بشکست

অর্থাৎ সরমে আমি পানি হইয়া গিয়াছি। আশ্চর্য ব্যাপার জমানা কি করিয়া আমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ?

পানি তো ভাঙ্গার জিনিষ নহে।

এই কবিতা প্রাপ্তির পর নুরজাহান বেগম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠেন :

یخ بست وپس شکست

অর্থাৎ পানিকে প্রথম বরফে পরিণত করিয়া পরে উহা ভাঙ্গিয়া ফেল।

ধারণা হয় যে রাজদরবারে প্রবেশ লাভের পুর্বে আবু তালিব কলিমকে বহু দুয়ারে ঘুরিয়া ফিরিতে হয়। শাহজাহান নামায় উল্লেখিত হইয়াছে যে তিনি দক্ষিণ ভারতে গমন করিয়া ভাগ্যানুসন্ধানে লিপ্ত হন। এই উক্তির স্বপক্ষে আবু তালিব কলিমের একটি কাসিদা পাওয়া যায়।

যাহা তিনি ইব্রাহিম শাঁ তালিবকে উদ্দেশ্য করিয়া রচনা করেন আর এই কাসিদা হইতে জানিতে পারা যায় যে বিজাপুরের রাস্তায় গুপ্তচর

ধারণা করিয়া শাহ দরবার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এই কাসিদার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

فلک قدرا! نمی پرسی که گردون - چرا آزرد ما را بے محابا
چرا آزرد بیمار غمے را - که می آمد بدرگاه مسیحا
بعزم سیر بیجاپور گشتیم - رهے با اختر چون دشت پیما
بچنگ راهداران او فتادیم - چه گویم تا چها کردند برما
همه اندر تجسس موشگافان - همه در گنج کاوے ذهن دانا
یکے گوید که دزدانند باشند - بزندان چند گهه زنجیر فرسا
دگر گوید که جاسوس فلانند - که از تفتیش ما گشتند بینا
یکے می گوید ایشان را بکاوید - که شاید نامهٔ گردد هویدا
زبس تفتیش از بهم می کشودند - اگر دربار ما بودے معما
کنون در چنگ ایشان مبتلاییم - نمی دانیم چاره جز مدارا
ز بهر پاس هندوهاے با تیغ - چو مو استاده دایم بر سرما
عجب دارم که با این منع جاده - چنان بے خو است آمد تا باینجا

'এই কাসিদা শাহনওয়াজ খাঁকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হয়। এই কবিতার শেষ পংক্তিতে পাওয়া যায়।

اشارت کن که چون اقبال گردیم - بخاک آستانت جبهه فرسا

সে যাহা হউক কালক্রমে আবু তালিব কলিম শাহজাহানের দরবারে প্রবেশ করেন এবং রাজকবির পদবীতে ভূষিত হন। এই বৎসরই (১০৪৪ হিজরী) বাদশাহ শাহজাহান কোটি টাকা ব্যয়ে ময়ূর সিংহাসন তৈয়ার করেন এবং আগ্রাতে "নওরোজের" দিন ময়ুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই উপলক্ষে আবু তালিব কলিম একটি কাসিদা রচনা করিয়া শাহজাহানকে উপহার দেন। এই কাসিদার একটি ছত্র নিম্নে বর্ণিত হইলঃ

خجسته مقدم نوروز و غرهٔ شوال - فشانده اند چه گلهاے عیش برسر سال

বাদশাহ শাহজাহান ইহার প্রতিদানে পুরস্কার স্বরূপ, তাঁহাকে রৌপ্য মুদ্রায় ওজন করেন। ওজনে ৫,৫০০ রৌপ্য মুদ্রা হয়। এই অর্থ আবুঃ তালিব কলিমকে বখশিস দেওয়া হয়।

আবু তালিব কলিম একবার শাহজাহানের সঙ্গে কাশ্মীর গমন করেন। কাশ্মীরের সৌন্দর্য ও মধুর আবহাওয়ায় বিমুগ্ধ হইয়া তথায় তিনি বাস করিতে স্থির করেন। বাদশাহের নিকট দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন তাঁহাকে যেন কাশ্মীরে অবস্থান করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয় এবং কাশ্মীরে বসিয়াই বাদশাহ্র বিজয় কাহিনী কবিতাকারে রচনা করিবেন। সম্রাট শাহজাহান ইহা মঞ্জুর করেন। ১০৫৫ হিজরীতে পুনরায় বাদশাহ্ শাহজাহান কাশ্মীরে গমন করেন।

আবু তালিব কলিম শাহজাহানের প্রশংসাসূচক একটি কাসিদা রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। সম্রাট ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খেলাত ও দুইশত আশরফী পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন।

তাঁহার মৃত্যুর সন সম্পর্কে একটি 'আবজদ' হিসাবের একছত্র কবিতা পাওয়া যায়।

طور معنی بود روشن از کلیم

কবি আবু তালিব কলিম অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। ইবনে মীর হায়দার মায়াম্মার সঙ্গে তাঁহার অতিশয় প্রণয় ছিল। কেনা কবি মীর্জা সায়েবের একটি গজলে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

بغیر صائب و معصوم نکته سنج کلیم -
دگر که زاهل سخن مهربان یک دگرانذ ؟

জালাল আসীরেরও তিনি অনুরক্ত ছিলেন। একটি কবিতায় পাওয়া যায়।

میر زای ما جلال الدین بس مست - از سخن سنجان طلبکار سخن
راستی طبعش استاد من ست - کج نهم بر فرق دستار سخن

মালেক মুন্সী যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন কলিম আবজাদ হিসাবের একটি কবিতায় তাঁহার মৃত্যু তারিখ লিপিবদ্ধ করেন। এই কবিতার কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ملک آن پادشاه ملک معنی - که نامش سکهٔ نقد سخن بود
چنان آفاق گیر از ملک معنی - که حد ملکش از قم تا دکن بود
بجستم سال تاریخش ز ایام - بگفتا او سر اهل سخن بود

পারস্যের কবিরা সাধারণতঃ হিন্দুস্থানে আগমন করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চতর সম্মানে ও সম্পদে ভূষিত হইলেও কোন কবি হিন্দুস্থানের প্রশংসা করেন নাই। কিন্তু আবু তালিব কলিম ইহার ব্যতিক্রম। তিনি হিন্দুস্থানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁহার একটি কবিতায় ইহার সাক্ষ্য মিলে। কবিতাটি এই:

تو ان بهشت درم گفتمش به این معنی -
که هرکه رفت ازین بوستان پشیمان شد

কলিম উপস্থিত উত্তর প্রত্যুত্তরে পটু ছিলেন। একবার তুরস্কের সুলতান হিন্দুস্থানের বাদশাহ শাহজাহানকে লিখিয়া পাঠান যে আপনি তো মাত্র হিন্দুস্থানের বাদশাহ, কেন আপনি দুনিয়ার বাদশাহ বলে আপ্যায়িত করিয়াছেন। বাদশাহ সম্ভবত: ইহাতে ঘাবড়াইয়া যান এবং হামিদ্দৌলাকে বলেন যে ইহা পরিবর্তন করিয়া অন্য নাম রাখা উচিত। আবু তালিব কলিমের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি একটি কাসিদা রচনা করিয়া শাহজাহানের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার দুই ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

هند و جهان زروے عدو هر دو چون یکی ست
شه را خطاب شاه جهانی مبرهن ست

অর্থাৎ আবজাদ হিসাবে হিন্দ ও জাহান এক সংবাচক গণনায় ৫৯ হয়। সুতরাং শাহজাহান বলায় কোন দোষ ঘটে নাই।

একবার শাহজাহানের সময় বিদ্রোহী খানজাহান লোদী ওরফে পীরা এবং তাহার অনুসঙ্গী দরিয়া খানের খণ্ডিত মস্তক রাজদরবারে পৌঁছিলে কবি আবু তালিব কলিম হঠাৎ চারিছত্র কবিতা উচ্চারণ করেন।

این مژدهٔ فتح از پے هم زیبا بود - این کیف دریالاچه اشاط افز بود
از کشتن دریاسر پیر اهم رفت - گویا سر اوحباب این دریا بود

আবুতালিব কলিম কাসিদা, গজল, মসনবী প্রভৃতি রচনায় মৌলিক পারদর্শীতা অর্জন করেন। তাঁহার একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব :

منه بر وعدهٔ تنبولیان دل
که جز خون خوردن ازوی نیست حاصل
ز حسن شسته دهوبی چگویم
ازان بی پره محبوبی چگویم
غرور حسن باجهل پتهانی
چو گردد جمع نتوان زندگانی
پتان راجپوت شیخ زاده
شکیب عاشقان برباداده
چه چنپه شعله شمع ست بی دود
که آتش می زند درخر من عود
ز موزونان نظر در پوزه دارم
که وصف مولسری را برنگارم
گل کڈهل نه فهمیدست موسم
شکفته چون رخ یارست دایم
نهال نیمش از بس خوش نسیم ست
دل طربی زر شک آن دو نیم ست

ওবায়েদ-ই-জাকানী

ওবায়েদ-ই-জাকানী একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পারস্ত কবি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম হইতেছে নিজামুদ্দীন ওবায়েহুল্লাহ জাকানী। তাঁহার জন্ম তারিখ আদৌ জানিতে পারা যায় না। তাঁহার মৃত্যু তারিখ হইতেছে ১৩৭১ খ্রীস্টাব্দ। প্রফেসর এ. জে. আরবারী বলেন যে ওবায়েদ জাকানীর পুর্বপুরুষেরা আরবের অধিবাসী ছিলেন। হামিহুল্লাহ মুস্তাফী বলেন ওবায়েদ জাকানী আরব বানু খাফাজা গোত্র সম্ভূত। তাঁহার পুর্বপুরুষগণ বহুকাল পুর্বে পারস্যের কাজভীন নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানেই তাঁহারা দুই শাখায় বিভক্ত হন। বানু খাফাজা গোত্রের এক শাখা প্রশাসন কর্মচারী হিসাবে আর এক শাখা বিদ্যাচর্চায় খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রশাসন কর্মচারীর শাখাতেই ওবায়েদ জাকানী অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হামিহুল্লাহ মুস্তাফী ওবায়েদ জাকানীকে সাহেবই মুয়াজ্জাম আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি কাজভীনে প্রত্যাবর্তন করেন ও জজের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কয়েকজন উচ্চ পর্যায় ব্যক্তির পুত্রগণের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পারস্য-বাসী তুর্কীদের সংস্পর্শে আসিয়া পারস্যবাসীরা নৈতিকভাবে অবনতি ও নানা দোষযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর নির্ভর করিয়া জাকানীর রচনাবলীর সম্পাদক অধ্যাপক আফজান ইকবাল মনে করেন ১৩৩০ খ্রীস্টাব্দের পুর্বে ওবায়েদ জাকানী কোথাও কোনও রাজার উজির ছিলেন। এই সময় (১৩৩০ খ্রীঃ) ওবায়েদ জাকানী গদ্য ও পদ্য লেখক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কেননা হামিহুল্লাহ মুস্তাফী তাঁহার তারিখ-ই-জিদা (১৩৩০ সম্পূর্ণ হয়) নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ ওবায়েদ জাকানীর লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ওবায়েদ জাকানীর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে তাঁহার রচনাবলীর সম্পাদক অধ্যাপক আফজাল একটি নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দে ওবায়েদ জাকানী স্বহস্তে লিপিকার হিসাবে আসসাজার ও

আছমার (আলী শাহইরা মুহম্মদ খাওয়াবাজমী প্রণীত) নামক গ্রন্থখানির কপি প্রস্তুত করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কপির উপর কবি জাকানীর পুত্র ইয়াহাকের মন্তব্য ও দস্তখত রহিয়াছে ও তাঁহার সত্যায়িত কারীরতের তারিখ রহিয়াছে ১৩৭১ খ্রীস্টাব্দ।

ওবায়েদ-ই-জাকানীকে অধ্যাপক এ. জে. আরবারী ফরাসী লেখক ভলটেয়ারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

ওবায়েদ জাকানী কাজভীনে জন্মগ্রহণ করেন সত্য। কাজভীনের প্রতি তাঁহার কোন মমতা ছিল না। তিনি কাজভীনের অধিবাসীদিগকে নিরেট জড় ও গদর্ভ প্রকৃতির বলিয়া সর্বদা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করিতেন। তিনি সিরাজে বসবাস করিতেন। এই শহরের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন। তাঁহার বহু কবিতায় সিরাজের সৌন্দর্য ও খ্যাতির উল্লেখ রহিয়াছে।

তিনি সিরাজ নগরীতে জীবন অতিবাহিত করেন। সে যুগের তিনি একজন প্রখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যায় সর্বশাস্ত্রে তাঁহার দখল প্রশংসনীয় ছিল।

পারস্যবাসীদের সম্মুখে মুখোস খুলিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে তিনি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। ওবায়েদ জাকানী বাদশাহআবু ইসহাক ইনজুর (মৃত্যু তারিখ—১৩৪৬-৪৭) প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ওবায়েদ জাকানী গম্ভীর কবিতা রচনারীতি পরিহার করিয়া ব্যঙ্গরীতি কবিতা রচনায় লিপ্ত হন। সমসাময়িক রাজা বাদশাহের রুচির পরিশোধক হিসাবে স্থানে স্থানে অশ্লীলতা প্রকাশ হইতে বিরত রহেন নাই। তিনি শেষ জীবনে দারিদ্র্য ও ঋণে জর্জরিত হইয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ "ইলমে মানীওরযান" রচনা করিয়া তৎকালীন বাদশাহকে উপহার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎকালীন রাজার রাজসভাসদ ও চাটুকারগণ তাঁহাকে বলেন যে বাদশাহ বলেন এই সকল অপদার্থ রচনা দেখিবার সময় তাঁহার নাই। ইহাতে ওবায়েদ জাকানী বলেন যে যাহাই হউক, আমি উদ্ধতের পন্থা অবলম্বন করিব এবং তাহার দ্বারা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইব এবং বিশ্বস্ত ও

অন্তরঙ্গ সভাসদ হইতে সমর্থ হইব। ইহার ফলে তিনি নির্লজ্জ, অশ্লীল ও উশৃঙ্খল ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং বাদশার সভাসদ হইতে সমর্থ হন।

কথিত আছে যে ওবায়েদ জাকানী রাজদরবারে প্রবেশ লাভে অসমর্থ হইয়া উপস্থিত বুদ্ধিবলে একটি রুবায়ী রচনা করেন।

রুবাইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

در علم و هنر مشو چو من صاحب فن
تا نزد عزیزان نشوی خوار چو من
خواهی که شوی پسند ارباب زمن
کنگ آور و کنگوی کن و کنگو زن

ইহাতে তাঁহার এক পরিচিত বন্ধু আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলেন এমন প্রতিভাশালী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি বিদ্যা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অশ্লীল ও উচ্ছৃঙ্খল কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইতেছেন। কবি ওবায়েদ জাকানী ইহা শ্রবণ করিয়া নিম্ন লিখিত কবিতা রচনা করেন।

ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم
کاندر طلب راتب هر روزه بمانی
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
تا داد خوداز مهتر و کهتر بستانی

কথিত আছে যে তাঁহার সমসাময়িক বিখ্যাত পারস্য কবি সালমান সাওজী কবি ওবায়েদ জাকানীর একটি কবিতার ব্যঙ্গ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন। ওবায়েদ জাকানীর সঙ্গে তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। ব্যঙ্গ কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

جهنمی هجا گو عبید زاکانی
مقرر است ببیدولتی و بیدانی
اگرچه نیست زقز وینی و روستا زاده است
و لیک میشود اندر حدیث قزوینی

এই কবিতার বক্তব্য হইতেছে যে পারস্যবাসীদিগকে বুদ্ধিমত্তা ও মনমস্করাবোধে কাজভীনবাসীদিগকে গোবেট, খোরাসান বাসীদিগকে গর্দ্দভ, তুসবাসীদিগকে গরু, বোখরাবাসীদিগকে ভল্লুক, তুখানীদিগকে মাসশাহাদী অর্থাৎ রাফেজী বলিয়া খ্যাত। এই সকল উপাধি নিন্দাসূচক।

সালমান সাওজী ওবায়েদ জাকানীকে বিদ্রূপ করিয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া ওবায়েদ জাকানী তৎক্ষণাৎ বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। ওবায়েদ জাকানী বাগদাদে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন যে সালমান সাওজী বন্ধু বান্ধব ও বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা অলংকৃত হইয়া মহা জাকজমকে ও মহা আনন্দ উৎসবে মত্ত রহিয়াছেন। ওবায়েদ জাকানী কৌশলে এই আনন্দ উৎসবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। ঠিক এই সময়ই সালমান সাওজী তাইগ্রীস নদীর বর্ণনা করিয়া নিম্ন ছত্র রচনা করেন।

دجله را امسال رفتاری عجب مستانه است

এবং পার্শ্ববতী বহু বন্ধু বান্ধবকে এই ছত্রের পাদ পূরণ করিতে বলিলেন। ওবায়েদ জাকানী এই ছত্রের পরিপূরক হিসাবে তৎক্ষণাৎ বলিলেন।

پای در زنجیر وکف برلب مگر دیوانه است

সালমান সাওজী এই কবিতা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে ওবায়েদ জাকানী বলিলেন "কাজভীন হইতে।"

এই হালকা আলাপের সময়ই সালমান সাওজী জিজ্ঞাসা করিলেন কাজভীনে তাঁহার নাম কিংবা তাঁহার কবিতা লোকে জানে কিনা এবং সমাদর করে কিনা। তদুত্তরে ওবায়েদ জাকানী বলিলেন যে সালমান সাওজী রচিত নিম্নের কবিতাটি সুপরিচিত।

من خراباتیم و باده پرست
در خرابات مغان عاشق و مست
می کشندم چو سبو دوش بدوش
می برندم چو قدح دست بدست

ওবায়েদ জাকানী আরও বলিলেন যে সানমান একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি, কাজেই এই কবিতা তাঁহারই রচনা বলিয়া মনে হয় তথাপি আদর ধরে না। এই কবিতা সম্ভবতঃ তাঁহার সহধর্মিনীর রচনা। এই শেষোক্ত বক্তব্যের নির্গলিত অর্থ হইতেছে এই যে তাঁহার স্ত্রী একজন উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের মহিলা।

সালমান সাওজী তাঁহার কথাবার্তা ও রসিকতা হইতে বুঝিতে পারিলেন যে এই ব্যক্তি ওবায়েদ জাকানী ব্যতিরেকে অন্য কেহ নহেন। তাঁহার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে রচিত ব্যঙ্গ কবিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যে কয়েক দিবস ওবায়েদ জাকানী বাগদাদে ছিলেন সালমান সাওজী তাঁহার পূর্ণ আদর আপ্যায়ন করেন। ওবায়েদ জাকানী তাঁহাকে প্রায়ই বলিতেন "ওহে সালমান তোমার বরাত ভাল যে আমি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। কাজেই তুমি আমার বিষাক্ত ব্যঙ্গ হইতে রেহাই পাইলে"।

ওবায়েদ জাকানী কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে (১) আযলাকুল আশবাদ (১৩৪০), (২) রিশ নায়া, (৩) রিসালা-ই-সদপন্দ (১৩৫০), (৪) তরীকাত, (৫) রিশালা-ই-দিলওসা, (৬) উশ্‌নাদ নাশা (১৩৫০), (৭) হাজালিয়াত, (৮) মুশওগোররা।

একবার তিনি হুরমজ গিয়াছিলেন, এই স্থানে তিনি বেশ কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার একটি কবিতায় পাওয়া যায়।

در هرمزم افتاده چنین با غم ورد
از صحبت دوستان و مخدومان فرد

কবি ওবায়েদ জাকানী দারিদ্র্য ও ঋণের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার একটি কবিতায় পাওয়া যায়।

مردم بیش خوشدل و من مبتلای قرض
هر کس بکاروباری و من بلای قرض
فرض خدا و قرض خلائق بگردنم
آیا ادای فرض کنم یا ادای قرض
خرجم فزون زعادت و قرضم بیرون زحد
فکر از برای خرج کنم یا برای قرض
از هیچ خط ننام غیر از سجل دین
و زهیچ کس نترسم غیر از گواهی قرض
در شهر قرض دارم و اندر محله قرض
در کوچه قرض دارم و اندر سرای قرض
از صبح تا شام دراندیشه مانده ام
تا خود کجا بیابم تا گه رجای قرض
مردم زدست قرض گریزان ومن همی
خواهم پس از دما زودعا از خدای قرض
عرضه چو آ بروی گدایان بباد رفت
از بس که‌خواستم ز در هر گدای قرض
گر خواجه تربیت لکند پیش پادشاه
مسکین عبید جون کند آخر ادای قرض
خواجه علاء دلیا و دین آ لکه جز کفش
هرگز کسی نداد بگیتی سزای قرض

ওবায়েদ কাব্য সংগ্রহে অনুরূপ কবিতার আরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্য সংগ্রহের কনস্ট্যান্টিনোপল সংস্করণের মধ্যে অনুরূপ দুইটি কবিতা রহিয়াছে।

চিকিৎসকদের সম্পর্কে তাঁহার একটি কবিতা পাওয়া যায়। এই কবিতায় চিকিৎসকগণকে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

در عمر خود این طبیبک هرزه مقال'
بیمار ندید تا نکشتش در حال
دیشب ملک الموت در آمد گفتش
یک روز بخز آنچه فروشی همه سال

তাঁহার কাব্য সংগ্রহের মধ্যে তাঁহার রচিত মুশা ও গোবরা (ইঁদুর ও বিড়াল) অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ডাঃ এ. জে. আরবারী বলেন, **Musha and Gubra . . . in Abbas bal's words has enjoyed the highest repartation, thorough out. The Persian Speaking Lands P. 290 [Classical Persian Literature by A. J. Alberry. London 1958].**

"ইঁদুর ও বিড়াল" একটি ক্ষুদ্র কবিতা। ইহা মসনবী ছন্দে রচিত। ইহাতে ১৭৪ ছত্র কবিতা রহিয়াছে। বহুকাল পূর্বে বোম্বাই হইতে ইহার একটি সচিত্র সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। পারস্য পণ্ডিত ফারাজদার ইহার একটি ইংরেজী পদ্যানুবাদ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাঃ এ. জে. আরবারী এই কবিতাটির একটি নূতন অনুবাদ তাঁহার পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিতাটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ। বোধ হয় তাঁহার সমসাময়িক কোন গভর্ণরকে ব্যঙ্গ করিয়া ইহা রচিত হইয়াছিল। বিড়াল মাংসাহার ত্যাগ করিয়া মসজিদে যাইয়া মোরাকেবা লোমাহেদায় লিপ্ত হন। উত্তম পাগড়ী ও পরিচ্ছদ বিভূষিত হাতে তসবী লইয়া সর্বদা আল্লাহ বিল্লাহর ভড়ং দেখাইতে লাগিল। মসজিদের মিম্বরের পশ্চাৎদেশে লুকাইত এক নেটি ইঁদুর বিড়ালের এই শুভ পরিবর্তনের শুভ সংবাদ ইঁদুরের দলের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। ইঁদুরের দল উল্লসিত হইয়া নানা সুপেয় ও সুখাদ্য খাঞ্জা ভারিয়া পাঁচ জন ইদুর ভেট লইয়া বিড়াল সকাশে গেল। বিড়াল সন্তুষ্ট হইয়া ভেট গ্রহণ করিল এবং ভেট প্রদানকারীদের কয়েকজনকে ধরিয়া লইয়া টাটকা গিলিয়া ফেলিল। ফলে ইদুরদের সঙ্গে বিড়ালদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল এবং ইঁদুর দল সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হইয়া গর্তে লুকাইত হইল। প্রবল অত্যাচারী গভর্ণরের প্রতি সূক্ষ্ম তীব্র ব্যঙ্গাত্মক চিত্র ও ইঙ্গিতবহ ওবায়েদ

জাকানী অঙ্কিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পারস্যবাসীদের ঘরে ঘরে পঠিত হয়। এই গ্রন্থের শেষে ওবায়েদ জাকানী বলিয়াছেন :

هست این قصهٔ غریب و عجیب، یادگار عبید زاکانا

ওবায়েদ জাকানী নানা ধরনের কবিতা রচনা করেন তন্মধ্যে কাসিদা, গজল, কাতায়াত, হাজালিয়াত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার একটি সুন্দর কবিতা অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন উদ্ধৃতি দিয়াছেন :

افتاد بازم درسر هوای - دل باز داردمیلی بجائی
او شهر یاری من خاکساری - او پادشاهی من بی نوائی
با لا بلندی گیسو کمندی - سلطان حسینی فرمان روائی
ابروکمانی نازک میانی، - نامهربانی شبگی دغائی،
زین دلنوازی زین سرونازی - زین جو فروشی گندم نمائی،
بی اوبنبخشد خورشید لوری - بی او ندارد عالم صفائی
هر جاکه لعلش درخنده آید - شکر نیارد آنجا بهائی،
هرجائی دارد دل باخیالش - خوش گفت و گوئی وخوش ما جرائی
گوئی بیا یم جای طبیبی - باشدکه سازم دل را دوائی
دارد شکایت هرکس زدشمن، - مارا شکایت از آشنائی

چشم عبید ارسدرش نبیند،
دیگر ابیند چشمش بلا ئی،

ওবায়েদ জাকানী শিয়াদের দেশে সুন্নী কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ ছিল ভোগের জীবন। তাঁহার একটি কবিতার পাওয়া যায়

خدایا دارم از لطف تو امید
که ملک عیش من معحزز داری
بکر دائی قضا زهد از من
بلاء توبه از من دور داری

ওবায়েদ জাকানী হাজানিয়াত রচনা করেন। এই কবিতাগুলি অত্যন্ত অশ্লীল ও নির্লজ্জ। এই কবিতাগুলি অনুবাদের অযোগ্য। বর্তমান যুগের পারস্যবাসীরাও তাঁহার এই কবিতাগুলি অপছন্দ করেন। তবু একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

پیش ازین ازملک هرسالی مرا
خردهٔ از هر کناری آمدی
در وثاقم نان خشک وترهٔ
درمیان بودی چویاری آمدی
گه گهی هم بادهٔ حاضر شدی
گر ندیمی ونگاری آمدی
نیست دردستم کنون از خشک وتر
ز آنچه وقتی در شماری آمدی
غیر من درخانه ام چیزی نماند
و آن نماندی گر بکاری آمدی

কবি ওবায়েদ কঠোর দারিদ্র্য ও ঋণের দায়ে জর্জরিত হইয়া জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার কয়েকটি কবিতার এই দুর্বিসহ চিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

সিরাজ নগরীর প্রতি ওবায়েদ জাকানী অতিশয় অনুরক্ত তাহাও বলিয়াছি। তাঁহার কবিতার কয়েক স্থানে সিরাজের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন। কবি হাফিজও সিরাজের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ছিলেন। বাধ্য হইয়া ওবায়েদ জাকানীকে এই সিরাজ নগরী পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সম্পর্কিত অপর একটি কবিতার অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

رفتم از خطهٔ شیراز و بجان در خطرم
وه کزین رفتن ناچار چه خونین جگرم

তাঁহার একখানি গদ্য গ্রন্থের নাম হইতেছে আখলাকুল আশরাদ। এই গ্রন্থখানিও তীব্র ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ। ইহা একখানি নীতিমূলক

গ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থ তৎকালীন প্রচলিত দুর্নীতি বিষয়ক। পূর্বাতন আখালাকে নাদীরী, আখালাকে জালালী বা আখালাকে মহসীনী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পারস্যনীতি গ্রন্থের ব্যঙ্গ করিয়া আখলাবুল আসরাফ রচিত হয়। তৎকালীন পারস্যে বিশেষ করিয়া উচ্চশ্রেণীর লোকদের কি প্রকার জঘন্য নৈতিক অধঃপতন হইয়াছিল তাহাই এই গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়। এই গ্রন্থখানি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলির নাম হইতেছে (১) বুদ্ধিমত্তা, (২) সাহস, (৩) সতীত্ব, (৪) ন্যায়-বিচার, (৫) দানশীলতা, (৬) দয়া ও বিশ্বস্ততা, (৭) বিনয়। এই সকল গুণের পুরাতন মূল্যবোধ পরিবর্তন করিয়া সুবিধামত তৎকালীন সমাজ নবীনমূল্য বোধদান করিয়াছিলেন। গ্রন্থের সঙ্গে ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থ রচনার কারণ তাহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন কালের মূল্যবোধ বাতিল ও অপ্রয়োজনীয় সুতরাং ওবায়েদ জাকানীর সমসাময়িক চিন্তাবিদও বুদ্ধিজীবী বা নূতন মূল্যবোধ স্বীকার করিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ সেযুগের সুরাপান সম্পর্কে কবির দুইছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

براو یک جرعه می همرنگ آذر
گرامی تر ز صدخون برادر

ন্যায় বিচার অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন রাষ্ট্রশাসকের কাজ ন্যায় বিচার; বিচার করা কিন্তু তৎকালে ন্যায় বিচারের নাম প্রহসন চলিতেছিল। সেইজন্য তিনি বিস্তার সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে হযরত মাবিয়া অন্যায়ের অনুগ্রহে হযরত ইমাম আলীকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। অন্য একটি ঘটনা উল্লেখ রহিয়াছেন।

মোঙ্গলদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে বাগদাদ যখন বিজিত হইল তখন অবশিষ্ট যাহারা জীবিত ছিল তাহাদিগকে একত্রিত করিলেন এবং হালাকু খানের সম্মুখে নীত হইল। ধৃত প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন এবং যখন সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন তখন তিনি বলিলেন, "কারিগরেরা বাগদাদের জন্য অপরিহার্য এবং

তাহাদিগকে স্বল্প ব্যবসার প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুমতি দিলাম।" তিনি ব্যবসায়ীদিগকে রাজকোষ হইতে প্রয়োজানুযায়ী মূলধন প্রত্যেককে দিতে হুক্‌ম দিলেন। যেন তাঁহার রাষ্ট্রের জন্য ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারে। ইহুদীদিগের নিকট জিজিয়া আদায় করিলেন এবং তাহারা নির্যাতিত জাতি বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে সকর্মন্য লোকগুলিকে নিসংশভাবে হত্যার হুকুম দিলেন। তৎ-পরে তিনি বিচারপতি, শেখ, সুফী, হাজী, ধর্ম প্রচারক গণ্যমান্য ব্যক্তি, ভিক্ষুক দরবেশ, কুস্তিগীর, কবি, গল্প কথক প্রভৃতি দলের সম্পর্কে বলিলেন ইহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত মানুষ। খোদার অনুগ্রহ ইহারা নষ্ট করিতেছে। তাহাদিগকে ফোরাত নদীতে লইয়া ডুবাইয়া হত্যা কর। এই কুৎসিৎ লোকগুলির সংক্রামক ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন সংস্পর্শ হইতে পৃথিবী মুক্ত হইবে এইভাবে অন্যায়কে বিচার করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মোঙ্গল বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল সেই তাহাদের বংশধর আবুল সৈয়দ অন্যায় বিচার করিতে আরম্ভ করিল তখন তাঁহার পতন হইল।

ওবায়েদ জাকানীর অপর একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত হয়। এই গ্রন্থখানি তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণের উদ্দেশ্য করিয়া রচিত। নিম্নে উদ্ধৃত উপদেশের ন্যায় শত উক্তি এই গ্রন্থে রহিয়াছে। বন্ধুগণ জীবনে সদব্যবহার কর। আজকের আনন্দ ভোগ আগামীকালের জন্য রাখিয়া দিওনা। ধার্মিকগণের বচনে বিশ্বাস করিও না। যে-স্থানে মসজিদের মিনার রহিয়াছে সে রাস্তার গৃহে অবস্থান করিও না, কারণ মোয়াজ্জিনের উচ্চস্বরের আজানে তোমাকে বিরক্ত করিবে, ইত্যাদি।

ওবায়েদ জাকানী ভবিষ্যৎ সংজ্ঞা নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা কয়েক পৃষ্ঠার সমষ্টিপত্র। ইহাও একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে সামান্য কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পৃথিবী—সেইস্থানে যেখানে কোন জীবই শান্তি উপভোগ করিতে পারে না।

বুদ্ধিনা—যে লোকের পৃথিবী ও ইহাদের অধিবাসী সম্পর্কে তাহার নিজের কোন সম্পর্ক নাই।

পণ্ডিত—যাঁহার নিজের জীবিকা নির্বাহের আহরণের কোন বোধ নাই।

ইযাজু ও জমাতুজ—তুর্কী গোত্রগুলি যখন তাহারা কোন দেশ জয় করিতে যায়।

ঘুষ—যাহা অসহায় লোকের কার্য নিষ্পন্ন করে।

দালাল—বাজারের সনদ প্রাপ্ত চোর।

আত্মীয়-স্বজন—তাহার বিষাক্ত শত্রু।

অনুরূপ বহু সংখ্যা—ওবায়েদ জাকানী তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠক মূল গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

অন্য একখানি গ্রন্থের নাম হইতেছে বিসালা-ই-দিলওশা পুস্তিকা। ইহাও একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে আরবী ও পারসী গল্পের সংগ্রহ রহিয়াছে। গল্পগুলির মধ্যেও তীব্র ব্যঙ্গ পরিলক্ষিত হয় দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

یک روز بود عید بیک سال بیک بار
همواره مرا عید زدیدار تو هموار
یک روز بشاخ اندر پربار بود گل
روی تو مرا هست همیشه گل پربار
یک روز بنفشه برم از باغ بدسته
زلفین تو پیوسته بنفشه است بخروار

জুহা নামক এক ব্যক্তি আল কিন্দাসার বাজারে একটি খচ্চর কিনিবার জন্য যাত্রা করে। পথে একটি লোকের সঙ্গে তাহার দেখা হইল এবং সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাইতেছ?" সে বলিল, "আল কিন্দাসার বাজারে একটি খচ্চর কিনিবার জন্য যাইতেছি।" পথযাত্রীটি তাহাকে বলিল, "ইনশা আল্লাহ বল।" জুহা ভর্ৎসনার স্বরে বলিল ইহাতে ইনশা-আল্লাহর স্থান নাই। খচ্চর বাজারে রহিয়াছে এবং আমার পকেটে টাকা রহিয়াছে।

জুহা বাজারে প্রবেশ করিলে পকেট মারেরা তাহার অর্থ পকেট কাটিয়া লইয়া গেল। পথে আবার সেই লোকটির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল এবং সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হইতে আসিতেছ?" বাজার হইতে ইনশা-আল্লাহ পকেট মারিয়া আমার টাকা লইয়া গিয়াছে ইনশা-আল্লাহ। সুতরাং আমি খচ্চর কিনিতে পারি নাই ইনশা আল্লাহ। আমি দুঃখিত ও বিফল মনোরথ হইয়া বাড়ীতে ফিরিতেছি। ইনশা-আল্লাহ।

একজন শিয়া মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিল --- খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম দেয়ালে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, সে আবু বকর ও ওমরের নামের উপর নিষ্টিবন ত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া নিষ্টিবন নিক্ষেপ করিল। কিন্তু নিষ্টিবন আলীর উপর যাইয়া পতিত হইল। ইহাতে সে ভয়ানক বিরক্ত হইল এবং পরে বলিল, "সত্যই ভাল কাজ করিতেছি। ইহাই তোমার সমুচিত প্রাপ্য কেননা তুমি ইহাদের সঙ্গে রহিয়াছ।"

অনুরূপ তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ বহু গল্প এই গ্রন্থে মিলিবে। ওবায়েদ জাকানী সম্বন্ধে আলোচনা এই স্থানে শেষ হইল। অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

ইমামী

ইমামী একজন পারস্য কবি ছিলেন। তিনি হিরাটে জন্ম গ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহাকে ইমামী হিরাটী বলিয়া উল্লেখিত করা হয়। তাঁহার পুরা নাম হইতেছে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন ওসমান। 'মুজমায়ুল ফোসাহা' গ্রন্থের মতানুযায়ী তাঁহার মৃত্যু তারিখ হইতেছে ১২৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দ।

তিনি পারস্যের কিরমান অঞ্চলের শাসন কর্তা ও মন্ত্রিবর্গের প্রশস্তিমূলক কবি ছিলেন। তিনি তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বহু কবিতা রচনা করেন। আর সেকালে কবিরা রাজা বাদশা ও ধনাঢ্য পদস্থ ব্যক্তিদের প্রশংসা রচনায় লিপ্ত রহিতেন এবং ইহা নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত না। ইমামী তাঁহার নিজের নাম সম্পর্কে হিসাব রক্ষকের বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়া একটি কবিতা রচনা করেন। হামিদুল্লা মুস্তফীর "তারিখে ওজিদায়' এই কবিতাটির সাক্ষাৎ মিলিবে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা প্রাপ্ত হন তাঁহার সমসাময়িক পারস্য কবি মাজদুদ্দীন হামগরের নিকট হইতে। কবি মাজদুদ্দীনকে মঈনুদ্দীন পরওয়ানা, মালিক ইফতেখার উদ্দীন, নূরুদ্দীন বাগদাদী এবং সাহেব-ই-দিওয়ান একটি কবিতার মারফতে প্রশ্ন করেন, তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার নিজের কবিতা, শেখ সাদীর কবিতা এবং ইমামীর কবিতা সম্পর্কে। তদুত্তরে তিনি একটি কবিতায় বলেন :

ما گرچه بنطق طوطی خوش نفسیم

بر شکر گفته های سعدی مگسیم

در شیوۀ شاعری باجماع امم

هرگز من و سعدی بامامی نرسیم

এই কবিতার পরিপূরক হিসাবে ইমামী নিম্নলিখিত চতুষ্পদী রচনা করেন :

در صدر بلاغت ارچه بادست رسم
درعالم نظم ارچه مستحالقسم
دانم که بخاک دردستور جهان
سبحان زمانه مجد همگر نرسم

অপর পক্ষে শেখ সাদী তাঁহার কঠিন প্রত্যুত্তর রচনা করেন নিম্নলিখিত কবিতায় :

هرکس که بپایگاه سامی نرسد
از بخت بدوسیاه کامی نرسد
همگر چو بعمر خودنکردست نماز
اری چه عجب گر بامامی نرسد

ইমামী কাব্য সংগ্রহ মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। এমন কি তাঁহার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্য। অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন তাঁহার গ্রন্থে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নোদ্ধৃত চমৎকার কবিতাটি প্রকাশ করিয়াছেন।

هستی که بحق قوام دارد
او نسیت و نیک نام دارد
بر نقش خود است فتنه نقاش
کس نیست درین میان تو خوش باش
خود گفت حقیقت وخوداشنید
وان روی که خود نمود خود دید
پس باد یقین که نیست والله
موجود حقیقی سوی الله

খোরাসানের ফখরুল মুলক কিছুকাল ইমামীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি কবিতাকারে কবি ইমামীকে প্রশ্নসূচক কবিতা প্রেরণ করেন। তদুত্তরে কবি ইমামীও কবিতাকারে একটি কাসিদা রচনা করেন।

সে যাহা হউক কবি মাজহুদ্দীন হামগর তাঁহার নিজের কবিতা এমন কি শেখ সাদীর কবিতা অপেক্ষাও ইমামী হিরাটীর কবিতা উত্তম বলিয়া অভিমত দিয়াছেন তাহা আশ্চর্যজনক। অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন বলেন যে সম্ভবত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া মাজহুদ্দীন ইমামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অথবা শেখ সাদীকে বিরক্ত করিবার জন্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যে কোন পারস্য লেখকই ইমামীর কবিতা সম্পর্কে মাজহুদ্দীন হামগরের অভিমত অদ্ভুত স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন বলেন প্রকৃত পক্ষে ইমামীর কবিতার এমন কোন বৈশিষ্ট্য বা মৌলিকতা নাই যাহা শেখ সাদীর কবিতা অপেক্ষা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

আওহাদুদ্দীন

আওহাদুদ্দীন একজন পারস্য কবি ছিলেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানিতে পারা যায় না। তিনি কবি ইরাকীর মত বিখ্যাত দার্শনিক মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর ব্যক্তিগত বন্ধু বা শিষ্য ছিলেন। তিনি কবি জালালুদ্দীন রুমীর গুরু সুফী শামসে তেব্রিজের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি কবি আওহাদ মারাঘী ও কবি ইরাকীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মত সৌন্দর্যের প্রতি গভীর অনুরক্ত ও বিবেচনাহীন ছিলেন শেখ শাহাবুদ্দীন। কিন্তু তিনি আওহাদুদ্দীনকে অপছন্দ করিতেন। এমন কি তাঁহার সঙ্গে তাঁহাকে দেখা করিতে নিষেধ করেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত আরবী কবিতাটি উচ্চারণ করেন :

ماساءنی ذکراک لی بمسبة

بل سرلی انی خطرت ببالکا

জামী তাঁহার 'নহফাতুল উনস' গ্রন্থে সীমাবদ্ধ আকারের মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি সম্পর্কে আওহাদুদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। দরবেশ একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি করিতেছ?" তিনি তদুত্তরে বলেন "একটি পাত্রের জলের মধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিতেছি" অর্থাৎ স্রষ্টার সৌন্দর্য সৃষ্ট জীবের সৌন্দর্য দর্শন করিতেছেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, "যদি তোমার গর্দানের পশ্চাতে বিষ ফোট না হইয়া থাকে তবে তুমি আকাশের চন্দ্রকে দেখিতেছ না কেন?" মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীকে যখন বলা হইল যে আওহাদুদ্দীন সৌন্দর্যশালীর সংসর্গ পবিত্র উদ্দেশ্যে কামনা করেন তিনি বলেন, "কি সুন্দর হইত যদি তাঁহার সকাম মনোভাব থাকিত তাহা হইলে তিনি উহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন।" আওহাদুদ্দীন নিজের দর্শন নিম্নলিখিত কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন :

زاں می نگرم بچشم سودر صورت

زیراکہ ز معنیست اثر درصورت

این عالم صورت است و ما درصوریم
معنی نتوان دید مگر درصورت

জামী প্রণীত নহফাতুল উনস এবং রেজাকুলী খাঁ প্রণীত প্রভৃতি জীবনী শেষে আওহাহুদ্দীনের কবিতার উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে তাঁহার অন্যান্য কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তিনি মিসবাউল আরোয়া নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার এই মসনবীর কয়েক ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

تاجنبش دست هست مادام
سایه متحرک است ناکام
چون سایه ز دست یافت مایه
پس نیست خودالدو اصل مایه
چیزی که وجود اوبخود نیست
هستیش نهادن از خرد نیست
هست است و نیک هست مطلق
نزدیک حکیم نیست جز حق

জহীর ফারইয়াবী

জহীর ফারইয়াবী একজন পারস্য কবি। তাঁহার পূর্ণ নাম হইতেছে জহীরুদ্দীন তাহির বিন মুহম্মদ। তিনি পারস্যের ফারইয়াব নামক গ্রামে ১১৫৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২০১ খ্রীস্টাব্দে তেব্রিজে পরলোক গমন করেন। তাঁহাকে সুখাবাদ কবরস্থানে কবি খাকানী ও সাইফুর আনোয়ারীর পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়।

তিনি নিশাপুরে বিদ্যা অর্জন করেন। নানা বিদ্যায় তিনি সুপণ্ডিত হন। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেন ঃ

(১) مرا بمدتی شش سال حرص علم و ادب

ای خاک دائی نیشا پور کرد زند انی

به هر هنر که کسی نام برد در عالم

چنان شدم که نه دارم به عهد خود ثانی

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তিনি কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন। কবি শেখসাদী, কবি নিজামী, কবি আনোয়ারী, কবি জহীর প্রভৃতি সমসাময়িক কবি মাজহুদ্দিন হামগরের অভিমতানুযায়ী জহিরের কবিতা উচু ধরনের। জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির দুইছত্র কবিতা পাওয়া যায়।

(২) دیوان ظهیر فریابی

در کعبه بدزد اگر بیابی

সুতরাং দেখা যায় এককালে তাঁহার কবিতা অতিশয় জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে পারস্যে অবশ্য তাঁহার কবিতার তাদৃশ্য সমাদর হয় না। তাঁহার কবিতা কানপুর নওকিশোর প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীতে।

কবি জহীর ফারইয়াবী ফারইয়াব হইতে ইরাকে গমন করেন। ইরাকে তাঁহার কবিতা অতিশয় জনপ্রিয় ছিল। তিনি ইরাক হইতে নিশাপুর গমন করেন, নিশাপুর হইতে ইস্পাহানে এবং ইস্পাহান হইতে তেব্রিজে নিশাপুর গমন করেন। প্রত্যেক স্থানেই তিনি কয়েক বৎসর

কাল অবস্থান করেন এবং কবিতা চর্চা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। অবশ্য কবির পেশা তাঁহার আদৌ মনঃপুত ছিল না কেননা তিনি স্বয়ং ইহা পছন্দ করিতেন না। রাজা বাদশাহকে প্রশংসা করাকে নিন্দা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও তিনি তাঁহাদের প্রশংসা ব্যঞ্জক কবিতা (কাসিদা) রচনাতাঁহার পেশা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি যে সকল রাজা বাদশা বা রাজপুত্রের নামে কাসিদা রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখিত হইল।

১. খসরু ইশরক আদুদ্দিন তোঘান শাহ ৮টি কাসিদা,
২. মাজান্দারাণের বাদশা হুসান উদ্দিন ৩টি কাসিদা,
৩. আখতি শান শিরওয়ান শাহ ২টি কাসিদা,
৪. আজার বাইজানের আতাবেক কিজিল আবসলান ২টি কাসিদা,
৫. কিজিল আবসালানের উত্তরাধিকারী নসরুদ্দীন ৩৫টি কাসিদা,
৬. সেলযু বংশীয় তুগরীন ২টি কাসিদা।

আরও অনেকের নামও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য, তবে তাঁহাদের নাম সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। সে কালের কবিরা কাসিদা রচনা করিয়া প্রধানতঃ জীবিকা ও ইনাম অর্জন করিতেন।

দৌলতশাহ জহির ফারইয়াবীর একটি বিরক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিশাপুর হইতে ইস্পাহানে ভ্রমণের সময় একটি ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সময় সদরুদ্দীন আব্দুল লতিফ খুজন্দী তখনকার প্রধান বিচারক ও একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। জহীর ফারইয়াবী তাঁহার দরবারে গমন করিয়া দেখিতে পান তথায় বিখ্যাত পণ্ডিতব্যক্তিগণ সমাসীন রহিয়াছেন। একজন সাধারণ লোকের মত তিনি একটি সাধারণ আসনে উপবেশ করেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি তাঁহার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন না। ইহাতে জহীর ফারইয়াবী বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়া আব্দুল লতিফ খুজন্দীকে অর্পণ করেন।

ধনসম্পদে, তোমার প্রাধান্য, এত বেশী নয়
যাহার ফলে তুমি এতাদৃশ গর্বিত হইয়াছ
তুমি সদগুণের অধিকারী, বিজ্ঞানে জ্ঞানী, তবে কেন
তুমি হইয়াছ গর্বিত হঠাৎ নবাবীর বিলাসাড়ম্বরে।—

এই কবিতা পাঠ করিয়া বিচারপতি আব্দুল লতিফ খুজন্দী তাঁহাকে সৌজন্য ও মনোযোগ প্রদর্শন করেন কিন্তু কুপীত জহির কবি জহির ফারইয়াবী নিরস্ত হন না এবং ইস্পাহান ত্যাগ করিয়া আজারবাইজানে গমন করেন।

অধ্যাপক ঈ. জী. ব্রাউন বলেন দৌলত শাহের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে, কেননা বিচারপতি আব্দুল লতিফ খুজন্দীকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার রচিত কয়েকটি কাসিদা পাওয়া যায়। এই কাসিদাগুলির মধ্য হইতে একটিতে তথায় তাঁহার দুই বৎসর অবস্থানের কথা জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ দুই বা তিন বৎসরকাল ইস্পাহানে অবস্থান করিয়া যখন কবির আশাপূর্ণ হয় না, তখনই তিনি বিরক্ত হইয়া সেস্থান ত্যাগ করেন।

সম্ভবতঃ তিনি ১১৮৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১১৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মাজান্দারে ও ইস্পাহানে অবস্থান করেন। তিনি সম্ভবতঃ দশ বৎসর কাল তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আতাবেগ নসরুদ্দীনের দরবারে অতিবাহিত করেন। তিনি এই কাসিদা রচনা ব্যবসায় তিক্ত বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং তেব্রিজে সম্ভবতঃ তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসর অতিবাহিত করেন এবং ঐস্থানেই পরলোক গমন করেন।

কবির জীবন কাহিনী বিস্তৃতভাবে জানিতে পারা যায় না তবে তাঁহার কবিতার মধ্যে তাঁহার জীবন যাত্রা সম্পর্কে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ নিশাপুরে অবস্থান কালে তাঁহার রচিত একটি কবিতায় পাওয়া যায় তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে। এইকথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই কবিতাতেই পাওয়া যায় হতভাগ্য কবি আনোয়ারী সম্পর্কে শ্লেষ। আনোয়ারী ঝড় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ঝড় হয় নাই। ফলে আনোয়ারীকে অপদস্ত হইতে হয়। জহীর ফারইয়াবীর কবিতায় পাওয়া যায়:

(৩) شاید که بعد خدمت ده سال در عراق
قسم هنوز کو سرائے مزن دران دهد

জহীর ফারইয়াবীর অন্য একটি কবিতায়ও এই ঝড়ের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে তিনি বলেন:

(۴) رسالتے کہ ز الشائے خود فرستادہام
به مجلس تو بابطال حکم این طوالنی

জহীর ফারইয়াবী সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে আনোয়ারীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যদি পরিচিত না হইয়াও থাকেন তবে আনোয়ারীর কবিতার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউনের মতে কবি আনোয়ারীর নিম্নোদ্ধৃত কবিতা ছত্রের প্রত্যুত্তর বা ব্যঙ্গ কবিতা রূপ নিজেও কবিতা ছত্র রচনা করেন। আনোয়ারীর কবিতায় পাওয়া যায়ঃ

(۵). آنکس که حکم کرد بطوفانی بعد گفت
آسیب آن اشارت گیتی کند خراب
تشریف یاد از تو و اقبال دید و جا
در بندآن نه شد که خطا گفت یا ثواب
من بنده چون به نقطهٔ ابطال کرده ام
به من چرا زوجه دگر می رور خطاب

জহীরের কবিতায় পাওয়া যায়ঃ

(٦) ای فلک سر بدان در آورده
که تو گوئی که خاکپای من است
کلبهٔ کالدران بروز و بشب
پی آرام خورد خواب من است

অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন আরও বলেন যে অন্য কবির সম্পর্কে কোন উল্লেখ জহীর ফারইয়াবীর কবিতায় সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তবে ব্রাউন ধারণা করেন যে জহীরের নিম্নলিখিত কবিতা ছত্রে সম্ভবতঃ কবি নিজামীর খসরু শিরিন সম্পর্কে ইঙ্গিত রহিয়াছে। খসরু শিরিন ১১৭৫—৭৬ খ্রীস্টাব্দে পরিসমাপ্তি লাভ করে। জহীরের কবিতা :

(۷) ولیک بیخم ازین در عراق ثابت نیست
خوشا فسالہ شیرین قصهٔ فرهاد

মোটকথা সেকালের কবিদের পক্ষে পরস্পরকে আক্রমণ ও ঈর্ষা বহন করা স্বাভাবিক ছিল। জহীর ফারইয়াবীর সম্পর্কে অধ্যাপক ঈ. জি.

ব্রাউন বলেন "And indeed it is likely enough that Dhahir was jealous of his two great contemporaries—P. 418 Brown vol. II.

রাজদরবারের প্রশস্তিকার কবি হিসাবে জহীর ফারইয়াবী সুরা পানে আসক্ত ছিলেন। যদিও তিনি সুন্নিমতালম্বী ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তাঁহার কবিতার এক স্থানে পাওয়া যায় 'নরকে সুরা মত্ত থাকা স্বর্গে সুমীত জীবন অপেক্ষা উত্তম।' তিনি সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। ইহা তাঁহার কবিতায় হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের প্রশংসা হইতে ধারণা করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কবি জহীর ফারইয়াবী প্রশস্তিকার ভিক্ষুকের জীবন আদৌ পছন্দ করিতেন না এবং ইহাতে যে তাঁহার কাব্য প্রতিভার অপব্যবহার হইতেছে সে সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। তাঁহার একটি কবিতায় পাওয়া যায়।

আমার হৃদয় কবিতা রচনার প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করিতেছে
কারণ ইহাতে পাণ্ডিত্য খ্যাতি বিনষ্ট করিয়া দেয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন :

আমার প্রতিভা আমার জীবিকা অর্জনের সহায়ক নয়।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন :

আমার জীবন-হর্ম্যের ইষ্টকগুলি খুলিয়া পড়িতেছে।

তাঁহার কাব্য সাধনার ফল প্রাপ্তি সম্পর্কে বলিতেছেন :

সর্বাপেক্ষা সুন্দরপ্রস্ফুটনের প্রাপ্তি হইতেছে ইহাই
আমি নিজেকে কৃতদাস এবং দেওদার বৃক্ষকে স্বাধীন করিতেছে
উদ্ধত কুৎসিৎ নিগ্রোকে বলিতেছি স্বর্গের পুরী
আবার কোন নীচ মাতালকে বলিতেছি মহান।

প্রশস্তিকারী কবিদের মধ্যে কেহই তাঁহার মত এই ঘৃণ্য পোশাকে এত নিন্দা করেন নাই। সত্যই জহির ফারইয়াবী নিজের কবিতা রচনাকে ব্যবসায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার অন্য একটি কবিতায় পাওয়া যায় :

আমি তালুকদার নহি কিংবা সওদাগর নহি তাহা হইলে

আমার মাড়াই শস্যপূর্ণ কিংবা থলে স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রায় পূর্ণ থাকিবে।

সুতরাং তিনি কবিতা রচনা করিয়া, অর্থ সংগ্রহ করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। এইভাবে অর্থ অর্জন তিনি নিন্দাই মনে করিলেও তাহার জন্ত তাঁহাকে নানা ছলা কলা দেখাইতে হয়। তিনি একবার এক কাসিদা রচনা সুন্দর একটি খচ্চর ও চমৎকার এক প্রস্ত পোষাক প্রাপ্ত হন। ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন।

(৮) شتر بچشم سوزان بیرون نه خواهد شد

حسود خام تما گو درین حواس بگداز

আমি আশা রাখি প্রাপ্তির একটি ও একটি লাগাম

নইলে কি করিয়া আমি বলিব যে খচ্চরটিতে ভালভাবে আরোহণ করা যায়।

স্তুতিবাদে কেহ সন্তুষ্ট না হইলে এবং তাঁহার কিছু প্রাপ্তি যোগ না ঘটিলে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়া তিনি তাঁহার আক্রোশ মিটাইতেন এবং অর্থ লাভ করিতেন।

ব্যঙ্গ কবিতা রচনার ভয় দেখাইয়া অনেক ক্ষেত্রে কবি জহির ফারইয়াবী কর্ম হাসিল করিতেন। মহীউদ্দিন নামক জনৈক আলেমের উদ্দেশ্যে রচিত কাসিদাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুরূপ ধরনের বহু কাসিদা তাঁহার রচনা সংগ্রহে পাওয়া যাইবে। কবির অর্থের তীব্র অভাব এবং গভীর ঋণের কথা বারংবার তাঁহার কাসিদায় উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন, "পাওনাদারেরা আমার দ্বারে উপবিষ্ট যেমনি আপনার সৌভাগ্য উপবিষ্ট।"

যে যাহা হউক জহীর ফারইয়াবী তাঁহার কাব্যের মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের গর্ব ও দাবী করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কাব্যে আনোয়ারী ও খাকানীর কবিতায় যে গভীর পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাহা জহীরের কাব্যে পাওয়া যায় না।

জহীর ফারইয়াবীর একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। তিনি আনোয়ারী বা খাকানী বা নেজামীর সমকক্ষ

কবি নহেন, ফেরদৌসী বা আমীর খসরু ত দূরের কথা। জহীরের কবিতাংশটির ইংরেজী অনুবাদ এই :

That thou may'st fill thy belly and clothe thy self withal,
Behold how many a harmless beast to pain and death is thrall!
For thee what grievous bardens insect and reptile hear,
What agonies befall the beasts of earth and birds of air!
Some harmless creature, fearing naught, is grazing on the veldt,
Whilst thou thy knife art sharpening to strip it of its pelt.
With bitter toil poor weakly worms weave for themselves anest.
That thou of silks and satins fine may'st clothe thee with the best.
Eager thy jaded palate with honey sweet to please
Thou sittest watching greediey the toiling of the bees.
From the dead worm thou strip'st the shroud to turn it thy use.
Can any generous soul accept for such a theft excuse.

P 425.

[Literary History of Persia vol. II by Prof. E. G. Browne. T. Fisher Unwin Ltd. London. 1926.]

আওহাদী মারাঘী

আওহাদী মারাঘী একজন পারস্য কবি ছিলেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তিনি পারস্যের মারাঘাতে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ আদৌ জানিতে পারা যায় না। তিনি দীর্ঘ কাল ইসপাহানে অতিবাহিত করেন। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে আওহাদী ইসপাহানী বলিয়াও আখ্যায়িত করেন। তিনি ১৩৭৭ খ্রীস্টাব্দে ইসপাহানে পরলোক গমন করেন। তিনি কবি আওহাদুদ্দীনের শিষ্য ছিলেন।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে প্রবীন হইতেছে জামে জাম অর্থাৎ জামশেদের পেয়ালা। এই গ্রন্থখানি বিখ্যাত কবি হেকিম সানায়ীর 'হদিকায়ে হকিকত' নামক কাব্য গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া রচিত। জীবনী লেখক দৌলত শাহের অভিমত অনুযায়ী জানিতে পারা যায় তৎকালে জামেজামের খুব সমাদর ছিল এবং এই সময় (১৪৮৭ খ্রীঃ) এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাল দামে চারিশত কপি বিক্রয় হয়। তাঁহার এই একমাত্র গ্রন্থ মসনবী ছন্দে রচিত। একখানি দিওয়ানাও তিনি রাখিয়া যান। জীবন-কোষের রেজাকুলী খাঁর মতানুযায়ী আওহাদী তাঁহার দিওয়ানে ছয় হাজার কাসিদা সঞ্চয়ণ করেন।

খাকানী

খাকানী একজন পারস্য কবি। তাঁহার পূর্ণ নাম হইতেছে আফজাল উদ্দিন ইব্রাহিম বিন আলী। প্রথমে হাকায়েকী কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার গুরুর আদেশে খাকানী কবি নাম গ্রহণ করেন। তিনি পারস্যের অন্তর্গত শিরওয়ানে ১১০৬—০৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৮৫ খ্রীস্টাব্দে তেব্রিজে পরলোক গমন করেন। কবিদের জন্য নির্দিষ্ট কবরস্থানে সুর্খবে (তেব্রিজের সন্নিকটবর্ত্তী) তাঁহাকে কবি জহির উদ্দিন ফারইয়াবী ও সাইফুর-ই-আশহারীর মধ্য স্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁহার পিতার নাম আলী। তাঁহার পিতা ব্যবসায়ে কাঠ মিস্ত্রি ছিলেন। তাঁহার মাতা নেস্টোরিয়ান খৃস্টান ছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আলীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পিতামহ ব্যবসায়ে একজন তন্তুবায় ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য মির্জা কাফী বিন উসমান একজন চিকিৎসা ব্যবসী ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার এই পিতৃব্য তাঁহার লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃব্যের কঠোর শাসন এবং বেত্রদণ্ডে জর্জর হইয়া তিনি আরব্য ভাষা চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও দর্শন শাস্ত্র আয়ত্ব করেন। তাঁহার বয়স যখন ২৫ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃব্য ৪০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার বিদ্যা শিক্ষারও সমাপ্তি ঘটে।

বাদশাহ মনুচেহের শিরওয়ন শাহের রাজ দরবারে ব্যঙ্গ কবি আবু আলী তাঁহার কবি গুরু ছিলেন। কবিতা রচনার কলাকৌশল যথার্থরূপে আয়ত্ব হইলে কবি আলী তাঁহাকে রাজদরবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান এবং রাজ সমীপে পেশ করেন। কবি আলী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু এই বিবাহে কবি আলীর অন্যতম শিষ্য কবি ফালাকী শিরওয়ানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং কবি আলী তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য তাঁহাকে কুড়ি হাজার দেরেম উপহার দেন।

সে যাহাহউক ইহার কিছুকাল পরে আবুল আলী সম্ভবতঃ খাকানীর ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া নিম্নলিখিত অপমান ব্যঞ্জক কবিতা খাকানীর বিরুদ্ধে রচনা করেন।

"হে আফজাল উদ্দিন যদি তোমাকে সত্য কথা বলি
খোদার কসম তোমার ব্যবহারে আমি নিরতিশয় বেদনাহত।
লোকে তোমাকে শিরওয়ান কাঠুরিয়ার পুত্র বলিত
খাকানী নাম তুমি আমা হইতেই লাভ করিয়াছ
অনেক মঙ্গল তোমার আমি করিয়াছি।
আমি তোমাকে ট্রেনিং ও শিক্ষা দিয়াছি।

তোমাকে ধনবান করিয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিয়াছি কেন তুমি অবহেলা করিবে কেন তুমি আমাকে সম্মান করিতে অপারগ হও কে তোমাকে আমার প্রভু। আমার পুত্র এবং আমার জীবন বলিয়াছে?

কতদিন তুমি আমার নামে জমা দিতে নিন্দা
কুৎসিৎ নিন্দা—আমি যাহার স্মৃতি হাদিস পাই না।
কি আসে যায় আমি বা অন্য কেহ নিন্দা রটাইয়াছে
কি আসে যায় তুমি নিদ্রিত কি জাগ্রত ছিলে?"

খাকানী ইহার প্রত্যুত্তরে ধারণাতীত কর্কশ ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ খানিকফ 'জর্নাল এশিয়াটি'কে ইহার কিয়দংশ তর্জমা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে এই অনুবাদের জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থী। এই কবি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছেন দ্বাদশ শতকের এক পারস্য কবি, এই যুগের ইউরোপীয় কবিদের অনুরূপ রচনা শালীন ছিল না। খাকানী তাঁহার পূর্বতন গুরু ও বন্ধুকে জঘন্যতম ভাষায় শুধু গালিগালজ করেন নাই প্রত্যুত তাঁহার নৈতিক নিম্নতা ও আলী যে হাসান-বিন-সব্বার **Assasin** দলীয় লোক তাহাও বলিয়াছেন। বস্তুত খানিকফের মতানুযায়ী এই কবিতাটি ১১৩৮-৪০ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়। খাকানী জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া তৎকালীন শিরওয়ান শাহ আর্খাটশান বিন মনুচেহেরের রাজদরবারে পৌছেন। রাজদরবারে তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না। কেননা শিরওয়ান শাহ কঠোর প্রকৃতির।

সন্দেহশীল ছিলেন এবং সহজে সন্তুষ্ট হইতেন না। একবার খাকানী তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করিয়া পাঠান। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আমাকে হয় একটি পোষাক দেন যাহা আমি পরিধান করিতে পারি
অথবা আমাকে একটি নবীনা কৃতদাসী দেন যাহাকে শয্যাসঙ্গিনী করিতে পারি।

বাদশাহ শিরওয়ান শাহ তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন কবি খাকানীকে কতল করিবার জন্য। কবি খাকানী ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া একটি মাছি ধরিয়া তাহার ডানা ছিড়িয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন এই পাপীর জন্যই আমাকে কতলের হুকুম দিয়াছেন। আমি কবিতা যা লিখিয়াছিলাম, কাঁচা লেখার উপর মাছি বসিয়া 'বা' কে "ইয়া" করিয়া দিয়াছে।

সে যাহা হউক খাকানী শেষ পর্যন্ত বাদশাহের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন হজব্রত সমপনের জন্য। তিনি যৌবন কালে তাঁহার পিতৃব্যের সঙ্গে হজ সমাপন করিয়াছিলেন। এই হজ যাত্রার বিবরণী তাঁহার কয়েকটি কবিতায় পাওয়া যায়। শিরওয়ান হইতে যাত্রা সফেরুদ অতিক্রম, বরফ তুষার আবৃত সাবালান পর্বত প্রভৃতির বিবরণ তিনি দিয়াছেন। পণ্ডিত খানিকফ ধারণা করেন এই সময় তিনি খোরাসান ভ্রমণের অভিলাষী ছিলেন। কেননা তিনি সঞ্জরের দানশীলতা ও গুণ গ্রাহীতার কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু খাকানীর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার কুল্লিয়াতে (রচনা সমগ্রে) এই সম্পর্কে কয়েকটি কাসিদা পাওয়া যায়। তাঁহার একটি কাসিদায় পাওয়া যায়—

কি কারণে তাঁহারা আমাকে যাইতে দিল না
আমি বুলবুল, কেন তাঁহারা আমাকে গুলিস্তানে যাইতে দেয় না?

অন্য একটি কবিতায় পাওয়া যায়—

আমি যাব খোরাসানে ইনশা আল্লাহ
আমি সহজ পথ দিয়া যাইব, ইনশা আল্লাহ

তৃতীয় অন্য একটি কবিতায় পাওয়া যায়—

আমি যাইব আমার ইচ্ছামত রাস্তায়, আমার কামনাস্থলে এই জগতে
আমি তৃষ্ণার্ত, আমি উপকারের উৎসস্থলে যাইব খোরাসানে।

খাকানী সম্ভবত রায় পর্যন্ত পৌঁছেন। বিশেষ কোন কারণে নিষিদ্ধ হওয়ায় আর অধিক দুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। রায় সম্পর্কে লিখিত তাঁহার একটি কবিতায় পাওয়া যায়।

কেননা আমি খোরাসানে গমন করিতে নিষিদ্ধ প্রাপ্ত হইলাম
আমি প্রত্যাবর্তন করিব, আমি রায়ের অবস্থানের যন্ত্রণা সহ্য করিব না।
যদি আমি তেব্রিজে প্রত্যাগমনের অনুমতি পাই
আমি রায়ের শাসনকর্তার অনুমতি প্রাপ্তির ধন্যবাদ দিব।

তাঁহার ধারণা হইয়াছিল খোরাসানে অধিকতর সমাদৃত হইবেন কেননা তাঁহার একটি কবিতায় পাওয়া যায়।

কেননা খোরাসানীরা আমার মধ্যে একটি আনকা
আমি হয়ত খোরাসান জাতের অধিপতি সোলেমানের সাক্ষাৎ পাইব।

এই কবিতার শেষ ছত্র বাদশাহ সঞ্জরকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হয়। আরও একটু অগ্রসর হইয়া বাদশাহ সঞ্জরকে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবিতা স্পষ্টতঃ গুজ্জদের বর্বর আক্রমণের পুর্বে রচিত কেননা বিখ্যাত আলেম মুহম্মদ বিন ইয়াহিয়া গুজ্জদের হাতে নির্মম ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। এই মহম্মদ বিন-ইয়াহিয়ার সঙ্গে খাকানীর পত্রালাপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া খাকানী কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। খাওয়ারাজামের বাদশাহের সঙ্গে খাকানীর যোগাযোগ ছিল কেননা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কয়েকটি কাসিদা রচিত হয় এবং একটি কবিতা তাঁহার রাজকবি রশীদ উদ্দিন ওতায়েতকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হয়। তবে মনে হয় গুজ্জদের দ্বারা ধ্বংস সাধনের এবং সঞ্জরের মৃত্যুর পর খোরাসান গমনের আশা ত্যাগ করেন।

খাকানীর দ্বিতীয় হজের পুর্ণ বিবরণী তাঁহার গদ্যধর্মী কাব্য "তুহাফাতুল ইরাকিয়ান" গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে। তাঁহার এই গ্রন্থে হামাদান, ইরাক, বাগদাদ, মক্কা ও মদিনার বিবরণী পাওয়া যায়। পণ্ডিত খানিকফ এই গ্রন্থের পুর্ণ বিবরণী তাঁহার প্রবন্ধে প্রদান করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক

তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। এই হজ যাত্রার কালেই তিনি কয়েকটি চমৎকার কাসিদা রচনা করেন। তাঁহার এই সকল কাসিদার মধ্যে একটির প্রারম্ভে পাওয়া যায়ঃ

এইখানেই মরুভূমির প্রসার, ইহা অতিক্রম কর
শ্বাস গ্রহণ কর আত্মার সঞ্জীবনীময় বাতাস।

এই হজ্জ হইতে ফিরিবার সময় তিনি ইসপাহানে পৌঁছেন এবং এই স্থানে তিনি একটি বিপদের সম্মুখীন হন। এই শহরে তিনি প্রথমে সমাদরে গৃহীত হন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁহার শিষ্য কবি মজিরুদ্দীন বায়লাকানীর রচিত—ইসপাহানের বিরুদ্ধে, রচিত ব্যঙ্গ কবিতার জন্য তাঁহাকে তাহাদের বিরাগভাজন হইতে হয়। এই দোষ স্খলনের জন্য তিনি ইসপাহান সম্পর্কে একটি সুন্দর কাসিদা রচনা করেন। এই কাসিদায় পাওয়া যায়:

এই সকল আমি করিয়াছি কোন পুরস্কার বা লোভের জন্য নয়
অথবা ইসপাহানের নিকট হইতে কোন বদান্যতা বা রৌপ্য মুদ্রা
বা স্বর্ণ প্রাপ্তির আশায় নয়।
সেই প্রস্তর প্রহৃত শয়তান আমার বাগ্মীতা চুরি করিয়াছিল।
আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে যদি সে ইসপাহানকে ব্যঙ্গ করিতে
সাহস করে
সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে যদি সে ইসপাহানকে ব্যঙ্গ
করিয়া থাকে।
সে নিষ্কলঙ্ক বদন লইয়া রোজ কিয়ামতের দিন উঠিতে পারিবে না
কেননা সে ইসপাহানের গর্দানকে কালিমাযুক্ত করিয়াছে
ইসপাহানের লোকেরা কেন আমার নিন্দা করে?
ইসপাহান সম্পর্কে আমি কি দোষ করিয়াছি?

এই কবিতা সম্ভবত: ১১৫৬—৫৭ সালে রচিত হয়।

শিরওয়ানে খাকানীর প্রত্যাবর্তনের পর খাকানীর অতিরিক্ত আত্মম্ভরিতার জন্য কিংবা তাঁহার প্রতিবাদীদের দোষারোপের জন্য আখটিশন শিরওয়ান শাহের বিরাগভাজন হন। ফলে শামিরানের দুর্গে বন্দী হন। এই স্থানে তিনি তাঁহার বিখ্যাত হাবসিয়া বা কারাকাব্য

রচনা করেন। তিনি কত দিন কারাগারে ছিলেন কিংবা মুক্তি পাইবার পর কোথায় কোথায় গমন করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বিবরণী পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কবিতার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি বাদশা আখটিশনের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র রশীদের মৃত্যু হয়। তাঁহাদের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে খাকানী শোক কবিতা রচনা করেন। এই কবিতা সম্পর্কে পণ্ডিত খানিকফের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"Grief causes him to forget his erudition and his verse does not glitter with expression hard to interpret or grammatical artifices but goes straight to the heart of the reader and enterest him in a domestic misfortune from which seven centureis separate us."

খাকানীর কবিতার মধ্যে অন্যান্য কয়েকজন কবির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কবিদের মধ্যে মুয়েজ্জী কাতবান, সাম্মনারা, আনসারী ও রুদকী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। এই সকল কবির নাম উল্লেখের মধ্যে তাঁহার কাব্য দম্ভ সুপ্রকট হইয়াছে।

অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন তাঁহার কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে বলেন: "Like Anwari, Khaquani is essentially a qusida writer and it is on this form of verse that his reputation rests though he also has Diwan of odes, a large number of quatrans and the······Tuhafatul Iraquian, besides some poems in Arabic. His style is generally obscure, extremely artificial and even pedanticle. P. 390 (Literary History of Persia, vol. II by E. G. Brown, London, 1920)

খাজু কেরমানী (১২৮২ – ১৩৫২)

খাজু কেরমানী একজন পারস্য কবি। তাঁহার পুর্ণ নাম হইতেছে কামাল উদ্দীন আবুল আতা মাহমুদ ইবনে আলী ইবনে মাহমুদ। তিনি ১২৮২ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের অন্তর্গত কেরমান শহরের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৫২ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার কোন বিস্তৃত জীবনী পাওয়া যায় না।

তাঁহার কবি জীবন রাজা বাদশাহদের প্রশস্তি রচনা করিয়া শুরু হয়। তিনি মুজাফফরী বংশীয় বাদশাহর সম্ভবতঃ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুবারিজ উদ্দীন মাহমুদের প্রশংসাগীতি রচনা করিয়া জীবিকা নির্বাহ আরম্ভ করেন। ইয়াজদে এই বংশের রাজধানী ছিল। পরবর্তীকালে তিনি আবু ইসহাক ইনজুর রাজদরবারে গমন করেন এবং তাঁহার প্রশস্তি পাঠ করিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। ফারেস প্রদেশের বাদশা আবু ইসহাক (রাজত্বকাল ১৩৪১ – ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দ)-এর রাজধনী ছিল সিরাজ নগরীতে। খাজু কেরকানী বাগদাদে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং ইরাকের বাদশাহ শিরওয়ান শাহ ও আড়সালানের দরবারে প্রবেশ লাভ করেন এবং তাঁহাদের নামে কাসিদা রচনা করেন। তিনি পারস্যের অধিকাংশ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন রাজবংশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে বিশেষ কোন রাজবংশের কবি বলা চলে না।

হায়াত ইকলিস, আতশ কাদা ও মজামাউল ফুনাহা প্রভৃতি কবি জীবনী কোষে খাজু কেরমানীর যে জীবনী আখ্যায়িকা পাওয়া যায় তাহা সাধারণতঃ অনৈতিহাসিক ও পরস্পর বিরোধী যদিচ তিনি কেরমানে জন্ম গ্রহণ করেন তবু তাঁহার জীবনের সামান্য অংশ এই স্থানে অতিবাহিত করেন। তবে বাগদাদে অবস্থানকালে রচিত একটি কবিতায় কেরমানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

خوشا باد عنبر نسیم سحر
که بر خاک کرمانش باشد گذر

خوشا وقت آں مرغ دستان سرای
که دارد دراں بوم ماواوجای
ز من تاچه آمد که چرخ بلند
ازان خاک پاکم بغربت فکند
بیغداد بهر چه سازم وطن
که ناید بجز دجله درچشم من

আনন্দপ্রদ সুগন্ধি যুক্ত মলয় বাতাসে
যাহা প্রবাহিত হয় কেরমানের ভূমির উপর দিয়া
মধুর দিনগুলি সেই কিন্নকণ্ঠী বুল বুল
যাহা ফুল বাগিচা ও ফল বাগানে সুন্দর গান করে।
আমার কি অপরাধ ঘটিয়াছিল যে বিধাতা
সেই পবিত্র ভূমি হইতে আমাকে নির্বাসিত করিয়াছেন।
সেই জন্যই আমি বাগদাদ নগরীতে অতিবাহিত করিতেছি
যাহাতে আমার চক্ষু হইতে দজলা নদীর জল ধারা প্রবাহিত হইতেছে।

পারস্য পর্যটন কালে তাঁহার সমসায়িক বহু কবি ও বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। তিনি বিখ্যাত সুফী শেখ রুকনুদ্দীন আলা-উদ্দৌলা সিমনামীর মুরিদ ছিলেন। হায়দার সিরাজী নামক একজন সমসাময়িক কবি কুৎসা রটনা এবং কাব্যক্ষেত্রে তাঁহাকে কেরমানের কাবুলী চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া আখ্যায়িত করেন। হামিদুল্লাহ মুস্তাফী তাঁহার 'তারিখে ওজিদা' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাঁহার একটি কবিতার উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় খাজু কেরমানী তৎকালে কবি খাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি শিয়া মতালম্বী ছিলেন। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ফাগুফন এরডিমার ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার জীবনী জার্মান গবেষণা পত্রিকায় (Z. D. M. G.) প্রকাশ করেন। পাঁচখানি মসনবি কাব্য। কিছু সংখ্যক গজল, কিছু তরকিব বন্দ এবং মকওয়াত রচনা করেন। বিখ্যাত কবি নিজামী রচিত খামসা কাব্য রচনা রীতি প্রবর্তন করেন। কয়েকজন পারস্য কবি তাহাকে অনুসরণ করিয়া খামসা

বা পঞ্চ কাব্য রচনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে খাজু কেরমানীর নাম প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। খাজু কেরমানীর খামসা বা পঞ্চ কাব্যের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। ১। নওরোজ ও গুল, প্রেমকাব্য ২৬১৫ বয়েতে সম্পূর্ণ। ২। হুমা ও হুমায়ুন, রোমান্টিক কাব্য ৩২০৩ বয়েতে সম্পূর্ণ। এই কাব্যখানি বাগদাদে রচিত হয়। ৩। কামাল নামা। (৪) রওজাতুহ আনোয়ার। ইহা একটি মরমিয়া কাব্য, শেখ আবু ইসহাক ইব্রাহিমের রওজায় ১৩৪২—৪৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়। অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন বলেন খাজু কেরমানীর পঞ্চম কাব্য খানির নাম জানিতে পারা যায় না। তবে ইহাও একখানি মরমিয়া কাব্য এবং ইহা ১৩৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়।

অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউনের মতে খাজু কেরমানীর গজলে বিশেষ কাব্য উজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার গজলের নমুনা স্বরূপ নিম্নে একটি গজল উদ্ধৃত হইল :

مگذر زما که خاطر مادر وفای تست
دل بر امید وعده وجان دروفای تست
سهلست اگر رضای تو ترک رضای ماست
مقصودما زدنی و عقبی رضای تست
ز ین پس چو سر فدای وقفای تو کرده‌ایم
مارا مران ز پیش که دل درقفای تست
گردن بپند می نهم وسر بپندگی
خواهی ببخش و خواه بکش رای رای تست
آزادگشت از همه آنکو غلام تست
بیگانه شد ز خویش کسی کاشنائی تست
ای دردلم عزیز ترازجان که درتنست
جائی که درتنست مرا از برای تست
این خسته دل که دعوی عشق تو میکند
سوگند راستش بعد دلربائی تست

خواجو که رفت درسر جور و جفای تو

جانش هنوز بهرسر مهرو وفای تست

আমাদিগকে রাখিয়া তুমি চলিয়া যাইও না, কেননা আমাদের হৃদয় তোমার প্রতি বিশ্বস্ত

আমাদের হৃদয় রহিয়াছে তোমাদের প্রতিজ্ঞার আশায়

এবং আমাদের প্রাণ তোমার প্রতি বিশ্বস্তায়

তাঁহার অন্য একটি কাব্য সুষমা মণ্ডিত কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

کس نیست که گوید ز من آن ترک خطارا، گررفت خطائی
باز آئی که داریم توقع بتو مارا، باوعده وفائی
مسنداز بنام من دلسوزفته قلفل، برآتش وخسار
کافتادم ازآن دانۀ مشکین تویارا، دردام بلائی
امروز منم چون خم آبروی تودرشهر، مانند هلالی
تادیده ام ان صورت آلگشت نمارا، الگشت نمائی
باز آئی که سر در قدمت بازم و جانرا، درپای سمندت
چون می ندهد دست من بی سروپارا، جز نعل بهائی
در شهر شما قاعده باشد که نپر سند، احوال غریبان
آخرچه زیان مملکت حسن شمارا، از بانگ لوائی
تا چند مخالف زنی ای مطرب خوشگوی، از پردۀ عشاق
بنواز زمانی من بی برگ و نوارا، از بانگ لوائی
زین بیش نهان چند توان داشتن آخر، دردل غم هجران
دانم که سرایت کنداین دردنگارا، یک روز بجائی
درظلمت اسکندرم ازحسرت لعلت، مانندۀ خواجو
لیکن چه کنم چون نبود ملکت دارا، درخورد گدائی

নাহি কি কেহ যে আমার কথা সেই তুর্কে খাতাকে বলিবে

যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে,

ফিরিয়া আইস, কেননা আমরা আশা রাখি আমাদের জন্য তোমার প্রতিজ্ঞার বিশ্বস্ততা।

মৌলানা শিবলী নোমানী খাজু কেরমানী ও হাফিজের কবিতার তুলনামূলক পাঠোদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে হাফিজ খাজু কেরমানীর বেশ কতকগুলি কবিতা ছত্র আত্মসাৎ করিয়াছেন। অবশ্য সেকালে কাহারও কবিতা ছত্র আত্মসাৎ করার মধ্যে কোন নিন্দারই ব্যাপার ছিল না। ওবায়েদ জাফানী অনেক বিখ্যাত কবির বিখ্যাত কবিতার প্যারোডি রচনা করেন।

সে যাহাহউক অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন খাজু কেরমানীর কাব্য সাধনা সম্পর্কে বলেন "that his verse while graceful and pleasing lacks any conspicuous distinction excellence. P. 229 [Literary History of Persia vol. III by E. G. Brown Cambrige 1928].

কামাল খুজন্দী

কামাল খুজন্দী একজন পারস্য কবি ট্যান্সামেনিয়ার অন্তর্গত খুজন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ জানিতে পারা যায় না। তাঁহার মৃত্যু তারিখ হইতেছে ১৪০১ খ্রীস্টাব্দ। তিনি সম্ভবতঃ প্রথম যৌবনে তেব্রিজে আগমন করেন ও তথায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত সুফী ছিলেন। তাঁহার দীক্ষা দাতা হইতেছেন সুফী খাজা ওবায়দুল্লাহ। তিনি শামে বাস করিতেন। ইহা খুজন্দের সন্নিকটবর্তী স্থান। কামাল তেব্রিজের অনুরাগী ছিলেন।

এই সময় জালায়ারী বংশীয় সুলতান হুসায়েন রাজত্ব করিতেন। তিনি কামাল খুজন্দীকে খুব সম্মান করিতেন। তিনি কামালের জন্য একটি আশ্রম তৈয়ারী করিয়া দেন। কামাল এই আশ্রমের একটি কক্ষে বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বাস কক্ষে পাওয়া গেল সামান্য একটি মাদুর যাহা তাঁহার শয্যারূপে ব্যবহৃত হইত এবং একখণ্ড ইষ্টক যাহা তিনি বালিশরূপে ব্যবহার করিতেন। তেব্রিজে তাঁহার উন্নত সাধু জীবনের জন্য সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করিত।

১৩৮৫ খ্রীস্টাব্দে কাপচাকের তুকতানিশ খাঁ তেব্রিজে আগমন করেন এবং তৈমুরের পন্থা অবলম্বন করিয়া কামাল খুজন্দী ও অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিকে তাঁহার রাজধানী সারেতে লইয়া যান। এই স্থানে তিনি চারি বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। ইহার পর তিনি তেব্রিজে প্রত্যাবর্তন করেন। এই স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কবর গাত্রে নিম্নলিখিত কবিতা ছত্র লিখিত রহিয়াছে :

کمال از کعبه رفتی مردریار
هزارت آفرین مردالله رفتی

হে কামাল তুমি কাবা হইতে বন্ধুর দরজায় গিয়াছ
সহস্র আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক, তুমি মানুষের
মত ঠিক স্থানে পৌঁছিয়াছ।

কামাল খুজন্দী দ্বিতীয় বার তেব্রিজে আগমন করিলে আজারবাইজানের শাসনকর্তা তৈমুরের পুত্র মিরনশাহ তাঁহাকে এক সহস্র দিনার প্রদান করেন

তাঁহার ঋণ শোধের জন্য কেননা মিরনশাহ বা তাহার সৈন্যরা তাহার বাগানের ফল খাইয়াছিল।

কামালের দিবান মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার দিবানের পাণ্ডুলিপিও সুদুর্লভ। অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন তাঁহার ব্যক্তিগত সংগ্রহের দিবান-ই-কামাল অবলম্বন করিয়া তাঁহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন।

কবি জামী তাঁহার নহফাতুল উস গ্রন্থে বলেন যে কামাল খুজন্দী একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। তিনি তাঁহার সমুন্নত আধ্যাত্মিকতা গোপন রাখিবার জন্যই কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিকে ব্যক্ত করিবার জন্য খোদার বন্দেগীর চিহ্নস্বরূপ তাঁহার রচিত একটি কবিতা ছত্র পাওয়া যায়:

این تکلفهای من درشعر من
کلمینی یاحمیرای من است

আমার চেষ্টা এই কবিতা রচনায় 'আমার কথা বল হে হোময়োরা।' কামাল খুজন্দীর কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা করেন কবি হাফেজ শিরাজী। কাজেই হাফেজের সমসাময়িক কবি হিসাবে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। এবং সেই জন্যই কবি কামাল খুজন্দীর কবিতার আলোচনা প্রশ্নাতীতভাবে প্রয়োজন।

তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায়:

شانه زد باد زلف یار مرا
اصلح الله شانه ابدا
تا ببالا توراست چون الفی
ما چون میم درمیان بلا
چشم تر برلب تو اولیتر
که برطوب به بود حلوا
شد چنان پرز درد تو دل ریش
که نگنجد درو خیال دوا
دل مر دجان بدرد دوست کمال
فوة ماء الحیاة فیه شفاء

মাগরিবী

মাগরিবী একজন পারস্য কবি। তাঁহার নাম হইতেছে মুহম্মদ শিরিন মাগরিবী। তাঁহার জন্ম হয় ১৩৪৯—৫০ খ্রীস্টাব্দে ইস্পাহানের সন্নিকটবর্তী নাইন নামক স্থানে এবং ১৪০৬—০৭ খ্রীস্টাব্দে তেব্রিজে পরলোক গমন করেন ফারেসের অন্তর্গত ইস্পাহানাবাদে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। পারস্য কবি তাঁহাকে তেব্রিজের অধিবাসী বলিয়াই উল্লেখ করেন। তিনি উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা অর্থাৎ মাগরিব পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার কবি নাম মাগরিবী গ্রহণ করেন। এই স্থানেই তিনি একজন সুফী শেখের নিকট হইতে দীক্ষা সুফী ঘিরজা গ্রহণ করেন। তাঁহার এই সুফী সাধক গুরু পরম্পরায় শেখ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর সেলসিলাভুক্ত। এই মাগরিবী দার্শনিক ইবনুল আরাবীর সর্বেশ্বর দার্শনিক মতবাদ পারস্য কবি ইরানী, আওহাদ্দউদ্দিন, মাগরেবী এমন কি জামীর উপরও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। মাগরেবী সর্বেশ্বরবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোতা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মাগরিবী একজন সুফী ও কবি ছিলেন। রিজাকুলী খান বলেন যে তাঁহার নীতি ওয়াহাদাতে ওজুদ অর্থাৎ সর্বেশ্বরবাদ। তাঁহার তরজীবন্দ ও গজল এই মতবাদে আকীর্ণ। তিনি তাঁহার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে কামাল খুজন্দীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কেননা মাগরিবী ও কামাল কিছুকাল তেব্রিজে বসবাস করেন। একবার কবি কামালের নিম্নোধৃত কবিতা পাঠ করিয়া ত্রুটিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন।

چشم اگر اینست وابرو این وناز وشیوه این
الوداع ای زهد وتقوی الفراق ای عقل و دین

যদি আঁখি এই প্রকার, ভ্রূ এই প্রকার, মাধুর্য ও ছলনা এই প্রকার বিদায় ধর্মপরায়ণতা, বিদায় যুক্তি ও ধর্ম।

এই ত্রুটির কথা শুনিয়া কামাল মাগরিবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ পরিষ্কার করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। মাগরিবী তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হন। এই ঘটনা হইতে মনে হয়

কামাল ও মাগরিবীর মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। আজারবাইজানের শাসনকর্তা তৈমুরের পুত্র মিরনশাহ মাগরিবী অপেক্ষা কামালকে বেশী সমাদর করিতেন।

মাগরিবী স্বল্প সংখ্যক কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন। তেহরানে তাঁহার দিবানের ক্ষুদ্রাকৃতির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচনায় গজল, তরজীবন্দ ও মোকতায়াত পাওয়া যায়। তেহরান প্রকাশিত তাঁহার দিবান ১৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। তিনি প্রায় ২৩০০ বয়েত রচনা করেন। তাঁহার কবিতা সানাফি রুমী, ইরাকী ও আত্তারের সমধর্মী। অবশ্য মাগরিবী ইহাদের মত কাব্য সাধনায় শীর্ষস্থান দখল করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সঙ্গে নিজের সমগোত্রতা সম্পর্কে তাঁহার রচিত দুই ছত্র কাসিদা পাওয়া যায়।

از موج اوشده است عراقی و مغربی
وزجوش او سنائی و عطار آمده

তাঁহার তরঙ্গ হইতে ইরাকী মাগরিবী
তাঁহার জোশ হইতে সানায়ী ও আত্তারেরর জন্ম হইয়াছে।

কাতিবী

কাতিবী একজন পারস্য কবি। তিনি নিশাপুর ও তুবসিনের মধ্যবর্তী একটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৪৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি একজন দক্ষ হস্তলিপিবিদ ছিলেন। তিনি হস্তলিপি শিল্পী কবি সিমির নিকট এই বিদ্যা অর্জন করেন। তিনি এই বিদ্যায় প্রভূত দক্ষতা অর্জন করিলে তাঁহার গুরু তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়েন। ইহার ফলে তিনি নিশাপুর পরিত্যাগ করিয়া হিরাটে গমন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হিরাট দরবারে তাঁহার গুণের কোন সমাদর হয় না। কাজেই তিনি হিরাট ত্যাগ করিয়া আস্তাবাবাদ ও শিরওয়ান গমন করেন। তিনি কিছুকালের জন্য আমির শেখ ইব্রাহিমের দরবারে স্থান লাভ করেন। আমির শেখ ইব্রাহিম কাতিবীকে প্রচুর অর্থ দান করেন কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই এই অর্থ উড়াইয়া ফেলেন। ফলে চরম দারিদ্রে নিপতিত হন নিম্নোদ্ধৃত কবিতা ছত্রে তাঁহার এই দুরাবস্থার কথা জানিতে পারা যায় :

مطبخی رادی طلب کردم که بغر ائی پزد
تاشود زان آش کار ماو مهمان ساخته
گفت لحم و دنبه گریا بم که خواهد داد آرد
گفتم آلکو آسیای چرخ گردان ساخته

গতকাল আমি বাবুর্চি ডাকিলাম রুটী পরাটা করিবার জন্য
তাহা হইলে আমার ও আমার মেহমানের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে
সে বলিশ যদি আমি ঘি ও মাংস পাই তাহা হইলে খাবার দিতে পারি
আমি বলিলাম সে যে নীল চাকা ঘুরায় কিছুই তৈরি করে না।

এই স্থান হইতে কাতিবী আজারবাইজানে গমন করেন এবং তথাকার শাসন ইসকান্দার ইবনে কারা ইউসুফের প্রশংসা সূচক একটি কাসিদা রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। কিন্তু এই শাসন কর্তা তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করেন না এবং উপযুক্ত ভাবে পুরস্কৃত করেন

না। ইহাতে রাগান্বিত হইয়া কাতিবী একটি কর্কশ ব্যঙ্গ কবিতা তাঁহার নামে রচনা করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করেন এবং ইসপাহানে পৌঁছেন এই স্থানে তাঁহার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়। তিনি সুফী তকিকার দাখেল হন এবং সায়েন উদ্দীন তকিকার দীক্ষিত হন। রাজা বাদশাহর প্রশংসার পরিবর্তে মরমিয়া দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেন। তাঁহার এই সময়কার রচনায় আধ্যাত্মিকতা ধর্মনিষ্ঠা প্রকটিত হইয়াছে বটে কিন্তু কাব্য সুষমামণ্ডিত হইতে দেখা যায় না। তিনি ইসপাহান হইতে রাস্তে গমন করেন। রাস্ত হইতে পুনর্বার আস্তারাবাদে গমন করেন। আস্তারাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। আস্তারাবাদ সম্পর্কে তাঁহার একটি কবিতা পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে আস্তারাবাদে প্লেগ দেখা দেয়। সম্ভবতঃ এই প্লেগেই তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া ঐতিহাসিক খন্দমীর উল্লেখ করিয়াছেন।

زآتش قهر وبا گر دیدناگاهان خراب
استرابادی که خاکش بود خوشبوتر زمشک
اندرو از پیر و برناهیچ کس باقی نماند
آتش اندر بیشه چون افتدنه ترماند نه خشک

যে আস্তারাবাদের মাটি মৃগনাভি হইতেও সুগন্ধি ছিল
বিরান হইয়া গেল অগ্নিসদৃশ প্লেগের আক্রমণ হইতে
শিশু বা বৃদ্ধ বা যুবক কেহই বাঁচিয়া রহিল না
যখন আগুন লাগে বনে তখন কাঁচা বা শুষ্ক কাঠ কিছুই বাঁচে না।

কাসিমুল আনোয়ার

কাসিমুল আনোয়ার একজন পারস্য কবি। তাঁহার পুর্ণ নাম হইতেছে অলি বিন নসর বিন হারুন আবুল কাসেম অল হুসায়েনী বিন আত্তাব্রিজী। সাধারণতঃ তিনি কাসিমী নামেই পরিচিত। তিনি তেব্রিজ জেলার অন্তর্গত ফাবারে ১৩৫৬ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শেখ সদরুদ্দীন আরদবিলীর শিষ্য ছিলেন। আরদবিলী পারস্যের সাফাবী রাজবংশের একজন পূর্ব পুরুষ ছিলেন। পরবর্তীকালে কাসিমুল আনোয়ার সদরুদ্দীন ইয়ামিনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইয়ামিনী শেখ আওহাদুদ্দীন কিরমানীর শিষ্য ছিলেন। কিছুকাল গিলানে বসবাস করিবার পর তিনি ইসপাহানে গমন করেন। পরে তিনি হিরাটে গমন করেন এবং তথায় বসতি স্থাপন করেন। এই সময় তৈমুর এবং শাহরুখ রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে তিনি প্রভুত প্রভাবশালী হইয়া পড়েন। দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে থাকে। ইহাতে তিনি তৎকালীন শাসন কর্তার বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। আবদুল রাজ্জাক তাহার মাওলাউস সাদায়েন গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে হিরাটের মসজিদে ১৪১৬-২৭ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ শাহরুখকে ছুরিকাহত করা হয়। আহাম্মদ-ই-লুর নামক এক ব্যক্তি এই দুষ্কর্ম করে। মির্জা বায়সান কুর কাসিমুল আনোয়ারের এই দুষ্কৃতিকারী আহমদ-ই-লুবকে আশ্রয়দান করেন বলিয়া তাঁহাকে হিরাট হইতে বহিষ্কৃত করেন। ফলে কাসিমুল আনোয়ার সমরখন্দে গমন করেন এবং বাদশাহ উলুঘবেগের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সে যাহা হউক কয়েক বৎসর পর তিনি পুনরায় খোরাসানে প্রত্যাগমন করেন এবং জাম জেলার অন্তর্গত খাবজীরদ নগরে বাসস্থান প্রস্তুত করেন এবং ১৪৩৩-৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি এই স্থানেই পরলোক গমন করেন।

অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন সিলসিলাতুল সাফাবীয়া নামক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হইতে বিশ্বস্তভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে সুফী প্রধান শেখ সদরুদ্দীন আবদাবিলী সাফাবী বংশের একজন পুর্ব পুরুষ ছিলেন। এই গ্রন্থে

আরও পাওয়া যায় যে এই সুফী শেখের অধীনে আবদাবিলের মসজিদে কাসিমুল আনোয়ার কাঠোর আধ্যাত্ম সাধনা করিরা সফলতা অর্জন করেন এবং স্বপ্নে দেখেন যে তিনি তাঁহার সহযাত্রী সুফীদের মধ্যে আলো বিতরণ করিতেছেন। এই জন্য তাঁহার উপাধি হয় কাসিমুল আনোয়ার অর্থাৎ আলো বিতরণকারী। এই শেখ সদরুদ্দীন আবদাবিলীর পিতার মৃত্যু উপলক্ষে কাসিমুল আনোয়ার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি রচনা করেন ঃ

صدر ولایت که نقد شیخ صفی است
قرب نود سال بود رهبر این راه'
جالش بوقت رحیل عطسه زد و گفت
یا ملک الموت قد وصلت الی الله
حالت اوراملک چو دید عجب ماند
گفت که یاشیخ الف یر حمک الله
سوخته قاسمی ز فرقت خواجه
صبر کن اندر فراق صبرک الله'

বেলায়েতের (অর্থাৎ সুফীত্বের) প্রধান প্রবক্তা যিনি হইতেছেন প্রকৃতপক্ষে শেখ সফি প্রায় নব্বই বৎসর তিনি এই তরিকার পথ প্রদর্শক ছিলেন। তাঁহার আত্মা বিদায় মুহূর্তে হাঁচি দিল এবং তিনি বলিলেন, "হে মালেকুল মউত আমি খোদার সঙ্গে মিলিত হইয়াছি।" মৃত্যু ফেরাস্তা যখন তাঁহার অবস্থা দর্শন করিলেন তখন তিনি অবাক হইয়া বলিলেন, "হে শেখ হাজার বার আপনার উপর খোদার রহমত বর্ষিত হউক। হে কাসিম তুমি সম্পূর্ণরূপে শীর্ণ হইয়া গিয়াছ তোমার আচার্যের বিরহে, ধৈর্যশীল হও। খোদা তোমাকে সবুরী দান করুন।"

জামী তাঁহার 'নহফাতুল উনস' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে বাদশাহ শাহরুখের হত্যা চেষ্টার ব্যাপারে সন্দেহে কাসিমুল আনোয়ারকে নির্বাসিত করা হয়। তিনি আরও বলেন যে তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে মতদ্বৈততা বর্তমান ছিল। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের অনেকেই যাহাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ট

পরিচয় তাঁহারা ইসলামের কৃত্য আদৌ পালন করিতেন না। তিনি এক ধরণের সাম্যবাদের প্রচলন করেন। তিনি ধর্মের ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন যদিচ সাফাবী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের বা হারুকী ধর্ম-দ্রোহীদের সম্পর্ক নাও থাকে।

কাসিমুল আনোয়ার গীল ও কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে গভীর ভাবে পরিচিত ছিলেন।

কাসিমুল আনোয়ারের রচনাবলী মুদ্রিত হয় নাই। তিনি গজলের একটি দিবান এবং কয়েকটি মসনবী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার মসনবীর নাম হইতেছে (১) আনিস্থল আরেফীন (২) আনিস্থল আশেকীন বা রিসালা-ই-আকল।

তিনি হুরুকী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহানুভূতিশীল ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি আল গাজ্জালী, শেখ আহাম্মদজান, বায়জীদ বিস্তানী, খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী, শেখ ফরিদুদ্দীন সাত্তার, মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী প্রভৃতির নামে কাসিদা রচনা করেন। মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীর তিনি একজন ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচনা হইতে সামান্য নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১)

ساقی زکرم پر کن آن جام مصفارا
آن روح تقدس را وآن جان معلا را
روزی که دهی جامی از بهر سر انجامی
یک جرعه تصدق کن آن واعظ رعنارا
خواهی که برقص آید ذرات جهان باتو
در رقص برافشانی آن زلف چلیپارا
ناصح برو و بنشین السانه مخوان چندین
از سر نتوان بردن آن علت سودا را
گفتی زخود گم شوتا راه بخود یابی
تفسیر لمی دانم این رمز معمارا

هربار که من مردم صد جان دگر بردم
احصا نتوان کردن اعجاز مسیحا را
قاسم نشود عاشق هرگز بهوای خود
لیکن چه توان کردن آن مالک دلها را

(২)

پیش از بنای خانقه و دیر سو منات
ما باتو بوده‌ایم در اطوار کائنات
اندر میان حکایت پیغام در گذشت
چون با منی همیشه چه حاجت بمراسلات
از ما خلاف دوست نیاید که باحبیب
همراه بوده‌ایم در انواع واردات
زنهار ذکر غیر دگر بر زبان مران
صاحب دلان بغیر نکردند التفات
هشیار شرط نیست که باشی که در طریق
هر ذره از ذرایر کونند ساقیات
زاهد مکن مبالغه باما واین بدان
بر جنس طیبین حلالست طیبات
قاسم خموش باش و عنان سخن بکش
تا پیر عشق باتو بگوید ز با قیات

শাহ নিয়ামতুল্লাহ

শাহ নিয়ামতুল্লাহ একজন পারস্য কবি। তাঁহার পূর্ণ নাম হইতেছে আমির নুরুদ্দীন নিয়ামতুল্লাহ। তাঁহার পিতার নাম মীর আবদুল্লাহ। তিনি পঞ্চম শিয়া ইমামের বংশোদ্ভূত। তিনি ১৩২৯-৩০ খ্রীস্টাব্দে এলেপ্পোতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যৌবন কালের অধিকাংশ সময় তিনি ইরাকে অতিবাহিত করেন। তিনি ২০ বৎসর বয়সে মক্কা শরীফ গমন করেন এবং সেখানে সাত বৎসর কাল অবস্থান করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখক ও মরমী শেখ আবদুল্লাহ ইয়াকিকী (মৃত্যু ১৩৬৬-৬৭) -এর একজন প্রধান শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হন। তিনি পরবর্তী জীবন সমরখন্দ, হিরাট, ইয়াজদ এবং শেষে কিরমানের নিকটবর্তী মায়হানে অতিবাহিত করেন। তিনি মায়হানে ১৪৩১ খ্রীস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৪৪০-৪১ খ্রীস্টাব্দে ঐতিহাসিক আবদুর রাজ্জাক তাঁহার কবর জিয়ারত করেন। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ঈ. জি. ব্রাউন মায়হানায় গমন করেন এবং শাহ নিয়ামতুল্লাহর মকবরা দর্শন করেন। এই সম্প্রদায়েরা দরবেশেরা তাঁহার আদর আপ্যায়ণ করেন। মায়হানা সম্পর্কে একজন অজ্ঞাত লেখকের এক ছত্র কবিতা পাওয়া যায়।

بهشت روی زمین است خطهٔ ماهان
بشرط آنکه ککاش دهند در دوزخ

মায়হানা পার্থিব স্বর্গ হ'তে যদি, আমি জানি
যদি ইহার অধিবাসীদিগকে নরকে নিক্ষেপ করা হইত।

শাহ নিয়ামতুল্লাহ দরবেশদের মধ্যে বাদশাহ সদৃশ ছিলেন। রাজা বাদশাদের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বাদশাহ শাহরুখের বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন। দাক্ষিণাত্যের রাজা আহমদ শাহ বাহমানী নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতেন কেননা তিনি তাঁহার এক পৌত্রকে তাঁহার রাজ্যে বসবাস করিতে দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য দুই জন পৌত্র তাঁহাদের পিতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন।

শাহ নিয়ামতুল্লাহর অন্যান্য বংশধরেরা যাঁহারা পারস্যে রহিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা সাফাভী রাজবংশে বিবাহ করেন।

অধ্যাপক রিউ-এর মতে শাহ নিয়ামতুল্লাহ পাঁচশত সুফী পুস্তিকা রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার একটি দিওয়ানও রহিয়াছে। অবশ্য তাঁহার খ্যাতি তাঁহার মরমী ও সুফী হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত ; কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি প্রবল নহে। তাঁহার রচনা রীতি ও রচনার বিষয়বস্তু কবি মাগরিবীর অনুরূপ। সাধারণ ও একঘেয়ে। তাঁহার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভবিষ্যদ্বাণী। আগামীতে পৃথিবীতে কি কি ঘটিবে তাহা তাঁহার কবিতায় বিবৃতি হইয়াছে। তাঁহার কবিতার অন্য প্রধান সুর হইতেছে 'ওয়াহাদুল ওজুদ' অর্থাৎ সর্বেশ্বরবাদ।

তিনি ১৪০০ বয়েতে রচনা করেন। তাঁহার কিছু সংখ্যক মকতায়েতও রহিয়াছে। তিনি সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং সাহিত্য চর্চা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতায় পাওয়া যায়।

نود و هفت سال عمر خوشی
بنده را داد حی پاینده

চিরন্তন ও জীবন্ত খোদা তাঁহার এই দাসকে নব্বই ও সাত বৎসর আনন্দ পূর্ণ আয়ু দান করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা পারস্যে এখনও বহুল প্রচলিত ও পঠিত। তাঁহার দরবেশী ও ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যই তাঁহার কবিতার এই প্রকার সমাদর হয়। আমাদের দেশেও আরবী ফার্সী পণ্ডিতেরা তাঁহার কবিতা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন। তাঁহার একটি কবিতাংশ নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

قدرت کردگار می بینم، حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم، بلکه از کردگار می بینم
در خراسان ومصر وشام وعراق، فتنه وکارزار می بینم
ظلمت ظالمان دیار، بیحد و بیشمار می بینم
قصهٔ بس عجیب می شنوم، غصهٔ درد یار می بینم
جنگ و آشوب وفتنه و بیداد، از یمین ویسار می بینم

غارت و قتل و لشکر بسیار، درمیان و کنار می بینم
بنده راخواجه وش همی بینم، خواجه را بنده وار می بینم
هریک ازجا کمان هفت اقلیم، دیگری را دو چار می بینم
مکر و تزویر وحیلهٔ بسیار، از صغار وکبار می بینم
حال هند و خراب می یابم، جور ترک و تتار می بینم
الد کی امن اگر بود آن هم، در حد کرهسار می بینم
بعد امسال و چند سال دگر، عالمی چون نگار می بینم
لعمت نشسته در کنجی، از همه بر کنار می بینم
مهدی وقت وعیسی دوران، هر دورا شهسوار می بینم
گلشن شرع راهمی بویم، گل دین رابیار می بینم

মাজদুদ্দীন হামগর

মাজদুদ্দীন হামগর একজন পারস্য কবি ছিলেন। তিনি ইয়াজদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ফারেসের স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা বাহাউদ্দীন জুয়ানী (মৃত্যু ১২৭৯)। যখন কবি মাজদুদ্দীন ইয়াজদ হইতে ইসপাহানে আগমন করেন তখন তাঁহার বয়স্কা স্ত্রীকে তথায় রাখিয়া আসেন। সত্বরই তাঁহার স্ত্রী ইসপাহানে উপনীত হন। কবির একজন শিষ্য তাঁহার স্ত্রীর গৃহে আগমনের সংবাদ দিয়া বলে, "শুভ সংবাদ আপনার স্ত্রী গৃহে অবতরণ করিয়াছেন।" তদুত্তরে তিনি বলেন, "শুভ সংবাদ হইত যদি গৃহ তাঁহার উপর অবতরণ করিত।" পরে তাঁহার স্ত্রী এই করুণ উক্তি শুনিয়া কবিকে তিরস্কার করিয়া ওমর খাইয়ামের একটি রুবাইত উদ্ধৃতি করেন। এই রুবাই-এর প্রথম ছত্র হইতেছে :

پیش از من و تو لیل و نهاری بود ست

রাত্রি দিনে পরিবর্তিত হইল তোমার ও আমার জন্মের আগে। কবি মাজদুদ্দীন বলিলেন, "আমার পূর্বে সম্ভবতঃ ; কিন্তু খোদা না করুন দিন রাত্রির অস্তিত্বই তোমার জন্মের পূর্বে ছিল না।"

দৌলত শাহের মতানুযায়ী জানা যায় মাজদুদ্দীন গর্ব করিতেন সাসানীয় রাজবংশীয় নওশেরোয়ার বংশ উদ্ভূত বলিয়া। এই সম্পর্কে তাঁহার একটি কবিতায় পাওয়া যায় :

بر من زمانه کرد هنرها همه وبال
و زغم بر بخت خون جوالیم چرخ زال
کلکم زدست بستد تیر حسود شکل
بر من کمان کشید سپهر کمان کمال
چرخا چه خواهی از من عور برهنه پای
دهرا چه خواهی از من زار شکسته بال

از چشم باز کوفته کن لطمهای بوم
وزان شیر ساخته کن طعمهٔ شغال
از زخم او چو طبل تنا لم بهیچ روی
ور خود زپشت من بمثل بر کشد دوال
ای پای پیل فتنه مرا نرم تر بکوب
ای دست چرخ سفله مرا سخت تو بمال
ازمالشی که یافت دام روشن گرفت
روشن شود هر آینه آئینه از مقال
وقتی چنین که شاخ گل از خاک برد مید
طالع نگر که بخت مرا خشک شد نهال
عیبم همیں که نیستم از نطفهٔ حرام
جرمم همیں که زاده ام از نسبت حلال
هستم زنسل ساسای لز تخمهٔ تسکین
هستم زصلب کسری نزدودهٔ نیال
شعری بخوش مذاقی چون چاشتی وصل
کلکی بنقشبندی چون صورت خیال
رفتی ندیده چشم کس از من بوقت جود
لالا شنوده گوش کس ازمن گه سوال
دلرانشاط لهو نباشد از شباب
خورشید را فروغ نباشد پس از زوال

মাজহুদ্দীনের দিওয়ান বা কাব্য সংগ্রহ সাধারণতঃ বিরল। অধ্যাপক ঈ. জি. ব্রাউন বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি চমৎকার পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে মাজহুদ্দীনের কাব্যের একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। মাজহুদ্দীন কাসিদা ও মাকতায়াত রচনা করেন। সাহেব দিওয়ান শামসুদ্দীন মুহম্মদ এবং সাদ বিন আতাবকের নামে কাসিদা রচনা করেন। তাঁহার মাকতায়াতে উচ্চ দার্শনিক চিন্তা কিংবা মরমিয়া তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ একেবারে বস্তুনিষ্ঠ। এই সকল

কবিতার মধ্যে বীভৎস কুৎসা লক্ষ্য করা যায় না। এই ধরনের একটি মাকতায়াত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

ای ما در شوم فرج چون زاد ترا
از گنجه بانجاز فرستاد ترا
وان دایهٔ خوک خوار سگبان بغذا
شیر سگ و خون خوک می داد ترا

এক মাতার অভিশপ্ত উদর হইতে সে জন্ম পাইয়াছে
গঞ্জাব সহর হইতে আবখাকে আগমন করিয়াছে
সেখানে ছিল তোমার মাতা শূকরের রাখালিনী
তোমাকে খাওয়াইয়াছে কুকুরের দুগ্ধ ও শূকরের রক্ত।

একটি ক্ষুদ্র কবিতা তাঁহার প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত

আমার অর্থ নাই তোমার পার্শ্বে তাবু খাটাইবার
আমার অর্থ নাই তোমার গৃহের পার্শ্বে বাড়ী ভাড়া করিবার।
আমার কর্ণ ও চক্ষু এই উদ্দেশ্যেই রহিয়াছে
তোমার কণ্ঠস্বর শুনিবার ও সৌন্দর্য দর্শন করিবার জন্য।

অন্য দুইটি ক্ষুদ্র কবিতায় বার্দ্ধক্যের জন্য তাঁহার বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন :

نه برگ که خیمهٔ زنم پهلویت
نه سیم که خانهٔ خرم در کویت
من دیده و گوش را بدان میخواهم
تا بشنوم آواز و ببینم رویت

এক সময় আমার হৃদয় উষ্ণ ও চঞ্চল ছিল
স্বতস্ফুর্তভাবে মুকুতার মত কবিতা প্রবাহিত হইত।
তখন প্রেম, আকাঙ্খা ও যৌবনের মালিক ছিলাম আমি, এই তিনটি।
আমি স্বপ্নও দেখি না, আশাও করি না দেখিতে।

ان شد که دائم ز طبع چون آتش و آب
می ریخت بدیهه های چون در خو شاب
عشقی و جوانی و کام دل بود
وین هر سه دگر باره نبینم بخواب
این پای مرا که نیست پروای رکا ب
نه روی رکرب ماند ونه رای رکاب
زین سان که بتنگ آمدم از پیری وضعف
نه دست عنان دارم ونه پای رکاب

আমার এই পদযুগল আমার ঘোড়ার রেকাবে ধরিবে না
আমার আর পাদানী ও শিকারের জুতা পরা হইবে না
আমার ঝাপি আর কাঠ আমার সঙ্গের সাথী
রেকাবের জন্য পদ নাই, লাগামের হস্ত নাই।

মাজহুদ্দীন প্রায় আশী বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানিতে পারা যায় না।

সুফী কবি হাকিম সানায়ী

মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী বলিয়াছেন,

আত্তার রুহ বুদ ও সানায়ী দো চশমে উ
মা আজ পায়ে সানায়ীও আত্তার অম দেস।
আত্তার আত্মা, সানায়ী উহার দুই আঁখি,
আমরা আত্তার ও সানায়ীর পদানুসরণ করিতেছি।

সুফী কবিদের মধ্যে হাকিম সানায়ী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। সুফী কবি শ্রেষ্ঠ জালালুদ্দীন রুমীর অগ্রদূত রূপে ফরিদুদ্দীন আত্তার ও হাকিম সানায়ীর আবির্ভাব হইয়াছিল। হাকিম সানায়ী, ওমর খাইয়াম, আল গাজ্জালী, নিজাম-উল-মূলক; প্রভৃতি বিশ্ব বিখ্যাত মনীষীগণ প্রায় সমসাময়িক এবং পারস্যের গৌরব যুগ সেলজুগগণের সময় বাস করিতেন।

হাকিম সানায়ীর নাম মাহমুদ, কুনিয়াত আবুল মাজেদে এবং সানায়ী তাঁহার তাখাল্লুস। গজনী তাঁহার জন্ম ভূমি। জীবনের প্রথম হইতেই তিনি কবি হইবার জন্য একাগ্র ভাবে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। তাঁহার কবিত্বের সৌরভ তৎকালীন শাসন কর্তা বাহরাম শাহকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়াগিয়াছিলেন। সানায়ী বাহরাম শাহের প্রশস্তি সূচক অনেক কাসিদা রচনা করিয়াছিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি কাসিদা রচনা হইতে বিরত হন।

একবার বাহরাম শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন। হাকিম সানায়ী এই উপলক্ষে একটি প্রশস্তি কবিতা রচনা করিয়া বাহরামের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। পথিপার্শ্বে একটি হাম্মাম ছিল। এই স্থানে একজন পাগল অবস্থান করিত। সে সরাব-খানা হইতে ভুক্তবিশিষ্ট মদ চাহিয়া লইয়া পান করিত ও নেশায় বিভোর

হইয়া থাকিত। এই জন্য তাহাকে লাল-ই-খেরে বলিত। হাকিম সানায়ী হাম্মামের পার্শ্ব দিয়া পথ অতিক্রম কালে হাম্মামের মধ্যে গুণ গুণ স্বর শ্রবণ করিলেন। তিনি একটু থামিলেন এবং শুনিতে পাইলেন লাল-ই-খেরে সাকীকে বলিতেছে, "ইব্রাহিম শাহের নির্বুদ্ধির জন্য এক পেয়ালা পান করিতে দাও।" সাকী বলিল, "কি বলিতেছ? ইব্রাহিম বুদ্ধিমান ও সুবিচারক।" পাগল উত্তর করিল, "এখনও গজনীর সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তথাপি সে অন্য রাজ্য জয়ের জন্য যাত্রা করিতেছে। ইহা হইতে নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে?" এই কথা বলিয়া পাগল পেয়ালার মদ নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল। পুনরায় বলিল, "সানায়ীর নির্বুদ্ধিতার জন্য আর এক পেয়ালা দাও।" সাকী প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "সানায়ী সৎচরিত্রবান ও বুদ্ধিমান কবি। তাঁহার বদনাম করিতেছ কেন? দুই চারিটি মিথ্যা কথা একত্র গ্রথিত করিয়া কোন বুদ্ধিহীন শাসনকর্তার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া উহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে শোনানো অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে?"

হাকিম সানায়ীর উপর এই কথা এতাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিল যে তন্মুহূর্তে এই সকল পরিত্যাগ করিয়া সংসার বিরাগী হইয়া পড়িলেন এবং আল্লাহর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কালক্রমে তাঁহার সাধনার সৌরভ চতুর্দিকে এমনই আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল যে বাহরাম শাহ আত্মবিনীত হইয়া গেলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল যে সাধু সানায়ীর সঙ্গে তাঁহার ভগ্নীর বিবাহ দেন। কিন্তু সানায়ী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন:

মন না মরদ হজন্ ওজর ও জাহম
র খোদা গব কুনাম দিগর গাহম
গর তু তাজম দেহী জে আহসালাম
ব সেরে তুকে তাজ না সোতাজম।

"আমি বিবাহ করিবার মত লোক নই, আমি অর্থ ও সম্পদ চাহিনা আল্লাহর শপথ আমি বিবাহ করিব না এবং অন্য কোন অনুগ্রহের প্রার্থী নই। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া রাজমুকুট প্রদান করেন আমি তাহা কখনই গ্রহণ করিব না।"

'ঈদে বয়াজ' গ্রন্থে লিখিত আছে যে নগ্নপদ ও উলঙ্গ মস্তকে তিনি হজ্বব্রত উদযাপন মানসে যাত্রা করেন। তিনি হজ সমাপন করিয়া গজনী প্রত্যাবর্তন করিয়া নির্জন বাস অবলম্বন করিলেন। তাঁহাকে নগ্নপদে গজনীর রাস্তায় বেড়াইতে দেখিয়া গজনীবাসীর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইত। তাহাদের কান্না পাইত। তিনি তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিতেন, "আমার জন্য তোমরা কাঁদিও না বরং তোমাদের খুশী হওয়া উচিত।" একদিন তাহারা জুতা লইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। তিনি তাহাদের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য তাহা পরিধান করিলেন কিন্তু পরদিন এই বলিয়া তাহা দুরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন "কাল আমার যে চিন্তা ছিল আজ আর তাহা নাই।"

'নহফাত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "প্রতাপশালী সম্রাট দীনের গ্রামে যখন পৌঁছে তখন আল্লাহ অনুগ্রহ কিভাবে দেখা দেয় জানা যায় না। সংসার বিরাগীর পক্ষে কি আল্লাহর বিরাগভাজন হওয়া কি বাঞ্ছনীয়।"

এই যুগে আবু ইউসুফ হামদানী নামক একজন প্রসিদ্ধ আচার্য ছিলেন। হাকিম সানায়ী তাহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শেখ আবু ইউসুফ মৌলানা আবু কার রিজির শিষ্য ও সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর গুরু ছিলেন। সুতরাং হাকিম সানায়ী ও ইমাম গাজ্জালী গুরু ভ্রাতা। হাকিম সানায়ী যখন তাঁহার বিখ্যাত হাদিকা-ই-সানায়ী রচনা করেন তখন উহা ধর্মাচার্যগণের মধ্যে মতদ্বৈতার সৃষ্টি হয়। কেননা সাধারণ বিশ্বাসের বিরোধী অনেক কথা উহাতে লিপিবদ্ধ ছিল। পরিশেষে সানায়ীর নিন্দা বাহরাম শাহের কর্ণ পর্যন্ত পৌঁছিল। বাদশাহ তাঁহাকে বাগদাদে আহ্বান করিলেন। হাকিম সানায়ী সম্রাটকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। আবদুল কাদের বদাউনী এই পত্রের হুবহু নকল রাখিয়াছেন এবং তাহাতে জানা যায় নবী সম্পর্কে কবি বিশেষ ভালমত প্রকাশ করেন নাই এবং আহলে বায়েতের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

হাকিম সানায়ীর জীবনের আর বেশী কিছু জানা যায় না। তাঁহার মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। তারিখে পুজিদার নির্ভর করিয়া তারিখ-ই-ফেরেস্তা লিখিয়াছেন যে বাহরাম শাহের সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই মতানুসারে ৫২৫ হিজরী তাঁহার মৃত্যু বৎসর নির্ধারিত হয় এবং ঐ বৎসরেই তাঁহার বিখ্যাত হাদিস সমাপ্ত হয়। দৌলত শাহ ৫৭৬ এবং রিয়াজুল আরেফীন ৫৪৬ হিজরী তাঁহার মৃত্যুর তারিখ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন।

হাকিম সানায়ী অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। উহা ত্রিংস সহস্র কবিতা এবং সপ্তসহস্র মসনবীর সমষ্টি। নিম্নে তাঁহার গ্রন্থগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

হাদিকা, সীয়র অল আবাদি, তরীব অল হকীক, আশীক নামা, আরস নাম, বহরুজ, বাহরাম।

ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কেবল মাত্র তাঁহার হাদিকা মুদ্রিত পাওয়া যায় এবং সীয়র অল আবাদের অনেক কবিতা মজমুখ অল সোহদা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। হাকিম সানায়ী তসাউফকে (সুফী আধ্যাত্মিকতা) অন্তরঙ্গভাবে কাব্য লক্ষ্মীর সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। তাঁহার পূর্বে হযরত আবু সাঈদ আবুল খয়েরের রুবাইয়াায় তসাউফের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি মাত্র প্রেমের দিকটাই আলোচনা করিয়াছেন। উহার আধ্যাত্মিক রহস্যের কোন সাক্ষাৎ আবুল খয়েরের কোন কবিতায় পাওয়া যায় না। কিন্তু হাকিম সানায়ীর মধ্যে তসাউফের সকল দিকের পাণ্ডিত্য পূর্ণ ও আধ্যাত্মিক আলোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

নৈতিক কবিতার ভিত্তিভূমিও হাকিম সানায়ী প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। তাহার পূর্বে উহার আলোচনা থাকিলে তিনিই প্রকৃতপক্ষে উহার অঙ্গ সৌকর্য দান করিয়া গিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত কবিতা হইতে উহা পরিস্ফুট হইবে।

ইয়া বের উচু জনান রঙ্গ ও বুএ পেশাগীর
ইয়া চুঁ মন্দান আন্দর আয় ও গুয়েদর মাদান কিবাম

চুঁ দো আলম জীরে পায়েত নাত সুদ পায়ে বেবুর
চুঁ দো কাউল আন্দর দোদাস্তত জামসুদ দাস্ত ই-বেজন।

* * * * * * * *

শেখ সাদী, সায়ের, কলীম ও অন্যান্য পারস্য কবিগণের মধ্যে যে কাব্য রসবীরার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, উপমা প্রভৃতির অবলম্বনে উহার বহিরাঙ্গ অনিন্দ্য সুন্দর হইয়া উঠে সেই ধারার সাক্ষাৎ হাকিম সানায়ীতেও প্রভুত পরিমাণে পাওয়া যায়।

পরিশিষ্ট (খ)

দিবান-ই-হাফিজ

হাফিজের নাম জগৎজোড়া। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই উপমহাদেশে ফার্সী রাষ্ট্র ভাষা ও সংস্কৃতির ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ফার্সীর চর্চা করিতেন। মুসলমান বাদশাহেরা ফার্সী সাহিত্যের বিশেষ সমাদর করিতেন এবং প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। এইজন্য পারস্য দেশ হইতে বেশ কিছু ফার্সী কবি এই দেশে আগমন করেন। এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম ফার্সী কবি আমিরখসরু। কিছু সংখ্যক হিন্দুও বেশ কিছু ফার্সী কবিতা রচনা করেন। মধ্যযুগে শ্রী চৈতন্যদেবের সময়ে জগাই মাধাই-এর নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা মসনবী কালাম (অর্থাৎ মহাকবি জালালুদ্দীন রুমীর মসনবী শরিফ) পাঠ করিতেন বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ হাফিজের কবিতার একজন ভক্ত ও অনুরক্ত পাঠক ছিলেন; এমন কি তিনি হাফিজের গজল পাঠে উল্লসিত হইয়া নৃত্য পর্যন্ত করিতেন বলিয়া তাঁহার আত্মজীবনীতে উল্লেখ রহিয়াছে। বাংলাদেশে রামশরণ বলিয়া এক ব্যক্তির ফার্সী রচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার যতদুর মনে হয় শ্রী গিরিশ চন্দ্র সেন হাফিজের একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। বহু পরবর্তীকালে অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিরা হাফিজের কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। আমি ৪০/৪৫ বৎসর পূর্বে মানিক "কল্লোল" (কলিকাতা) পত্রিকায় হাফিজের তিন চারটি কবিতার গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করি। বহুকাল পরে টীক্কা খাঁর আক্রমণের আমলে স্বেচ্ছায় গৃহে আবদ্ধ থাকিবার কালে হাফিজের ৭৯টি কবিতার গদ্য অনুবাদ করি। অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউনের মতে মিস জারট্রুড অনূদিত হাফিজের গজলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৩০-১১-৭৭

মুনস্থর উদ্দীন

(۱)

(۱) ساقی بنور باده بر افروز جام ما (১)
مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما

(۲) ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم (২)
ای بے خبر ز لذت شرب مدام ما

(۳) چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان (৩)
کاید بجلوه سرو صنو بر خرام ما

(۴) هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق (৪)
ثبت ست برجریدهٔ عالم دوام ما

(۵) مستی بچشم شاهد دلبند ماخوش ست (৫)
ز انرو سپرده اند بمستی زمام ما

(٦) ترسم که صرفه نبرد روز بازخواست (৬)
نان حلال شیخ زآب حرام ما

(۷) ای باد اگر به گلشن احباب بگذری (৭)
ز نهار عرضه ده برجانان پیام ما

(۸) گو نام ما زیاد بعمدا چه می بری (৮)
خود آید آنکه یاد نیارے زنام ما

(۹) بگرفت همچو لا له دلم درهوای سرد (৯)
ای مرغ بخت کی شوی آخر تو رام ما

(۱۰) دریاے اخضر فلک وکشتی هلال (১০)
هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

(۱۱) حافظ زدیده دانه اشکی همی فشان (১১)
باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

(১)

১. হে সাকী উজ্জ্বল সুরায় আমাদের পেয়ালাকে সমুজ্জ্বল কর। হে নায়ক বল আমাদের দুনিয়ার কাজে আমাদের মন উন্মাদ হইয়াছে।

২. সুরার পেয়ালায় দেখিলাম প্রতিবিম্বিত আমাদের বধুর মুখাবয়ব আমাদের সুরার চিরন্তন মজা হইতে।

৩. এত বেশী চোখ ইশারাও ছলাকলা সুন্দরীদের প্রকাশ পাইতেছে। যাহার ফলে সুন্দর ও সুঠান সওয়ার ও স্বর্ণতরুতে পুলকিত নাচন শুরু করিয়াছে।

৪. কখনই মরে না সেই ব্যক্তি হৃদয় যাহার সঞ্জীবিত হয় প্রেমে চিরন্তনভাবে রক্ষিত হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তাহাদের নাম।

৫. রসোন্মত্ততা আমাদের হৃদয় অনিন্দ সুন্দর চোখে ঠিকই আনন্দদায়ক প্রতিভাত হয়। এই জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি লাগাম মত্ততার হস্তে।

৬. আমার ভয় হয় রোজ কিয়ামতে লাভ হইবে না। শেখের হারাম রুটী আমাদের হারাম পানীয়ের উপর।

৭. হে মলয় বাতাস যদি তুমি আমাদের প্রাণ বন্ধু পুষ্পোদ্যানে যাও। নিশ্চয়ই আরজী প্রতিবিম্বের নিকট পৌঁছাইয়া দিও।

৮. বল কেন ইচ্ছা করিয়া আমার নাম ভুলিয়া যাইতেছ। সেদিন আসিবে যখন তুমি আমার নামে বিস্মৃত হইয়া যাইবে।

৯. আমার হৃদয় পদ্ম ফুলের মত সুন্দর সৌরভ তরুর জন্য উদ্বেল, হে ভাগ্য পাখী কবে তুমি আমার জালে ধরা দিবে?

১০. আকাশের নীল সাগরে চন্দ্রতরী আমাদের হাজী কাইয়ুমের অনুগ্রহে ডুবিয়া গিয়াছে।

১১. হে হাফিজ চোখের জলের দানা ফেল, সম্ভবতঃ মিলনের তোমার আশা পূর্ণ করিবে।

(۲)

(۱) صلاح کار کجاو من خراب کجا (১)
ببین تفاوت ره از کجاست تابکجا
(۲) چه نسبت ست بر ندی صلاح و تقوی را (২)
سماع و عظ کجا نغمه رباب کجا
(۳) دلم صومعه بگرفت و خرقهٔ سالوس (৩)
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
(۴) بشد زیادخوشش یاد روزگار وصال (৪)
خود آن کر شمه کجا رفت وان عتاب کجا
(۵) ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد (৫)
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
(٦) ببین بسیب زنخدان که چاه درراهست (৬)
کجا همی روی ایدل بدین شتاب کجا
(۷) چو کحل بینش ما خاک آستان شماست (৭)
کجا رویم بفرما ازین جناب کجا
(۸) قرارو خواب زحافظ طمع مدار ای دوست (৮)
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

(۳)

(۱) اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا (১)
بخال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را
(۲) بده ساقی می باقی که درجنت نخواهی یافت (২)
کنار آب رکنا بادوگل گشت مصلی را
(۳) فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب (৩)
چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را
(۴) ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی ست (৪)
بآب رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

(২)

১. কোথায় সুকাজ আর আমি মন্দ কোথায় ?
দেখ রাস্তার দুরত্ব কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে।

২. কি সম্পর্ক রহিয়াছে মাতালের সঙ্গে সুবিশ্বাসের ?
কোথায় ওয়াজের লালিত্য আর কোথায় বীণার ঝঙ্কার ?

৩. হৃদয় আমার লইয়াছে সাধন প্রোকোষ্ঠ হইতে কপটতার খেড়কা।
কোথায় পাখীদের জামাতেখানা আর কোথায় উজ্জ্বল সরাব।

৪. বিস্ময় হইল তোমার সুন্দর পরশ মধুর মিলনে স্মরণে,
কোথায় গেল সেই চোখ ইশারা—সেই অভিমান।

৫. বন্ধুর মুখচন্দ হইতে দুশমনের হৃদয় কি লাভ করিতে পারে
নির্বাসিত প্রদীপ কোথায় আর উজ্জ্বল রবি কোথায় ?

৬. দেখ তাহার গালের টোল ; রাস্তায় রহিয়াছে কুপ,
কোথায় যাইতেছ হৃদয় আমার এত দ্রুত ?

৭. তোমার আস্তানার ধূলা করিয়াছি আমার,—চোখের কাজল,
বল কোথায় যাইবে এই সম্মানিত পুরুষের নিকট হইতে।

৮. শান্তি ও স্বপ্ন হাদীসের নিকট হইতে আশা করিও না হে বন্ধু।
শান্তি কি ? ধৈর্য কোথায়, কোথায় স্বপ্ন ?

(৩)

১. যদি সেই সিরাজের তুর্কীতন্বী আমার হৃদয় গ্রহণ করে,
তার কালো তিলের বদলে দান করিব—সমরকন্দ ও বোখারা।

২. হে সাকী অবশিষ্ট সুরাটুকু দাও, কেননা পাওয়া যাবেনা
ফেরদৌসে রেকনাবাদের স্রোতস্বতীর তীর ও পুষ্পাস্তীর্ণ আসন।

৩. আফসোস সেই শহর পাগলকারিণী, উদ্ধত, সুন্দর, প্রিয়তম,
হৃদয় হইতে লইয়া যায় ধৈর্য শোষণ তুর্কী ভোজের আহার্য
তুর্কীরা উজাড় করিয়া লয়।

৪. আমাদের সামান্য ভালবাসার থোবাই কেয়ার করে আমাদের বন্ধুর
সৌন্দর্য লাবন্য, রক্ত, তিল সুডৌল কি প্রয়োজন সুন্দর মুখের।

(٥) من ازان حسن روز افزون که یوسفداشت دانستم (৫)

که عشق از پردهٔ عصمت برون آرد زلیخا را

(٦) حدیث از مطرب ومی دراز دهر کمتر جو (৬)

که کس نکشود نکشاید بحکمت این معما را ۰

(٧) نصیحت گوش کن جانان که ازجان دوست تر دارند (৭)

جوانان سعادت مند پند پیر داناارا

(٨) بدم گفتی و خرسندم عفاک الله نکو گفتی (৮)

جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخارا

(٩) غزل گفتی ودر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ (৯)

که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

(۳۴)

(١) دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما (১)

چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما

(٢) درخرابات مغان باپیر هم منزل شویم (২)

کاینچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما

(٣) مامریدان رو بسوی کعبه چون اریم چون (৩)

روبسوی خانه خمار دارد پیرما

(۴) عقل گرداند که دل دربند زلفش چون خوشست (৪)

عاقلاں دیوانه گردند از پے زنجیر ما

(٥) روی خوبت آیتی از لطف برما کشف کرد (৫)

زان سبب جز لطف و خوبی نیست درتفسیر ما

৫. আমি জানি, ইউসুফের মত প্রতি মুহূর্তে সৌন্দর্য প্রকাশন ;
আনিল বাহির করিয়া সতীত্বের পর্দা হইতে জোলায়খাকে।

৬. গায়কের নিকট হইতে সুরার নুতন কথা শুন, পৃথিবীর রহস্য সন্ধান করিওনা কেননা কেহই খুলিতে পারে নাই বুদ্ধি দিয়া এই রহস্য গেরো।

৭. হে প্রিয় উপদেশ শোন যাহা প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়।
ভাগ্যবান তরুণ বুদ্ধ জ্ঞানীর বাণী।

৮. তুমি আমার খারাপ বলিয়াছও, আমি খুশী হইয়াছি। আল্লাহ তোমাকে মাফ করুক তুমি ভালই বলিয়াছ তিক্ত জবাব শোভা পায় শিরিন ঠোঁটে।

৯. হে হাফিজ তুমি গজল রচিতেছও মুক্তা ঝরিতেছে, মাধুর্য ঝরিতেছে
তোমার গজলের উপর আকাশ হইতে তারার মালা ফেলিতেছে।

(৪)

১. গতকাল আমার গুরু মসজিদ হইতে পানশালার দিকে আসিলেন,
হে বন্ধুগণ তরীকত কি, অতপর ইহা হইতে কি আমাদের করণীয় ?

২. শুড়ির পানশালায় আমরা নিজেরাও সমাসীন হইলাম,
কেননা এই ধরনের নিশ্চিত হইয়াছে আমাদের প্রাক্তন প্রথম সৃষ্টির দিনে।

৩. আমরা মুখ করিয়াছি কাবার দিকে,
তখন আমাদের গুরু মুখ করিয়াছে পানশালার দিকে।

৪. বুদ্ধিমত্তা যদি জানিত যে হৃদয় তাহার জুলফী কেশের বন্দী হওয়া কি আনন্দদায়ক,
বুদ্ধিমানেরা তাহার পায়ের শৃঙ্খলের জন্য উন্মাদ হইয়া যাইত।

৫. তোমার সুন্দর চেহারা আমাদের উপর ; তোমার সৌন্দর্যের প্রকাশন করিয়াছে,
সেই জন্য মাধুর্য ও সৌন্দর্য ব্যতিরেকে আমাদের নিকট কিছুই নাই।

(٦) بادل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی (৬)
آه آتشباز و سوز نالهٔ شبگیر ما

(٧) مرگ دل را صید جمعیت بدام افتاده بود (৭)
زلف بگشاد ز شست ماشد اخچیر ما

(٨) باد برزلف تو آمد شد جهان برمن سیاه (৮)
نیست از سودای زلفت پیش ازین توفیر ما

(٩) تیرآه ما زگردون بگذرد جان عزیز (৯)
رحم کن برجان خود پرهیز کن ازتیر ما

(١٠) بر در میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم (১০)
چون خرابات شدای یار طریقت پیر ما

(৫)

(١) شب از مطرب که دل خوش بادریرا (১)
شنیدم نالهٔ جان سوز نے را

(٢) چنان درجان من سوزش آثر کرد (২)
که بی رقت ندیدم هیچ شے را

(٣) حریفی بد مرا ساقی که هر شب (৩)
ز زلف و رخ لمودی شمس و وی را

(٤) چو شوقم دید درساغر می افزود (৪)
بگفتم ساقی فرخنده پے را

(٥) رها نندی مرا از شر هستی (৫)
چو پیمودی پیاپی جام می را

(٦) حماک الله عن شر النوائب (৬)
جزاک الله فی الدارین خیرا

(٧) چو بیخود گشت حافظ کے شمارد (৭)
بیک جو مملکت کاؤس وکے را

৬. তোমার প্রস্তর কঠিন হৃদয় কোন রাত্রে হয়ত প্রভাব বিস্তার করে,
আমাদের রজনীর আগুন জ্বালা বিলাপের জ্বালা।

৭. প্রাণ পাখী শান্তির জালে শিকার হইয়া নিপতিত হইয়াছে,
আর আবার শিকার হইতে চলিয়া গেল।

৮. হয়তো তোমার অলকদামে অলপ করিও আমাদের জগৎ হইয়া গেল কালো,
তোমার অলকরাজির আশায় ইহার বেশী কিছু আকাঙ্ক্ষা করি না।

৯. আমাদের দুঃখের তীর আকাশরে ফুঁড়িয়াছে হে প্রিয় বন্ধু,
তোমার নিজের জানের উপর দয়া কর, আমাদের তীর হইতে সাবধান থাক।

১০. পানশালার দুয়ারে আমি হাদীসের মত আসন গাড়িয়া বসিয়াছি,
হে প্রিয় বন্ধু যখন আমাদের পানশালার গুরুর তরীকত ইহাই।

(৫)

১. রজনীতে গায়কের, তাহার পরান খুশী হউক,
শুনিলাম বাঁশীর হৃদয় গলানো করুণ সুর।

২. আমার প্রাণে এমন দান সৃষ্টি করিও
কোন জিনিসই দেখিলাম না করুণা ব্যতিরেকে।

৩. আমার বন্ধু এক সাকী প্রতি রজনীতে
যে প্রতি মুহূর্তে জুলক ও আনন হইতে সূর্য ও অন্ধকার রজনী দেখাইতেছিল।

৪. যখন সে আমার উল্লাস দেখিল ; তখন পেয়ালা টুইটুম্বর করিয়া সরাব দিল,
তখন ভাগ্যবান চরণওয়ালা সাকীকে বলিলাম।

৫. তুমি আমার জীবনের দুর্যোগ হইতে বাঁচাইলে
যখন বারংবার পেয়ালা পূর্ণ করিয়া সরাব দিলে।

৬. আল্লাতালা তোমাকে দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করুন,
ইহকাল ও পরকালে তোমাকে সুকৃতি দেন।

৭. যখন হাফেজ আত্মহারা হইয়া যায় তখন মনে করে।
এক যব বরাবর কাই কাউসের সাম্রাজ্য।

(۶)

(۱) صوفی بیا که آئینه صافست جام را (১)
تا بنگری صفاکی می لعل فام را

(۲) راز درون پرده ز رندان مست پرس (২)
کین حال نیست صوفی عالی مقام را

(۳) عنقا شکارکس نشود دام بازچین (৩)
کاینجا همیشه باد بدست دام را

(۴) من آنزمان طمع ببریدم زعافیت (৪)
کاین دل نتهار درکف عشقت زمام‌را

(۵) مارا‌ور آستان توبس حق خدمتست (৫)
ایخواجه بازبین بترحم غلام را

(۶) دو عیش نقد کوش که چون ابخور نماند
آدم به هشت روضهٔ دارالسلام را

(۷) دربزم دور ایک دو قدح درکش وبرو (৯)
یعنی طمع مدار وصال دوام را

(۸) ایدل شباب رفت و نچیدی گلی زعمر (৮)
پیرانه سرمکن هوس ننگ و نام را

(۹) حافظ مرید جام جم ست ای صبابرو (৬)
و ز بنده بندگی برسان شیخ جام را

(۷)

(۱) رونق عهد شبابست دگر بستان را (১)
میرسد مژدهٔ گل بلبل خوش الحان را

(۲) ای صبا گر بجوانان چمن بازرسی (২)
خدمت ما برسان سرو وگل و ریحان را

(৬)

১. হে সুফী আইস পেয়ালার আবরণ পরিষ্কার
তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে পলাশ রক্তিম সুরা পরিষ্কার।
২. গুপ্ত রহস্য মত্ত মাতালদের নিকট জিজ্ঞাসা কর।
কেননা এই অবস্থা সিদ্ধ সুফীরও ঘটে না।
৩. আনকা পাখী কাহারও শিকারে পরিণত হয় না, জাল উঠাও
কেননা এখানে সর্বদা হাওয়া জালের হাতে রহিয়াছে।
৪. আমি সেই সময় শান্তির আশা হইতে বিরত হইয়াছি।
কেননা এই হৃদয়ে তোমার প্রেমের হাতে লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছি।
৫. আমাদের তোমার আস্তানায় বহুত খেদমতের হক রহিয়াছে,
হে প্রভু একটু দয়া করে এই গোলামের দিকে নজর দাও।
৬. নগদ যাহা পাও তাহা হাতছাড়া করিও না।
যেমন হযরত আদম স্বর্গের শান্তি উদ্যান ত্যাগ করিয়াছিলেন।
৭. প্রাণোৎসবের সময় দুই এক পেয়ালা পান করিয়া চলিয়া যাও।
অর্থাৎ নিরন্তর মিলনের আশা করিও না।
৮. হে হৃদয় যৌবন ত চলিয়া গেল, একটি ফুলও ত চয়ন করিলে না জীবন ভর,
বৃদ্ধ হইয়াছ, সুনাম ও সুযোগের আশা করিও না।
৯. হাফিজ জামে জামের ভক্ত, হে প্রভাত সমীরণ যাও,
বান্দার বন্দেগী শেখ জামের নিকট পৌঁছাইয়া দাও।

(৭)

১. আবার পুষ্পোদ্যানের যৌবনের ঠিকানাই দেখা যাইতেছে,
সুকণ্ঠ বুলবুলের নিকট পৌঁছাইয়া গিয়াছে পুষ্পের শুভ খবর।
২. হে প্রভাত বায়ু তুমি যদি পুনরায় বাগানের নবযুবকদের কাছে পৌঁছাও
আমাদের সালাম পৌঁছাইয়া দাও, দেবদার, গোলাপ ও কিংসুকের নিকট।

(۳) ایکه برمه کشی از عنبر سارا چوگان (৩)
مضطرب حال مگردان من سرگردان را

(۴) ترسم آن قوم که بر درد کشان میخندند (৪)
در سرکار خرابات کنند ایمان را

(۵) یار مردان خدا باش که در کشتی نوح (৫)
هست خاکی که بآبی نخرد طوفان را

(٦) برواز خانهٔ گردون بدر د نان مطلب (৬)
کین سیه کاسه ذرآخر بکشد مهمان را

(۷) گر چنین جلوه کند مغبچهٔ باده فروش (৭)
خاکروب درمیخانه کنم مژگان را

(۸) نشوی واقف یک نکته ز اسرار وجود (৮)
گر تو سرگشته شوی دائرهٔ امکان را

(۹) هرکرا خوابگه اخر بدو مشتی خاک ست (৯)
گوچه حاجت که افلاک کشی ایوان را

(۱۰) ماه کنعانی من مسند مصرآن توشد (১০)
وقت آنست که پدرو دکنی زندان را

(۱۱) درسر زلف ندانم که چه سودا داری (১১)
که بهم برزدهٔ گیسو مشک افشان را

(۱۲) ملک آزاد گی و کنج قناعت گنجی ست (১২)
که بشمشیر میسر نشود سلطان را

(۱۳) حافظا می خور ورندے کن و خوش باش ولے (১৩)
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

৩. ওহে তুমি চন্দ্রের উপর কৃষ্ণঘন আম্বরের ছায়া ফেলিয়াছ।
আমাদের বিড়ম্বিত অবস্থাকে হতভম্ব করিও না।

৪. আমি সেই সম্প্রদায়কে ভয় করি যাহারা ব্যথিতের ব্যথায় হাস্য করে,
সুরা সেবার খেয়ালে ইমানকে হারাইও না।

৫. তুমি খোদা ভক্তদের প্রিয়জন হও, কেননা হযরত নূহের কিস্তীতে
এমন মৃত্তিকা রহিয়াছে যাহার ফলে জলোচ্ছ্বাসকে সামান্য পানি বলিয়া মনে হইবে না।

৬. আকাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও, সাহায্যের সন্ধান করিও না,
কেননা এই কৃপণ শেষ পর্যন্ত অতিথিকে হত্যা করে।

৭. যদি এমনই ঔজ্জ্বল্য দেখায় পানশালায় কিশের
তবে পানশালার দরজা আমি আমার চোখের ভ্রূ দিয়া মার্জনা করিব।

৮. হইবে না তোমার অভিযান জীবনের এক বিন্দুও
যদি তুমি অবিমৃষ্যকারিতা কর সম্ভাবনার জগতে।

৯. যাহার শেষ নিদ্রা এক মুষ্টি মাটির উপর
বল কি বা প্রয়োজন গগনচুম্বী প্রাসাদের।

১০. আবার কেনানের চন্দ্র মিশরের সিংহাসন তোমার সিংহাসন
এই শুভ সময় যখন তুমি কয়েদখানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার।

১১. আমি জানিনা দীর্ঘকেশের চিন্তায় লোকে কেন পাগলামি করে।
মেশক ছড়ানো দীর্ঘ কেশরে তুমি উন্মনা করিয়া রহিয়াছ।

১২. স্বাধীনতার রাজত্ব এবং সন্তুষ্টির কক্ষ একটি মহামূল্যবান রত্ন-ভাণ্ডার
তরবারি দিয়াও রাজার আয়ত্ত আসে না।

১৩. হে হাফিজ মদ খাও, আর মাতলামী কর, এবং খুশী থাক
অন্যের মত কোরানকে ভণ্ডামীর জাল করিও না।

(۸)

(۱) بملازمان سلطان که رساند این دعا را (১)
که بشکر پادشاهی زنظر مران گدارا

(۲) چه قیامت ست جانان که بعاشقان نمودی (২)
رخ همچوماه تابان دل همچوسنگ خارا

(۳) ز رقیب دیو سیرت بخداهمی پناهم (৩)
مگر آن شهاب ثاقب مددی کند سهارا

(۴) دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی (৪)
توازین چه سود داری که نمی کنی مدارا

(۵) مژهٔ سیاهت ار کرد بخون ما اشارت (৫)
ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا

(٦) همه شب درین امیدم که نسیم صبحگاهی (৬)
به پیام آشنائی بنوازد آشنارا

(۹)

(۱) صبا بلطف بگوآن غزال رعنا را (১)
که سربکوه و بیان تودادهٔ مارا

(۲) شکر فروش که عمر ش درازباد چرا (২)
تفقدی نکند طوطی شکر خارا

(۳) غرور حسن اجازت مگر نداد ای گل (৩)
که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را

(৮)

১. বাদশাহে সভাসদের নিকট এই আশীর্বাদ
পৌঁছাইয়া দিবে
রাজগিরির কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই ভিক্ষুকদিগকে
যেন বঞ্চিত না করে।

২. হে প্রেমাস্পদ তুমি তোমার প্রেমিকদিগকে কী
কঠিন কিয়ামত দেখাইয়াছ।
তোমার আনন এত সৌন্দর্য সমুজ্জ্বল, আর হৃদয়
কঠিন প্রস্তরের মত।

৩. অসুর স্বভাবের বন্ধু হইতে হে খোদা আশ্রয় প্রার্থনা করি।
যেন সেই উজ্জ্বল তারকা খোদার জন্য আমাকে সাহায্য করে।

৪. তুমি এক জাতের হৃদয়কে জাগাইয়া দাও যখন
তোমার বদনের ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন কর।
ইহাতে তোমার কি লাভ? কেন তুমি, দয়া কর না।

৫. যদি তোমার কৃষ্ণ ভ্রূ আমাদের কতল করবার
জন্য ইশারা করে
তবে তাহার ফেরেববাজিতে ডরাইয়া ভুল করিও না

৬. সারারাত এই ছিলাম প্রভাতে সজীবন।
বন্ধুর নিকট হইতে প্রেমের বাণী পেঁছাইয়া
দিবে বন্ধু।

(৯)

১. হে প্রভাত সমীরণ তাই মৃগনয়নীকে মধুর ভাবে বলিও,
তুমি আমাকে পাহাড়ে ও প্রান্তরে ঘুরাইতেছ।

২. মধুক্ষরিকা তাহার আয়ু দারাজ হউক
কেন মধুর বিহারী তোতা পাখীকে দয়া কর না?

৩. হে পুষ্প তোমার সৌন্দর্যের অহঙ্কারের জন্য অনুমতি দেয়না
তোমায় বুলবুলির প্রতি আসক্ত হইতে।

(۴) بحسن خلق توان کرد صید اهل نظر (৪)
به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

(۵) چو با حبیب نشینی و باده پیمائی (৫)
بیاد آر حریفان باد پیما را

(۶) ندانم از چه سبب رنگ آشنائی نیست (৬)
سهی قدان سیاه چشم ماه سیما را

(۷) جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب (৭)
که خال مهرو وفا نیست روی زیبا را

(۸) در آسمان چه عجب گر ز گفتهٔ حافظ (৮)
سماع زهره برقص آورد مسیحا را

(১০)

(۱) ساقیا بر خیز و در ده جام را   خاک بر سر کن غم ایام را (১)
(۲) ساغر می در کفم نه تا ز سر   بر کشم این دلق ازرق فام را (২)
(۳) گرچه بدنامی ست نزد عاقلان   ما نمیخواهیم ننگ و نام را (৩)
(۴) باده در ده چند ازین باد غرور   خاک بر سر نفس نا فر جام را (৪)
۵) دود آه سینهٔ سوزان من   سوخت این افسردگان خام را (৫)
(۶) محرم راز دل شیدای خویش   کس نمی بینم ز خاص و عام را (৬)
(۷) با دلارامی مرا خاطر خوش ست   کز دلم یکباره برد آرام را (৭)
(۸) ننگرد دیگر بسرو اندر چمن   هر که دید آن سرو سیم اندام را (৮)
(۹) از سر دیده گذشتی غم مخور   خوش بخور هم خوش بدار ایام را (৯)

৪. মধুর ব্যবহার দিয়া দূরদৃষ্টিবানকে শিকারে পরিণত কর।
বিচক্ষণ পাখীকে শস্য দিয়া ফান্দে ও জালে আটকানো যায় না।

৫. যখন তুমি বন্ধুর সঙ্গে বইস ও শরাব পান কর
এই হতভাগ্য বিভ্রান্ত বন্ধুদের স্মরণ করিও।

৬. জানি না কি কারণে প্রেমের রঙ নাই
তরুণী তন্বীর কৃষ্ণ চক্ষু ও সমুজ্জ্বল বক্ষে।

৭. কারণ ত এই, তোমার সৌন্দর্যের কিছুইত খুঁত নাই
বিশ্বস্ততার শীলমোহরের কৃষ্ণতিলের তোমার সুন্দর আননে নাই।

৮. আকাশের গায়ে কী আজব কারখানা হইতেছে
কীর্ত্তিকার সঙ্গীতে হযরত ঈসা নৃত্য শুরু করিয়াছেন।

(১০)

১. হে সাকী উঠ, শরাবের পেয়ালা দাও
দুঃখের দিনের শিরে ধূলি নিক্ষেপ কর।

২. শরাবের পেয়ালা আমার হাতে দাও তাহা হইলে,
আকাশের নীল খেড়কা উপড়াইয়া ফেলিব।

৩. যদিচ বুদ্ধিমানদের নিকট বদনাম বলিয়া স্বীকৃত হয় [শরাব পান]
আমরা চাই না সুনাম সুযশ।

৪. শরাব খোরদের অহঙ্কার ইহার চেয়ে তীব্রতর হইবে,
অপবিত্র নফসের উপর ধূলা নিক্ষেপ হউক,
কেননা অহঙ্কারের কারণ।

৫. আমার হৃদয় জ্বালানো বেদনার আর্তি,
এই অপরিপাক ওস্তাদের জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিউক।

৬. আপন উন্মাদ হৃদয়ে গূঢ় রহস্য রক্ষক
কাহাকে সাধারণ ও বিশেষ কাহাকেও পাই না।

৭. আমার হৃদয় বন্ধুর সঙ্গে আমার প্রাণ জুড়াইয়া যায়,
আমার প্রাণের বিশ্বস্ততা আমার আরাম লইয়া গিয়াছে।

৮. আবার পুষ্পোদ্যানের দেবদারুকে আর দেখিব না,
যে দেখিয়াছে সেই শুভ্র বদনীকে।

৯. পৃথিবীর গুপ্ত রহস্য জান নাই, তাহার জন্য দুঃখ করিও না
তুমি নিজে খুশী থাক, যুগকে করে খুশী।

(۱۰) صبر کن حافظ بسختی روز و شب (১০)
عاقبت روزے بیابی کام را

(۱۱)

(۱) ما بر فتیم تو دانی و دل غمخور ما (১)
بخت بد تا بکجا می برد آبشخور ما

(۲) از نثار مژه چون زلف تر در در گیرم (২)
قاصدی کزتو سلامی برساند بر ما

(۳) بدعا آمده ام هم بدعا دست برآر (৩)
که وفا با تو قرین بادو خدا یا در ما

(۴) گر همه خلق جهان برمن و تورشک برند (৪)
بکشد از همه انصاف ستم داور ما

(۵) بسرت گر همه عالم بسرم بخرو شند (৫)
نتوان برد هوای تو برون از سرما

(٦) فلک آواره بهر سو کندم میدانی (৬)
رشک می آیدش از صحبت جان پرور ما

(٧) دزد مندیم خبر میدهد از سوز درون (৭)
دهن خشک ولب تشنه و چشم تر ما

(۸) ماز وصف رخ زیبای تو تا دم زده ایم (৮)
ورق گل خجل ست از ورق دفتر ما

(۹) زود باشد که بیاید بسلامت یا رم (৯)
ای خوش آن روز که آید بسلامت بر ما

(۱۰) هر که پرسد که کجارفت خدا را حافظ (১০)
گو بزاری سفری کرد وبرفت از بر ما

(۱۲)

(۱) لطف باشد گر نپوشی از گدا هاروت را (১)
تا بکام دل به بیند دیدهٔ ماروت را

১০. হে হাফিজ দিবা ও রজনীর দুঃখে ধৈর্য ধর,
শেষ পর্যন্ত একদিন সাধনা জয়ী হইবে।

(১১)

১. আমরা চলিলাম, তুমি তাহা জান, আমাদের বিষাদিত অন্তঃকরণ আমাদের বদনসীব আমাদের কোথায় লইয়া যায়।

২. আমার নয়নের জলের মোতিগুলি, তোমার মোতিপূর্ণ কেশদামের মত, দান করিব, যদি সংবাদ বাহক তোমার নিকট হইতে শান্তিবাণী বহন করিয়া আনয়ন করে।

৩. আমি দোয়ার জন্য আসিয়াছি, তুমি দোয়ার জন্য হাত উঠাও, বিশ্বস্ততা তোমার সঙ্গে, খোদা আমার সহায় হউন।

৪. যদি সারা বিশ্ব তোমার এবং আমার উপর নিন্দা বর্ষণ করে, আমার প্রভু এই জুলুমের ইনসাফ করিবেন।

৫. তোমার মাথার কসম, সারা বিশ্ব যদি আমার কানের কাছে চীৎকার করে, পারিবেনা আমার মাথা হইতে তোমার প্রেম কামনা নষ্ট করিতে।

৬. আকাশ আমাকে প্রত্যেক দিক হইতে বিভ্রান্ত করিতেছে, তুমি জান, আমার প্রিয়ের সঙ্গ সুখের জন্য হিংসা করে।

৭. আমি ব্যথা দীর্ণ, আমার ব্যথার জ্বলন খবর দেয়, আমার জিহ্বা শুষ্ক, ওষ্ঠ তৃষ্ণার্ত, অশ্রুসজল।

৮. যখন হইতে তোমার সুন্দর আননের ধ্যান শুরু করিয়াছি, গোলাবের পাতা আমার জীবন পাতা দর্শনে শরম রঙ্গীন হইয়াছে।

৯. সত্বরই আসিবে আমার বন্ধুর সম্ভাষণ, কি শুভ সেই দিন যদি আমার প্রিয় নিরাপদে আমার কাছে পৌঁছাইবে।

১০. যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, হায় খোদা হাফিজ কোথায় গিয়াছে, বলিও সে ক্রন্দন হইতে সফর করিয়াছে, আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে।

(১২)

১. তোমার অনুগ্রহ, যদি তুমি ভিক্ষুকদের নিকট হইতে তোমার আনন না লুকাও
তাহা হইলে সুন্দরের মত নয়ন ভরিয়া তোমার আনন দেখিতে পাইবে।

(২) همچو هاروتیم دائم در بلائی عشق زار (২)
کاشکی هرگز نه دیدی دیدهٔ ماروت را

(৩) کی شدی هاروت درچاه زنخدانش اسیر (৩)
گر نگفتی شمهٔ از حسن او ماروت را

(৪) بوی گل برخاست گوئی درچمنها روت بود (৪)
بلبلان مستند گوئی دیده چون ماروت را

(৫) میکشم جورو جفاهایت ز هجران ای صنم (৫)
روی بنما تا به بیند حافظ ماروت را

(১৩)

(১) تا جمالت عاشقان را زد بوصل خود صلا (১)
جان و دل افتاده اند از زلف و خالت در بلا

(২) انچه جان عاشقان از دست هجرت میکشد (২)
کس ندیده در جهان جز کشتگان کر بلا

(৩) ترک ما گر میکند رندی و مستی جان من (৩)
ترک مستوری و زهدت کرد باید اولا

(৪) بزم عیش و موسم شادی و هنگام طرب (৪)
پنج روز ایام عشرت را غنیمت دان دلا

(৫) حافظا گر پای بوس شاه دستت میدهد (৫)
یافتی در هر دو عالم زینت عز و علا

(১৪)

(১) می دمد صبح که بسته سحاب - الصبوح الصبوح یا اصحاب (১)
(২) میچکد ژاله بر رخ لا له - المدام المدام یا احباب (২)
(৩) می وزد از چمن نسیم بهشت - خوش بنوشید دائما می ناب (৩)
(৪) تخت زرین زدست گل بچمن - راح چون لعل آتشین درياب (৪)
(৫) لب و دندان تو حقوق نمک - داشت برجان سینهای کباب (৫)

২. হারুতের মত তোমার প্রেমের বিপদ জালে কয়েদ হইয়া রহিয়াছি,
কি ভাল হইত যদি আমার আঁখি তোমার বদন না দেখিত।

৩. হারুত কেন জালের বন্দী হইয়াছিল
যদি মারুত না তাহার সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ না করিত।

৪. গোলাপের পুষ্পসুগন্ধে বিহবল হইয়াছে, কেননা পুষ্পোদ্যানে
তোমার আনন দেখিয়া।
বুলবুলও মত্ত হইয়া গিয়াছে, সে আমার মতই তোমার বদন
দেখিয়াছে।

৫. হে সুন্দরী তোমার বিরহের অত্যাচারে পড়িয়া রহিয়াছি
ঘোমটা খোল, আমাদের হাফিজের দর্শন ঘটে তোমার মুখের।

(১৩)

১. যখন হইতে তোমার প্রেমিকদের মিলনের আহ্বান জানাইয়াছিল, প্রাণ ও হৃদয় তোমার কেশদাম ও গালের তিলের বিপদজালে নিপতিত হইয়াছে।

২. সেই বিপদরাশি প্রেমাষ্পদের বিরহে প্রাণকে ছিন্নভিন্ন করিতেছে, কেহ দেখে নাই পৃথিবীতে কারবালার শহীদদের ব্যতীত।

৩. যদি আমার প্রিয় রসোন্মত্ততা ও সুরপানে হে আমার প্রাণ তুমিও প্রথমেই সংযম ও নিষ্ঠার বিদায় দেওয়া দরকার।

৪. আনন্দদায়ক মজলিশ আর খুশীর মৌসুম এবং যৌবনের বাহার এই জীবনের পাঁচ দিন খুশীর লুট বলিয়া মনে হয়।

৫. হে হাফিজ যদি বাদশার কদমবুসী করিবার সৌভাগ্য ঘটে তবে ত তুমি দুই জাহানের ইজ্জত ও গৌরব লাভ করিয়াছ।

(১৪)

১. প্রভাত কিরণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে।
আয় দোস্ত 'পালঙ্গ' শরাব লইয়া আইস।

২. কিংসুকের বদনে শিশির বিন্দু ঝরিতেছে।
আয় দোস্ত শরাব আন শরাব আন।

৩. পুষ্পোদ্যান হইতে নন্দন কাননের সমীরণ বহিতেছে,
হামেশা উজ্জল শরাব পান কর।

৪. পুষ্পোদ্যান সোনালী সিংহাসন বিছাইয়া দিয়াছে,
রঙ্গীন রঙ্গীন শরাব আনায়ন কর।

৫. তোমার দর্শন ও ওষ্ঠের নিমকের দাবী
ভুনা 'সিনার' কাবাবের উপর।

(٦) در میخانه بسته اند دگر - افتتح یا مفتح الابواب (৬)

(٧) در چنین موسمی عجب باشد - که به بندند میکده بشتاب (৭)

(٨) زاهدا می بنوش رندانه - فاتقوا الله یا اولی الالباب (৮)

(٩) گر نشان ز آب زندگی جوئی - می نوشین بجو ببانگ رباب (৯)

(١٠) چون سکندر حیات اگر طلبی - لب لعل نگار را در یاب (১০)

(١١) بر رخ ساقی پری پیکر - موسم گل بنوش بادهٔ ناب (১১)

(١٢) حافظا غم مخور که شاهد بخت (১২)
عاقبت بر کشد ز چهرهٔ نقاب -

(১৫)

(١) گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب (১)
گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب

(٢) گفتمش بگذر زمانی گفت معذورم بدار (২)
خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب

(٣) خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم (৩)
گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب

(٤) اینکه در زنجیر زلفت جان چندین آشناست (৪)
خوش فتادآن خال مشکین بر رخ رنگین غریب

(٥) بس غریب افتاده است آن مور خط گر درخت (৫)
گرچه نبود درنگارستان خط مشکین غریب

(٦) مینماید عکس می در رنگ روی مهوشت (৬)
همچو برگ ارغوان بر صفحهٔ نسرین غریب

(٧) گفتم ای شام غریبان طرهٔ شبرنگ تو (৭)
در سحر گاهان حذر کن چون بنالد این غریب

(٨) باز گفتم ماه من آن عارض گلگون مهوش (৮)
ورنه خواهی ساخت مارا خسته و مسکین غریب

৬. সম্ভব আবার শরাবখানার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে
হে দরজা খোলনেওয়ালা দরজা খোল।

৭. বড় আশ্চর্যের ব্যাপার যে এমনই সুন্দর মৌসুমে
শরাবখানার দরজা এত তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

৮ হে নৈষ্ঠিক পুরুষ মাতালদের মত শরাব পান কর,
হে আকেল মন্দ আল্লাহ্‌কে ডরাও।

৯. "যদি তুমি জীবন উৎসাহের সন্ধান কর
তবে উৎকৃষ্ট নির্ভেজাল মদ খাও আর বীণার ঝঙ্কার শোন"।

১০. যদি তুমি সেকান্দারের মত জীবন সন্ধান কর
বন্ধুর লাল ঠোঁটে চুমা খাও।

১১. পরীর মত সুন্দর সঙ্গীকে সামনে বসাও,
বসন্তের পুষ্প সম্ভারের সময় খাঁটি মদ খাও।

১২. হাফেজ দুঃখ করিও না, ভাগ্যের বন্ধু
শেষ পর্যন্ত মুখ হইতে নেকাব খুলিবে।

(১৫)

১. বলিলাম হে সুন্দরদের রাজা এই গরীবের উপর দয়া কর, সে জবাবে বলিল যে, গরীব ও মিসকিন হৃদয়কে প্রবোধ দিবার জন্য রাস্তা হারায়।

২. আমি তাহাকে বলিলাম একটুখানি মেহেরবাণী করিয়া
আসুন, সে বলিল আমাকে মাফ কর
এই প্রকার অদ্ভুত ও আশ্চর্য দুঃখ তাপ চটুলতা পোষণ করিতে পারে না।

৩. যে কৌতুকময়ী সোনার পালঙ্কে শায়িত রহিয়াছে তাহার কি দুঃখ
যদি দরিদ্ররা প্রস্তরের বালিশ আর কাটার শয্যায় শায়িত হয়।

৪. ওগো তোমার কেশদামের শিকলে তোমার বন্ধুগণের হৃদয় বন্দী
এই কালো তিল তোমার বদনকে কি মোহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

৫. কেহই কালো তিলে তোমার আনেন সঙ্গী অপূর্ব শোভা পাইয়াছে
যদিচ ছবির রাজ্যে কালো তিল আশ্চর্য নয়।

৬. তোমার মত চেহারার রঙে শরাবের প্রতিচ্ছায়া মনে হয়
সিউতী পত্রের উপর লাল ফুলের মত অপরূপ মনে হয়।

৭. বলিলাম ওগো তোমার কৃষ্ণ কেশদাম অভাজনের সন্ধ্যাতুল্য।
প্রভাতে যখন এই অভাজনেরা ক্রন্দন করে তাহা ভরাও।

৮. পুনরায় বলিলাম হে আমার চন্দ্রাননা তোমার গোলাপ বদনে
ঘোমটা দিও না।
নতুবা আমাকে বাউল বা বিবাগী করিয়া দিবে।

(۹) گفت حافظ آشنایان در مقام حیرت اند (৯)
دور نبود گر نشینند خسته و مسکین غریب

(۱۶)

(۱) آفتاب ازروی او شد درحجاب - سایه را باشد حجاب از آفتاب (১)

(۲) دست ماه ومهر بر بندد بحسن- ماه بی مهرم چو بربندد نقاب (২)

(۳) از خیالم باز نشناسدکسی-گر در آغوشش به بینم شب بخواب (৩)

(۴) شاهدان مستوروم ستان بی شکیب-خانقه معمور ودرویشان خراب (৪)

(۵) خون دل در جام دیدم ازسر شک - آبرو برباد دادم از شراب (৫)

(۶) از برای باده می باید زدن - محتسب زاحد بیحد و حساب (৬)

(۷) سوزمستان گر بداند محتسب- درد ازمی شان زند بر آتش آب (৭)

(۸) حافظا و عظ ونصیحت گو مکن (৮)
ترک ترکان خطا نبود صواب

(۱۷)

(۱) تعالی الله چه دولت دارم امشب (১)
که آمد نا گهان دلدارم امشب -

(۲) چو دیدم روی خویش سجده کردم (২)
بحمد الله نکو کردارم امشب -

(۳) نهال عیشم از وصلش بر آورد (৩)
ز بخت خویش بر خوردارم امشب -

(۴) کشد نقش انا الحق بر زمین خون (৪)
چو منصورا کشی بردارم امشب -

(۵) برات لیلة القدری بدستم (৫)
رسید از طالع بیدارم امشب -

৯. সে জবাবে বলিল হে হাফিজ আমার বন্ধু অনিশ্চিত অবস্থায় রহিয়াছে
আশ্চর্য কিছুই নয় যদি একজন অভাজন ও অপ্রেমিক জন অপেক্ষা করে।

(১৬)

১. সূর্য তাহার মুখাবয়ব দেখিয়া মেঘের নীচে লুকাইয়াছে।
ছায়ারত সূর্যের সামনে পর্দা থাকে না।

২. সৌন্দর্য হইতে চন্দ্র ও সূর্যের বন্ধন হইয়াছে।
যখন আমার নিষ্ঠুর বন্ধু তাহার নেকাব খুলিয়াছে।

৩. কেহ আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে না।
যদি রজনীর স্বপ্নে তাহার আলিঙ্গন পাই।

৪. বন্ধু হইলেন পর্দানশীন, উন্মুক্ত ও অস্থির
ইবাদত খানা হইয়াছে সুন্দর, দরবেশ হইয়াছে খারাপ।

৫. হৃদয়ের খুন আমি দেখিলাম আখির জাম বাটিতে,
আমি শরাবের পিছনে শরম বরবাদ করিয়াছি।

৬. শরাবের জন্য আমার প্রহার করা উচিত,
মোহ্‌তাসব্‌ কে হিসাব প্রহার করিবে।

৭. যদি মোহ্‌তাসব্‌ মাতালদের ক্রন্দনের খবর রাখিত,
তাহা হইলে আগুনের উপর পানির বদলি শরাব ছিটাইত।

৮. হে হাফিজ ওয়াজ ও নছিহত করিও না।
খাতার তুর্কী তরুণী পরিত্যাগ করা সমীচীন নয়।

১৭

১. আল্লাহ আজ রজনীতে কি সম্পদ পাইলাম,
হঠাৎ আসিল হৃদয় বন্ধু আজ রজনীতে।

২. যখন সুন্দরের চন্দ্রমুখ দেখিলাম তখন সেজদা করিলাম
আল্লার হাজার শোকর ভালই করিয়াছি আজ রজনীতে।

৩. তাহার মিলনের আনন্দে আমার জীবন তরুতে ফুল ফলিয়াছে,
সৌভাগ্য বশতঃ আজ রজনীতে সফলকাম হইয়াছি।

৪. আঁকিল জমীনের উপর আমার রক্তবিন্দু 'আনাল হক'।
যদি আজকের রাতে মনসুরের মত আমাকে শূলে চড়াও।

৫. আজকে আমার লায়লাতুল কদরের পুণ্য হস্তগত,
আজকে ভাগ্য আমার করতলগত।

(৬) بران عزمم که گر خود میرود سر (৬)
که سرهوش از طبق بردارم امشب -

(৭) تو صاحب نعمتی من مستحقم (৯)
زکوة حسن ده خوش دارم امشب -

(৮) همی ترسم که حافظ محو گردد (৮)
ازین شوری که سر سردارم امشب -

(১৮)

(১) صبح دولت میدمد کو جام همچون آفتاب (১)
فرصتی زین به کجا باشد بده جام شراب

(২) خانه بی تشویش و ساقی یار و مطرب بذله گو (২)
موسم عیش ست ودور ساغر و عهد شباب

(৩) شاهد و ساقی بدست افشان و مطرب پای کوب (৩)
غمزهٔ ساقی ز چشم می پرستان برده خواب

(৪) خلوت خاص ست وجای امن ونزهتگاه انس (৪)
این که می بینم به بیداریست یارب بخواب

(৫) از خیال لطف می مشاطهٔ چالاک طبع (৫)
در ضمیر برگ گل خوش میکند پنهان گلاب

(৬) از پی تفریح طبع و زیور حسن طرب (৬)
خوش بود ترکیب زرین جام بالعل مذاب

(৭) تاشد آن مه مشتری درهای حافظ را بگوش (৯)
میرسد هر دم بگوش زهره گلها نگ رباب

(১৯)

(১) زباغ وصل تو یابد ریاض رضوان آب (১)
زتاب هجر تو دارد شرار دوزخ تاب

(২) چو چشم من همه شب جوئبار باغ بهشت (২)
خیال نرگس مست تو بیندالدر خواب

৬. এই সঙ্কল্প করিয়াছি যদি আমার মস্তকই দ্বিখণ্ডিত হয়,
গুপ্তরহস্যের ঢাকনা উন্মোচন করিব।
৭. তুমি ত সম্পদশালী, আমি যোগ্য ভিখারী,
সৌন্দর্যের জাকাত দাও, আজ রাতে সন্তুষ্ট রাখ।
৮. আমার অপেক্ষা হাফিজ আত্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে,
এই ক্রন্দনই আজ রাতে আমার মাথায় ঢুকিয়াছে।

(১৮)

১. সৌভাগ্যের প্রভাত উদিত হইয়া সূর্যের মত উজ্জ্বল,
শরাবের জাম পেয়ালা কোথায়?
ইহার চেয়ে সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাইবে, শরাবের পেয়ালা দাও।
২. ঘর আরামপ্রদ, সাকী সহৃদয়, গায়ক সুরেলা,
আনন্দের সময়, শরাবের পেয়ালা চলিতেছে আর যৌবনের কাম।
৩. বন্ধু ও সাকী নাচিতেছে, গায়ক নাচিতেছে,
সাকীর চোখ ইশারায় মাতালদের চোখ হইতে নিদ সরিয়াছে।
৪. পাশে বিশ্রাম কামরা, নিরাপদস্থান এবং মহব্বত মহল,
হে আল্লাহ আমি শয়নে জাগরণে দেখিলাম কিম্বা স্বপনে।
৫. সুরার মোহন খেয়ালে বুদ্ধিদীপ্ত পরিষ্কারিকা
গোলাপের পাতার বুকে সুন্দরভাবে লুক্কায়িত রাখিয়াছে গোলাপ-কলি।
৬. হৃদয় ভুলানো, খুশী ও সৌন্দর্য প্রকাশকারী
রক্তীম শরাবের সোনালী পেয়ালা পুনরায় পূর্ণ করা,
আঃ কি বলিব, কি বলিব।
৭. যখন সেই মুশতরী প্রবৃত্তির চন্দ্রমুখী, হাদীসের গজল শুনিয়াছে।
কীর্তিকা নক্ষত্রের নিকট রবাবের ঝঙ্কার পৌঁছিয়াছে।

(১৯)

১. তোমার মিলনের পুষ্পোদ্যান হইতে স্বর্গপুরী মন্দাকিনী দানে পায়
তোমার বিরহের তাপ হইতে নরকের অগ্নি সৃষ্টি হয়।
২. আমার নয়ন সারারাত তোমার মত আখির স্বপ্নে দেখিতেছিলাম
স্বর্গের পুরীর ঝরণার জল প্রবাহিত হয়।

(۳) بحسن عارض وقد تو برده اند پناه (৩)

بهشت وطوبی وطوبی لهم وحسن مآب

(۴) بهاو شرح جمال تو داده در هر فصل (৪)

بهشت ذکر جمیل تو کرده در هر باب

(۵) لب و دهان ترا ای بسا حقوق نمک (৫)

که هست بر جگر ریش سینه هائی کباب

(٦) بسوخت این دل ماؤ بکام دل نرسید (৬)

بکام اگر برسیدی نریختی خوناب

(۷) گمان مبرکه بدوز تو عاشقان مستند (৭)

خبر نداری زاحوال زاهدان خراب

(۸) مرابدور لبت شد یقین که جو هر لعل (৮)

پدید میشود از آفتاب عالمتاب

(۹) مهل که عمربه بیهوده بگذرد حافظ (৯)

بکوش و حاصل عمر عزیزرا در یاب

(۲۰)

(۱) بیا که قصر امل سخت سست بنیاد ست (১)

بیارباده که بنیاد عمر بر باد ست

(۲) غلام همت آنم که زیر چرخ کبود (২)

زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد ست

(۳) نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر (৩)

که این حدیث زیر طریقتم یاد ست

(۴) مجو درستی عهداز جهان سست نهاد (৪)

که این عجوزه عروس هزار داماد ست

(۵) چه گو یمت که بمیخانه دوش مست و خراب (৫)

سروش عالم غیبم چه مژدها داد ست

৩. তোমার সুঠামদেহের ও মুখাবয়বের সৌন্দর্য আমি
আশ্রয় পাইয়াছি।
স্বর্গ ও পারিজাত তরুর অপেক্ষা সুন্দর ইহা, তাহার লাগিয়া
আরও চমৎকার।

৪. বসন্ত তোমার সৌন্দর্যের তাণ্ডবে তন্ময় করে প্রকাশ প্রত্যেক
ফজলে (ফুলে ফলে)
স্বর্গ তোমার মাধুর্যের স্তুতিতে সোচ্চার প্রত্যেক ক্ষেত্রে

৫. তোমার ওষ্ঠ ও বদন অনেক দাবী রাখে ভোগের (নেমকের)
রক্তাক্ত কলিজার ও বক্ষ পঞ্জরের কাবাবের উপর।

৬. এই আমাদের হৃদয়ের জ্বলনা আর, হৃদয়ের উদ্দেশ্যের
বিকলভরে
যদি উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহা হইলে এই পরিষ্কার রক্ত ঝরিত না।

৭. ধারণা করিও না যে প্রেমিকেরা তোমার জন্য উন্মত্ত
তোমার খবর নাই এই বিবাগী প্রেমিকদের সেই ওত এক
বিপদে নিপতিত।

৮. তোমার ঠোঁট, আমার বিশ্বাস, পুষ্পরাজমণি,
সূর্যের খর কিরণে ইহার সৃষ্টি হয়।

৯. হে হাফিজ জীবনে বিফলে কাটাইও না।
এই প্রিয় জীবন হইতে সফলতা লাভের, চেষ্টা কর।

(২০)

১. আইস আশার প্রাসাদ নিতান্তই দুর্বল ভিত্তির উপর স্থিত শরাবের
পেয়ালা আনয়নকর কেননা জীবন বায়ুর উপর নির্ভরশীল।

২. সেই মানবের হিম্মতের গোলাম যে এই নীল আকাশের নীচে
প্রত্যেক জিনিসের প্রয়োজনীয় রং দিয়াছেন, যিনি মুক্ত।

৩. আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, স্মরণ কর, কর্মে পরিণত কর,
এই উপদেশ আমি সৎগুরুর নিকট হইতে পাইয়াছি।

৪. কথা ও স্বপনের বিশ্বাস করিও নাই, এই দুর্বল ভিত্তিক দুনিয়ার
কেননা বৃদ্ধা বালার শত উপপতি রহিয়াছে।

৫. কি করে বলিব ; গতকাল আমি পানশালার মত্ত মাতাল ছিলাম
অদৃশ্য জগৎ হইতে কি গুপ্ত সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে।

(٦) که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین (৬)
نشیمن تو نه این کنج محنت آباد ست

(٧) ترا ز کنگرهٔ عرش می زنند صفیر (৭)
ندانمت که درین دامگه چه افتاد ست

(٨) غم جهان مخور و پند من مبر از یاد (৮)
که این لطیفه نغزم زرهروی یاد ست

(٩) رضا بداده بده وزجبین گره بگشای (৯)
که بر من و تو در اختیار نگشاد ست

(١٠) نشان مهرو وفانیست درتبسم گل (১০)
بنال بلبل مسکین که جای فریاد ست

(١١) حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ (১১)
قبول خاطر و لطف سخن خدا داد ست

(٢١)

(١) برو بکار خود ای واعظ اینچه فریاد ست (১)
مرا فتاده دل از کف ترا چه افتاد ست

(٢) بکام تا نرساند مرا لبش چون نای (২)
نصیحت همه عالم بگوش من باد ست

(٣) میان او که خدا آفریده است از هیچ (৩)
دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاد ست

(٤) گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی ست (৪)
اسیر بند تو از هر دو عالم آزاد ست

(٥) اگرچه هستی عشقم خراب کرد ولی (৫)
اساس هستی من زین خراب آبادست

(٦) دلا منال زبیداد و جور یار که یار (৬)
ترا نصیب همین کرده ست او این دادست

৬. হে তীক্ষ্ণ নজর বিশিষ্ট শাহবাজ যাহা উচ্চতম স্বর্গে সমাসীন
তোমার বাসা এই দুঃখ কষ্টপূর্ণ পৃথিবী নয়।

৭. তোমার জন্য আরশের কাঙ্গুরা হইতে আহ্বান আসিতেছে
জানিনা কেন তুমি সংসার জালে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ।

৮. পৃথিবীর জন্য দুঃখ করিও না আমার উপদেশ ভুলিও না
এই সুন্দর উপদেশ একজন প্রবীন গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৯. হৃদয়ে রাজী থাক, আর হয়রানি হইতে দূরে থাক,
কেননা তোমার ও আমার উপর স্বাধীন ইচ্ছার দ্বার খোলা নাই।

১০. সানন্দিত পুষ্পের হাসিতে প্রেম ও দৃঢ়তা কোন চিহ্ন নাই
হে মিশকীন বুলবুল ক্রন্দন কর, ফরিয়াদের স্থান নাই।

১১. হে দুর্বল কবি হাফিজের গজলের সম্বন্ধে তোমার কি হিংসা
কবিতার সমাদর ও সৌন্দর্য খোদা দত্ত বস্তু।

(২১)

১. যাও উপদেষ্টা প্রবর আপন কাজে, ইহা কি করিয়াছ ?
আমার হৃদয় হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে, তোমার কি গিয়াছে ?

২. যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার ঠোঁট আমার বাসনা পূর্ণ না করিবে
ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁশীর ন্যায় আমার দুনিয়ার উপদেশ আমার
কানে শূন্য বায়ুর মত শনশন করে।

৩. তাহার কোমর খোদা যেন কিছু দিয়াই তৈরী করেন নাই,
ইহা এমনি বিন্দু যাহা কোন মানুষই আয়ত্তে আনিতে পারে না ?

৪. তোমার কুঞ্জগলির ভিখারী অষ্টস্বর্গের পরওয়া করে না।
তোমার বন্দী দুই জাহান হইতে আজাদ।

৫. যদিচ প্রেমের মত্ততা আমাকে বাউরা করিয়া দিয়াছে
আমার জীবনের বুনিয়াদ এই পাগলামী হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

৬. হে হৃদয় আমার বন্ধু জুলুম ও অত্যাচারকে নিন্দা করিও না
কেননা বন্ধু
তোমার কপালের ইহাই লেখা, ইহাই ইনসাফ।

(২২)

(۱) روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست (১)
می بمیخانه بجوش آمد و میباید خواست

(۲) نوبت زهد فروشان گران جان بگذشت (২)
وقت شادی، وطرب کردن رندان برخاست

(۳) چه ملامت بود آنرا که چوما باده خورد (৩)
این نه عیب ست بر عاشق اند ونه خطاست

(۴) باده نوشی که درو هیچ ریائے نبود (৪)
بهتر از زهد فروشی که درو ز و و ریاست

(۵) ما نه مردان ریائیم و حریفان نفاق (৫)
آنکه او عالم سر ست بد ین حال گواست

(۶) فرض ایزد بگذا ریم و بکس بد مکنیم (৬)
و آنچه گویند روا نیست بگوئیم رواست

(۷) چه بود گر من و تو چند قدح باده خوایم (৭)
باده از خون از آنست نه از خون شماست

(۸) این نه عیب ست کزین خلل خواهد بود (৮)
ور بود عیب چه شد مردم بی عیب کجاست

(۹) حافظ از عشق خط و خال تو سر گردان ست (৯)
هم چو پر کارولی نقطه دل پا بر جاست

(২৩)

(۱) چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست (১)
سخن شناس نۀ دلبرا خطا اینجاست

(২)
(۲) سرم بدنیا و عقبی فرو نمی آید
تبارک الله ازین فتنها که در سرما ست

(২২)

১. রোজা শেষ হইয়াছে, ঈদ আসিয়াছে হৃদয় আনন্দে রঞ্জিত হইয়াছে
শরাব খানায় শরাবে উদ্দীপনা আসিয়াছে, শরাব চাওয়া দরকার।

২. কঠিন প্রায় নিষ্ঠাব্যবসায়ীদের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে,
আনন্দ করিবার ও হল্লা করিবার সময় আসিয়াছে মাতালদের।

৩. যাহারা আমাদের মত শরাব পাত্রে অভ্যস্ত তাহাদের
শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।
মাতাল প্রেমিকদের নিকট ইহা দোষ বা ত্রুটি নয়।

৪. শরাবপানে কোন কপটতা নাই
ইহা কপট ধর্ম ব্যবসায় হইতে ভাল

৫. আমি কপট ও মন্দকারী নই
যাহারা দুনিয়ার গূঢ় রহস্য জানেন, তাহারা ইহার সাক্ষ্য।

৬. আমি খোদার ফরজ পরিহার করিয়াছি, কাহারও
অন্যায় করি নাই।
যে সমস্ত কাজের কথা বলে সিদ্ধ নয়; আমি
বলি তাহা সিদ্ধ।

৭. কি আসে-যায় যদি তুমি ও আমি কয়েক কাদাহ শরাব খাই।
শরাব আধুয়ের রক্ত হইতে পয়দা, তোমাদের খুন হইতে নয়।

৮. ইহা এতদৃশ দোষ নহে যে ইহা হইতে মহাপাতক হইবে
যদি ইহাতে দোষই হয় তবে দোষহীন মানুষ কোথায় আছে?

৯. হাফিজ তোমার চেহারা ও কালোতিলের
প্রেমের জন্য বিকার হইয়াছে।
'পরকারের' মত, কিছু জীবনের লক্ষ্য স্থির রহিয়াছি।

(২৩)

১. যখন হৃদয়বানের বাণী শোন, তখন বলিও না ইহা ভ্রান্ত
হে বন্ধু যখন তুমি বাণীর সমঝদার 'নহেও' দোষত ইহাই।

২. আমার মাথা নত হয় নাই, ইহকাল ও পরকালের দিকে।
কি আল্লার অনুগ্রহ যে আমার মাথায় এই চিন্তা ঢুকিয়াছে।

(৩) در اندرون من خسته دل ندانم چیست (۳)
که من خموشم واو در فغان و در غوغاست

(৪) دلم زپرده برون شد کجائے ای مطرب (۴)
بنال هان که ازین پرده کارما بنواست

(৫) مرا بکار جهان هرگز التفات نبود (۵)
رخ تو در نظر من چنین خوشش مت آراست

(৬) تحفه ام بخیالی که می نپرم شبها (٦)
خمار صد شبه دارم شراب خانه کجاست

(৭) چنین که صومعه آلوده شد بخون دلم (۷)
گرم بباده بشوئید حق بدست شماست

(৮) ازان بدیر مغانم عزیز میدارند (۸)
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

(৯) چه ساز بود که بنواخت مطرب عشاق (۹)
که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز صداست

(১০) خمار عشق تو دیشب در اندرونم بود (۱۰)
کجاست وقت عبادت چه وقت جای دعاست

(১১) ندائے عشق تو دوشم دراندرون دادند (۱۱)
فضائے سینهٔ حافظ هنوز پرز صداست

(۲۵)

(১) روضهٔ خلد برین خلوت درویشا است (۱)
مایهٔ محتشمی خدمت درویشان ست

(২) کنج عزلت که طلسمات عجائب دارد (۲)
فتح آن درنظر همت درویشا است

(৩) قصر فردوس که رضوانش بد زبانی رفت (۳)
منظری از چمن نزهت درویشا است

৩. আমার ভগ্ন হৃদয়ের মাঝে কে বসিয়াছে জানি না।
আমি চুপ করিয়াছি, আর সে মুখর ও উল্লসিত।
৪. হে গায়ক তুমি কোথায়? আমার প্রাণ পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়াছে
আইস আমাদের দুঃখ ও ক্রন্দনের ফলে এই হইতে আমাদের কাজ উজ্জ্বল হইয়াছে।
৫. দুনিয়ার কাজ কামে আমার পরাণ লাগিয়া থাকে নাই।
তোমার আসনের সৌন্দর্য আমাকে ইহা উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে।
৬. এই ভাবনা চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আমি রজনীতে শায়িত হই নাই।
শত রজনীর জাগরণ শ্রান্তি, পানশালা কোথায়?
৭. এমনকি ইবাদত খানা আমার রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে,
এইভাবে যদি তুমি শরাব দিয়া আমাকে গোসল করাও তাহা ঠিক হইবে?
৮. এইজন্য পার্শীদেব অগ্নিমন্দির আমার অধিকতর প্রিয়,
এমনি অগ্নি যে মুহূর্তের জন্য নির্বাপিত হয় না আমার হৃদয় বেদনার মত।
৯. কী সঙ্গীত সঙ্গত ছিল যাহা প্রেমিকদের গায়ক বাজাইতে ছিল,
জীবন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার মাথায় রণন বাজিতেছে।
১০. তোমার প্রেমের নেশায় কলিরাত অবধি বুঁদ হইয়াছিলাম
উপাসনার সময় কোথায়? দোওয়া করিবার সুযোগ ও সময় কোথায়?
১১. তোমার প্রেমের ডাক কাল আমার হৃদয়ে বাজিয়াছিল।
এখন হৃদয় প্রান্তরে গুঞ্জরিত হইতেছে।

(২৪)

১. সূফীদের আস্তানা স্বর্গের বাগানের টুকরা সদৃশ্য।
শক্তি ও সম্মানের মূলধন হইতেছে দরবেশদের সেবা করা।
২. নির্জন সাধন প্রকোষ্ঠ আশ্চর্য তেলেসমাতে পূর্ণ,
তাহাকে বলিয়া দাও দরবেশদের দৃষ্টি ক্ষমতা সম্পন্ন।
৩. সেই স্বর্গপুরী বেজাওন যাহার দ্বার রক্ষা করিতেছে,
দরবেশদের পবিত্র জীবন ও আনন্দ ফুল বাগানের একটি খিড়কী সদৃশ্য

(۴) آنچه زر میشود از پر تو آن قلب سیاه (৪)
کیمیائیست که در صحبت درویشااست

(۵) و آنکه پیشش بنهد تاج تکبر خورشید (৫)
کبریا ئیست که در حشمت درویشااست

(۶) دولتی راکه نباشد از آسیب زوال (৬)
بی تکلف بشنود دولت درویشا است

(۷) خسر وان قبله حاجات جهانند ولی (৭)
از ازل تابابد فرصت درویشا است

(۸) روی مقصود که شاهان جهان میطلبند (৮)
مظهرش آئینه طلعت درویشا است

(۹) اے توانگر مفروش این همه نخوت که ترا (৯)
سروری در کنف همت درویشا است

(۱۰) گنج قارون که فرو میرود از قعر هنوز (১০)
خوانده باشی تو که از غیرت درویشا است

(۱۱) بندۀ آصف عهدیم که در سلطنتش (১১)
صورت خواجگی و سیرت درویشا است

(۱۲) حافظ اینجا باد ب باش که سلطان و ملک (১২)
همه دربندگی حضرت درویشا است

(۲۵)

(১)
(۱) مطلب طاعت و پیمان درست از من مست
که به پیماله کشی شهره شدم روز الست

(২)
(۲) من همه دم که وضؤ ساختم از چشمۀ عشق
چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست

(৩)
(۳) می بده تادهمت آگهی از سر قضا
که بروی که شدم عاشق و بر اوی که مست

৪. সেই জিনিস যাহার দিব্য আলো কৃষ্ণ হৃদকে স্বর্গে পরিণত করে,
ইহা আলকিমিয়া যাহা দরবেশদের সংস্পর্শে ঘটে।
৫. সেই জিনিস যাহার নিকিট সূর্য তাহার গৌরব মুকুট খুলিয়া রাখে,
মহত্ত্ব যাহা দরবেশদের ঐশ্বর্য।
৬. এমন সম্পদ যাহার ধ্বংসের ক্ষতির জন্য দুঃখ নাই।
নির্ভয়ে শুনিয়া রাখ ইহাই দরবেশ ঐশ্বর্য।
৭. বাদশারা দুনিয়ার অভাব দুর করিতে পারে, কিন্তু,
কিন্তু সৃষ্টির আদি দিন হইতে বর্তমান পর্যন্ত প্রকৃত আনন্দ দরবেশদের।
৮. সাফল্যের মুখ যাহা দুনিয়ার বাদশারা সন্ধান করে।
সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত অবসর দরবেশদের হাতে রহিয়াছে।
৯. হে বাদশা এত অহঙ্কার ও গর্ব করিওনা, কেননা তোমার,
তাহার প্রকাশের স্থান দরবেশদের আকৃতির আয়নায়।
১০. কারুনের ধনসম্পদ খোদার গজবে আজ পর্যন্ত জমিনের নীচে যাইতেছে,
হয়ত তুমি পড়িয়াছ, ইহা দরবেশদের সাহসের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে।
১১. আমি এই আসফের জমানার গোলাম,
তাঁহার রাজকীয় অবস্থায় যাহার চেহারা আমিরের মত, কিন্তু প্রকৃতি দরবেশদের মত।
১২. হে হাফিজ সাদরের সঙ্গে অবস্থান কর, কেননা সুলতান ও বাদশা
তামাম দরবেশদের খেদমতে নিযুক্ত।

(২৫)

১. আমি মাতালদের নিকট হইতে বন্দেগী ও প্রতিজ্ঞার সঠিকতা না খুঁজিও
কেননা সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আমি শরাব পায়ী বলিয়া খ্যাত।
২. আমি যখন হইতে প্রেমের চোখের জলে ওজু করিয়াছি
আমি চার তকবীরের সঙ্গে সমস্ত জিনিসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি।
৩. শরাব দাও, তাহা হইলে কপালের লিখন তোমাকে জানাইব,
কাহার মুখ চন্দের প্রেমাস্কুল আর কাহার সৌগন্ধে মত্ত হইয়াছি।

(۴) کمره کوه کم ست از کمر مور اینجا (৪)
تا امید از در رحمت مشوای باده پرست

(۵) جان فدای دهنت باد که در باغ نظر (৫)
چمن آرای جهان خوشتر ازین غنچه نه بست

(۶) بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد (৬)
زیر این طارم فیروزه کسی خوش نه نشست

(۷) حافظ از دولت عاشق تو سلیمانی یافت (৭)
یعنی از وصل تواش نیست بجز باد بدست

(۲۶)

(۱) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست (১)
که هرچه بر سرما می رود ارادت اوست

(۲) نظیر دوست ندیدم اگرچه ازمه و مهر (২)
نهادم آئنها در مقابل رخ دوست

(۳) نثار روی تو هر برگ گل که در چمن ست (৩)
فدای تو هر سرو بن که بر لب دوست

(۴) مگر توشانه زدی زلف عنبر افشان را (৪)
که باد غالیه سا گشت و خاک عنبر بوست

(۵) رخ تو در نظر آمد مراد خواهم یافت (৫)
چرا که حال نکو در قفای فال نکوست

(۶) صبا زحال دل تنگ ما چه شرح دهد (৬)
که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست

(۷) نه من سبوکش این دیر زهد سوزم و بس (৭)
بسا سریکه درین آستانه سنگ و سبوست

(۸) زبان ناطقه در وصف حسن او لال ست (৮)
چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست

৪. পাহাড়ের কোমর পীপিলীকার কোমর হইতে দুর্বল এইস্থানে
হে শরাবপায়ী তাহার অনুগ্রহ হইতে আশাহীন হইও না।

৫. আমার প্রাণ তোমার মুখের জন্য কোরবানী হউক, পাপ নজরে
পৃথিবী বাগান শোভাকারী কোথাও ইহা অপেক্ষা
অধিকতর সুন্দর পুষ্পকলি তৈয়ার করে নাই।

৬. সেইমত নার্গিস আঁখি ব্যতিরেকে কুনজর হইতে রক্ষিত,
এই নীল আকাশের নীচে কেউ খুশীতে অবস্থান করিতে পারে না।

৭. হাফিজ তোমার প্রেমের বদৌলতে সোলায়মানী পাইয়াছে,
অথাৎ তাহার মিলনে তাহার হাতে হাওয়া ব্যতিরেকে কিছুই নাই।

(২৬)

১. আমাদের সঙ্কল্প ও দৃষ্টি বন্ধুর আস্তানার উপর নিবদ্ধ,
যাহা কিছু আমার হৃদয়ে জাগে এই ইরাদা হইতে জন্ম নেয়।

২. আমার বন্ধুর তুল্য কাহাকেও দেখিলাম না, যদিচ চন্দ্র ও সূর্য হইতে,
আমি আয়না বন্ধুর মুখের সামনে রাখি।

৩. তোমার মুখের প্রতি বাগানের প্রত্যেক ফুলের পাতা উৎসর্গিত,
তোমার সুঠাম দেহের উপর প্রত্যেক সরো তরু ও ঝরণার তীরে
উৎসর্গ।

৪. সম্ভবতঃ তুমি আম্বর বিতরণকারী কেশদামে কাঁকই দিয়াছ,
সমীরণ সৌন্দর্যে পূর্ণ মৃত্তিকা মধুর গন্ধে আমোদিত।

৫. তোমার আসন নয়নে, দেখিলাম, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ
সুন্দর অবস্থা সুন্দর ভবিষ্যতের সূচনা করে।

৬. প্রভাত সমীরণ আমার সঙ্কুচিত হৃদয়ের অবস্থা কি অন্বয় করিবে?
কেননা সঙ্কুচিত কলির পাতার পরতে পরতে যখন রহিয়াছে।

৭. আমিই মাত্র ধর্ম ভীরুর দহনকারী পানকালের খেদমতের জন্য নই।
পরন্তু বহু আরোও মানুষ রহিয়াছে যাহারা এই আস্তানার
পাথর ও সোরাই হইয়াছে।

৮. বাকশক্তি তাহার প্রশংসা গাহিতে মূক হইয়া গিয়াছে,
জিভ কাটা কলম কি গণনার মধ্যে আসিতে পারে।

(৯) که این زمان دل حافظ در آتش طلب ست (৯)
که داغدار ازل همچو لالهٔ خود روست

(۲۷)

(۱) دل سرا پردهٔ محبت اوست (১)
دیده آئینه دار طلعت اوست

(۲) منکه سر در نیاورم بدو کون (২)
گر دنم زیر بار منت اوست

(۳) تو و طوبی وما قامت یار (৩)
فکر هر کس بقدر همت اوست

(۴) دور مجنون گذشت و نوبت ماست (৪)
هر کسے پنج روزه نوبت اوست

(۵) من که باشم دران حرم که صبا (৫)
پرده داریم حریم حرمت اوست

(۶) ملکت عاشقی و گنج طرب (৬)
هرچه دارم ز یمن همت اوست

(۷) من و دل گرفنا شویم چه باک (৭)
غرض اندر میان سلامت اوست

(۸) بی خیالش مباد منظر چشم (৮)
ز انکه گوشه خاص دولت اوست

(۹) گر من آلوده دامنم چه عجب (৯)
همه عالم گواه عصمت اوست

(۱۰) هر گل او که شد چمن آرای (১০)
اثر رنگ و بوی صحبت اوست

(۱۱) فقر ظاهر مبین که حافظ را (১১)
سینه گنجینهٔ محبت اوست

৯. হাফিজের হৃদয় তাহার তালাশের আগমনে জ্বলিতেছেনা
পরন্তু সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে লালফুলের মত দাগমুক্ত রহিয়াছে।

(২৭)

১. হৃদয় তাহার প্রেমের স্কন্ধাবার হইয়াছে,
আমি তাহার সৌন্দর্যের সেবক হইয়াছি।

২. আমি ইহকাল ও পরকালের জন্য মাথা নীচু
করি না, ইহার জন্য আমার স্কন্ধ তাহার মঙ্গলের
ভারের নীচে রহিয়াছে।

৩. তুমি আর আমিও তন্বীর স্বপ্ন দেখি,
প্রত্যেকের চিন্তা তাহার সাহসের মোতাবেক হয়।

৪. মজনুর জমানা চলিয়া গিয়াছে, এখন আমাদের
কাল, প্রত্যেকেরই পাঁচদিনের জীবন কাটিয়া যায়।

৫. আমি এই হেরেমে প্রবেশ করিব, সমীরণ তাহার
অভিজাত ভবনের পর্দা রক্ষা করিতেছে।

৬. প্রেমের রাজ্য এবং খুশীর ধনভাণ্ডার যাহা আমার
নিকট আছে, যাহা কিছু আমার আছে, তাহার
ঈমান ও সাহস হইতে প্রাপ্ত।

৭. যদি আমি ও আমার হৃদয় বিলুপ্ত হইয়া যায়,
তবে কি দুঃখ, আমার গরজ ত আমার
মঙ্গলেই নিবদ্ধ।

৮. তাহার চিন্তা ছাড়া আঁখি যেন লক্ষ্য শূন্য না হয়,
কেননা এই ইন্দ্রিয় তাহারই সম্পদ।

৯. যদি আমার অঞ্চল নোংরা হয়, তবে কি
আশ্চর্য, বিশ্ব সংসার তাহার পবিত্র অঞ্চলের
সাক্ষ্য দিবে।

১০. প্রতিটি পুষ্প যাহা বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে,
তাহার সাহচর্যের জন্য বর্ণ ও গন্ধ প্রভাবিত।

১১. তুমি প্রকাশ্য দারিদ্র্যের প্রতি লক্ষ্য কর, কেননা
হাফেজের হৃদয় প্রেমের ধনভাণ্ডার।

(۲۸)

(১) دارم امید عاطفتی از جناب دوست (١)
کر دم خیالتی و امیدم بعفو اوست

(২) دانم که بگذرد ز سر جرم من که او (٢)
گرچه پریوش ست و لیکن فرشته خوست

(৩) بی گفتگوی زلف تو دل را همی برد (٣)
یاروی دلکش تو کرا روی گفتگوست

(৪) عمریست تاز زلف تو بوئی شنیده ایم (٤)
زان بودی در مشام دل ما هنوز بوست

(৫) هیچ ست آن دهان که ندیدم ازو نشان (٥)
موئیست آن میان و ندانم که آنچه پوست

(৬) دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت (٦)
از دیده ام که دم بدمش کار شست و شرست

(৯) چندان گریستم که هر آنکس که بر گذشت (٧)
از اشک ما چو دید روان گفت اینچه جوست

(৮) ما سر چو گوے بر سر کوے تو باختیم (٨)
واقف نشدکسی که چه گویست اینچه کوست

(৯) حافظ بدست حال پریشان تو ولے (٩)
برباد زلف یار پریشا نیت نکوست

(۲۹)

(১) آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب ست (١)
یا رب این تاثیر دولت از کدامی کوکب ست

(২) تا بگیسوی تو دست نا سزایان کم رسید (٢)
هر دلی در حلقهٔ در ذکر یارب یا رب ست

(২৮)

১. বন্ধুর দরবার হইতে আমি অনুগ্রহ প্রার্থী
যদিচ আমি অনিষ্ট করিয়াছি, আমি তাহার ক্ষমার আশা প্রার্থী।

২. আমি জানি, আমার অপরাধ মাফ করিয়া দিবেন।
কেননা যদিচ পরীর চেহারা তত্রাচ ফেরেস্তার প্রকৃতি যুক্ত।

৩. তোমার কেশদাম বিনা বাক্য ব্যয়ে হৃদয় কাড়িয়া লয়,
তাহার হৃদয় হরণকারী মুখচন্দ্রের মোকাবেলায়
বাক্ নিষ্পন্নের সম্ভাবনা কোথায় ?

৪. অনেকদিন ধরিয়া তোমার কেশদামের আঘ্রাণ করিতেছি।
আমার মাথায় আজ পর্যন্ত সুন্দর গন্ধ বর্তমান রহিয়াছে।

৫. তাহার মুখাবয়ব অদৃশ্য, তাহার চিহ্ন কেহ দেখে নাই,
তাহার কোমর কেশের মত সূক্ষ্ম,
কিন্তু কেহ জানে না, সে কেশ কি প্রকার।

৬. আশ্চর্য ব্যাপার তাহার চিন্তা কখনই বিদুরিত হইল না।
আর প্রতি মুহূর্তে আমার অাঁখির কাজ হইতেছে
ক্রন্দন ও বিলাপ করা।

৭. আমি এতই ক্রন্দন করিলাম যে, আমার ক্রন্দন দেখিয়া
পথগামী জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কাহার ক্রন্দন, এই
নদী কোথা হইতে আসিল।

৮. আমার মস্তক বর্তুলের মত তোমার রাস্তার
মাথায় হারাইয়াছি, কেহই জানেনা ইহা কি বর্তুল
আর ইহা কোন রাস্তা ?

৯. হে হাফিজ তোমার বর্তমান অবস্থা অস্থির কিন্তু
বন্ধুর কেশদামের লহরীতে তোমার অস্থিরতা শুভই বটে।

(২৯)

১. শবে কদরের রাত, যাহা সাধু সজ্জনেরা বলেন, আজই,
হে দয়াময় এই সৌভাগ্য কোন শুভ তারকার জন্য ঘটিয়াছে,

২. কেননা তোমার দীর্ঘ কেশ, অপদার্থরা ছুঁইয়াছে,
প্রত্যেক সাধন চক্রে 'ইয়ারব', 'ইয়ারব' ধ্বনি উঠিতেছে।

(٣) غرقهٔ چاه زنخدان تو ام کز هر طرف (৩)
صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب ست
(٤) تاب خوی سر عارضش بین کافتاب گرم رو (৪)
در هوای آن تاهشت هررو زش تب ست
(٥) الدران موکب که بر پشت صبا بندند زین (৫)
باسلیمان(٤)چون برآیم منکه مورم مرکب ست
(٦) شهسوار من که مه آئینه دارے روے اوست (৬)
تاج خورشید بلندش خاک لعل موکب ست
(٧) آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد (৭)
زاغ کلک من بنام ایزد چه عالی مشرب ست
(٨) من نخواهم کرد ترک لعل یا روجام می (৮)
زاهدان معذور داریدم که اینهم مذهب ست
(٩) آنکه ناوک بردلم از زیر چشمے می زند (৯)
قوت جان حافظش در خندهٔ زیر لب ست

(٣٠)

(١) سینه ام از آتش دل در غم جانا نه بسوخت (১)
آتشی بود دریں خانه که کاشانه بسوخت
(٢) تنم از واسطهٔ دوری دلبر بگداخت (২)
جانم از آتش هجر رخ جانا نه بسوخت
(٣) هر که زنجیر سر زلف پری روی تو دید (৩)
شد پریشان و دلش برمن دیوانه بسوخت
(٤) سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع (৪)
دوش برمن و دلش برمن دیوانه بسوخت
(٥) چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست (৫)
چون صراحی جگرم بی می و پیمانه بسوخت

৩. আমি তোমার আননের টোলে ডুবিতে চাই, কেননা প্রত্যেক দিক হইতে
শত সহস্রের বন্দীর আর্তনাদ ধ্বনিত হইতেছে।

৪. তাহার চিবুকের এক বিন্দু ঘর্ম দেখিয়া, দ্রুতগামী মিহির অস্তমিত
না হওয়া পর্যন্ত সেই ঘর্ম বিন্দুর আশায় (হিংসায়) জ্বলিতে থাকে।

৫. সেই রাজ সেনাদলে প্রভাত বায়ুর পৃষ্ঠে জীন জুড়িতেছে
আমি সুলেমানের সঙ্গে কি করিয়া মুখোমুখি হইতে পারি,
পীপিলীকা আমার বাহন।

৬. আমার শাহ সোয়ার যে চন্দ্র তাহার মুখের জন্য আয়না বরদার
মহলে সূর্যের মুকুট তাহার অশ্বের নালের ধূলি সদৃশ্য।

৭. আবহায়াত তাহার খাগের কলম হইতে ঝরিতেছে,
আমার কালো কলমের নাম আল্লা কি উচ্চ গ্রামের করিয়াছেন।

৮. আমার বন্ধুর লাল ঠোঁট এবং শরাব ত্যাগ করিব না,
হে ধর্ম নিষ্ঠাবান আমাকে মাফ করিবেন, আমার ধর্ম ইহাই।

৯. ও সেই সে যে নিম্ন দৃষ্টির তীর দিয়া আমাকে মারিতেছে,
হাফিজের প্রাণের আহার্য তাহার মৃদু হাসে।

(৩০)

১. আমার বক্ষ পঞ্জর হৃদয় বন্ধুর দুঃখে প্রাণের আগুনে জ্বলিতেছে
এমনই আগুন সেই ঘরে, বক্ষের কুটীর পর্যন্ত পুড়াইয়া দিয়াছে।

২. আমার দেহ প্রিয় বন্ধুর বিরহের জন্য গলিতেছে,
আমার প্রাণ বন্ধুর মুখের বিরহে ব্যাথার আগুনে জ্বলিতেছে।

৩. যে সেই পরীচেহারার কেশদামের শৃঙ্খল দেখিয়াছে, সে হইয়াছে
হয়রান, আর তাহার চিত্তের উদাসীনতার উপর দয়া কর।

৪. আমার প্রাণের পুড়ুনি দেখ, আমার উষ্ণ উষ্ণ আখিজলের প্রাচুর্য্য দেখিয়া প্রদীপের হৃদয়
কল্য আমার উপর বন্ধুত্বের জন্য পতঙ্গের মত পুড়িতেছিল।

৫. পেয়ালার মত আমার হৃদয় যে তওবা করিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া খান খান হইল
সোরাহীর মত প্রাণ শরাব ও পেয়ালার অভাবের জন্য শধ্চুর হইল।

(٦) ماجرا کم کن و باز آکه مرا مردم چشم (৬)
خرقه از سر بدر آورد و بشکرانه بسوخت

(٣١)

(١) زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست (১)
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

(٢) در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست (২)
در صراط المستقیم ایدل کسی گمراه نیست

(٣) تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند (৩)
عرصهٔ شطرنج رندان را مجال شاه نیست

(٤) اینچه استغناست یا رب وین چه نادر حکمت ست (৪)
کاین همه زخم نهان ست ومجال آه نیست

(٥) چیست این سقف بلند سادهٔ بسیار نقش (৫)
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

(٦) صاحب دیوان ما گویا نمی داند حساب (৬)
کاندرین طغرا نشان حسبة لله نیست

(٧) هرکه خواهد گو بیاؤ هرکه خواهد گو برو (৭)
گیرو دار و حاجب و دربان درین درگاه نیست

(٨) هرچه هست از قامت ناساز وبی اندام ما ست (৮)
ورنه تشریف بربا لای کس کوتاه نیست

(٩) بر در میخانه رفتن کاریکرنگان بود (৯)
خود فروشان را بکوی میفروشد راه نیست

(١٠) بندهٔ پیرخراباتم که لطفش دائم ست (১০)
ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست وگاه نیست

(١١) حافظ از بر صدر ننشیند ز عالی همتی ست (১১)
عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست

৬. প্রতিবাদ ও অনুযোগ ত্যাগ কর, আবার আইস কেননা আমার নয়নের পুত্তুলী।

(৩১)

১. বহিরঙ্গ ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তি আমাদের দশার খবর রাখে না,
আমাদের হক সম্বন্ধে যাহা কিছু বলে তাহাতে অখুশী নই কেননা তাহারা।

২. মরমী সাধন পথে যাহা আসে তাহা আমাদের পদমর্যাদা সম্বন্ধে সাধকের মঙ্গলের জন্যই ঘটে,
হে হৃদয় সরল পথে কেহ পথ ভুল করে না।

৩. দেখ ঘোড়া কি খেলায়, আমি পদাতিক চলিব, কি ফল হয়,
মাতালদের সতরঞ্জ পর্দায় শাহের কোন স্থান নাই।

৪. হে খোদা ইহা কি প্রকার বেপরোয়া অবস্থা, ইহা কি প্রকার আশ্চর্য হাকিমত্ব,
এই ধরনের হৃদয় জখম, অথচ উচ্চবাচ্য করিবার ক্ষমতা নাই?

৫. কি উচ্চ এই উচ্চ নক্‌শাদার ও সাদা ছাদ?
এই প্রশ্নের জবাব পৃথিবীতে কোন মানুষ দিতে পারে নাই।

৬. আমাদের হিসাব রক্ষক এই হিসাব জানে না,
এই শাহী ফরমানে 'ক্ষমাপ্রাপ্ত' লেখা হয় নাই।

৭. যাহার আসিবার কথা সে আসে, যাহার যাইবার কথা সে যায়,
এই দরবারে কেহ বন্দী নাই, কোন পর্দারক্ষী, দ্বারবান নাই।

৮. যাহা কিছু আছে আমাদের বেডৌল ও বেঢঙ্গ দেহ হইতে হয়,
কেননা তোমার খেলাত কাহারও ছোট হয় না।

৯. শরাব খানার দরজায় যাইবার কাজ এক রঙা,
আত্ম বিক্রয়কারীরা মদ বিক্রয়কারীদের কুচা গলিতে প্রবেশ পায় না।

১০. আমি পানশালার পীরের গোলায়, তাঁহার অনুগ্রহ চিরন্তন,
নতুবা নিষ্ঠাচরণকারী শেখের ও ধর্মগুরুর অনুগ্রহ কখন আছে কখন নাই।

১১. যদি হাফিজ সিংহাসনে না বসেন, তবে উচ্চ দৃঢ়তার জন্য
দরদী প্রেমিকের ধন সম্পত্তি ও পদমর্যাদার পদসেবা করে না।

(৩২)

(۱) آن پیک نامور که رسید از دیار دوست (১)
آورد حرز جان زخط مشکبار دوست
(۲) خوش میدهد نشان جلال و جمال یار (২)
خوش میکند حکایت عزو وقار دوست
(۳) جان دادمش بمژده و خجلت همی برم (৩)
زین نقد کم عیار که کردم نثار دوست
(۴) سیر سپهر دور قمر را چه اختیار (৪)
در گردش اند بر حسب اختیار دوست
(۵) شکر خدا که از مدد بخت کار ساز (৫)
بر حسب مدعاست همه کاروبار دوست
(۶) گر باد فتنه هردو جهان را بهم زند (৬)
ما و چراغ چشم ره انتظار دوست
(۷) کحل الجواهر بمن آرای نسیم صبح (৭)
زان خاک نیک بخت که شد رهگذار دوست
(۸) مائیم و آستانهٔ عشق و سر نیاز (৮)
تا خواب خوش کرا برد اندر کنار دوست
(۹) دشمن بقصد حافظ اگر دم زند چه باک (৯)
منت خدای را که نیم شرمسار دوست

(৩৩)

(۱) زلفت هزار دل به یکی تار موبه بست (১)
راه هزار چاره گر از چار سوبه بست
(۲) تا عاشقان ببوی نسیمش دهند جان (২)
بگشود نافه و در هر آرزو به بست
(۳) شیدا ازان شدم که نگار چو ماه نو (৩)
ابرو نمود و جلوه گری کرد روبه بست

(৩২)

১. সেই বিখ্যাত সংবাদ দাতা বন্ধুর রাজ্য হইতে আগমন করিয়াছে,
বন্ধুর সুগন্ধ পত্র জীবনের সুদৃঢ় আশ্রয় স্থল।

২. বন্ধুর শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের উৎকৃষ্ট চিহ্ন দেখাইতেছে,
আর বড়ই মধুরভাবে বন্ধুর সম্মান ও মর্যাদার বিবরণ দিতেছে।

৩. শুভ সংবাদে তাহাকে প্রাণ উৎসর্গ করি, আর লজ্জিত হই
এই সামান্য ধন প্রাণ বন্ধুকে উপহার দেই কি করিয়া ?

৪. আকাশের পরিবর্তন এবং চন্দ্রের কক্ষ ভ্রমণেকি স্বাধীনতা রহিয়াছে
বন্ধুর মরজিমত তাহারা গতিবেগে রহিয়াছে।

৫. খোদার বহু শোকর ; সেই ভাগ্যের কৃপায়,
প্রাণ বন্ধুর সমস্ত কাজ-কাম আমার মন-বাঞ্ছা অনুযায়ী ঘটিয়াছে।

৬. যদি ঝঞ্ঝাটের ঝড় ইহকাল ও পরকালের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে
তবুও আমিও আমার আঁখি বন্ধুর রাস্তার আশায় রহিব।

৭. হে প্রভাত সমীরণ মোতির মূলধন আমার নিকট আনয়ন কর,
এই ভাগ্যবান মাটি যেখান দিয়া আমার প্রেমাস্পদ পদচারণ করিয়াছে।

৮. আমি আছি আর প্রেমের আস্তানা আর বিনীত ভাব দেখ,
মনোরম স্বপ্ন বন্ধুর আলিঙ্গনে কাহাকেও লইয়া যায়।

৯. যদি দুষমন হাফিজের ধ্বংস চায়, তবে কি ভয় তাহাতে,
খোদার শোকর বন্ধুর জন্য লজ্জিত হইব না।

(৩৩)

১. তোমার কেশদাম হাজার হৃদয়কে একটি কেশতারে বান্ধিয়াছে,
হাজার মুক্তি পন্থ চারিদিক হইতে বন্ধ করিয়াছে।

২. মলয় সমীরণের সুগন্ধের জন্য প্রেমিকেরা প্রাণ দিতেছে,
মৃগনাভি উন্মুক্ত করিয়াছে, এবং প্রত্যেক কামনার কপাট বন্ধ করিয়াছে।

৩. আমি পাগল হইয়া গিয়াছি, কারণ প্রিয়তম চন্দ্রের মত,
আপনার মাধুর্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছে, আর আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

(۴) ساقی بچند رنگ می اندر پیاله ریخت (৪)
این نقشها نگر چه خوش در کدو به بست

(۵) یا رب چه سحر کرد صراحی که خوف خم (৫)
با نغمها قلقش اندر گلو به بست

(۶) دانا چو دید بازی این چرخ حقه باز (৬)
هنگامه باز چید ودر گفتگو به بست

(۷) مطرب چه نغمه ساخت که درپردهٔ سماع (৭)
براهل و جد و حال درهای و هو به بست

(۸) حافظ هر آنکه عشق نور آید و وصل خواست (৮)
احرام طوف کعبهٔ دل بی وضو به بست

(۳۴)

(۱) مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست (১)
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

(۲) واله وشیداست دائم همچو بلبل در قفس (২)
طوطی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست

(۳) زلف او دام است و خالش دانهٔ آن دام من (৩)
بر امید دانهٔ افتادم اندر دام دوست

(۴) سر ز مستی برنگیرد تابه صبح روز حشر (৪)
هرکه چون من در ازل یک جرعه خود را جام دوست

(۵) من نوشتم نامهٔ از شرح حال خود ولی (৫)
درد سر باشد نمودن بیش ازین ابرام دوست

(۶) میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق (৬)
ترک کام خود گرفتم تا بر آید کام دوست

(۷) گر دهد دستم کشم در دیدهٔ همچون توتیا (৭)
خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست

৪. সাকী কত রঙের শরাব পেয়লায় ঢালিয়াছে,
এই বিচিত্র রঙের নক্‌শা পেয়ালায় কী সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছে।
৫. হে খোদা সোরাহী কি আশ্চর্য যাদু করিয়াছে রক্ত রঙীন শরাবে
কল কল ধ্বনির সঙ্গীত কণ্ঠে ভরিয়া লইয়াছে।
৬. বিজ্ঞ লোকেরা এই আকাশ চক্রের খেলা দেখিয়াছে
মজলিস ভাঙিয়া দিয়াছে, এবং কথা বার্তার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।
৭. গায়ক কি সঙ্গীত গাহিয়াছে, যে সাধন সঙ্গীতে
'ওজদ' ও 'হালে'র 'হায়' 'হু' এর দরজা বন্ধ করিয়াছে।
৮. হে হাফিজ যে অপ্রেমী হইয়াছে, এবং বন্ধুর মিলন চাহিতেছে
যেন হৃদয় কাবার দিকে বিনা ওজুতে এহরাম বান্ধিয়াছে।

(৩৪)

১. অভিনন্দন হে প্রেমিকদের দুত প্রেমাস্পদের বাণী দাও,
তাহা হইলে প্রেমের জন্য প্রেমিকের হৃদয় উৎসর্গ করিব।
২. প্রেমিক আর পাগলামি পিঞ্জরে আবদ্ধ বুলবুলের মত
আমার প্রকৃতি তোতাপাখী, চিনি ও বাদামের প্রত্যাশী।
৩. তাহার অলকগুচ্ছ জাল, আর তাহার কালোতিল দানা সদৃশ্য
আমি দানার প্রলোভনে বন্ধুর জালে বন্দী হইয়াছি।
৪. মত্ততার জন্য রোজকেয়ামতের প্রভাত অবধি মাথা উঠাইব না,
যে লোক আমার মত সৃষ্টির প্রথম দিনে বন্ধুর পাত্র হইতে পান করিয়াছে।
৫. আমি আমার অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া একখানা পত্র লিখিয়াছি,
কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী লেখা বন্ধুর বিরক্তিকর হইবে।
৬. আমার কামনা মিলনের আর তাহার ইচ্ছা বিরহের,
আমি আমার ইচ্ছাকে ত্যাগ করিয়াছি তাহা হইলে বন্ধুর ইচ্ছা পুর্ণ হউক।
৭. যদি মিলে যায় তবে তোতাপাখীর মত লাগাইব ঠোঁট
সেই রাস্তার মাটিতে যাহাতে বন্ধুর পদ পরশে পাইয়াছে।

(۸) حافظ اندر درد و غم می سوز و بادر مان مساز (৮)

زانکه درمانی ندارد درد بی درمان دوست

(۳۵)

(۱) آن ترک پری چهره که دوش از برما رفت (১)

آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

(۲) تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین (২)

کس واقف ما نیست که از دیده چها رفت

(۳) بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش (৩)

آن دود که از سوز جگر بر سرما رفت

(۴) دور از رخ تو دمبدم از گوشهٔ چشمم (৪)

سیلاب سرشک آمد طوفان بلا رفت

(۵) از پای فتادیم چو آمد شب هجران (৫)

در درد بماندیم چو از دست دوا رفت

(۶) دل گفت و حالش بدعا باز توان یافت (৬)

عمریست که عمرم همه درکار دعا رفت

(۷) احرام چه بندیم که آن قبله نه اینجا است (৭)

در سعی چه کوشیم که از مروه صفا رفت

(۸) دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید (٨)

هیهات که درد تو زقانون شفا رفت

(۹) ای دوست زپرسیدن حافظ قدمی نه (৯)

ازان پیش که گویند که از دارفنا رفت

(۳۶)

(۱) منم که گوشهٔ میخانه خانقاه من ست (১)

دعای پیر مغان دود صبحگاه من ست

(۲) گرم ترانهٔ چنگ و صبوح نیست چه باک (২)

نوای من بسحر آه عذر خواه من ست

৮. হে হাফিজ বেদনা ও দুঃখে যদি জ্বলিতে থাকে প্রতিকারের কোন খেয়াল করিব না, কেননা প্রেমের বেদনার কোন ঔষধ নাই।

(৩৫)

১. অপরূপ সুন্দরী সেই সেই তুর্কী কাল বিদায় হইয়া গিয়াছে, কি ভুল হইয়াছিল, আমার মালুম নাই, সেই ভুলের জন্য চলিয়া গিয়াছে।

২. যখন সেই বিশ্ব বিমোহনকারিনী আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া গিয়াছে, কেহই আমার দশার ওয়াকিব নয়, কেননা আমার চক্ষুতে কি স্রোতধারা বহিতেছে।

৩. প্রদীপের শিখার উপর এমন প্রাণ পুড়ানো অগ্নি কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই,
যেমন শিখা হৃদয় পুড়ুনির জন্য পা হইতে মাথা পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

৪. তোমার মধুর বদন হইতে দূরে থাকায়, প্রতি মুহূর্তে চক্ষুর কোটর হইতে অশ্রুজল প্রবাহিত হইতেছে এবং দুর্যোগের ঝড় বহিতেছে।

৫. আমি পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলাম, যখন বিরহের রজনী আসিল, দুঃখে নিমজ্জিত হইলাম, যখন হস্তচ্যুত হইল প্রতিকার।

৬. অন্তর বলিল তাহার মিলন প্রার্থনা দ্বারা মিলিবে, একজীবন আমার, প্রার্থনা করিতেই আমার সারা জীবন কাটিয়া গেল।

৭. কি এহরাম বাঁধিব, কেননা সেই কেবলা এই স্থানে নাই, চেষ্টা আমি কি করিব, সে মারওয়া ও সাফা হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে।

৮. গতকাল ভিষক আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল, আফসোস তোমার স্বাস্থ্যের দুর্দশা চিকিৎসা শাস্ত্রের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

৯. হে বন্ধু হাফিজকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পা বাড়াও,
ইহার আগে লোকে বলিবে যে হাফিজ বিলয়ের দ্বারে পৌঁছিয়াছে।

(৩৬)

১. শরাব খানার কোণ আমার সাধন প্রকোষ্ঠ, পারসিক পীর-ই-মগানের আশীর্বাদ আমার প্রাতঃকালীন ওজিফা।

২. যদি বীণার ঝঙ্কার আর শরাব সোরাহী না থাকে, তবে দুঃখ কি? প্রাতঃকালীন ব্যর্থ 'আহ' আমার বীণার সুর হইবে।

(۳) ز پادشاه و گدا فارغم بحمد الله (৩)
گدای خاک در دوست پادشاه من ست

(۴) غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شما ست (৪)
جزاین خیال ندارم خدا گواه من ست

(۵) مرا گدای تو بودن ز سلطنت خوشتر (৫)
که دل جور و جفای تو عز و جاه من ست

(۶) مگر به تیغ اجل خیمه بر کنم ورنه (৬)
رمیدن از در دولت نه رسم وراه من ست

(۷) ازان زمان که بران آستان نهادم روی (৭)
فراز مسند خورشید تکیه گاه من ست

(۸) گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ (৮)
تو در طریق ادب کوش و گو گناه من ست

(۳۷)

(۱) لعل سیراب بخون تشنه لب یار من ست (১)
از پی دیدن او دادن جان کار من ست

(۲) شرم ازان چشم سیاه بادش ومژگان دراز (২)
هرکه دل بردن او دید و در انکار من ست

(۳) ساربان رفت بدروازه مبرکان سر کوه (৩)
شاهرا هیست که منزل که گناه من ست

(۴) بنده طالع خویشم که دریں قحط وفا (৪)
عشق آن لولی سرمست خریدار من ست

(۵) طبلهٔ عطر گل و درج عبیرافشانش (৫)
فیض یک شمه زبوی خوش عطار من ست

(۶) باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران (৬)
کاب گلزار تو از اشک چو گلنار من ست

৩. আমি রাজাও নই ভিখারীও নই, আল্লার হাজার শোকর
বন্ধুর দরজার ধূলির ভিখারী, আমার নিকট রাজা।

৪. তোমার মিলনপ্রার্থী, মসজিদ ও শরাবখানার প্রার্থী নই
এই বাসনা ছাড়া আর কোন কামনা নাই, খোদা সাক্ষী।

৫. তোমার দ্বারে ভিখারী হওয়া আমার রাজকীয় অপেক্ষা আনন্দের,
এই জন্য তোমার অত্যাচার ও অবিচারের অপমান আমার ইজ্জত
ও পদমর্যাদার কারণ।

৬. সম্ভবতঃ মৃত্যুর খঞ্জর দিয়া পট্টবাস উৎখাৎ করিব ভাল, নতুবা বন্ধুর
ঐশ্বর্য্যের দুয়ার হইতে পলায়ন করা আমাদের পথ ও রীতি নয়।

৭. সেই সময় হইতে তোমার দরজার চৌকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি,
সূর্যের সিংহাসন অপেক্ষা আমার পদমর্যাদার আসন উচ্চতর।

৮. হে হাফিজ যদিচ পাপ আমার এখতিয়ারে নয়,
তুমি আদবের জন্য চেষ্টা কর, আর বল পাপ আমারই।

(৩৭)

১. পদ্মরাগমণি যাহা রক্ত হইতে স্নিগ্ধ হয় তাহারও রহিয়াছে
আমার প্রেমাস্পদের রঙীন ঠোঁটের পিয়াস,
তাহার সন্দর্শনের লাগিয়া দুনিয়ার প্রাণ আমার কাজ।

২. সেই লোকের প্রেমিকের কালো আঁখি ও তাহার দীর্ঘ আঁখিঠার
লজ্জা পাওয়া উচিৎ, যে তাহার হৃদয় লুটিয়া লইয়া যাওয়া
দেখিয়াছে, আমার অস্বীকৃতি দেখিবে।

৩. হে উস্ট্র চালক আসবাবপত্র দরজার নিকট লইয়া যাইও না
কেননা এই গলির মাথার উপর এক রাজপথ রহিয়াছে, আমার
প্রিয়তমের প্রাসাদ সেখানে রহিয়াছে।

৪. আমি আমার নসীবের গোলাম কেননা বিশস্ততার দুর্ভিক্ষের মধ্যে
এই রসোন্মত্ত প্রেমিক আমার খরিদার।

৫. আঙুর গোলাবের পাত্র ও কুঙ্কুম পাত্র।
আমার আতরের সৌগন্ধের সামান্য অনুপ্রেরণা।

৬. ফুল মালি মলয় সমীরণের মত আমাকে হাঁকাইয়া দিও না, কেননা
তোমার ফুলের বাগানের ঔজ্জ্বল্য আমার আঁখির অশ্রুবিন্দু হইতে।

(۷) شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود (৭)
نرگس او که طبیب دل بیمار من ست

(۸) آنکه در طرز غزل نکته به حافظ آموخت (৮)
یار شیرین سخن نادره گفتار من ست

(۳۸)

(۱) روزگاریست که سودای بتان دین من ست (১)
غم این کار نشاط دل غمگین من ست

(۲) دیدن روی ترا جان می باید (২)
وین کجا مرتبهٔ چشم جهان بین من ست

(۳) تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد (৩)
خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من ست

(۴) دولت فقر خدایا بمن ارزانی دار (৪)
کین کرامت سبب حشمت و تمکین من ست

(۵) واعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروش (৫)
زانکه منزلگه سلطان دل مسکین من ست

(۶) یا رب این کعبه مقصود زیارت گه کیست (৬)
که مغیلان طریقش گل و نسرین من ست

(۷) یا رما باش که زیب فلک و زینت دهر (৭)
ازمه روی تو واشک چو پروین من ست

(۸) حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان (৮)
که لبش جرعه کش خسرو شیرین من ست

(۳۹)

(۱) باغ مرا چه حاجت سرو وصنو بر ست (১)
شمشاد سایه پرور من از که کمتر ست

(۲) ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته (২)
کت خون ما حلال تر از شیر مادرست

৭. চিনি আর গোলাবের শরবৎ আমার বন্ধুর ঠোঁটের হুকুমে আমার জন্য তৈয়ারী হইয়াছে,
তাহার পদ্মলোচন আমার হৃদয় পীড়ার ভিষক।

৮. সেই সে যে হাফিজকে কাব্য কুশলতা শিখাইয়াছে
আমার মধুর ভাষিণী শিরীন প্রেমিক বন্ধু।

(৩৮)

১. অনেকদিন হইল, আমার প্রেমাস্পদের প্রেম হইতেছে আমার ধর্ম
এই কাজের জন্য দুঃখ আমার বিষাদিত হৃদয়ের আনন্দ।

২. তোমার মুখ অবলোকন আমার প্রাণের আঁখির জন্য প্রয়োজন
আর এই পদগৌরব আমার ভুবন অবলোকনকারী আঁখির কোথায় ভাগ্য হইবে।

৩. যখন হইতে তোমার প্রেম আমাকে কবি করিয়াছে
পৃথিবীর মানুষের ভাষার ওজিফা হইতেছে আমার প্রশংসা।

৪. হে খোদা গর্ব করিবার সৌভাগ্য আমাকে দান কর
এই জন্য এই মহত্ত্ব আমার সাহস ও পদমর্যাদার জন্য।

৫. রাজ বাগ্মীকে বলিয়া দাও এই মহত্ত্ব বাহিরে প্রকাশ না করে
কেন না রাজার বাসস্থান হইতেছে এই মিসকিনের হৃদয়।

৬. হে খোদা আমার কাম্য কাবা কাহার তীর্থস্থান?
কারণ তাহার পথের কাঁটা আমার পক্ষে গোলাব ও জুঁই ফুল তুল্য।

৭. আমার বন্ধুর পথ আসমানের শোভা এবং পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য
তোমার চন্দ্রিমা সদৃশ্য মূর্তি আর আমার ছায়াপথ অশ্রুর বিন্দু।

৮. হে হাফিজ রাজা পরভেজের বীর কাহিনী আমাকে শোনাইও না
কেননা তাহার ঠোঁট আমার খসরু ও শিরীনের পায়ের ঘুঙুর।

(৩৯)

১. আমার বাগানের জন্য দেবদার ও সরো তরুর কি প্রয়োজন
আমার প্রিয়তমের ছায়া কিসে অন্যের চেয়ে ন্যূন হইবে।

২. হে নাচনেওয়ালী তন্বী তুমি কোন্ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ
তোমার নিকট আমাদের রক্ত মাতৃস্তন্য হইতে মনোরম উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ।

(۳) چون نقش غم ز دور به بینی شراب خواه (৩)
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر ست

(۴) یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب (৪)
کز هر کسی که می شنوم نا مکرر ست

(۵) از آستان پیر مغان سر چرا کشم (৫)
دولت درین سرا و گشایش درین درست

(۶) ولی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت (৬)
امروز تا چه گوید و بازش چه در سر ست

(۷) ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم (৭)
با پادشه بگوی که روزی مقدر ست

(۸) شیراز و آب رکنی و آن باد خوش نسیم (৮)
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور ست

(۹) فرق ست ز آب خضر که ظلمات جای اوست (৯)
تا آب ما که منبعش الله اکبر ست

(۱۰) در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس (১০)
باز ارخود فروشی ازان سوی دیگر ست

(۱۱) حافظ چه طرفه شاخ نبات یست کلک تو (১১)
کش میوه دلپذیر ترا ز شهد و شکر ست

(۴۰)

(۱) شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست (১)
صلای سر خوشی ای عاشقان باده پرست

(۲) اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود (২)
ببین که جام زجاجی چگونه اش بشکست

(۳) بیار باده که در بارگاه استغنا (৩)
چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست

৩. যখন দূর হইতে তুমি দুঃখের মূর্তি দেখ তখন শরাব চাও, আমি সঠিকভাবে জানিয়াছি এবং প্রতিষেধক ঔষধও স্থির করিয়াছি।

৪. প্রেমের দুঃখ একই কাহিনীর বেশী নয়, আর ইহা আশ্চর্যজনক যাহার কাছ হইতে এই কাহিনী শুনি, অন্য ধরনের মনে হয়।

৫. অগ্নি উপাসকের পীরের দরজার চৌকাঠ হইতে কেন মাথা হঠাইব, সম্পদ এই ঘরেই রহিয়াছে, এই দ্বারেই উন্মুক্ততা রহিয়াছে।

৬. কাল তুমি আমার সঙ্গে মিলনের ওয়াদা করিয়াছিলে, মাথায় শরাব কাজ করিতেছিল, দেখ আজ আবার কি বলে আর তাহার মাথায় কি খেয়াল জাগে।

৭. আমি দারিদ্র্য ও সন্তুষ্টির বেইজ্জতী করিতে চাহি না,
বাদশাহকে বলিয়া দাও যে দানা পানি নসীবের ফের।

৮. সিরাজ রোকনাবাদ নদী আর তার মৃদুমন্দ হাওয়া
তাহার দোষ খুঁজিও না কেননা, ইহা দুনিয়ার কালো তিল সদৃশ।

৯. অনেক ব্যবধান রহিয়াছে আব-ই খেজেরের কেননা ইহার চারিপাশে অন্ধকার, আমাদের নদী যাহার উৎস হইতেছে আল্লাহো আকবর, বিস্তর ব্যবধান।

১০. আমাদের গলি শুধু ভগ্ন-হৃদয়েরই খরিদদার এবং বেশ,
আত্ম বিক্রয়কারীদের বাজার উহার অন্য দিকে।

১১. হে হাফিজ তোমার কলম কি আশ্চর্য আখের শাখা
যাহার ফল মধু ও চিনি অধিকতর উপাদেয়।

(৪০)

১. লাল গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর বুলবুল মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, হে শরাবপায়ী প্রেমিক দল মাতলামির আওয়াজ কর।

২. অনুশোচনা যাহার বুনিয়াদ প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়, একটু লক্ষ্য কর যে কাঁচের পেয়ালা সত্যই কেমন করিয়া তাহা চুরমার করিয়া ফেলে।

৩. শরাব আন অভাবশূন্য দরগাহে
কি দ্বারবান কি সুলতান কি জ্ঞানবান কি মাতাল সব এক বরাবর।

(৪) ازین رباط دو درچون ضرور تست رحیل (8)
رواق طاق معیشت چه سر بلند وچه مست

(৫) مقام عیش میسر نمی شود وبی رنج (৫)
بلای بحکم بلا بسته اند روز الست

(৬) به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش (৬)
که نیستست سر انجام هر کمال که هست

(৭) شکوه آصفی و اسپ باد و منطق طیر (৭)
بباد رفت وازان خواجه هیچ طرف نه بست

(৮) ببال و پر مرو از ره که تیر پرتابی (৮)
هوا گرفت زمانی ولی بخاک اشست

(৯) زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید (৯)
که تحفهٔ سخنش می برند دست بدست

(৩১)

(১) زلف آشفته و خوی کردهٔ خندان لب ومست (১)
پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست

(২) نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان (২)
نیم شب مست ببالین من آمد به نشست

(৩) سرفرا گوش من آورد بآواز حزین (৩)
گفت کای عاشق شوریده من خوابت هست

(৪) عاشقی را چنین باده شبگیر دهند (8)
کافر عشق بود گر نبود باده پرست

(৫) برو ای زاهد و بر دردکشان خورده مگیر (৫)
که ندادند جزاین تحفه بما روز الست

(৬) انچه او ریخت به پیمانهٔ ما نوشیدیم (৬)
اگر از خمر بهشت ست وراز باده مست

৪. এই দুই দরজাওয়ালা সরাইখানা হইতে যখন বিদায় লইতেই হইবে, তখন বাসগৃহের ছাদ উঁচু কি বারান্দা প্রশস্ত তাহাতে কি আসে যায়।

৫. স্থিতির আরাম বিনা কষ্টে সিদ্ধ হয় না,
'কালুবালা'র সঙ্গে সৃষ্টির প্রথম দিনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

৬. জীবন ও মৃত্যুর চিন্তায় হৃদয়কে বিষাদিত করিও না, আনন্দিত থাক, কেননা যাহা কিছুতে সম্পূর্ণ তা বর্তমান তাহার অস্তিত্ব নাস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৭. বীর আসফের বীরত্ব এবং তার 'দৈবা রাজে' হাওয়াই ঘোড়া,
এবং পাখীর বুলি বুঝিতে পারা বরবাদ হইয়া গিয়াছে,
ইহা হইতে সেই সম্মানিত পুরুষের কোন লাভ হয় নাই।

৮. ডানা আর পালকের অহঙ্কার করিও না, কেননা দূর পাল্লার তীর হাওয়াতে রহিয়াছে, অল্প কিছুকাল পূর্বে বায়ুতে উড়িয়াছে, কিন্তু শেষেত মাটিতেই লুটাইবে।

৯. হে হাফিজ তোমার কলমের ভাষা তাহার প্রশংসা গীতি গাহিবে,
কেননা তাহার উপহার হাতে হাতে মিলিয়া যায়।

(৪১)

১. অলক গুচ্ছ উদাম ও ঘামে ডুবিয়া গিয়াছ, হাস্য স্ফুরিত ওষ্ঠ ও মত্ত, জামা ছিন্ন ভিন্ন, সঙ্গীত মুখর, হাতে সোরাহী।

২. নার্গিস অক্ষি সংগ্রামেচ্ছু ওষ্ঠে আফসোস বাণী, বলিতে বলিতে অর্ধরাতে মত্ত হালে আসিল এবং আমার সেজের পাশে বসিল

৩. তাহার মস্তক আমার কানের কাছে আনিয়া বেদনাময় মৃদু স্বরে বলিল, হে আমার পাগল প্রেমিক, কী ঘুম তোমার পাইয়াছে।

৪. যে প্রেমিক এমনই মদের নেশায় বিভোর রজনী কাটায়, যদি শরাবের উপাসনা না করি, তবেত সে প্রেমের দিক হইতে কাফির।

৫. যাও হে বহিরঙ্গ ধর্ম পূজারী, শরাবের তলানী-পায়ীদের দোষ খুঁজিও না, সৃষ্টির প্রথম দিনে এই তোহ্ফা ব্যতিরেকে অন্য কিছু দেওয়া হয় নাই।

৬. সে আমার পেয়ালায় যাহা কিছু ভরিয়া দিয়াছে, তাহাই আমি পান করিয়াছি, তাহা চাই বেহেস্তের শরাব হউক বা দুনিয়ার শরাব হউক।

(٧) خندهٔ جام می و زلف گره‌گیر نگار (৭)
ای بسا توبه که چون توبهٔ حافظ شکست

(۴۲)

(١) خداچه صورت ابروی دلربای تو بست (১)
کشاد کار من اندر کرشمهای تو بست

(٢) هزار سر و چمن را بخاک راه نشاند (২)
زمانه تا قصب زرکش قبای تو بست

(٣) مرا و مرغ چمن را از دل ببرد آرام (৩)
سحر گهان که دل هر دو در هوای تو بست

(۴) زکار ما و دل غنچه بس گره بکشود (৪)
نسیم صبح چو دل در ره هوائی تو بست

(۵) مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد (৫)
ولی چه سود که سر رشته در رضای تو بست

(٦) چو نافه بر دل مسکین من گره مفکن (৬)
که عهد با سر زلف گره کشای تو بست

(٧) تو خود حیات دگر بودی ای زمان وصال (৭)
خطا نگر که دل امید در وفای تو بست

(٨) هم از نسیم تو روزی کشایشی یابد (৮)
چو غنچه هر که دل خویش در هوای تو بست

(٩) ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت (৯)
بخنده گفت برو حافظا که پای تو بست

(۴۳)

(١) اے هد هد صبا به سبا میفرستمت (১)
بنگر که از کجا به کجا میفرستمت

(٢) حیف ست طائری چو در خاک ان دهر (২)
زینجا بآشیان وفا میفرستمت

৭. হাস্যোজ্জল মদের পেয়ালা অলক দামের বিনুনীর পর বিনুনীতে হাফিজের অনুশোচনার মত বহুলোকের অনুশোচনা ভঙ্গ করিয়াছে।

(৪২)

১. খোদা তোমার হৃদয়-মোহন ভ্রূ যখন তৈয়ারী করিয়াছেন, তখন আমার কাজের চেষ্টা তোমার চোখ ইশারায় লুকাইয়া রহিয়াছে।

২. হাজার বাগানের সরো তরুকে তুমি মাটিতে বসাইয়া দিয়াছ যখন হইতে জমানা রঙীন কারুময় বসন পরিয়াছে।

৩. আমার এবং বাগানের পাখীর আনন্দ চলিয়া গিয়াছে,
যখন প্রভাতে আমরা দুই জনে তোমার গানের সুরে সুরে সুর বান্ধিয়াছি।

৪. আমার কাজ হইতে এবং হৃদয়ের কলির বহুশিরা খুলিয়াছে,
প্রভাত সমীরণ যখন হৃদয়কে তোমার পথে খাড়াইয়াছে।

৫. আমি তোমার কয়েদ দশায় আসমানকে রাজী করাইয়াছি,
কিন্তু কি ফল তাহাতে কেননা সূত্র তোমার সন্তুষ্টির সঙ্গে বান্ধা।

৬. কস্তুরীর মত আমার হৃদয়ে গিরা লাগাইও না
কেননা সে তোমার গিরা খুলিবার জন্য তোমার কেশদামের সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ।

৭. ওগো তোমার সঙ্গে মিলনের মুহূর্ত অন্য একটি জীবন;
এই ভুল দেখিয়া হৃদয় আমার উন্মুখ তোমার প্রতিজ্ঞায়।

৮. এই হতভাগ্যেরর একদিন তোমার বসন্ত সমীরণে উন্মোচিত হইবে, যে পুষ্প কলির মত তোমার আশায় হৃদয় লাগিয়া আছে।

৯. তোমার অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তির জন্য শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, হাসিতে হাসিতে সে বলিল হে হাফিজ! চলিয়া যাইতে কে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

(৪৩)

১. হে 'সাবা'র হুদ হুদ আমি তোমাকে সাবায় পাঠাইতেছি',
দেখিও কোথা হইতে তোমাকে কোথায় পাঠাইতেছি।

২. কি আফসোস তোমার মত এমন পাখী দুনিয়ার ধূলাতে রহিয়াছে,
এই স্থান হইতে তোমাকে বিশ্বস্তার বাসায় পাঠাইতেছি।

(৩) در راه عشق مرحلهٔ قرب و بعد نیست (۳)
می بینمت عیان و دعا میفر ستمت

(৪) هر صبح و شام قافله از دعای خیر (۴)
در صحبت شمال و صبا میفرستمت

(৫) در روی خود تفرج صنع خدای کن (۵)
کائینهٔ خدای نما میفرستمت

(৬) تا لشکر غمت نه کند ملک دل خراب (۶)
جان عزیز خود بنوا میفرستمت

(৭) هردم غمی فرست مرا و بگو به ناز (۷)
کاین تحفه از برای خدا میفرستمت

(৮) ای غائب از نظر که شد همنشین دل (۸)
میگویمت دعا و ثنا میفرستمت

(৯) تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند (۹)
قول و غزل بساز ونوا میفرستمت

(১০) ساقی بیا که هاتف غیبم بمژده گفت (۱۰)
با درد و صبر کن که دوا میفرستمت

(১১) حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر تست (۱۱)
تعجیل کن که اسپ و قبا میفر ستمت

(۳۵۳)

(১) ای غائب از نظر بخدا می سپار مت (۱)
جانم بسوختی و بدل دوست دارمت

(২) تا دامن کفن نه کشم زیر پای خاک (۲)
باور مکن که دست ز دامن بدار مت

(৩) گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی (۳)
صد گونه ساحری بکنم تا بیار مت

৩. প্রেমের পথে নিকটত্ব ও দূরত্ব নাই
আমি চোখ দিয়া তোমাকে দেখিতেছি এবং দোয়া করিতেছি।

৪. প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় আমি শুভ দোয়ার কাফেলা পাঠাইতেছি; উত্তর আর পূর্ব দিকের হাওয়ার সমসাথী রূপে তোমার নিকট পাঠাইতেছি।

৫. ওগো তোমার আনন খোদার প্রশস্তি প্রদর্শনীতে পরিণত কর,
কেননা আমি তোমাকে খোদা প্রদর্শনকারী মুকুর পাঠাইতেছি।

৬. তাহা হইলে তোমার দুঃখের সেনাদল হৃদয় রাজ্যকে যেন বিরান না করে, আমার প্রিয় প্রাণকে তোমার খাজনার জন্য উৎসর্গ করিয়াছি।

৭. তুমি প্রতি মুহূর্তে আমার নিকট দুঃখ পাঠাইতেছ আর ছিনালী করিয়া বলিতেছ, এই উপঢৌকন খোদার ওয়াস্তে তোমাকে পাঠাইতেছি।

৮. ওগো তুমি দৃষ্টির অন্তরালে ও হৃদয়ে সমাসীন রহিয়াছ,
আমি দোয়া করিতেছি, আর তোমার প্রশংসা গীতি পাঠাইতেছি।

৯. কেননা গায়ক তোমাকে উৎসাহের কথা নিবেদন করিবে,
আমি বাক ও গজল, সুর ও সঙ্গিত তোমাকে পাঠাইতেছি।

১০. সাকী আইস, কেননা অদৃশ্য সংবাদদাতা শুভ খবর আমাকে জানাইয়াছে, ব্যথায় সবুরী কর, কেননা আমি তোমাকে ব্যথার ঔষধ পাঠাইতেছি।

১১. হে হাফিজ আমাদের জলসার গান ও বাজনা তোমার মঙ্গল স্মরণ, জলদি কর, কেননা আমি তাজী ঘোড়া ও খেলাত তোমার জন্য পাঠাইতেছি।

(৪৪)

১. ওগো তুমি লোক চক্ষুর অদৃশ্য, তোমাকে আমি খোদার হাতে সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমার প্রাণ জ্বালাইয়া দিয়াছ, তবুও তোমাকে অন্তরতম জানিয়াছি।

২. যখন পর্যন্ত না কাফনের অঞ্চল মাটির পায়ের নীচে না লইয়া যাইব, বিশ্বাস করিও না যে আমি তোমার অঞ্চল হইতে হাত হঠাইয়া লইব।

৩. যদিচ বাবেলের হারুতের দিকে তোমাকে যাইতে হয়, শত রকমের যাদু করিব যেন তোমাকে আমার পাশে আনিতে পারি।

(۴) محراب ابروان بنما تا سحر گاهی (৪)

دست دعا بر آرم ودر گردن آرمت

(۵) خواهم که پیش میرمت ای بیوفا طبیب (৫)

بیمار باز پرس که در انتظار مت

(۶) صد جوی آب بسته ام از دیدهٔ کنار (৬)

بربوی تخم مهر که در دل بکار مت

(۷) خولم بریز واز غم هجرم خلاص کن (৭)

منت پذیر غمزهٔ خنجر گذار مت

(۸) میگریم و مرادم ازین چشم اشکبار (৮)

تخم محبت ست که در دل بکار مت

(۹) گر دیدهٔ و دلم کند آهنگ دیگرے (৯)

آتش زنم دران دل و دیده بر آر مت

(۱۰) حافظ شراب و شاهد ورندی نه وضع تست (১০)

فی الجمله میکشی و فرو میگذار مت

(۴۵)

(۱) بجان خواجهٔ و حق قدیم عهد درست (১)

که مونس دم صبحم دعای دولت تست

(۲) سر شک من که زطوفان لوح دست ببرد (২)

ز لوح سینه پنارست نقش هر تو شست

(۳) بکن معاملهٔ و این دل شکسته بخر (৩)

که باشکستگی آرزد بصد هزار درست

(۴) شدم ز عشق تو رسوای کوه و دشت هنوز (৪)

نمیکشی بترحم بطاق سلسله سست

(۵) ملامتم بخرابی مکن که مرشد عشق (৫)

حوالتم بخرابات کرد روز نخست

৪. তোমার ভ্রূর বেদী (=মেহরাব) দেখাও, কেননা অতি প্রভাতে দোয়া করিব আর তোমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিব।

৫. ওগো বিশ্বাসভঙ্গকারী চিকিৎসক তোমার সামনেই আমি মরিব, পুনরায় ব্যাধির কথা জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার অপেক্ষায় রহিয়াছি।

৬. আমি শত নদীর জল আঁখি হইতে পয়দা করিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছি, তোমার মহব্বতের দানা হৃদয়ে আশান্বিত হইয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছি।

৭. আমাকে বধ কর বিরহের দুঃখ হইতে আমাকে রেহাই দাও, আমাকে দাও শান্তি চোখ ইশারার খঞ্জর হইতে।

৮. আমি ক্রন্দন করিতেছি এবং অশ্রু প্লাবিত চক্ষু হইতে এই আকাঙ্ক্ষা, মহব্বতের বীজ তোমর হৃদয়ে বপন করিতেছি।

৯. যদি আমার আঁখি ও হৃদয় অন্য কোন আশা করে, তবে আগুন লাগাইয়া দাও এই হৃদয়ে ফেলিয়া দাও অক্ষিগোলক দূরে।

১০. হে হাফিজ শরাব প্রেমাষ্পদ ও মত্ততা তোমার ভাগ্যে নাই, কিন্তু তুমি কম করিতেছ, তোমাকে মাফ করিতেছি।

(৪৫)

১. খাজার জ্ঞানের শপথ, চিরন্তন সত্য ও সঠিক প্রতিজ্ঞার শপথ, আমার প্রাভাতিক দুঃখ দুর্দশা এবং তোমার সম্পদের আশীর্বাদ-স্বরূপ।

২. আমার অশ্রুজল হজরত নূহের তুফানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বক্ষের স্লেট হইতে তোমার মহব্বত মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।

৩. এই সওদা কর এবং আমার ভগ্ন হৃদয় ক্রয় কর,
কেননা ভগ্নহৃদয়ের হেতু শত সহস্র সুন্দর হৃদয়ের মূল্য বহন করে।

৪. তোমার প্রেমের জন্য আমি পাহাড় জঙ্গল ভ্রমণ করিতেছি অদ্যাবধি, আজ পর্যন্ত তুমি অনুগ্রহ করিয়া শৃঙ্খলের বন্ধন আলগা কর নাই।

৫. মদশালায় অভ্যস্ত মত্ত থাকার জন্য আমাকে দোষারোপ করিও না কেন না প্রেমের মুর্শীদ, সৃষ্টির প্রথম দিনে আমাকে মদশালায় সোপর্দ করিয়াছেন।

(৬) دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست (٦)
چو لاف عشق زدی سر بباز چابک چست

(৭) زبان مور آصف دراز گشت ازان (٧)
که خواجه خاتم جم باده کرد و باز بجست

(৮) بصدق کوش که خورشید زاید از نفست (٨)
که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

(৯) مرنج حافظ واز دلبران وفا کم جوی (٩)
گیاه باغ چه باشد چو این گیاه نه رست

(৩০৬

(১) خلوت گزیده را بتماشا چه حاجت ست (١)
چون کوی دوست هست بصحرا چه حاجت ست

(২) جانان بحاجتی که ترا هست با خدای (٢)
آخر دمی مپرس که مارا چه حاجت ست

(৩) ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم (٣)
باری سوال کن که گدا را چه حاجت ست

(৪) ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست (۴)
در حضرت کریم تمنا چه حاجت ست

(৫) جام جهان‌نماست ضمیر منیر دوست (٥)
اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت ست

(৬) آن شد که بار منت ملاح برد می (٦)
گوهر چو دست داد بدریا چه حاجت ست

(৭) ای مدعی برو که مرا باتو کار نیست (٧)
احباب حاضرند باعدا چه حاجت ست

(৮) محتاج جنگ نیست گرت قصد خون ماست (٨)
چون رفت ازان تست بیغما چه حاجت ست

৬. হে হৃদয় বন্ধুর অশেষ অনুগ্রহ হইতে আশাহীন হইও না, যখন তুমি প্রেমের ডঙ্কা বাজাইতেছ তখন আনন্দের সঙ্গে সাধন কর।

৭. এইজন্য পীপিলীকা আসফের উপর ভাষা দরাজ করিয়াছে, কারণ সে হজরত সুলায়মানের অঙ্গুরী হারাইয়া ছিল এবং পুনরায় খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল।

৮. খাঁটি হইতে চেষ্টা কর, কেননা তোমার নিঃশ্বাস হইতে সূর্য পয়দা হইবে, কেননা মিথ্যার জন্য (সোবেহ কাজেব) ব্রাহ্ম মুহূর্তে পূর্বের মুহূর্তের সূর্যের রঙ কালো।

৯. হে হাফিজ দুঃখিত হইও না এবং বন্ধুগণের বিশ্বাস কম সন্ধান করিও, যদি এই বাগানে তৃণ না গজায় তবে বাগানের কি দোষ।

(৪৬)

১. যে নির্জন বাস গ্রহণ করিয়াছে তাহার আবার লোকজনের দৃশ্য দেখিবার কি প্রয়োজন;
যখন বন্ধুর গলি মিলিয়াছে তখন উন্মুক্ত প্রান্তরের কি দরকার।

২. হে প্রেমাস্পদ তুমি এই প্রয়োজনের জন্য খোদার নিকট হইতে রাখিয়াছে, শেষ পর্যন্ত কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছ আমার কি প্রয়োজন?

৩. ওগো সুন্দরের রাজা আমি চলিয়া যাইতেছি, খোদার ওয়াস্তে, একবার জিজ্ঞাসা কর, ফকীরের কি প্রয়োজন?

৪. আমি ভিক্ষা প্রার্থী, আমার সওয়ালের ভাষা নাই,
দয়ালের দরগাহে আকাঙ্ক্ষার কি প্রয়োজন?

৫. বন্ধুর উজ্জ্বল হৃদয় পৃথিবী প্রতিবিম্বকারী পেয়ালা,
নিজের উপপত্তির কথা প্রকাশের কি বা প্রয়োজন?

৬. সেই সময় চলিয়া গিয়াছে যখন আমি নাবিকের আরামের মুখাপেক্ষী ছিলাম,
যখন মুক্তা আমার হস্তগত হইয়াছে, তখন সমুদ্রের আর কি প্রয়োজন।

৭. হে মুদ্দই হে দুষমন, যাও, তোমার সঙ্গে কোন কাজ নাই,
আমার বন্ধু অনুপস্থিত, দুষমনের নিকট প্রয়োজন নাই।

৮. যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই, যদি তোমার সঙ্কল্প আমাদের কতল করিবার জন্য, তোমারই জিনিস লুট করিবার কিবা প্রয়োজন।

(৯) ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار (۹)
میداندت وظیفه تقاضا چه حاجت ست

(১০) حافظ توختم که هنر خود عیان شود (۱۰)
با مدعی نزاع و محابا چه حاجت ست

(۴۷)

(১) خوشتر ز عیش صحبت و باغ و بهار چیست (۱)
ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

(২) معنی آب زندگی و روضهٔ ارم (۲)
جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

(৩) هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار (۳)
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

(৪) پیوند عمر بسته بموئیست هوش دار (۴)
غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

(৫) راز درون پرده ز رندان مست پرس (۵)
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست

(৬) مستور و مست هردو چو از یک قبیله اند (۶)
ما دل بعشوهٔ که دهیم اختیار چیست

(৭) سهو و خطای بنده چو گیرند اعتبار (۷)
معنی عفو و رحمت پروردگار چیست

(৮) زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست (۸)
تا درمیانه خواستهٔ کردگار چیست

(۴۸)

(১) ما هم این هفته شد شهر و چشمم سالیست (۱)
حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

(২) مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او (۲)
عکس خود دید و گمان کرد که مشکین خالیست

৯. ওগো ভিখিরী যদি প্রাণ সঞ্জীবনী প্রেমাস্পদের শিরিন ঠোঁটের,
তোমার দৈনন্দিন ওজিফা জানা আছে, তাগাদার কি দরকার।

১০. হে হাফিজ শেষ কর, গুণপনা আপনা আপনি প্রকাশিত হয়,
মুদ্দই-এর সঙ্গে বাহাস ও তর্কের কিবা প্রয়োজন?

(৪৭)

১. বাগান বসন্ত (বন্ধু) সঙ্গ অপেক্ষা আরামপ্রদ আর কি?
সাকী কোথায়? বল অপেক্ষার কি কারণ?

২. আব-ই-হায়াত (জীবন-জল) ও বেহেস্তের বাগান
ঝরণার তীর এবং সুন্দর গন্ধী শরাব ব্যাতিরেকে আর কি?

৩. আনন্দিত মুহূর্ত যাহা তোমার হস্তগত হয়, লাভ বলিয়া মনে কর
কাহারও জ্ঞান নাই কাজের সমাধা কি হইবে।

৪. জীবনের বন্ধন সামান্য সূত্রে আবদ্ধ, সাবধান হও,
আপনার দুঃখ আপনি হজম কর, কালের দুঃখ কি?

৫. পর্দার অন্তরালের রসস্থ প্রমত্ত রসোন্মাদদের নিকট জিজ্ঞাসা কর,
হে মুদ্দই (দুষমন) পর্দা রক্ষাকারীদের সঙ্গে তোমার কি ঝগড়া?

৬. সাধু ও মাতাল একই পরিবার হইতে উদ্ভূত,
তখন কাহার ছলা কলায় আমার হৃদয় অর্পণ করিব?

৭. বান্দার ভুল ও ভ্রান্তি যদি বিশ্বাস কর
তবে আল্লার মার্জনা ও দয়ার অর্থ কি?

৮. সাধু ব্যক্তি কওসর (স্বর্গের শরাব) এবং হাফিজ শরাবের পেয়ালা
প্রার্থী, এই দুইয়ের মধ্যে শ্রষ্টার মনোনয়ন কোনটায় রহিয়াছে।

(৪৮)

১. আমার প্রেমাস্পদ শহর হইতে এক সপ্তাহ গিয়াছে, আমার নিকট
এক বৎসর মনে হইতেছে,
তোমার বিরহের দশা তুমি করিয়া জানিবে কি কঠিন দশা।

২. আমার আঁখির তারকা প্রেমাস্পদের অনুগ্রহে তাহার গণ্ডে আপন
প্রতিবিম্ব দেখিল, আর ভাবিল ইহা কালো তিল।

৩. ওগো তুমি সারা শহরে বদান্যতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ,
আশ্চর্য, গরীবদের ব্যাপারে তুমি বড়ই অবহেলা কর।

(৩) ایکه انگشت نمائی به کرم در همه شهر (৩)
وه که درکار غریبان عجب اهمالیست

(৪) همچکد شعر هنوز از لب همچون شکرش (৪)
گرچه در عشوه گری هر مژه اش قتالیست

(৫) بعد از نیم نبود شائبه در جوهر فرد (৫)
که دهان تو درین نکته خوش استدلالیست

(৬) مژده دادند که برما گذرے خواهی کرد (৬)
نیت خیر مگردان که مبارک فالیست

(৭) کوه اند وه فراقت بچه حیلت بکشد (৭)
حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست

(৪৯)

(১) صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش ست (১)
وقت گل خوش بادکزوی میخواران خوش ست

(২) از صبا هردم مشام جان ما خوش میشود (২)
آری آری طیب انفاس هوا داران خوش ست

(৩) نا کشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد (৩)
ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش ست

(৪) مرغ شبخوان را بشارت باد کاندر راه عشق (৪)
دوست را باناله شبهای بیداران خوش ست

(৫) گرچه در بازار دهر از خوشدلی جز نام نیست (৫)
شیوهٔ رندی و خوش باشی عیان را خوش ست

(৬) از زبان سوسن این آواز ام آمد بگوش (৬)
کاندرین دیر کهن کار سبکساران خوش ست

(৭) حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست
تانه پنداری که احوال جهان داران خوش ست

৪. তাঁহার শিরিন ঠোঁট হইতে এখন দুধ ঝরিতেছে,
তাহার প্রতি চোখ ইশারা জবরদস্ত হত্যাকারী।

৫. ইহার পর অতুলনীয় মনিব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই,
কেননা তোমার মুখ বিন্দুর মত চমৎকার প্রমাণ।

৬. লোকে এই সুখবর দিল যে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে পদার্পণ করিবে,
তোমার এই সঙ্কল্পের পরিবর্তন করিও না, কেননা ইহা একটি শুভ লক্ষণ।

৭. তোমার বিরহের ব্যথায় পাহাড় কি অবস্থায় পৌঁছিয়াছে,
ভগ্নহৃদয় হাফেজ তোমার বিরহে কান্না করিতে করিতে
নল খাগরার মত দুর্বল হইয়া গিয়াছে।

(৪৯)

১. বাগানের অঙ্গন আনন্দপ্রদ, বন্ধুদের সঙ্গে আরামদায়ক,
বসন্ত পুষ্পের সময় মনোহর হউক, সুরা সেবীদের সময় মনোরম হউক।

২. মলয় বাতাসে প্রতি মুহূর্ত অন্তরতম আমোদিত,
হাঁ, হাঁ, বায়ুসেবীর শ্বাস সুগন্ধামোদিত

৩. গোলাপ নেকাব নাখুলিয়াই যাত্রার জন্য তৈয়ারী হইয়াছে,
বিলাপ কর বুল বুল কেননা ভগ্নহৃদয়ের রাস্তায় বিলাপ ক্রন্দন করুণ।

৪. নিশি জাগরণকারী পাখী হৃদয়ের রাস্তায়
বন্ধুর নিকট রজনী জাগরণকারীদের ক্রন্দন মনঃপুত হয়।

৫. যদিচ দুনিয়ায় মধুর হৃদয়ের লোকদের মাত্র নামই নাম,
মত্ত মাতালদের ও কপটদের পন্থা আনন্দপূর্ণ।

৬. অতসী ফুলের জবাব হইতে শুনিতে পাইলাম,
এই পুরাতন পৃথিবীতে লঘুভার দ্রুত পাখীদের জয়জয়কার।

৭. হে হাফিজ দুনিয়া অসহযোগকারীদের হৃদয় মধুর হয়,
তুমি এই খেয়াল করিওনা যে ধন সম্পদের মালিকরা আনন্দিত।

(৫০)

(۱) در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست (১)
مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

(۲) از لعل سمند او شکل مه نو پیدا (২)
و ز قد بلند او بالای صنوبر پست

(۳) آخر ز چه گویم هست از خود خبرم چون نیست (৩)
از بهر چه گویم نیست با او نظرم چون هست

(۴) چون شمع وجود من شب تا بسحر خود را (৪)
میسوخت چو پروانه تا روز زپا ننشست

(۵) شمع دل دمسازان بنشست چو او بر خاست (৫)
افغان نظر بازان بر خاست چو او بنشست

(۶) گر غالیه خوشبو شد در گیسوے او آویخت (৬)
ور وسمه کمان کش شد با ابروی او پیوست

(۷) باز آئی که باز آید عمر شدهٔ حافظ (৭)
هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست

(৫১)

(۱) گل دربر و می درکف و معشوقه بکام ست (১)
سلطان جهانم بچنین روز غلام ست

(۲) گو شمع میارید درین بزم که امشب (২)
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام ست

(۳) در مذهب ما باده حلالست ولیکن (৩)
بی روی تو ای سرو گل اندام حرام ست

(۴) گوشم همه برقول نی و نغمهٔ چنگ ست (৪)
چشمم همه بر لعل لب و گردش جام ست

(۵) درمجلس ما عطر میامیز که جان را (৫)
هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام ست

(৫০)

১. আমার প্রেমাস্পদ শরাবে মত্ত হইয়া পেয়ালা হাতে আসিল, অগ্নিপূজারীর ভজনালয়ে,
শরাব পানে উন্মত্তরা তাহার মাতাল আঁখি দেখিয়া মাতাল হইল।

২. তাঁহার ঘোড়ার নাল হইতে বাঁকা চাঁদের আকৃতি জন্ম লইয়াছে,
তাহার সমুন্নত চেহারার তুলনায় দীর্ঘ সরোতরু নীচু মনে হইতেছে।

৩. শেষ পর্যন্ত কি করিয়া বলিব "আছি" কেননা নিজের খবরই জানিনা, আবার কি করিয়া বলিব "নাই" কেন না তাহার প্রতিই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

৪. মোমবাতির মত সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত আমার অস্তিত্ব পতঙ্গের মত জ্বলিতেছে, দিনের বেলা পর্যন্ত বসিয়া থাকে।

৫. প্রেমিকের হৃদয়ের মোমবাতি নির্বাপিত হইল যখন সে উঠিল, প্রেমিকের মধ্যে কোলাহল উঠিল যখন সে আসন গ্রহণ করিল।

৬. কস্তুরী কাফুরের সুগন্ধ, কেন না তাহার দীর্ঘ কেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং 'সামা'তরু (পত্র) কামান সাজাইতেছে, কেননা তাহার ভ্রূর সঙ্গে মিশিয়াছে।

৭. ফিরিয়া আইস, তাহা হইল হাফিজের বিগত জীবন ফিরিয়া আসিতে পারে,
যদিচ নিক্ষিপ্ত তীর কখনই ফিরিয়া আসে না।

(৫১)

১. গোলাপ ফুল বগলে, হাতে শরাব, প্রেমাস্পদ মনোমদ,
পৃথিবীর সম্রাট এই দিনে আমার গোলাম।

২. বলিয়া দাও আজ রাতে প্রদীপের কোন প্রয়োজন নাই,
আমাদের মজলিসে বন্ধুর পূর্ণ চন্দ্র সমুপস্থিত।

৩. আমাদের মজাহাবে শরাব হালাল,
হে সরো তরু ও গোলাপদেহী তোমার সৌন্দর্য বিনা হারাম।

৪. আমার কর্ণ পড়িয়া আছে বাঁশীর সুরে এবং বীণার গুঞ্জনে, আমার আঁখি মণির মত রক্তিম ঠোঁটেরও শরাব পাত্রের চারিদিকে নিবদ্ধ।

৫. আমাদের মজলিসে আতর আনিও না, আমার প্রাণের জন্য, প্রতি মুহূর্তে তোমার সুদীর্ঘ কেশ পাশের সৌগন্ধে মন আমোদিত।

৬. ইক্ষু ও শর্করার মিষ্টতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিও না, আমার আশা তোমার শিরিন ঠোঁটের মাধুর্য।

(٦) از چاشنی قند مگو هیچ و زشکر (৬)

زان رو که مرا بالب شیرین توکام ست

(٧) تا گنج غمت دردل ویرانه مقیم ست (৯)

پیوسته مرا کنج خرابات مقام ست

(٨) از ننگ چه گوئی که مرا نام زننگست (৮)

وزنام چه پرسی که مرا ننگ زنام ست

(٩) میخوارهٔ و سرگشته و رندیم ونظر باز (৫)

وانکس که چوما نیست درین شهر کدام ست

(١٠) بامحتسبم عیب مگوئید که او نیز (১০)

پیوسته چوما در طلب عیش مدام ست

(١١) حافظ منشین بی می و معشوقه زمانی (১১)

کایام گل ویاسمن و عید صیام ست

(۵۲)

(١) اگر بلطف بخوانی مزید الطافست (১)

وگربه قهر برانی درون ما صافست

(٢) بیان وصف توگفتن نه حد امکان ست (২)

چرا که وصف تو بیرون زحد اوصافست

(٣) چوسر وکشی اے یار سنگدل از ما (৩)

چه چشمهاست که برروی ما زاطرافست

(۴) ز چشم عشق توان دید روی شاهد ما (৪)

که نور چهرهٔ خوبان تا قاف تا قافست

(٥) ز مصحف رخ دلدار آیتی بر خوان (৫)

که آن بیان مقامات کشف و کشافست

(٦) عدو که منطق حافظ طمع کند در شعر (৬)

همان حدیث همائے و طریق خطافست

৭. তোমার দুঃখের ভাণ্ডার-কক্ষ হইয়াছে আমার বিরাণ হৃদয়,
সর্বদা আমার বাসস্থান দুর্দশার প্রকোষ্ঠে।

৮. বদনামের কথা কি কহিতেছ, কেননা বদনামে আমার নাম,
নাম সম্পর্কে কি প্রশ্ন করিতেছ, কেননা নাম হইতে বদনাম আমার।

৯. আমি শরাব খাই, ঘাড় তেরা, এবং যাদুকর,
কিন্তু এই কথা একটু বল, এই শহরে সেই কোন ব্যক্তি আমার মত নয় ?

১০. পুলিশ কর্তার কাছে আমার কথা বলিও না, কেননা ও নিজেই
আমারই মত সর্বদা আরাম আয়েশের তালাসে প্রবৃত্ত।

১১. হে হাফিজ এক মুহূর্তের জন্য প্রেমাস্পদ ও মদ ব্যতিরেকে
বসিও না, কেননা এখন হইতেছে গোলাপ ও পদ্মের সময়, আর রোজার ঈদ।

(৫২)

১. যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ডাক, তবে তাহা আমার পরম ভাগ্য,
আর যদি তুমি নির্দয়ভাবে তাড়াইয়া দাও, তাহা হইলে আমার হৃদয় (শেকায়েত) নির্মল।

২. তোমার গুণগান গাহিবার শক্তি সম্ভরের বাহিরে, তাহার
কারণ এই যে তোমার গুণকীর্তন সকল সীমার বাহিরে।

৩. হে আমাদের নিষ্ঠুর বন্ধু তুমি সরোতরুর মত তির্যক স্কন্ধ,
একটু লক্ষ্য কর আমাদের মুখের উপর কত অশ্রু নহর বহিতেছে।

৪. প্রেমের দৃষ্টি দিয়া আমার প্রেমাস্পদের আনন দেখিতে পারা যায়
সুন্দরের চেহারার আলো কাফ হইতে কাফ পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫. প্রিয়তমের বদনের গ্রন্থ হইতে এক পৃষ্ঠা পড়,
এই প্রবন্ধ কশদ হইতে কাশশাফ পর্যন্ত রহিয়াছে।

৬. সেই শত্রু যে হাফিজের কবিতার ঈর্ষা করে,
সেই উপমা যাহাতে গাই হুমা পাখী ও চড়াই পাখীর বিষয়ে।

(৫৩)

(১)
ما راز خیال تو چه پروای شرابست (۱)
خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب ست

(২)
گر خمر بهشت ست بریزید که بی دوست (۲)
هر شربت عذبم که دهی عین عذاب ست

(৩)
افسوس که شد دلبر و در دیدهٔ گریان (۳)
تحریر خیال خط او نقش بر آب ست

(৪)
بیدار شو اے دیده که ایمن نتوان بود (۴)
زین سیل دمادم که درین منزل خوابست

(৫)
معشوقه عیان که می گذرد بر تو و لیکن (۵)
اغیار همی بیند ازان بسته نقابست

(৬)
گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید (۶)
در آتش ر شک از غم دل عرق گلا بست

(৭)
در بزم دل از روی تو صد شمع بر افروخت (۷)
وین طرفه که بر روی تو صد گونه حجا بست

(৮)
سبزست درو دشت بیاتا بگذاریم (۸)
دست از سر آبی که جهان جمله سرا بست

(৯)
در کنج دماغم مطلب جای نصیحت (۹)
کاین حجره پراز زمزمهٔ چنگ و ربا بست

(১০)
راه تو چه راهست که از غایت تعظیم (۱۰)
دریای محیط فلکش همچو حباب ست

(১১)
بی روی دلارای تو ای شمع دل افروز (۱۱)
دل رقص کنان بر سر آتش چو کبا بست

(১২)
حافظ چه شد ار عاشق و رند ست و نظر باز (۱۲)
بس طور عجب لازم ایام شباب ست

(৫৩)

১. তোমার চিন্তায় শরাবের কি পরওয়া করি ?
শরাব সোরাহীকে বলিয়া দাও সে তাহার নিজের কাজ দেখে,
এখন মদশাল জনশূন্য (বিরাণ) হইয়াছে।

২. শরাব যদি স্বর্গও হয় তবে তাহা নিক্ষেপ কর, কেননা বন্ধু
ব্যতিরেকে মধুর পানীয়ের প্রতি বিন্দু কঠিন গজবের মূল-সার।

৩. আফসোস প্রেমাস্পদ চলিয়া গিয়াছে, আর চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত
হইয়াছে,
তাহার নিকট হইতে পত্রের কল্পনা যে জলের উপর চিত্রাঙ্কন।

৪. হে চক্ষু জাগ্রত থাকো। কেহই নিরাপদ থাকিতে পারে না
চিরস্থায়ী-জলস্রোত যাহা প্রবাহিত নিদ্রিত অবস্থায়।

৫. প্রেমাস্পদ তোমার বিনা নেকাবে পাশ দিয়া যায় কিন্তু
অপরিচিতরা যেন তাহাকে না দেখে, এইজন্য সে নেকাব
পড়িয়াছে।

৬. কেননা গোলাপ মাধুর্য তোমার রক্তিম গণ্ডে,
ঈর্ষার আগুনে, হৃদয়ের দুঃখে, গোলাপ জলে ডুবিয়াছে।

৭. হৃদয় মহফিলে তোমার আনন শত সহস্র প্রদীপের উজ্জ্বল বর্তমান,
আশ্চর্য ব্যাপার যে তোমার চেহারার উপর শত সহস্র যবনিকা
রহিয়াছে।

৮. বন্ধুর দরজা শ্যামল সুন্দর, প্রান্তর উন্মুক্ত,
হাত নদীর জল হইতে উঠাইও না, কেননা দুনিয়া মরু
মরিচীকা সম।

৯. আমার মস্তিষ্কের কোণে উপদেশের জন্য সন্ধান করিও না,
কেন না সাধন প্রকোষ্ঠ বীণা ও রবাবের মূর্ছনায় পূর্ণ।

১০. তোমার রাস্তা কী রাস্তা, মহান ও বিশাল,
আকাশ সমুদ্র সর্ব বিস্তারী, তাহার উপর বুদবুদের মত দেখায়।

১১. ওগো হৃদয় উজ্জ্বলকারী প্রদীপ তোমার সুন্দর আনন ব্যতিরেকে
হৃদয় আমার নৃত্য করে যেমন কাবা আগুনের উপর নৃত্য করে।

১২. যদি হাফেজ প্রেমিক ও মাতাল হয় তবে কি আশে যায় ?
কেননা বহু আশ্চর্য বাক্য যৌবনকালে ঘটিয়া থাকে।

(৫৪)

(১) کنون که در کف گل جام بادهٔ صاف ست (১)
بصد هزار زبان بلبلش در اوصاف ست
(২) بخواه دفتر اشعار و رو بصحرا کن (২)
چه وقت مدرسه وبحث کشف و کشاف ست
(৩) فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد (৩)
که می حرام و لی به زمال اوقاف ست
(৪) بدرد وصاف ترا حکم نیست دم درکش (৪)
که هرچه ساقی ماریخت عین الطاف ست
(৫) ببر ز خلق وز عنقا قیاس کار بگیر (৫)
که صیت گوشه اشینان زقاف قاف ست
(৬) حدیث مدعیان و خیال هم کاران (৬)
همان حکایت زر دوز و بوریا باف ست
(৭) خموش حافظ واین نکتهای چون زر سرخ (৭)
نگاهدار که قلاب شهر صراف ست

(৫৫)

(১) گرچه باده فرح بخش و باد گل بیز ست (১)
ببانگ چنگ مخور می که محتسب تیز ست
(২) صراحی و حریفی گرت بدست افتد (২)
بعقل کوش ایام فتنه انگیز ست
(৩) در آستین مرقع پیاله پنهان کن (৩)
که همچو چشم صراحی زمانه خوارین ست
(৪) ز رنگ باده بشوئید خرقها از اشک (৪)
که موسم ورع و روزگار پرهیز ست

(৫৪)

১. একক্ষণে গোলাপের পেয়ালায় পরিষ্কার শরাব রহিয়াছে,
বুল বুল হাজার কণ্ঠে তাহার প্রশংসা গাহিতেছে।

২. কবিতার পুঁথি চাও আর প্রান্তরের পথে চল,
এই কি সময় কলেজের আর বাহাসের, কশফ-ই-কাশশাফের ?

৩. কাল মাদ্রাসার ফকীহ্ মত্ত অবস্থায় পাঁতি দেন
শরাব হারাম কিন্তু ওয়াকফের মালের চেয়ে ভাল।

৪. সুরার তলানি বা উজ্জ্বল সুরা, তোমার কোন স্বাধীনতা, চুপ কর,
কেন না সাকী যাহা দেয় তাহাই তাহার অনুগ্রহ।

৫. মানুষের সম্পর্ক ত্যাগ কর, 'আনকা' পাখীর নিকট হইতে কর্ম পন্থা গ্রহণ কর,
কেন না যাহারা স্বাধীন প্রকোষ্ঠে আসীন তাহার খবর সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে।

৬. মুদ্দই-এর কথা ও সহকর্মীদের চিন্তা
হইতেছে জরীর তন্তুবায় ও মাদুর তাঁতীর মত।

৭. হে হাফিজ চুপ কর, আর উজ্জ্বল স্বর্ণের মত এই বাণী,
লক্ষ্য কর শহরের নকল মুদ্রা তৈরীকারীরা ব্যাঙ্কের মালিক।

(৫৫)

১. যদিচ শরাব আনন্দ-উদ্দীপক এবং মলয় বাতাস সুগন্ধ যুক্ত, রবাব বাজাইয়া সুরা সেবন করিও না, মহাতসাব (পুলিসের কর্তা) প্রখর।

২. যদি তোমার এক সুরাই মদ এবং প্রিয়তম বন্ধু মেলে,
সাবধানতার সঙ্গে মদ খাও কেননা সময় বিপদজনক।

৩. খেড়কার আস্তীনে শরাবের পেয়ালা লুকাইয়া রাখ,
সুরাই-এর চোখের মত সময় রক্ত মোক্ষণকারী।

৪. জামার আস্তীনে শরাবের যে দাগ লাগিয়াছে, চোখের জলে তাহা মুছিয়া ফেল,
কেননা এ যুগ নিষ্ঠাবানের সংযমের সময়।

(۵) مجوے عیش خوش از دور واژ گون سپهر (৫)
که صاف این سرخم جمله دردی آمیز ست
(۶) سپهر بر شده پرویز نیست خون افشان (৬)
قطره اش سر کسری او تاج پرویز ست
(۷) عراق و پارس گرفتی بشعر خود حافظ (৭)
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز ست

(۵۶)

(۱) یا رب آن شمع شب افروز کا شانهٔ کیست (১)
جان ما سوخت بپرسید که جانانهٔ کیست
(۲) حالیا خانه بر انداز دل و دین من ست (২)
تا هم آغوش می باشد و همخانهٔ کیست
(۳) باده لعل لبش کز لب ما دور مباد (৩)
راحت روح که پیمان ده پیمانهٔ کیست
(۴) دولت صحبت آن سعادت پر تو (৪)
باز پرسید خدا را که بپروانهٔ کیست
(۵) میدهد هرکسش افسونی و معلوم نشد (৫)
(۶) یا رب آن شاه وش ماه رخ زهره جبین (৬)
در یکتائے که و گوهر یکدانهٔ کیست
(۷) آن می لعل که ناخورده مرا کرد خراب (৭)
همنشین که دهم کاسهٔ و پیمانهٔ کیست
(۸) گفتم آه از دل دیوانهٔ حافظ بی تو (৮)
زیر لب خنده زنان گفت که دیوانهٔ کیست

(۵۷)

(۱) بنال بلبل اگر با منت سر یاریست (১)
که ما دو عاشق زاریم و کار بازاریست
(۲) دران چمن که نسیمی وزد زطرهٔ دوست (২)
چه جای دم زدن نافهای تاتاریست

৫• আসমানের উল্টো চক্রের নিকট আরাম ও আয়েশ প্রত্যাশা করিও না। কেননা এই মদের জালায় পরিষ্কার মদও তলানীপূর্ণ।

৬• এই বুলন্দ আসমান রক্ত ক্ষরা চালুনী,
ইহার এক বিন্দু নওশেরার শির এবং পরভেজের মুকুট।

৭• হে হাফেজ তোমার কবিতার দ্বারা ইরাক ও পারস্য জয় করিয়াছ
আইস, বাগদাদের পালা ও তেব্রিজের সময় আসিয়াছে।

(৫৬)

১• হে খোদা প্রদীপ (প্রেমাষ্পদ) কাহার ঘরে বাতির আলো বিতরণ করিতেছে,
আমার প্রাণ পোড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমার বন্ধু কোন জন।

২• এক্ষণে আমার হৃদয় ও ধর্ম লাভভণ্ড করিতেছে
সে কাহার কোলে রহিয়াছে, সে কাহার ঘরে বাস করিতেছে।

৩• তাহার রঙীন ঠোঁটের সুরা আমার ঠোঁট হইতে দুরে না থাকুক,
কাহার প্রাণের আরাম এবং কাহার পেয়ালা পূর্ণ করিতেছে।

৪• সেই ভাগ্যবান সঙ্গের সেই আনন্দোজ্জ্বল প্রভা,
আবার খোদার দোহাই জিজ্ঞাসা কর, কাহার জন্য সেই পতঙ্গ।

৫• সকলেই তাহাকে মন্ত্র (বা যাদু) করিতেছে, কিন্তু মালুম নাই।
কাহার দিকে তাহার নাজুক পরাণ লেপটাইবে?

৬• হে খোদা যে রাজসম, চন্দ্রমুখী জোহারা তুল্য, ললাট,
কাহার অনুপম মুক্তা, কাহার একটি মণি রত্ন?

৭• সেই রঙীন শরাব যাহা খাইয়াই, আমি মাতাল হইয়াছি,
কাহার সঙ্গ, কাহার আনন্দ সুখ এবং কাহার পেয়াল, সে রহিয়াছে।

৮• আমি বলিলাম তোমার ব্যতিরেকে হাফিজের আকুলিত হৃদয় হইতে,
ঠোঁটের নীচে, হাস্য স্ফূরিত অধরে বলিল, পাগল হাফিজ কাহার জন্যে সে।

(৫৭)

১• ওগো বুলবুল ক্রন্দন কর যদি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা কর,
কেননা আমরা দুই জনই ক্রন্দনশীল প্রেমিক, আর আমাদের কাজই হইতেছে ক্রন্দন।

২• যে বাগানে প্রেমাষ্পদের অলকগুচ্ছের সুগন্ধী বাতাস প্রবাহিত,
সেখানে তাতারী কস্তুরী গন্ধের কি বা প্রয়োজন?

(۳) بیار باده که رنگین کنیم جامهٔ دلق (৩)

که مست جام غروریم و نام هشیاریست

(۴) نه بسته اند در توبه حالیا بر خیز (৪)

که توبه وقت گل از عاشقی ز بیکاریست

(۵) سحر کر شمهٔ وصلش بخواب می دیدم (৫)

زهی مراتب و خوبی که به زبیداریست

(۶) خیال زلف تو پختن نه کار خامانست (৬)

که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

(۷) لطیفه ایست نهانی که عشق ازو خیزد (৭)

که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

(۸) جمال شخص نه چشم ست و زلف و عارض خال (৮)

هزار نکته درین کاروبار دلداریست

(۹) بآستان تو مشکل توان رسید آری (৯)

عروج بر فلک سروری بدشواریست

(۱۰) روندگان طریقت به نیم جو نخرند (১০)

قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست

(۱۱) دلش بناله میازار و ختم کن حافظ (১১)

که رستگاری جاوید در کم آزاریست

(৫৮)

(۱) اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی ست (১)

زبان خموش و لیکن دهان پراز عربی ست

(۲) پری نهفته رخ دیو در کرشمهٔ و ناز (২)

بسوخت عقل ز حیرت که اینچه بوالعجبی ست

(۳) سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد (৩)

که کام بخشی اورا بهانه بی سببی ست

৩. শরাব আন, আমার কপটতার খেরকা রঙ্গাইয়া লই,
কেননা অহঙ্কারের পেয়ালায় মাতাল হইয়াছি, অসাবধানতার নাম ইহা।

৪. এখন পর্যন্ত তওবার দরজা বন্ধ হয় নাই, উঠ সরাব পান কর,
কেননা ফুলের মরসুমে প্রেমিকের নিকট অনুশোচনা অর্থহীন।

৫. প্রভাতের স্বপ্নে তাহার সঙ্গে মিলনের এক ঝলক দেখিয়াছি,
ইহার কি মরতবা, জাগরণ অপেক্ষা নিদ্রা উত্তম।

৬. তোমার অলক দামের ধ্যান করা দুর্বল লোকের কর্ম নয়,
(ফাঁসীর) জিঞ্জিরের নীচে গর্দান রাখা দুঃসাহসীদের কাজ।

৭. প্রেম কোথা হইতে জন্ম হয়, একটি গুপ্ত রহস্য
যাহার নাম রঙীন অধর বা কৃষ্ণ কেশ দাম।

৮. মানবের সৌন্দর্য না আঁখি না অলক, না কৃষ্ণ তিল না আননে,
এই ব্যাপারে হাজার রহস্য, হৃদয় মোহনকারী রহিয়াছে।

৯. নিঃসন্দেহ তোমার আস্তানের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছান কঠিন,
কঠিন কষ্টের মধ্য দিয়া আনন্দের আকাশে আরোহণ করিয়াছে।

১০. অধ্যাত্ম সাধনার পথিকেরা অর্ধ যবদানার পরিবর্তে খরিদ করে না,
সাটীনের মূল্যবান কাবা (=জামা) যে সাধন পথে অজ্ঞ।

১১. ক্রন্দন করিয়া তাহার হৃদয়ে দুঃখ দিও না, হে হাফিজ শেষ কর,
স্বল্প কষ্টের মধ্যে চিরন্তন মুক্তি নিহিত রহিয়াছে।

(৫৮)

১. যদিচ বন্ধুর সামনে কলা কৌশল প্রদর্শন অশোভন ও অভব্য,
জিহ্বা নির্বাক কিন্তু মুখ আরব্য (বাগ্মিতায়) পূর্ণ।

২. পরী আনন লুকাইল, দানব ছলাকলা দেখাইতেছে,
অবাক কাণ্ডে বুদ্ধি পুড়িয়া গেল, বলিল 'কি আশ্চর্য'।

৩. কারণ খুঁজিও না, কেন আকাশ অপদার্থের প্রতিপালন করিতেছে,
তাহার দানের কারণ ভিত্তিহীন।

(۴) از این چمن گل بیخار کس نچید آری (৪)
چراغ مصطفوی با شرار بو لهبی ست

(۵) حسن ز بصره بلال از حبش صهیب از روم (৫)
زخاک مکه ابو جهل این چه بوالعجبی ست

(۶) جمال دختر از نور چشم ما ست مگر (৬)
که در نقاب زجاجی وپردهٔ عنبی ست

(۷) دوائے درد خود اکنون ازان مفرح جوے (৭)
که در صراحی چینی و شیشهٔ حلبی ست

(۸) هزار عقل و ادب داشتم اے خواجه (৮)
کنون که مست و خرابم صلائے بی ادبی ست ۔

(۹) بیار می که چو حافظ مدام استغفار (৯)
بگریهٔ سحری و نیاز نیم شبی ست

(৫৭)

(۱) عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت (১)
که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت

(۲) من اگر نیکم اگر بدتو برو خود را باش (২)
هر کسی آن درو عاقبت کار که کشت

(۳) همه کس طالب یار اند چه هشیار و چه مست (৩)
همه جا خانهٔ عشق مست چه مسجد چه کنشت

(۴) سر تسلیم من و خاک در میکده ها (৪)
مدعی گر نه کند فهم سخن گو سر و خشت

(۵) نا امیدم مکن از سابقهٔ روز ازل (৫)
توچه دانی که پس پرده که خوبست که زشت

(۶) نه من از خانهٔ تقوی بدر افتادم و بس (৬)
پدرم نیز بهشت ابد از دست به هشت

৪. এই বাগানে কন্টকহীন পুষ্প কেহই চয়ন করে নাই,
মুস্তফা (দঃ)-র প্রদীপে আবুলাহাবের কালো শিখা কি আশ্চর্য ব্যাপার।

৫. বসরার হাসান, আবিসিনিয়ার বেলাল, রুমের সহীব,
মক্কার জমিন হইতে আবু জেহেল, কী আশ্চর্য কাণ্ড।

৬. আঙ্গুর লতার কন্যার সৌন্দর্য আমাদের চোখের ঔজ্জ্বল্য বটে,
কাঁচের নেকাবে এবং (লাল রক্তের) আঙ্গুরের পর্দায়।

৭. আপনার হৃদয়ের ব্যথার জন্য ঔষধ টোর সুরার নিকট হইতে
যাহা চীনা সোরাহীতে এবং আলেপ্পোর কাঁচের গ্লাসে।

৮. হে মান্যমান ব্যক্তি হাজার বুদ্ধি ও পন্থা আমার জানা ছিল,
এখন আমি মত্ত মাতাল ও নিন্দার্হ বেয়াদব বলিয়া নাম রটিয়াছে।

৯. সরাব আনয়ন কর, হাফিজের মত সর্বদা খোদার সাহায্য প্রার্থী,
প্রভাতের কান্না ও নিশীথ রাতের ধ্যান।

(৫৯)

১. ওগো জাহিদ (সাধু পুরুষ) মাতালদের দোষ খুঁজিও না,
কেননা অন্যের পাপ তোমার কপালে চাপান হইবে না।

২. আমি ভাল হই তবে আমার জন্যে, যদি মন্দ হই তবে আমার জন্য
শেষ পর্যন্ত যে যাহা বুনে তাহা কাটে,
যাও তোমার কাজে তুমি যাও।

৩. সকলেই বন্ধুর অন্বেষণ করিতেছে, বিচক্ষণ বা মাতাল,
সর্ব স্থানই প্রেমের স্থান কী মস্‌জিদ কী গীর্জা।

৪. আমার বন্দনা ও শরাব খানার মাটি,
যদি মুদ্দয়ী (= দুষমন) ইহা বুঝিতে না পারে তবে তাহার মাথায় পাথর ভাঙ্গুক।

৫. সৃষ্টির আদিম প্রভাতের সাবেক লিখন সম্পর্কে আমাকে আশাহীন করিও না,
যবনিকার অন্তরালে কোন জন ভাল, কোন জন মন্দ,
তুমি কি করিয়া জান।

৬. আমিই কেবল সংযমের ভবন হইতে বাহিরে পড়ি নাই,
আমার পিতাও চিরন্তন স্বর্গ হইতে ফেলিয়া দিয়াছেন।

(۷) بر عمل تکیه مکن خواجه که در روز ازل (৭)
تو چه دانی قلم صنع بنامت چه نوشت

(۸) گر نهادت همه این ست زهی، پاک نهاد (৮)
در سر شتت همه این مست زهی پاک سرشت

(۹) باغ فردوس لطیف ست و لیکن ز نهار (৯)
تو غنیمت شمرایں سایه بید و لب کشت

(۱۰) حافظ روز اجل گر بکف آرے جامی (১০)
یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت

(٦٠)

(۱) جز آستان توام در جهان پناهی نیست (১)
سر مرابجزایں در حواله گاهی نیست

(۲) عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم (২)
که تیرما بجز از ناله و آهے نیست

(۳) چراز کوے خرابات روے برتابم (৩)
کزیں بهم بجهاں هیچ رسم وراهی نیست

(۴) زمانه گر بزند آتشم بخرمن عمر (৪)
بگو بسوز که برمن ببرگ کاهی نیست

(۵) غلام نرگس جماش آں سهی سروم (৫)
که از شراب غرورش بکس نگاهی نیست

(٦) مباش درپی آزار وهر چه خواهی کن (৬)
که در شریعت ما غیز ازیں گناهی نیست

(۷) عنان کشیده رواے بادشاه کشور حسن (৭)
که نیست بر سرراهی که داد خواهی نیست

(۸) عقاب جور کشاده ست بال در همه شهر (৮)
کمان گوشه نشینی و تیر آهی نیست

৭. হে মহোদয় কর্মফলের উপর ভরসা করিও না, কেননা সৃষ্টির প্রভাতে, তুমি কিছু জান যে খোদার কলম তোমার কপালে কি লিখিয়াছেন।

৮. ইহাই যদি তোমার স্বভাব হয়, কি সুন্দর স্বভাব,
ইহাই যদি তোমার প্রকৃতি হয়, তবে কি সুন্দর প্রকৃতি।

৯. নন্দন কানন মনোরম, কিন্তু সাবধান
তুমি লুটিয়া লও,—আঙ্গুর লতার ছায়া ও সবুজ মাঠের কিনারা।

১০. হে হাফিজ যদি মৃত্যুর দিনে এক পেয়ালা আনয়ন কর, তন্মুহূর্তে তোমাকে পানশালার কুঞ্জগলি হইতে স্বর্গে লইয়া যাইবে।

(৬০)

১. তোমার দুয়ার ব্যতিরেকে দুনিয়ায় আমার জন্য অন্য কোন আশ্রয় স্থান নাই,
আমার মাথা গুঁজবার স্থান নাই তোমার দ্বার ব্যতিরেকে।

২. শত্রু যখন তরবারি নিষ্কাশিত করে, তখন আমি ঢাল দেই ফেলিয়া কেননা দীর্ঘশ্বাস ও ক্রন্দন ব্যতিরেকে আমাদের অন্য কোন তীর নাই।

৩. আমি কেন মুখ ফিরাইব পানশালার কুঞ্জগুলি হইতে, কেননা ইহার চেয়ে দুনিয়ায় আমার জন্যে অন্য কোন রাস্তা ও নিয়ম নাই।

৪. কাল যদি আমার জীবনের ফসলে আগুন লাগাইয়া দেয়,
তবে কালকে বলিয়া দাও যে আমার নিকট জীবনের মর্যাদা এক তৃণ সমান।

৫. আমি সেই দেওদার তরু (সম) তন্বীর মাতাল আঁখির দোলায়, অহঙ্কারের শরাবের কারণে অন্য কোন দিকে নজর উঠাইয়া দেখি নাই।

৬. কাহারও অনিষ্টের চেষ্টায় তৎপর হইও না, আর যাহা ইচ্ছা তাহা কর, আমাদের শরিয়তে ইহা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই।

৭. ওগো সৌন্দর্যের বাদশা, তোমার অশ্বের লাগাম ধীরে চালাও, কেননা এই প্রকারের রাস্তার উপর যাহার উপর কোন বিচার-প্রার্থী নাই।

৮. সকল শহরে অত্যাচারের ঈগল পাখী ডানা মেলিয়াছে,
যেন নির্জন সাধন প্রকোষ্ঠের ধনুক ও দীর্ঘশ্বাসের তীর নাই।

(۹) چنین که در همه سودای راه بینم (৯)
به از حمایت زلف تو ام پناهی نیست

(۱۰) خزینهٔ دل حافظ به زلف و خال مده (১০)
که کار هائے چنین حد هر سپاهی نیست

(۶۱)

(۱) حال دل باتو گفتنم هوس ست (১)
خبر دل شنفتنم هوس ست

(۲) طمع خام بین که قصه فاش (২)
از رقیبان نهفتنم هوس ست

(۳) شب قدرے چنین عزیز و شریف (৩)
باتو روز خفتنم هوس ست

(۴) وه که در دانهٔ چنین نازک (৪)
در شب تار سفتنم هوس ست

(۵) اے صبا امشبم مدد فرمائے (৫)
که سحرگه شگفتنم هوس ست

(۶) از برائے شرف بنوک مژه (৬)
خاک راه تو رفتنم هوس ست

(۷) همچو حافظ بزعم مدعیان (৭)
شعر رندانه گفتنم هوس ست

(۶۲)

(۱) حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت (১)
آرے باتفاق جهان میتوان گرفت

(۲) افشاے راز خلوتیان خواست کرد شمع (২)
شکر خدا که سر دلش برزبان گرفت

(۳) میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی تو (৩)
از غیرتش صبا نفس اندر دهان گرفت

৯. এইভাবে যে চারি দিকেই দেখি রাস্তার জাল রহিয়াছে।
তাঁহার কেশদাম ব্যতিরেকে আমার অন্য কোন আশ্রয় স্থল নাই।

১০. হৃদয়ের রত্ন সম্ভার অলকগুচ্ছ ও কালো তিলকে দান করিও না,
এই ধরনের কাজ গোপন রাখিবার উপযুক্ত নয়।

(৬১)

১. আমার প্রাণের কথা তোমাকে বলিব, এই আকাঙ্ক্ষা,
আমার প্রার্থনা, আমার প্রাণের কথা শুনিব।

২. আমার দুর্বল আকাঙ্ক্ষা আমার কাহিনী প্রকাশ করিয়া দেয়,
আমার কামনা বন্ধুদের নিকট হইতে গোপন রাখিবার।

৩. এই প্রকার শবেকদর (=শক্তির রজনী) প্রিয় ও পবিত্র,
আমার আশা প্রভাত পর্যন্ত তোমার সঙ্গে রজনী পোহাইব।

৪. আফসোস যে এই রকম নাজুক মতি,
কৃষ্ণ রজনীতে আমি ফুটা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

৫. ওগো প্রভাত সমীরণ তুমি আজ আমাকে সহায়তা কর,
প্রভাতে আমি প্রস্ফুটিত হইতে আকাঙ্ক্ষা করি।

৬. সম্মানের জন্য আমার ভ্রূ দিয়া
তোমার পথের ধূলা দূর করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার।

৭. হাফেজের মত মুদ্দয়ী (কবিদের) আশার মত,
মত্ত মাতালদের গজল রচিবার আমার আকাঙ্ক্ষা।

(৬২)

১. তোমার শ্যামল রঙের সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিয়া পৃথিবী তোমার সৌন্দর্য গ্রহণ করিয়াছে,
হাঁ মিলনের দ্বারা লোকে পৃথিবী গ্রহণ করিতে পারে।

২. প্রদীপ নির্জন প্রকোষ্ঠ-বাসীদের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিতে চলিতেছিল,
খোদার শোকর মোমের জিহ্বা অন্তরের আশা প্রকাশের আগেই জ্বলিয়া গেল।

৩. গোলাপ পুষ্প তোমার রং ও সৌন্দর্য লইয়া গর্ব করিতে চাহিতেছিল, ইহাতে হিংসা করিয়া প্রভাত সমীরণ আপনার মুখে রাখিয়া দিল।

(۴) چون لاله کج نهاد کلاه طرب زکبر (৪)
هر داغ دل که بادهٔ چون ارغوان گرفت

(۵) آن روز عشق ساغر می خرمنم بسوخت (৫)
کاتش زعکس عارض ساقی دران گرفت

(۶) آسوده بر کنار چو پرکار می شدم (৬)
دوران چو نقطه عاقبتم درمیان گرفت

(۷) خواهم شدن بکوی مغان آستین فشان (৭)
زین فتنها که دامن آخر زمان گرفت

(۸) بر برگ گل زخون شقایق نوشته اند (৮)
کانکس که پخته شد می چون ارغوان گرفت

(۹) می ده بجام جم که صباح صبوحیان (৯)
چون بادشه به تیغ زرافشان جهان گرفت

(۱۰) می ده که هر که آخر کار جهان بدید (১০)
ازغم سبک برآمد و رطل گران گرفت

(۱۱) فرصت نگر که فتنه چو در عالم اوفتاد (১১)
عارف بجام می زد وازغم کران گرفت

(۱۲) زین آتش نهفته که درسینه من ست (১২)
خورشید شعله ایست که برآسمان گرفت

(۱۳) حافظ چو آب لطف زنظم تو میچکد (১৩)
غیری چگونه نکته تواند بران گرفت

(۶۳)

(۱) خیال روی تو در هر طریق همره ماست (১)
نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

(۲) ببین که سیب زنخدان او چه می گوید (২)
هزار یوسف مصری فتاده درچه ماست

৪. অহঙ্কারে মত্ত হইয়া লাল ফুল বাঁকা করিয়া আনন্দের টুপি পড়িয়াছে, যে প্রেমিকের লাল রঙা শরাব কপালে জুটিয়াছে।

৫. শরাবের পেয়ালা আমার ফসল পুড়াইয়া ফেলিয়াছে,
যখন সাকীর গণ্ডের প্রতিবিম্ব তাহাতে আগুন জ্বালাইয়াছে।

৬. তৃপ্তভাবে দুনিয়া হইতে দূরে দিক নির্ণয়-যন্ত্রের মত ছিলাম,
অবশেষে কাল আমাকে কেন্দ্রে বিন্দুর মত আমাকে লইয়া গেল।

৭. আমি অগ্নি পুজারীর গলি ত্যাগ করিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছি
সেই বিপদগুলো হইতে শেষ সময়ের উত্তরীয় ধরিতে পারি।

৮. লালা ফুলের রক্ত গোলাপের পাতায় তাহারা লিখিয়াছে;
কেননা সেই ব্যক্তি পাকা শরাব লাল রঙ গ্রহণ করিয়াছে।

৯. জামশেদের জাম বাটীতে শরাব দাও, পালঙ্ক শরাব খোরদের প্রভাতকালীন শরাব,
তরবারি সহিত রাজার মত, স্বর্ণ নিক্ষেপকারী, জগৎ গ্রহণ করিল।

১০. শরাব দাও, কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়ার কাজের সমাধা দেখিয়াছে
সে দুঃখ হালকা অনুভব করিয়াছে, শরাবের বড় পেয়ালা গ্রহণ করিয়াছে।

১১. সুযোগ লক্ষ্য কর, কেননা দুনিয়ায় বিপদ যাহা ঘুরিতেছে
সাধক পেয়ালায় শরাব পূর্ণ করিয়া আর দুঃখ হইতে কিনারা প্রাপ্ত হইয়াছে।

১২. এই গুপ্ত অগ্নি হইতে যাহা আমার বক্ষে সংগুপ্ত রহিয়াছে,
শূন্য একটি ঔজ্জ্বল্য যাহা আকাশে জ্বলিতেছে।

১৩. হে হাফিজ যখন তোমার রসের নির্ঝর তোমার কবিতা হইতে ঝরিতেছে, নিন্দুকেরা তোমার ত্রুটি কি করিয়া ধরিবে।

(৬৩)

১. তোমার আননের ধ্যানে প্রতি রাস্তায় আমার সঙ্গী,
তোমার অলকগুচ্ছের সৌন্দর্য আমার জ্ঞানপন্থী প্রাণের সদা সঙ্গী।

২. দেখ সেবের মত তাহার গালের টোল কী বলিতেছে,
হাজার মিশরীয় ইউসুফ আমাদের (গণ্ড) কূপে নিপতিত হইয়াছে।

(۳) بزعم مدعیان که منع عشق کنند (৩)
جمال و چهرهٔ تو حجت موجه ماست

(۴) اگر بزلف دراز تو دست ما نرسید (৪)
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

(۵) بحاجب در خلوت سرای خاص بگو (৫)
فلان زگوشه نشینان خاک درگه ماست

(۶) بصورت از نظرما اگرچه محجوب ست (৬)
همیشه در نظر خاطر مرفه ماست

(۷) اگر چو سائل حافظ دری زند بگشا (৭)
که سالها ست که مشتاق روی چون مه ماست

(৬৪)

(۱) درین زمانه رفیقی که خالی از خلل ست (১)
صراحی می ناب وسفینهٔ غزل ست

(۲) جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ ست (২)
پیاله گیر که عمر عزیز بے بدل ست

(۳) نه من زبی عملی در جهان ملولم و بس (৩)
ملالت علما هم زعلم بی عمل ست

(۴) بچشم عقل ببین در جهان پر آشوب (৪)
جهان وکار جهان بی ثبات و بیمحل ست

(۵) دلم امید فراوان ز وصل روی تو داشت (৫)
ولی اجل بره عمر رهزن امل ست

(۶) زقسمت ازلی چهرهٔ سیه سجستان ست (৬)
بشست و شوی نگردد سفید این مثل ست

(۷) بگیر طرهٔ مه طلعتی و قصه مخوان (৭)
که سعد و نحس زتاثیر زهره وزحل ست

৩· মুদ্দইদের বরখেলাফে,—যাহারা নিষেধ করে প্রেম,
তোমার সৌন্দর্য ও চেহারা আমাদের পক্ষে সঠিক দলিলস্বরূপ।
৪· যদিচ আমাদের হস্ত তোমার সুদীর্ঘ কেশদাম ছুঁইতে না পারে,
আমার বামন হস্তের ও ব্যাকুল কপালের তাহা পাপেই।
৫· খাস কামরার দ্বারবানকে বলিয়া দাও,
অমুক আমাদের দরগাহের মাটির আসনে সমাসীন,
নির্জন প্রকোষ্ঠবাসী, ব্যক্তি আসিয়াছে।
৬· যদিচ প্রকাশ্য দৃষ্টিতে গুপ্ত রহিয়াছে,
কিন্তু গোপনে মর্যাদা তৃপ্ত হৃদয়ের দৃষ্টিতে রহিয়াছে।
৭· যদি হাফিজের মত প্রার্থী দুয়ারে আঘাত করে, তবে দরজা-খুলিয়া দিতে বলিও,
সে বহু বর্ষ ধরিয়া আমার চন্দ্রবৎ চেহারা দেখিবার অভিলাষী।

(৬৪)

১· এই যুগে দোষহীন সেই বন্ধু,
খাঁটি শরাবের সুরাহী ও গজলের পুঁথি, বটে।
২· একলা চল, কেননা নিরাপত্যের রাস্তা সঙ্কীর্ণ,
পেয়ালা লও কেননা প্রিয় জীবনের কোন বদলা নাই।
৩· দুনিয়ায় আমিই কাজ না করার জন্য বিপন্ন নই,
বিদ্যা ব্যবহার না করায় বিদ্বানদের দুঃখ।
৪· বুদ্ধির চক্ষু দিয়া এই গোলমালপূর্ণ পৃথিবীকে লক্ষ্য কর,
পৃথিবী ও পৃথিবীর কাজ অস্থায়ী স্থানহীন।
৫· তোমার আননের সঙ্গে মিলনের আশা রাখি
কিন্তু জীবনের পথে যম বড় দস্যু।
৬· সৃষ্টির আদিম প্রভাতে যাহার চেহারা কালিমা লিপ্ত,
শত ধুইলেও মলিনত্ব যায় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।
৭· চন্দ্র বদনীর অলক গুচ্ছ গ্রহণ কর, অলীক কাহিনী বলিও না
কেননা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য জোহরা ও শনি গ্রহের প্রভাবে ঘটে।

(٨) خلل پذیر بود هر بنا که می بینی (৮)
مگر بنای محبت که خالی از خلل ست

(٩) بهیچ دور که نخواهند یافت هشیارش (৯)
چنین که حافظ ماست بادهٔ ازل ست

(٦٥)

(١) دل و دینم شد و دلبر بملامت بر خاست (১)
گفت باما منشین کز تو سلامت برخاست

(٢) که شنیدی که درین بزم دمی خوش بنشست (২)
که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست

(٣) شمع گر زان لب خندان بزبان لافی زد (৩)
پیش عشاق تو شبها بغرامت برخاست

(٤) در چمن باد بهاری زکنار گل و سرو (৪)
بهوا داری آن عارض وقامت برخاست

(٥) مست بگذشتی واز خلوتیان ملکوت (৫)
بتماشای تو آشوب قیامت برخاست

(٦) پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت (৬)
سرو سرکش که بناز قد و قامت برخاست

(٧) حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری (৭)
کاتش از خرمن سالوس و کرامت برخاست

(٦٦)

(١) روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست (১)
در غنچهٔ هنوز و صدت عندلیب هست

(٢) گر آمدم بکوی تو چندان غریب نیست (২)
چو من درین دیار هزاران غریب هست

(٣) هر چند دورم از تو که دوراز تو کس مباد (৩)
لیکن امید وصل توام عنقریب هست

৮. প্রত্যেক বুনিয়াদ যাহা দেখ তাহার ক্ষতি (বা ধ্বংস) দেখা যায়,
কেবল প্রেমের বুনিয়াদ ছাড়া, যাহার কোন ধ্বংস নাই।

৯. তাহাকে কোন সময়েই হুশিয়ার দেখিতে পাইবে না,
এই কারণে সৃষ্টির প্রথম দিন সুরা হইতে মত্ত রহিয়াছে।

(৬৫)

১. হৃদয় ও ধর্ম চলিয়া গিয়াছে, প্রিয়তম রাগ করিয়া উঠিয়া গেল,
বলিল আমার পাশে বসিও না, কেন না নিরাপত্তা তোমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে।

২. তুমি কি শুনিয়াছ, যে এক মুহূর্তের জন্য কেহ শান্তিতে বসিয়াছে ?
যে এই সাহচর্যের শেষে বিমর্ষ চিত্তে স্থান ত্যাগ না করিয়াছে।

৩. যদি মোমবাতি জিহ্বা দ্বারা সেই হাস্যময়ী আননের অহমিকা করিয়াছে,
তোমার প্রেমিকদের সম্মুখে সে পুড়িয়া মরিতেছে।

৪. বাগানে গোলাপ ও দেবদারের প্রান্ত হইতে বসন্ত বাতাস প্রবাহিত হইতেছে,
তোমার গণ্ডের ও দেহের আশায় উঠিয়াছে।

৫. তুমি মাতাল অবস্থায় ফেরেস্তাদের প্রকোষ্ঠের পাশ দিয়া গেলে,
তোমার দর্শনে রোজ কিয়ামতের শোর গোল পড়িয়া গিয়াছে।

৬. তোমার গমন দর্শন করিয়া লজ্জায় পা উঠায় নাই
সন্নত দেওদারের দেহ ও চেহারার লাস্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

৭. হে হাফিজ এই (ভণ্ডামীর) খেড়কা ফেলিয়া দাও, সম্ভবতঃ তোমার প্রাণ শান্তিতে থাকিবে
কেননা সাধুর পোশাক হইতে এবং কেয়ামত হইতে অগ্নি সৃষ্টি হইতে পারে।

(৬৬)

১. তোমার আনন কেহ দেখে নাই এবং হাজার বন্ধু তোমার রহিয়াছে,
যদিচ এখন গোলাব কলিকা, বহু শত বুলবুল খুরিতেছে।

২. তোমার কুঞ্জ গলিতে যদিচ আমি আসিয়াছি, আশ্চর্য কিছুই নয়,
আমার মত বহু অভাজন ব্যক্তি মুলুকে রহিয়াছে।

৩. যদিচ আমি তোমার নিকট হইতে দূরে, সত্যই বহুদুরে কেহ যেন না থাকে,
কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলনের আশা নিকটবর্তী।

(۴) در عشق خانقاه و خرابات شرط نیست (৪)

هرجا که هست پرتو روی حبیب هست

(۵) آنجا که کار صومعه را جلوه می دهد (৫)

ناقوس و دیر وراهب و نام صلیب هست

(۶) عاشق که شد که یار بحالش نظر نه کرد (৬)

ای خواجه که درد نیست وگرنه طبیب هست

(۷) فریاد حافظ این همه آخر بهرزه نیست (৭)

هم قصهٔ غریب و حدیثی عجیب هست

(٦٧)

(۱) ساقیا آمدن عید مبارک بادت (১)

وان مواعید که کردی نرود از یادت

(۲) در شگفتم که درین مدت ایام فراق (২)

بر گرفتی ز حریفان دل و دل میداد

(۳) برسان بندگی دختر از گو بدر آے (৩)

که دم همت ما کرد زبند آزادت

(۴) شادی مجلسیان در قدم و مقدم تست (৪)

جای غم باد هرآن دل که نخواهد شادت

(۵) چشم بددور کزین تفرقه باز آورد (৫)

طالع نامور و دولت مادر زادت

(۶) شکر ایزد که ازین باد خزان رخنه نیافت (৬)

بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

(۷) حافظ از دست مده صحبت آن کشتی نوح (৭)

ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت

(٦٨)

(۱) ساقی بهار باده که ماه صیام رفت (১)

در ده قدح که موسم ناموس ونام رفت

৪. প্রেমে খানকা বা পানশালা শর্ত নহে,
প্রত্যেক স্থানই তোমার আননের ঔজ্জ্বল্যে সমুদ্ভাসিত।

৫. যেখানে ভজনালয়ের কাজকে উজ্জ্বল করে,
খ্রীস্টান সন্তের সাধন প্রকোষ্ঠের ঘণ্টাধ্বনি ক্রুশ চিহ্নের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

৬. কে প্রেমিক হইয়াছে যাহার অবস্থার উপর দৃষ্টি দেয় নই,
হে পুরুষ, বেদনা নাই, তবে ভিষক ত উপস্থিত।

৭. শেষ পর্যন্ত হাফিজের এই সব ফরিয়াদ বেহুদা নহে,
তবু কাহিনী অলৌকিক, আর এক কথা আশ্চর্য।

(৬৭)

১. ওগো সাকী ঈদের আগমন তোমার নিকট মোবারক হউক,
তুমি যে ওয়াদা করিয়াছ, তাহা যেন ভুলিয়া না যাও।

২. আমি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি যে, এই বিরহের কালে,
তুমি প্রেমিকদের নিকট হইতে হৃদয় লইয়া গিয়াছ, সে তোমাকে তাহার হৃদয় দিয়াছে।

৩. আঙ্গুর বালার বন্দেগী পৌঁছাইয়া দাও এবং বল বাহিরে আইস,
কেননা সাহসের শ্বাস তোমাকে বন্দীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

৪. তোমার আগমনে মজলিসের সভ্যদের আনন্দ
যে তোমার আনন্দ চায় না, সে হৃদয় দুঃখ ও কষ্টের আবাস।

৫. অশুভ দৃষ্টি দূরে যাউক, কেননা সেই বিরহ হইতে সৌভাগ্যক্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছে,
তোমাকে বিখ্যাত সৌভাগ্য ও জন্মগত উত্তম ভাগ্য।

৬. খোদার শোকর এই যে হেমন্তবায় হইতে অনিষ্ট সাধিত হয় নাই,
তোমার যুঁই ফুল, গোলাপ পুষ্প ও দেওদার তরু এবং চাম্বেলী বৃক্ষের।

৭. হে হাফিজ হজরত নূহের কিস্তী হইতে সম্পর্ক শূন্য হইও না,
নতুবা বিপদের তুফানে তোমার জীবনের বুনিয়াদ নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

(৬৮)

১. ওগো সাকী সুরা আন কেননা রোজার মাস চলিয়া গিয়াছে,
সুরার পেয়ালা দাও সুনাম ও যশের দিন চলিয়া গিয়াছে।

(২) وقت عزیز رفت بیاتا قضا کنیم (২)
عمری که بی حضور صراحی وجام رفت

(۳) در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود (৩)
می ده که عمر در سر سودای خام رفت

(۴) مستم کن آنچنان که ندانم زبیخودی (৪)
در عرصهٔ خیال که آمد کدام رفت

(۵) بر بوی آنکه جرعهٔ جامی بما رسد (৫)
در مصطبهٔ دعائی تو هر صبح و شام مت

(٦) دل را که مرده بود حیاتی زنو رسید (৬)
تا بوی از نسیم پیش در مشام رفت

(۷) زاهد غرور داشت سلامت نبرده را (৭)
رند از ره نیاز بدار السلام رفت

(۸) زاهد تودان و خلوت و تنهائی نیاز (৮)
عشاق را حواله بعیش مدام رفت

(۹) نقد دلی که بود مرا صرف باده شد (৯)
قلب سیاه بود ازان در حرام رفت

(৬৯)

(۱) صبا اگر گذری افتدت بکشور دوست (১)
بیار نفخهٔ از گیسو معنبر دوست

(۲) بجان اوکه بشکرانه جان بر افشانم (২)
اگر بسوی من آرے پیامی از ابر دست

(۳) وگر چنان دران حضرت نباشد بار (৩)
برائے دیده بیا در غبارے از در دوست

২. প্রিয় সময় চলিয়া গিয়াছে, আইস কাজা নামাজ পড়িয়া লই,
দীর্ঘ জীবনের অংশ যাহা বিনা সুরার সুরাহী ও পেয়ালায় চলিয়া গিয়াছে।

৩. অগুরু কাষ্ঠের মত কতদিন আর তওবার আনলে পুড়িব,
সুরা দাও, সারা জীবন অলস চিন্তায় বৃথা চলিয়া গিয়াছে।

৪. আমাকে মাতাল করিয়া দাও আত্ম বিলয় হইতে যেন জানিতে না পারি,
খেয়ালের ময়দানে কে আসিল বা কে চলিয়া গেল।

৫. এই আশায় যে শরাবের পেয়ালার তরল পদার্থ যেন আমার জোটে,
শরাব খানায় প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

৬. জাহেদ (=আনুষ্ঠানিক ধার্মিক) অহঙ্কার পোষণ করে, নিরাপত্তার রাস্তা লয় নাই,
মাতালেরা প্রার্থনার পথ দিয়া শান্তির ভবনে পৌঁছিয়াছে।

৭. ওগো জাহেদ জানো তুমি নির্জনতা সাধনার ও প্রয়োজনের কথা
প্রেমিকদের জন্য চিরন্তন আরামের ব্যবস্থা চলিয়া গিয়াছে।

৮. নগদ হৃদয় যেটুক ছিল স্রেফ শরাব খরিদ করিতেই ফুরাইয়াছে,
হৃদয়ে কলুষ ছিল এই জন্য হারাম কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

৯. দ্বিতীয়বার হাফিজকে নির্দেশ দিও না, কেননা সে সুপথ পায় নাই,
সে এমনই পথভ্রান্ত যে প্রেমের শরাব তাহার প্রকৃতিতে ঢুকিয়া গিয়াছে।

(৬৯)

১. ওগো ভোরের বাতাস যদি তোমার রাস্তায় বন্ধুর দেশ পড়ে
বন্ধুর কস্তুরী কেশের এক ঝলক সুঘ্রাণ লইয়া আসিও।

২. এই আত্মার শপথ, যে কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ উৎসর্গ করিব,
যদি তুমি আমার কাছে বন্ধুর নিকট হইতে বাণী লইয়া আইস।

৩. যদি তাহার বারগাহে (বা রাজ সভায়) প্রবেশাধিকার না পাও,
একটু ধূলা আমার আঁখির জন্য তাহার দ্বার প্রান্ত হইতে আনিও।

(৪) (۴) من گدا و تمنائے وصل او هیهات
مگر بخواب به بینم جمال و منظر دوست

(৫) (۵) دل صنوبریم همچو بیدار زان ست
ز حسرت قد وبالا چون صنوبر دوست

(৬) (۶) اگرچه دوست بچیزے نمی خرد مارا
به عالم نفروشیم از سر موی از سر دوست

(৯) (۷) چه باشد ارشود از قید غم دلش آزاد
چون هست حافظ مسکین غلامم چاکر دوست

(۷۰)

(১) (۱) غمش تا در دلم ماوا گرفته ست
سرم چون زلف او سودا گرفته ست

(২) (۲) لب چون آتشش آب حیات ست
ازان آب آتشی در ما گرفته ست

(৩) (۳) همائے همتم عمریست کز جان
هوائے آن قد بالا گرفته ست

(৪) (۴) شدم عاشق بهالای بلندش
که کار عاشقان بالا گرفته ست

(৫) (۵) چو مادر سایهٔ الطاف روئیم
چرا او سایه از ماوا گرفته ست

(৬) (۶) نسیم صبح عنبر بوست امروز
مگر یارم ره صحرا گرفته ست

(৯) (۷) ز دریائے دو چشمم گوهر اشک
جهان در لولو لاله گرفته ست

(৮) (۸) حدیث حافظ ای سر و سمن بو
بوصف قد تو بالا گرفته ست

৪. এমন দরিদ্র ভিক্ষুক আমি আর তাহার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা,
আফসোস! আফসোস!
সম্ভবতঃ ঘুমে বন্ধুর চেহারা ও সৌন্দর্য আমি দেখিতে পাইব।

৫. পাইন তরুর মত আমার হৃদয় যেন বেতস লতার মত কাঁপিতেছে,
বন্ধুর চেহারা ও পাইন সদৃশ্য উচ্চতা হিংসায় কাঁপিতেছে।

৬. যদিচ বন্ধু আমাদিগকে সামান্য জিনিসের বদলেও খরিদ করে না,
কিন্তু আমার বন্ধুর মাথার একটি কেশও সমগ্র জাহানের বদলে বিক্রয় করি না।

৭. যদি তাহার (হাফিজের) হৃদয় দুঃখের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়,
তাহাতে কি আসে যায়,
যখন হতভাগ্য হাফিজ বন্ধুর গোলাম ও সেবক।

(৭০)

১. যখন হইতে তাহার জন্য দুঃখ আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে,
আমার মাথা (=চিন্তা) তাহার কৃষ্ণ কেশদামের মত কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছে।

২. তাহার রঙীন ঠোঁট যেন আব-ই-হায়াতের সদৃশ্য,
এই আব-ই-হায়াতের আগুন আমাদের হৃদয়ে আগুন লাগাইয়াছে।

৩. আমার হিম্মতের হোমা (=শুভ পাখী) এক জীবন হইল
তাহার সন্নত দেহের মহব্বতে উড়িতেছ।

৪. আমি তাহার সন্নত চেহারার প্রেমে মশগুল,
কেননা প্রেমিকদের কর্ম সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

৫. যখন হইতে আমরা তাহার অনুগ্রহের ছায়ায় রহিয়াছি,
কেননা সে আমাদের উপর ছায়া সরাইয়া লইয়াছে।

৬. আজকের প্রভাতের বাতাস মৃগনাভির সুগন্ধ বহিতেছে,
সম্ভবতঃ আমার প্রেমাস্পদ জঙ্গলের হাওয়া খাইতে গিয়াছে।

৭. আমার দুই আঁখির নির্ঝর হইতে মুক্তাবিন্দু ঝরিতেছে,
দুনিয়ার ঔজ্জ্বল্য মতিতে ভরিয়া দিয়াছে।

৮. চামেলীর গন্ধযুক্ত সরো তরু হে হাফিজের কবিতা,
তোমার চেহারার প্রসংশার উচ্চতার মর্যাদা পাইয়াছে।

(۷۱)

(۱) صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت (১)
ناز کم کن که درین باغ بسی چون تو شکفت
(۲) گل بخندید که از راست نرنجیم ولے (২)
هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت
(۳) گر طمع داری ازان جام مرصع می لعل (৩)
در و یاقوت بنوک مژه ات باید سفت
(۴) تا ابد بوے محبت بمشامش نرسد (৪)
هرکه خاک در میخانه برخسار نرفت
(۵) در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا (৫)
زلف سنبل ز نسیم سحری می آشفت
(٦) گفتم اے مسند جم جام جهان بینت کو (৬)
گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت
(۷) سخن عشق نه آنست که آید بزبان (৭)
ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت
(۸) اشک حافظ خرد و صبر بدریا انداخت (৮)
چو کند سوز غم عشق نیارست نهفت

(۷۲)

(۱) گر ز دست زلف مشکینت خطای رفت رفت (১)
ور ز هندوی شما بر ما جفای رفت رفت
(۲) برق عشق از خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت (২)
جور شاه کامران گر بر گدای رفت رفت
(۳) گر دلے از غمزهٔ دلدار بارے برد برد (৩)
درمیان جان و جانان ماجراے رفت رفت
(۴) در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار (৪)
هر کدورت را که بینی چون صفای رفت رفت

(৭১)

১. প্রভাত কালে বুলবুল নবীন পুষ্পকে বলিল
ছলা কলা কম কর, তোমার মত বহু পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে।
২. পুষ্প হাসিয়া কহিল যে, সত্য কথায় দুঃখিত নই
কিন্তু কোন প্রেমিকই তিক্ত উক্তি করে না প্রেমাস্পদকে।
৩. যদি এই কারু কার্য খচিত পেয়ালা হইতে শরাবের আশা রাখ,
তবে আঁখির কোণ হইতে মুক্তা ও মণি উৎপাদিত কর।
৪. শেষ দিন পর্যন্ত প্রেমের সুগন্ধ তাহার মস্তিষ্কে পৌঁছিবে না,
যে পর্যন্ত না শবার খানার দুয়ারের মাটি আপন মুখ দিয়া
না সাফ করিয়াছে।
৫. গতকাল স্বর্গের উদ্যানে মধুর হাওয়া,
'সমবলে'র অলক গুচ্ছ গতরাত্রে মৃদুমন্দ বাতাসে ব্যাকুল হইয়াছিল।
৬. বলিলাম হে জামেজমের সিংহাসন ও জগৎ অবলোকনকারী,
পেয়ালা কোথায়?
বলিল, পরিতাপ, সে ও রাজগি নিদ্রায় অভিভূত।
৭. প্রেমের কথা এমন যে মুখে যাহা আনা যায় না,
ওগো সাকী সরাব দাও, এই গল্প চাটাম বন্ধ কর।
৮. হাফিজের আঁখিজল বুদ্ধি ও ধৈর্য দরিয়ায় ফেলিয়া দিয়াছে,
কী করা যায় প্রেমের বেদনার আগুন লুকাইয়া না রাখা যায়।

(৭২)

১. তোমার কস্তুরী কৃষ্ণ কেশদামের হাত হইতে কোন দোষ হইয়া
থাকে হউক,
যদি তোমার কৃষ্ণ তিল হইতে আমার উপর কোন অত্যাচার
হইয়া থাকে হউক।
২. প্রেমের বিদ্যুৎ যদি কোন আলখেল্লা পারাহত সন্তের
ফসল পুড়াইয়া দেয় দিক,
যদি ভাগ্যবান বাদশা কোন ফকীরের উপর অত্যাচার করিয়া
থাকে, করুক।
৩. যদি প্রেমাস্পদের আঁখিঠার হইতে দুঃখ ভার আসিয়া থাকে আসুক,
যদি বন্ধু ও প্রাণের মধ্যে কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে ঘটুক।
৪. তরীকতের পথে হৃদয়ের কোন দুঃখ কষ্ট নাই, সুরা আন,
যে কলুষতা আমাদের মধ্যে দেখিয়াছ, নির্মল হইয়াছে, হউক।

(٥) عشقبازی را تحمل باید اے دل پایدار (৫)
گر بلای بود بود وگر خطای رفت رفت

(٦) از سخن چینان ملالتها پدید آید دلے (৬)
چون میان همنشینان ماجرای رفت رفت

(٧) عیب حافظ گو مکن زاهد که رفت از خانقاه (৭)
پای آزادان چه بندی گر بجای رفت رفت

(٧٣)

(١) بکوے میکده هر سالکی که ره دانست (১)
در دگر زدن اندیشهٔ تبه دانست

(٢) زمانه افسر رندی نداد جزبه کسے (২)
که سرفرازی عالم درین کله دانست

(٣) بر آستانهٔ میخانه هرکه یافت رهے (৩)
زفیض جام می اسرار خانقه دانست

(۴) هر آنکه راز دو عالم زخط ساغر خواند (৪)
رموز جام جم از نقش خاک ره دانست

(٥) دلم ز نرگس ساقی امان نخواست بجان (৫)
چراکه شیوهٔ آن ترک دل سیه دانست

(٦) ورائے طاعت دیوانگان زما مطلب (৬)
که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست

(٧) ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم (৭)
چنان گریست که خورشید دید و مه دانست

(٨) خوش آن نظر که لب جان و روی ساقی را (৮)
هلال یکشبه و ماه چارده دانست

(٩) بلند مرتبه شاهی که نه رواق سپهر (৯)
نمونهٔ زخم طاق بارگه دانست

৫. হে হৃদয় প্রেমের খেলায় ধৈর্য জরুরী, স্থির পদ থাক,
যদি বিপদ থাকে থাকুক, যদি ভুল হয়, হউক।

৬. পরছিদ্রান্বেষীদের গালগল্পে দুঃখ ও কষ্ট পয়দা হয়,
কিন্তু যদি সতীর্থদের মধ্যে কোন কথা কাটাকাটি হয়
তবে তাহা চলিয়া যায়।

৭. জাহেদকে বলো, হাফিজের দোষ খুঁজিয়া না বেড়ায়, সে আশ্রম হইতে চলিয়া গিয়াছে,
মুক্ত লোকদের পদ বন্ধনে কি প্রয়োজন, যদি কোথায় চলিয়া গিয়া থাকে,
চলিয়া গিয়াছে।

(৭৩)

১. প্রত্যেক সাধনপন্থী যে শরাব খানার কুচাগলির খবর রাখে
সে অন্য দুয়ারে আঘাত হানা ধ্বংসের কারণ বলিয়া জানে।

২. মাতালের তাজ সময় কাহাকেও অর্পণ করে না সেই ব্যক্তিকে ব্যতিরেকে,
যে পৃথিবীতে যশঃ এই তাজেই রহিয়াছে, বিশ্বাস করে।

৩. যে ব্যক্তির শরাব খানার আস্তানা পর্যন্ত রাস্তা পাইয়াছে।
আশ্রমের রহস্য যে শরাবের পেয়ালার অনুপ্রেরণা জানিতে পারিয়াছে

৪. পেয়ালার রেখা হইতে যে কেহ দুই জগতের রহস্য জানিতে পারে,
জামসেদের জামবাটীর রহস্য পথের ধূলি হইতে জানা যায়।

৫. অমার হৃদয় সাকীর আঁখি হইতে জীবনের নিরাপত্তা কামনা করে নাই,
কেননা সে কলুষ হৃদয় তুর্কীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রহিয়াছে।

৬. আমাদের নিকট হইতে মত্ততার উপাসনা ব্যতিরেকে অন্য কিছু তালাস করিও না,
আমাদের মজাহাবের শেখ বুদ্ধিমত্তাকে পাপ বলিয়া জানেন।

৭. প্রভাত হইতে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আমার চক্ষু,
এত ক্রন্দন করিয়াছে, সূর্যকে দেখিয়াছে চন্দ্রের মত।

৮. সেই চক্ষুর কি পরম ভাগ্য,
যাহা পেয়ালার কণ্ঠ ও সাকীর বদনকে প্রথম রাত্রির চন্দ্র ও চতুর্দশীর চন্দ্র জানিয়াছে।

৯. সেই উচ্চ মর্যাদার বাদশা যিনি আকাশের নব স্তর
নিজের দরবারের খিলানের বক্রতা বলিয়া জানেন।

(١٠) حدیث حافظ و ساغر کشیدن پنهان (১০)
چه جائے محتسب وشحنه پادشه دانست

(٧٤)

(١) تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است (১)
دل سودا زده‌اند غصهٔ دو نیم افتاده است
(٢) چشم جادوی تو در عین سواد سحر ست (২)
این قدر هست که این نسخه سقیم افتاده است
(٣) در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست (৩)
نقطهٔ دو ده که در حلقهٔ جیم افتاده است
(٤) سایهٔ سرو تو برقالبم اے عیسی دم (৪)
عکس روحیست که بر عظم رمیم افتاده است
(٥) زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار (৫)
چیست طاؤس که در باغ نعیم افتاده است
(٦) دل من در هوس روی تو ای مونس جان (৬)
خاک را هیست که در پای نسیم افتاده است
(٧) همچو گرد این تن خاکی نتواند بر خاست (৭)
از سر کوی توزان روکه عظیم افتاده است
(٨) آنکه جز کعبه نقابش نه بد از یادلبت (৮)
در میکده دیدم که مقیم افتاده است
(٩) حافظ گم شده را باغمت ایجان عزیز (৯)
اتحاد یست که از عهد قدیم افتاده است

(٧٥)

(١) باپلے برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت (১)
والدران برگ و نوا خوش نالها زار داشت
(٢) گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست (২)
گفت مارا جلوهٔ معشوق درین کار داشت

১০. হাফিজের কাহিনী ও গোপনে শরাব পান করা—
পুলিশের কর্তা ও প্রহরীর কোথায় স্থান? বাদশাই জানেন।

(৭৪)

১. যখন হইতে অলকগুচ্ছের অগ্রভাগ মলয় বাতাসের হাতে পড়িয়াছে
পাগল হৃদয়ে হিংসায় ও ক্রোধে দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে।

২. তোমার যাদু চোখ প্রকৃতপক্ষে যাদুর একটি বিদ্রোহ,
এমন যে এই নোসখা ব্যাধির কারণ হইয়াছে।

৩. তোমার কেশের পেঁচে তোমার কালো তিল জানে কি হইয়াছে,
একটি কালো বিন্দু যাহা জীমের পেঁচে থাকে।

৪. আমার হৃদয়ের উপর তোমার দেওদার সন্নত দেহের ঈসা-নিশ্বাসকারী
এক আত্মার প্রতিবিম্ব শুধু কঙ্কাল পড়িয়া আছে।

৫. তোমার কস্তুরী কেশ তোমার আনন্দময় গোলাপ পুষ্পসম আননে
ইহা কি? এক ময়ূর জিনাতের বাগিচায় ঘুরিতেছে।

৬. হে হৃদয়ের বন্ধু তোমারি আনন্দের আশায় আমার প্রাণ,
পথের ধুলা হইয়া বাতাসের পায়ে পড়িয়া রহিয়াছে।

৭. ধুলার মত; এই মৃন্ময় দেহ উঠিতে পারে না,
তোমার গলির মাথা হইতে, কেননা হয়ত কঠিন পতন হইয়াছে।

৮. সেই ব্যক্তি যে কাবা ব্যতিরেকে কোথায়ও যাইত না, এখন তোমার ঠোঁটের স্মৃতিতে,
শরাব খানার দরজার উপরে আমি দেখিলাম, বসিয়া আছে।

৯. ওগো প্রিয় প্রাণ, তোমার দুঃখে হৃদয় হারানো হাফিজ,
এক মিল রহিয়াছে, পুরাতন প্রতিজ্ঞার কাল হইতে।

(৭৫)

১. একটি বুলবুল একটি সুন্দর রঙীন ফুলের পাতা ঠোঁটে করিয়া নাচিতেছিল
এবং সেই পাতাও আহার্য লইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

২. আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মিলনের মুহূর্তে এই বিলাপ ও অভিযোগ কি?
সে বলিল "এই ক্রন্দনের কাজে প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য লাগাইয়াছি।"

(٣) یار اگر ننشست باما نیست جای اعتراض (৩)
پادشاه کامران بود از گدایان عار داشت
(٤) عارفی کو سیر کرد اندر مقام نیستی (৪)
مست شد چون مستی از عالم اسرار داشت
(٥) در نمیگرد ناز و عجز ما باحسن دوست (৫)
خرم آن کز ناز نینان بخست بر خوردار داشت
(٦) خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم (৬)
کاین همه نقش عجب در گردش پرکار داشت
(٧) گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن (৭)
شیخ صنعان خرقه رهن خانهٔ خمار داشت
(٨) وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر (৮)
ذکر تسبیح ملک در حلقهٔ زنار داشت
(٩) چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت (৯)
شیوهٔ جنات تجری تحتها الانهار داشت

(٧٦)

(١) بدام زلف تو دل مبتلای خویشتن است (১)
بکش بغمزه که اینش سزای خویشتن ست
(٢) گرت ز دست بر آید مراد خاطر ما (২)
بدست باش که خیری برای خویشتن ست
(٣) بجانت ای بت شیرین من که همچو شمع (৩)
شبان تیره مرادم فنای خویشتن ست
(٤) چورای عشق زدی باتو گفتم اے بلبل (৪)
مکن که این گل خودرو برای خویشتن ست
(٥) بمشک چین و چگل نیست حسن گل محتاج (৫)
که نافهاش زبند قبائی خویشتن ست

৩. বন্ধু যদি আমার সঙ্গে না বসে তবে তাহাতে প্রতিবাদের কিছু নাই,
দিগ্বীজয়ী বাদশা ফকীরের সঙ্গে উপবেশন করিতে লজ্জা পায়।

৪. যে সাধক নির্বানস্থ ভ্রমণ করিয়াছে,
সে মত্ত হইয়া গিয়াছে, কেননা বিশ্ব রহস্যের মত্ততা পাইয়াছে।

৫. আমাদের প্রার্থনা ও মিনতি সুন্দর বন্ধুর নিকট কোন ফলে আসে না,
সেই ব্যক্তি সুখী যে প্রিয়তমদের নিকট সৌভাগ্য লাভ করে।

৬. উঠ সেই তুলির উপর আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করি,
কেননা আশ্চর্য এই সকল পটের, তাঁহার দিক নির্ণয়ের যন্ত্রের ঘূর্ণনে সে দেখে।

৭. যদি তুমি প্রেমের পথের পথিক হও, তবে বদনামের চিন্তা করিও না,
সে যে আননে আপন খেড়কা মদশালার মালিকের নিকট রাখিয়াছিল।

৮. এই শিরিন কর্মী কলন্দরের ভাল হউক, যিনি সাধন পথে পর্যটনে
পৈতায় মালিকের জেকর করে তরিকতের সাধন পথে।

৯. সেই হুরী প্রকৃতির প্রিয়তমের প্রসাদের ছাদের নীচে, হাফিজের চক্ষু
বেহেস্তের রাস্তা, যাহার নীচে, সে স্রোতস্বতী প্রবাহিত দেখে।

(৭৬)

১. তোমার অলকগুচ্ছের জালে আপনা আপনি বন্দী হইয়াছে,
একটি দিঠি হানিয়া তাহাকে হত্যা কর, ইহাই তাহার উপযুক্ত শাস্তি।

২. যদি তোমার হাত হইতে আমাদের হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হয়,
জলদি কর, কেননা এই পুণ্য ত তোমার জন্য সমাধা করিবে।

৩. ওগো মধুর বন্ধু তোমার জানের কসম মোমবাতির মত,
অন্ধকার রজনীতে আমার বাসনা আমার ব্যক্তিসত্তার বিলয় সাধন।

৪. ওগো বুলবুল যখন তুমি প্রেম সম্বন্ধে খেয়াল প্রকাশ করিয়াছিলে, তখন তোমাকে বলিয়াছিলাম,
এই খেয়াল করিও না, এই জন্যে যে এই স্বেচ্ছাচারী আপন চিন্তায় মশগুল।

৫. ফুলের সৌন্দর্য চীন ও চগলের সুগন্ধীর কোন প্রয়োজন নাই,
কেননা তাহার আওরাখায় প্রচুর সৌন্দর্য আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

(٦) مرو بخانهٔ ارباب بی مروت دهر (৬)
که کنج عافیتت در سرای خویشتن ست

(٧) بسوخت حافظ و در شرط عشق جانبازی (৭)
هنوز بر سر عهدو وفائے خویشتن ست

(٧٧)

(١) صوفی از پرتو تومی راز نهانی دانست (১)
گوهر هرکس ازین لعل توانی دانست

(٢) شرح مجموعهٔ گل مرغ سحر داند و بس (২)
که نه هرکو ورقی خواند ومعانی دانست

(٣) عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده (৩)
بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست

(٤) آن شد اکنون که ز افواه عوام اندیشم (৪)
محتسب نیز ازین عیش نهانی دانست

(٥) دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید (৫)
ورنه از جانب ما دل نگرانی دانست

(١) سنگ گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق (৬)
هرکه قدر نفس باد یمانی دانست

(٧) ایکه از دفتر عقل آیت عشق آموزی (৭)
ترسم این نکته بتحقیق ندانی دانست

(٨) می بیاور که ننا زد بگل باغ جهان (৮)
هرکه غارت‌گری باد خزانی ندانست

(٩) حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت (৯)
اثر تربیت آصف ثانی دانست

৬. সাহসহীন লোকের গৃহে পদার্পণ করিও না,
আরামের স্থান দুনিয়ায় নিজের কুটির কোণে রহিয়াছে।

৭. হাফিজ জ্বলিয়া মরিতেছে, এবং প্রেমের ও জীবন খেলায়,
তথাপি প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বস্ততার পুরোভাগে সে রহিয়াছে।

(৭৭)

১. সূফী সরাবের ঔজ্জ্বল্য হইতে গোপন রহস্য অবগত আছে,
এই মণি (শরাব) হইতে প্রত্যেকের আসল প্রকৃতি জানিতে পারা যায়।

২. গোলাপ ফুলের সাকুল্যের ভাষ্য বুলবুল জানে,
কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি যে এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াছে সে উহার অর্থ ভেদ করিতে পারে না।

৩. আমি দুই জাহানের কর্ম অভিজ্ঞতা হৃদয়ের সমুখে উপস্থিত করিলাম,
সে তোমার প্রেম ব্যতিরেকে বাকী সমস্ত কাজকে অনর্থক বলিয়া বুঝিল।

৪. সেইদিন চলিয়া গিয়াছে যখন জনসাধারণের নিন্দাচর্চায় কর্ণপাত করিত,
পুলিশের কর্তা (=মহাতাসেব) এক্ষণে এই গোপন আয়েশের খবর জানে।

৫. প্রেমাস্পদ আমাদের শান্তিকে উপযুক্ত সময় নয় বলিয়া বিবেচনা করিল,
নতুবা সে আমাদের হৃদয়ের অপেক্ষমানতা ও উদগ্রীবতা জানিত।

৬. কর্দম ও প্রস্তর দৃষ্টির সৌভাগ্য মণি ও রত্নে পরিণত করে,
যে ইয়ামানী শ্বাসের মূল্যের কথা জানে।

৭. ওগো তুমি যে বুদ্ধির গ্রন্থ হইতে প্রেমের কবিতা শিখিতে চাহ,
আমার ভয় হয়, তুমি এই গভীর বিষয় গবেষণার দ্বারা জানিতে পারিবে না।

৮. শরাব আন, কেননা দুনিয়ার বাগানের ফুলের গরব করে না,
সেই ব্যক্তি যে হেমন্ত বায়ুর দস্যিপনা জানে।

৯. হাফিজের আপন প্রকৃতি হইতে এই কাব্য মঞ্জুষা জন্ম লইয়াছে,
দ্বিতীয় আসফের সাহচর্য ও শিক্ষার প্রভাবের ফল।

(۷۸)

(۱) حاصل کار که کون و مکان این همه نیست (১)
باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

(۲) از دل و جان شرف صحبت جانان غرض ست (২)
همه آنست وگرنه دل و جان این همه نیست

(۳) منت سد ره و طوبی بی سایه مکش (৩)
که چو خوش بنگری ای سرور وان این همه نیست

(۴) دولت آنست که بیخون دل آید بکنار (৪)
ورنه باسعی و عمل باغ جنان اینهمه نیست

(۵) پنجروزی که دریں مرحله مهلت داری (৫)
خوش بسای زمانی که زمان اینهمه نیست

(٦) برلب بحرفنا منتظریم اے ساقی (৬)
فرصتی دان که زلب تابدهان اینهمه نیست

(۷) زاهد ایمن مشواز بازی غیرت زنهار (৭)
که ره صومعه تادیر فغان اینهمه نیست

(۸) دردمندی چو من سوختهٔ زار ونزار (৮)
ظاهرا حاجت تقریر و بیان اینهمه نیست

(۹) از تهتک مکن اندیشه و چون گل خوش باش (৯)
زانکه تمکین جهان گذران اینهمه نیست

(۱۰) نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی (১০)
پیش رندان رقم سود و زیان اینهمه نیست

(۷۹)

(۱) بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست (১)
آنجا جزانیکه جان بسپارند چارهٔ نیست

(۲) آندم که دل بعشق دهی خوش دمی بود (২)
درکار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

(৭৮)

১. এই সীমাবদ্ধ দুনিয়ার সফলতা কিছুই নাই,
শরাব সম্মুখে আনয়ন কর, এই দুনিয়ার মালপত্তর আদৌ কিছু নয়।

২. হৃদয় এবং আত্মার একান্ত কামনা প্রিয়তমের সাহচর্য,
ইহাই মাত্র, এবং যদি না হয়, অন্তর ও আত্মা কিছুই নয়।

৩. সিদরা ও তোবার আরামপ্রদ ছায়ার জন্য লালায়িত হইও না
যদি তুমি গভীরভাবে ভাবিয়া দেখ, ওগো চলন্ত সরো তরু, এই সমস্তই নিরর্থক।

৪. সম্পদ সেইটি যাহা হৃদয়-রক্ত-ক্ষরণ ব্যতিরেকে আয়ত্ত হয়,
নতুবা বেহেস্তের বাগান কর্ম ও সাধনা দ্বারা লাভ করা কিছুই নয়।

৫. পাঁচ দিনের এই আবাসে তোমার অবসর বিনোদন,
আনন্দিত চিত্তে কাটাও কেননা সীমাবদ্ধ কালে কিছুই নয়।

৬. ওগো সাকী মরণ সাগর বেলায় প্রতীক্ষা করিতেছি,
ইহাকে সৌভাগ্য মনে কর, কেননা ওষ্ঠ হইতে মুখগহ্বর কিছুই নয়।

৭. জাহিদ (=আচারনিষ্ঠ ধার্মিক) অহঙ্কারের খেলায় নিশ্চিত হইও না,
কেননা মসজিদ ও মন্দিরের মধ্যের রাস্তা,—কিছুই নয়।

৮. ক্রন্দন ও বিলাপের বেদনায় আমাকে জ্বালাইয়া ফেলিয়াছে,
বর্ণনা করা ও অন্বয় করা—⋯—কিছুই নয়।

৯. অসম্মানের দ্বারা বিদীর্ণের জন্যে ডরিও না, গোলাপের মত প্রফুল্ল রহ,
কেননা এই অচিরস্থায়ী জগতের ক্ষমতা ও সম্মান কিছুই নয়।

১০. হাফিজের নাম সুনামের কলমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,
কিন্তু মাতালদের নিকট লাভ ও লোকসান—কিছুই নয়।

(৭৯)

১. প্রেমের সাগর এমনই সাগর যে ইহার কোন কূল নাই,
সেখানে এই ব্যতিরেকে যে প্রাণ দান ছাড়া কোন উপায় নাই।

২. যখন তুমি হৃদয়কে প্রেমের হাতে সমর্পণ কর—সেই সময় শুভ,
ভাল কাজে এস্তেখারার কোন প্রয়োজন নাই।

(۳) مارا بمنع عقل مترساں دمی بیار (৩)
کاں شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست

(۴) از چشم خود بپرس که مارا که می کشد (৪)
جاناں گناه طالع و جرم ستاره نیست

(۵) رویش بچشم پاک تواں دید چوں هلال (৫)
هر دیده جائے جلوۂ آں ماه پاره نیست

(۶) فرصت شمر طریقۂ رندی که ایں نشاں (৬)
چوں راه گنج بر همه کس آشکاره نیست

(۷) نگرفت در تو گریۂ حافظ بهیچ روی (৭)
حیران آں دلم که کم از سنگ خاره نیست

---

৩. আমি বুদ্ধির নিষেধকে ডরাই না, শরাব আন।
বুদ্ধির নিষেধ আমার জন্ম হইতেই নিষ্ফল।

৪. আপনার আঁখিকে জিজ্ঞাসা কর, কে আমাকে কতল করিতেছে।
ওগো প্রেমাস্পদ ইহাতে নসীবের পাপ এবং তারকার কোন ত্রুটি নাই।

৫. তাহার আনন নির্মল আঁখি দিয়া দর্শন করা যায়,
সকলের চোখেই চন্দ্রের টুকরার ঔজ্জ্বল্যের প্রকাশের স্থান নাই।

৬. রসোন্মত্ততার পন্থা সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা কর, কেননা ইহাই রসিকের পথ,
যেমন রত্নভাণ্ডারের পথের মত প্রত্যেকের নিকট প্রকাশ পায় না।

৭. হাফিজের ক্রন্দন তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না,
আমি সেই হৃদয় দেখিয়া হয়রান যাহা কঠিন প্রস্তর অপেক্ষা কম নহে।



ফেরদোসী পথিপার্শ্বে সুলতান মাহমুদের নিন্দাসূচক কবিতা
শ্রবণ করিতেছেন

ইরানের কবি

মনসুর উদ্দীন

বাংলা একাডেমী